পারিভাষিক শব্দ:: Terminology

'পড়া মনে থাকে না' কিংবা 'যা পড়ি সব ভুলে যাই'- এগুলো আমাদের অনেকেরই নিয়মিত অভিযোগ। অনেকেই ভাবেন, পড়ালেখা না থাকলেই বোধ হয় জীবনটা আরো মধুর হত। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। পড়ালেখা করতেই হবে। তাই পড়ে মনে রাখার জন্য একেকজন একেক কৌশল অনুসরণ করে। আপনি যা করতে পারেন....

১. যা শিখতে হবে সে ব্যাপারে আকর্ষণ অনুভব করতে হবে।
২. খেয়াল করে চোখ দিয়ে দেখে পড়তে হবে এবং মনোযোগ কখনোই অন্যদিকে নেয়া যাবে না।
৩. লিখে লিখে পড়ার অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ যখন পড়বেন একই সময়ে একই সাথে লিখবেন এবং পড়বেন। বিকালের পরে বা সন্ধ্যায় পড়াশুনা করা উচিত কারণ পড়াটা নতুন ভাবে শুরু করা যায় এবং ভালোও হয়।

পারিভাষিক শব্দে মাঝে মাঝে এমন কিছু শব্দ আসে তা কোথা থেকে দেয়া হয়েছে তা Dictionary ছাড়া খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। অতএব বুঝতেই পারছেন কতটা কঠিন হয়। এখানে আমি অনেক সময় নিয়ে সকল পারিভাষিক শব্দকে দু'টি অংশে ভাগ করেছি। আপনারা প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং MCQ অংশটি মুখস্থ করে নিবেন। তারপর যদি সময় পান অর্থাৎ সময় থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় অংশটি দেখবেন। মনে রাখবেন মুখস্থের জিনিস গুলো বারবার পড়তে হবে অর্থাৎ একই সময়ে বারবার আবার ভিন্ন সময়ে বারবার।

:::Best of Luck:::

www.exambd.net

A

Aboriginal - আদিবাসী

a member of a race of people who were the first people to live in a country, before any colonists arrived.

Allegory – রূপক

রূপ নির্মাণে চতুরতার আশ্রয় নিয়ে যখন বিষয় উপস্থাপিত হয়, তখন তার নাম হয় রূপক অথবা আসল ঘটনা শিল্পের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য যার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে রূপক বলে।

a story, poem, or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one.

উদাহরন স্বরূপ বলা যায় ফরাসি শিল্পী জেরিকল্ট এর আঁকা 'মেডুসার ভেলা' ছবিটি। যা তিনি একাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'নৈশ দৃশ্য' নামে দিয়েছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে উত্তাল সমুদ্রে এক ভগ্নপ্রায় ভেলায় প্রচুর লোক ঠেসাঠেসি করে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃতপ্রায়। তাদের মধ্যে আবার কেউ দূরে পরিলক্ষিত জাহাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

Allegation – অভিযোগ

Abbreviation - সংক্ষেপণ

a shortened form of a word or phrase. Teacher Student Center = TSC; এটা হলো abbreviation। TSC = Teacher Student Center; এটা হলো Acronym।

Abstract - বিমূর্ত

দর্শনে যা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ ভাবমূলক তাকে বিমূর্ত এবং যা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য তাকে মূর্ত বলা হয়।

Address of welcome - অভিনন্দনপত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ

Agora – মুক্তাঞ্চল

আগোরা হল প্রাচীন গ্রিক নগর-রাজ্যের একটি খোলা 'সমাবেশের স্থান' যেখানে ভূমির মালিকরা জনসমাবেশে একত্রিত হতো সামরিক কর্তব্য অথবা রাজার পরিচালক বা মন্ত্রিসভার বিবৃতি শুনার জন্য। আগোরা একটি বাজারও ছিল, যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য স্তম্ভের সারিতে স্টল বা দোকান রাখতো।

Architect- স্থপতি

Architecture - স্থাপত্যবিদ্যা, স্থাপত্য

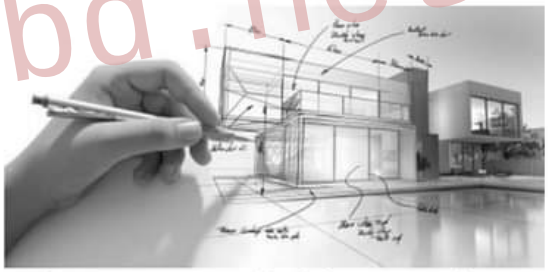

স্থপতি হলেন একজন ব্যক্তি যিনি ভবনের পরিকল্পনা, নকশা ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত। আর এ সংক্রান্ত বিদ্যাকে স্থাপত্যবিদ্যা বলে।

Archetype – আদিরূপ

পরিবর্তনীয় নয় এমন আদর্শরূপ; মৌল আদর্শ।

Allotment - বরাদ্দ

Armour – বর্ম

Ancestor-পূর্বপুরুষ

any member of your family from long ago, for example, the grandparents of your grandparents.

Asylum - আশ্রয়

Annotation - টীকা

দুরূহ শব্দাদির ব্যাখ্যা

www.exambd.net

Ad-hoc - তদর্থক/ অনানুষ্ঠানিক

বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে গঠিত, লৌকিকতাবর্জিত।

Annex – পরিশিষ্ট

Appendix - পরিশিষ্ট

Appendix A
Glossary

The following have been taken directly or modified from definitions in *A Dictionary of Genetics*, 3rd edition, by Robert C. King and William D. Stansfield, Oxford University Press, New York, 1985, with permission from the publisher.

Allele	One of a series of possible alternative forms of a given gene, differing in DNA sequence and affecting the functioning of a single product (RNA and/or protein).
cDNA	Complementary DNA produced from a RNA template by the action of RNA-dependent DNA polymerase (reverse transcriptase).
Chromosome	(1) In prokaryotes, the circular DNA molecule containing the entire set of genetic instructions essential for life of the cell. (2) In the eukaryotic nucleus, one of the threadlike structures consisting of chromatin (DNA plus associated protein) and carrying genetic information arranged in linear sequence.
Clone	(1) A group of genetically identical cells or organisms all descended from a single common ancestral cell or organism by mitosis in eukaryotes or by binary fission in prokaryotes. (2) Genetically engineered replicas of DNA sequences.
Codon	The nucleotide triplet in messenger RNA that specifies the amino acid to be inserted in a specific position in the forming polypeptide during translation.
Cosmid	Vectors designed for cloning large fragments of eukaryotic DNA.
Crossing over	The exchange of genetic material between homologous chromosomes.

Annexation - সংযোজন

পরিশিষ্ট - অবশিষ্ট, বাকী। গ্রন্থাদির শেষে সংযুক্ত অতিরিক্ত অংশ।

Annexure - ক্রোড়পত্র

ক্রোড়পত্র - যে পত্র আলাদা ছেপে পুস্তকাদির ভেতরে দেওয়া হয়; উইলের অতিরিক্ত অংশ।

Attested – প্রত্যায়িত

Attestation - প্রত্যয়ন

প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রতীতি, বিশ্বাস। সত্যায়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্যতা নিশ্চিতকরণ। প্রত্যয়নপত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে পত্রে কোনো দলিলের নির্ভুলতা প্রতিপাদন করা হয়। কোনো ব্যক্তির পরিচয়কে নির্ভুলভাবে প্রতিপাদন করা কিংবা কোনো ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করাই হলো প্রত্যয়ন।

Assassination - গুপ্তহত্যা

গুপ্তহত্যা - গোপনে খুন।

Acknowledgement - প্রাপ্তিস্বীকার

a letter or email to say that you have received something that someone sent to you.

Affidavit – শপথনামা/ হলফনামা

আইনগত প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার্য শপথপূর্বক লিখিত বিবৃতি, হলফনামা। a written statement made by someone who has sworn to tell the truth, which might be used in a court of law.

Alien – বিদেশি/ বহিরাগত

Axis - অক্ষ

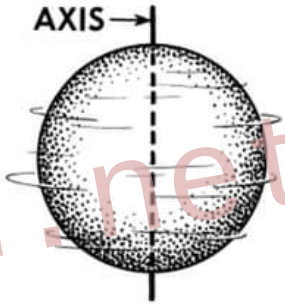

অক্ষ হলো গোলাকার কোনো বস্তুর কেন্দ্রভেদী সরলরেখা। যেমন পৃথিবী বা লাটিম যখন ঘুরে তখন তাদের কেন্দ্রভেদী যে রেখাকে কেন্দ্র করে ক্রিয়াটি (ঘূর্ণণ) সম্পন্ন করে সে রেখাটিই অক্ষ। যেমন - পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়।

Adult education - বয়স্ক শিক্ষা

Adaptation - অভিযোজন

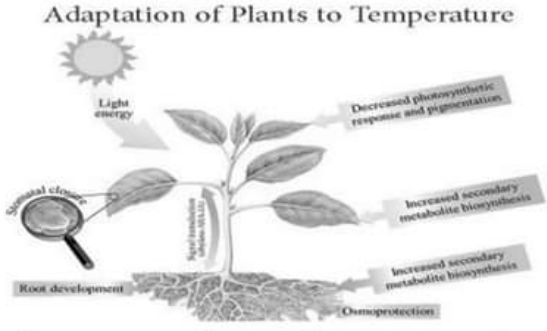

পরিবেশের সাথে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে চলার জন্য জীবের গঠন ও কাজের যেকোন পরিবর্তনকে অভিযোজন বলে। এ প্রক্রিয়ায় জীবের শরীরবৃত্তীয়, গঠনগত ও আচরণগত যে পরিবর্তন হয় তা নির্দিষ্ট পরিবেশে জীবকে টিকে থাকতে সাহায্যে করে।

www.exambd.net

B

Bribe - ঘুষ, উৎকোচ

Background – পটভূমি

the things that can be seen behind the main things or people in a picture.

Barren – ঊষর/ অনুর্বর

ঊষর - যে মাটিতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, অনুর্বর, যার মাটি লোনা; মরুময়।

Bugger – জঘন্য ব্যক্তি

Bail - জামিন

Bottom of the line – আসল কথা হলো

Break of study – শিক্ষা বিরতি/ অধ্যয়ন-বিরতি

Beauty sleep – প্রথম রাত্রির ঘুম

মধ্যরাত্রির পূর্বে নিদ্রা।

Blueprint - প্রতিচিত্র

প্রতিচিত্র - চিত্র বা ছবির অবিকল নকল, চিত্রের প্রতিরূপ। a photographic print in white on a bright blue ground or blue on a white ground used especially for copying maps, mechanical drawings, and architects' plans.

Bloc - শক্তিজোট

একই উদ্দেশ্য বা সাধারণ স্বার্থে বিভিন্ন জাতি, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ।

Blockade - অবরোধ

সৈন্য বা জাহাজ ইত্যাদি দ্বারা কোনো স্থান অবরোধ

Bill – মূল্যপত্র, পাওনাপত্র

দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বা পেশাগত সেবার বিনিময়ে ধার্য টাকার লিখিত বিবরণ।

Bond – প্রতিজ্ঞাপত্র / মুচলেকা

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে সুদ বা লাভসহ ঋণকৃত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিপত্র; একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কাউকে দেওয়ার চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাপত্র।

Banner - প্রচারপত্র

নীতি, শ্লোগান ইত্যাদি প্রচার করার জন্য দুটি দণ্ডের শীর্ষদেশে স্থাপিত পতাকা বা বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারপত্র।

Bulletin - জ্ঞাপনপত্র

সংবাদবিজ্ঞপ্তি, সরকারি সংবাদপত্রসহ মুদ্রিতপত্র। a short news programme on television or radio, often about something that has just happened, or a short newspaper printed by an organization.

Ballad - গীতিকা

বিশেষত প্রাচীন কোন কাহিনীসংবলিত সাদামাটা গান বা কবিতা, গাথা। গীতিকা এক শ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি; যা সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সঙ্গে এক ধরনের গান গাওয়া হতো তা Ballet হিসেবে পরিচিত ছিল। গীতিকার মূল ভিত্তি - জনশ্রুতিমূলক বিষয়।

Barter - বিনিময়

to exchange goods for other things rather than for money.

www.exambd.net

By

By-product - উপজাত

By-elections - উপনির্বাচন

By-law - উপ-আইন

By-order- আদেশক্রমে

By heart - মুখস্থ করা

Bankrupt - দেউলিয়া

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তখন উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

Book-post - খোলা ডাক

পুস্তিকাদি পাঠাবার ডাক ব্যবস্থা

Beverage - পানীয়

Bonafide - প্রকৃত

Brand - ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন / প্রতীক

পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন; এ ধরনের চিহ্নযুক্ত বিশেষ ধরনের পণ্য।

Biography - কড়চা, জীবনচরিত

জীবনচরিত - জীবনী, জীবনের ইতিবৃত্ত; জীবনের ঘটনাবলী এবং চরিত্রের বিবরণ। an account of someone's life written by someone else.

Basin - অববাহিকা

কোন এলাকার বৃষ্টিপাত জনিত পানি যে নদ-নদী পথে প্রবাহিত হয় সেই এলাকাকে ঐ নদ-নদীর অববাহিকা বলা হয়। নদীর উভয়পার্শ্বস্থ তীরভূমি যা হতে জল এসে নদীতে পড়ে।

Barter agreement- পণ্য বিনিময় চুক্তি

Briefer - মামলার বিবরণ

Bi

Bi-annual- অর্ধবার্ষিক, ষান্মাসিক

Bibliography - গ্রন্থপঞ্জি, রচনাপঞ্জি

Bibliography

[Able] The ABLE Project. See: http://www.cs.cmu.edu/~able/.
[ADL] Assertion Definition Language. See: http://adl.opengroup.org/.
[Allen94] Allen, R., and D. Garlan. 1994. *Formal Connectors*. Carnegie-Mellon CMU-CS-94-115 Technical Report, March.
[America90] America, P. 1990. Parallel Object-Oriented Language with Inheritance and Subtyping. In *OOPSLA Proceedings '90*.
[Bass98] Bass, L., P. Clements, and R. Kazman. 1998. *Software Architecture in Practice*. Reading, Mass.: Addison Wesley Longman.
[Beringer97] Beringer, D. 1997. Scenario Modelling: Modelling Global Behaviour with Scenarios in Object-Oriented Analysis. Ph.D. thesis, Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne. See also: http://lglwww.epfl.ch/Team/DBR/Thesis.html.
[Booch95] Booch, G. 1995. *Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Second Edition*. Menlo Park, CA: Benjamin Cummings.
[Booch91] Booch, G. 1991. *Object-Oriented Design with Applications*. Menlo Park, CA:

গ্রন্থপঞ্জি হল এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত সুসংহত তালিকা যা বই, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে কোন প্রকাশনার লেখক, শিরোনাম, প্রকাশক, প্রকাশনার স্থান, প্রকাশনার তারিখ, মূল্য, পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্য জানা যায়। A bibliography is a list of all of the sources you have used (whether referenced or not) in the process of researching your work.

Bi-centenary - দ্বিশতবার্ষিক

Bilateral - দ্বিপাক্ষিক

দ্বিপাক্ষিক - দুটি পক্ষ। যখন দুটি রাষ্ট্র একে অপরকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চায়, তখন তারা আলোচনা ও সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি আদান-প্রদান করে। having or relating to two sides; affecting both sides.

Bilingual - দ্বিভাষিক

speaking two languages fluently.

Bio-data - জীবনবৃত্তান্ত, জীবনতথ্য

www.exambd.net

Boy

Boy-scout - ব্রতী বালক

Boycott- বয়কট, বর্জন

Broker - দালাল

Jobber -দালাল

Buffer stock - জরুরি মজুদ

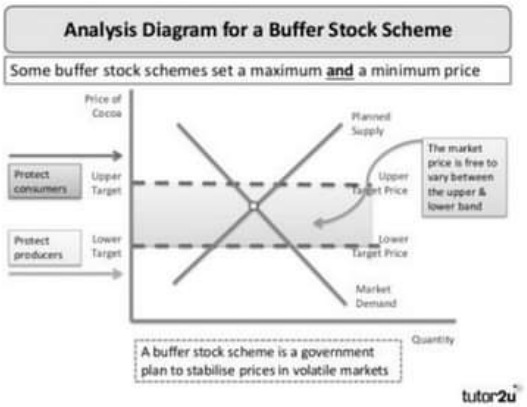

buffer stock - মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্যে মজুত দ্রব্য।

Bureau - সংস্থা

Bureaucracy- আমলাতন্ত্র

আমলাতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যাতে স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তারা দায়িত্ব বিভাজনের মাধ্যমে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। আমলারা জনপ্রতিনিধি নয় বা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নয়। ফলে রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তিত হলেও আমলারা পদ হারায় না।

Ballot - গোপন নির্বাচন

Ballot paper - ভোটপত্র

Ballot balance - ব্যাংক-স্থিতি

Balanced diet - সুষম খাদ্য

Bench - বিচারপীঠ, এজলাস

Brochure - পুস্তিকা

কোনো স্থান বা কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা।

Booklet - পুস্তিকা Pamphlet - পুস্তিকা

Booklet - পুস্তিকা

a very thin book with a small number of pages and a paper cover, giving information about something

Brochure - পুস্তিকা Pamphlet - পুস্তিকা

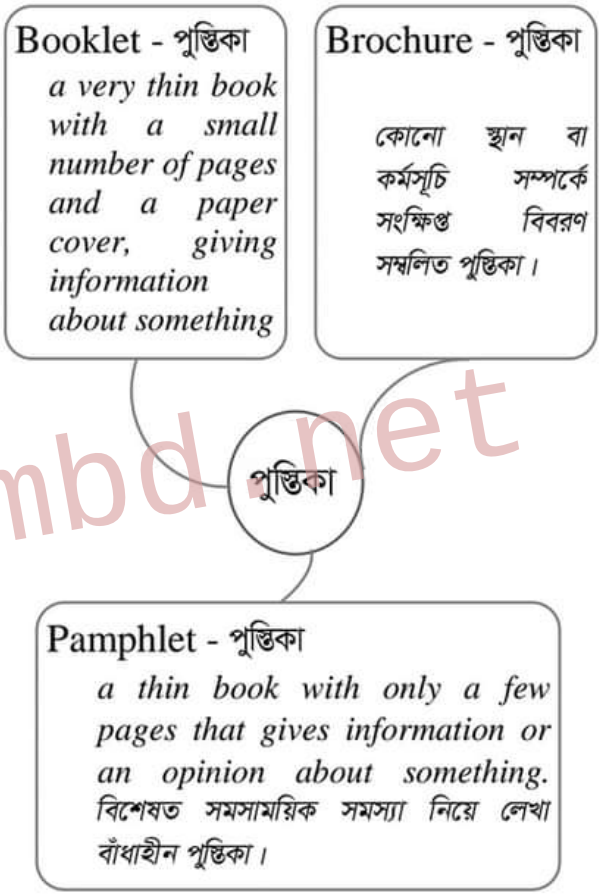

Board of studies - বিদ্যা-পর্ষদ

Breach of contract - চুক্তিভঙ্গ

Breaking point - সহনসীমা

Broadcast - সম্প্রচার

Bacteria - জীবাণু

Banquet - ভোজসভা

Banker - ব্যাংক মালিক

Basic - মৌলিক, মৌল

Basic pay - মূল বেতন

Bidder - নিলাম ডাকিয়ে

Black-out - নিষ্প্রদীপ

www.exambd.net

C

Curtail – সংক্ষিপ্ত করা

Civil Society – সুশীল সমাজ

Civil surgeon – পৌর চিকিৎসক

Climax – মহামুহূর্ত

কাহিনী বা নাটকের চরম পরিণতিকে Climax বলে। Climax হচ্ছে কোনো নাটক বা গল্পের সর্বোচ্চ অবস্থা বা turning point যেখানে ঘটনার বৃদ্ধি শেষ হয় আর ঘটনার পতন শুরু হয়। সুতরাং Climax happens at the height of a plot. It is the turning point. In play it is a point of time at which the conflict between opposites reaches a point demanding resolution.

Corrigendum - শুদ্ধিপত্র

Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government Engineering Department
Feasibility Study for Construction of Important Bridges on Rural Roads Project
Design Unit, RD&C Bhaban (Level-4)
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207

Memo No: 46.02.0000.819.14.005.17.1247 Date: 04/10/2017

Corrigendum Notice

The tender notice Published on 19/09/2017 vide Memo No: 46.02.0000.819.14.002.17.1188 date: 19/09/2017 has the following correction.

Last date of EOI submission will be 08-10-2017 instead of 07-10-2017. All other information will remain same.

Md. Abadat Ali
Project Director
Phone: 02-9123980
e-mail: sen.bridge@lged.gov.bd

DG-2511 (5x3)

শুদ্ধিপত্র - পুস্তকাদির ভ্রমসংশোধন পঞ্জী। a thing to be corrected, typically an error in a printed book.

Covenant – চুক্তিপত্র

Co-opted – সহযোজিত

সহযোজিত - একত্র কার্য করা, সহযোগিতা করা।

Cease Fire – অস্ত্র-সংবরণ

an agreement, usually between two armies, to stop fighting in order to allow discussions about peace. যুদ্ধবিরতি

Constipation – কোষ্ঠকাঠিন্য

কোষ্ঠকাঠিন্য - একটি অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি সহজে মলত্যাগ করতে সক্ষম হন না। সাধারণত: এক-দুই দিন পরপর মলত্যাগের বেগ হওয়া এবং শুষ্ক ও কঠিন মল নিষ্কাশন কোষ্ঠকাঠিন্য বলে পরিচিত।

Cartoon - ব্যঙ্গচিত্র

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র - একধরনের দ্বি-মাত্রিক চিত্রকলা যা কাগজে অঙ্কন করার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। সংবাদপত্র অথবা সাময়িকীতে স্বল্পবাক্যে অথবা বাক্যবিহীন অবস্থায় ব্যঙ্গচিত্র দর্শক-পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। অঙ্কিত চিত্রের পাশাপাশি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তামাশা, উপহাস কিংবা সরস উক্তি প্রদর্শন করা হয়।

www.exambd.net

Chancellor – আচার্য

আচার্য হচ্ছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের নেতা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি।

Coup – অভ্যুত্থান

Circular- পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি

Consumer goods - ভোগ্যপণ্য

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে পণ্য বা সেবা ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য পণ্য বলা হয়। ভোগ্য পণ্যকে চূড়ান্ত পণ্যও বলা হয়, এগুলো হলো সেই পণ্য যা ব্যক্তিরা বা গৃহস্থরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করে থাকে। খাবার, পোশাক, গহনা প্রভৃতি হলো ভোগ্য পণ্যের উদাহরণ।

Cabinet - মন্ত্রী পরিষদ

Coating - আবরণ

Curfew - সান্ধ্য আইন

'সান্ধ্য আইন' - এর আক্ষরিক অর্থ সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পরে লোক চলাচলের নিয়ম কানুন। সান্ধ্য আইন এমন এক ধরনের আইন যেখানে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়।

Custom – প্রথা

প্রথা বা রীতি হচ্ছে সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসা যে কোন ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, বিশ্বাস অথবা কর্মকাণ্ড যা অধিকাংশ সাধারণ জনগণ বা সমাজ কর্তৃক উৎপত্তিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে বিনাদ্বিধায় পালন করাসহ মেনে চলে আসছে।

a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society, place, or time.

Customs – শুল্ক

customs - আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক। আমদানী শুল্ক একটি পরোক্ষ কর যা দেশের আমদানী সামগ্রীর ওপর আরোপ ও আদায় করা হয়। দেশের রপ্তানী পণ্যের ওপর আরোপকৃত করের নাম রপ্তানী শুল্ক।

the official department that administers and collects the duties levied by a government on imported & exported goods.

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে

Customs – শুল্ক

Custom house - শুল্কভবন

Cess - উপকর

Tariff - শুল্ক

Tariff duties - শুল্ক কর

Duty - শুল্ক

Demurrage - বিলম্ব শুল্ক

Excise duty - আবগারী শুল্ক

Tax - কর

Sur-tax - উপরিকর

Check - দমন করা

Custody- হেফাজত

the protective care or guardianship of someone or something.

Campaign - প্রচারাভিযান

Comma (কমা) - পাদচ্ছেদ

Charter - সনদ

www.exambd.net

Black Friday - একটি দিনের জন্য কম দামে জিনিসপত্র বিক্রির মহোৎসব।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার আমেরিকায় থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পালিত হয়। ঠিক তার পরদিনই অর্থাৎ নভেম্বর মাসের চতুর্থ শুক্রবারটি হচ্ছে ব্ল্যাক ফ্রাইডে দিবস।

Cyber Monday - অনলাইনে কেনাকাটা

ব্ল্যাক ফ্রাইডের পরের সোমবার, এই দিনে খুচরা বিক্রেতারা অনলাইনে বিক্রি করে আর জনসাধারণ তা কিনে নেয়।

Compound interest - চক্রবৃদ্ধি সুদ

চক্রবৃদ্ধি সুদ: কোনো নির্দিষ্ট সময় শেষে অর্জিত সুদ, আসল বা মূলধনের সঙ্গে যুক্ত করে ঐ সুদ-আসল বা সবৃদ্ধিমূলকে পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নতুন আসল বা মূলধন হিসাবে গণ্য করে পুনরায় যখন সুদ হিসাব করা হয় তখন সেই সুদকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়।

Copy - প্রতিলিপি

Commercial Entrepreneur - বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা

Cash crop - অর্থকরী ফসল

যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। যেমন চা, পাট প্রভৃতি।

Cold war - স্নায়ুযুদ্ধ

স্নায়ুযুদ্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রসমূহের মধ্যকার টানাপোড়েনের নাম।

Civil war - গৃহযুদ্ধ

গৃহযুদ্ধ এক ধরনের যুদ্ধ যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা দেশের অভ্যন্তরে সাংগঠনিকভাবে দুই বা ততোধিক দল সরাসরি যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

Colony - উপনিবেশ

Colonialism - উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদ হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা এক অঞ্চল থেকে আরেকটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ, এবং শোষণ।

Calligraphist - হস্তলিপি বিশারদ

Calligraphy - হস্তলিপিবিদ্যা

চিত্র: চারুলিপিতে জার্মান শব্দ 'উরকুন্ডে' (মৃত)

হস্তলিপিবিদ্যা হচ্ছে হাতের লেখা সম্পর্কিত দৃশ্যমান শিল্পকলা। বিবাহ এবং অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে, অক্ষরের ছাঁদ প্রণয়নে ও মুদ্রাক্ষরশিল্পতে, মূল হস্তলিখিত লোগো ডিজাইনে, ধর্মীয় চিত্রে, ঘোষণায়, দৃশ্যমান নকশাকরণে, স্মৃতি নথিতে চারুলিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চারুলিপি, লিপিবিদ্যা, লিপিকলা বা হস্তলিপিশিল্প হিসেবেও পরিচিত।

www.exambd.net

Cautionary signal - সতর্কতা-সংকেত

Centralisation - কেন্দ্রীয়করণ

কেন্দ্রীকরণ: যে ব্যবস্থাপনায় সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সুসংহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে, তাকে কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাপনা বলা হয়। the concentration of control of an activity or organization under a single authority.

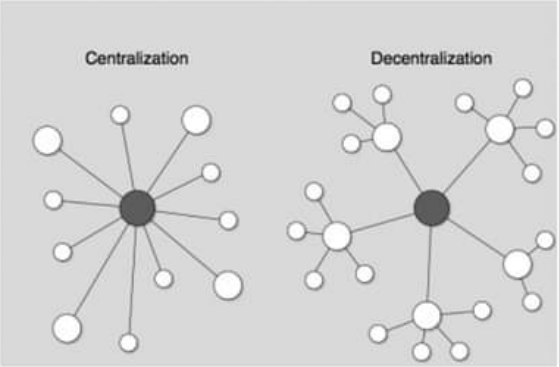

Decentralization - বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ: কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ে অথবা স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশাসনিক, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব হস্তান্তর। the transfer of authority from central to local government.

Chamber of commerce - বণিক সমিতি

Chauvinism - জাত্যভিমান, উগ্রস্বাদেশিকতা

Chronological - কালানুক্রমিক

Cold storage - হিমাগার

Commentary - ভাষ্যকার

Community - সম্প্রদায়, লোকসমাজ

Complimentary copy - সৌজন্য কপি

Compliments - অভিনন্দন

Comptroller - হিসাব-নিয়ামক

Communism - সাম্যবাদ

Concrete - মূর্ত

existing in a material or physical form; not abstract.

Constitution - সংবিধান

Constituency - নির্বাচকমণ্ডলী

একই এলাকায় বসবাসকারী ভোটারবৃন্দ যারা সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়।

Conduct - আচরণ

Conference - সম্মেলন

Confidential - গোপনীয়

Consignment - চালান

Consignor - প্রেরক

Context - প্রসঙ্গ

Continental - মহাদেশীয়

Contingencies - সম্ভাব্য ব্যয়

Copyright - লেখস্বত্ব

Copy writer - লিপিকার

Council - পরিষদ

Counsel - কৌঁসুলি, পরামর্শ

Counter-sign - প্রতিস্বাক্ষর

Crown - মুকুট

Criticism - সমালোচনা

Curriculum - পাঠ্যক্রম

Currency - মুদ্রা

Concoct - বানিয়ে বলা

বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে তৈরি করা; মিথ্যা কাহিনি রচনা করা।

Calendar

পঞ্জিকা

Calender

ইস্ত্রি

www.examb.net

Campus - অঙ্গন
Carbon di-oxide - অঙ্গারাম্লজান
Caretaker - তত্ত্বাবধায়ক
Ceiling - ছাদের তলভাগ
Client - মক্কেল
Code - সংকেত/ বিধি
Comet - ধূমকেতু
Co-ordinator - সমন্বয়কারী
Cordon - বেষ্টনী
Corruption - দুর্নীতি
Crack down - সাড়াশি অভিযান

D

Deadlock
অচলাবস্থা

Deputation - প্রেষণ/ প্রতিনিধিত্ব
Dockyard - পোতাঙ্গন

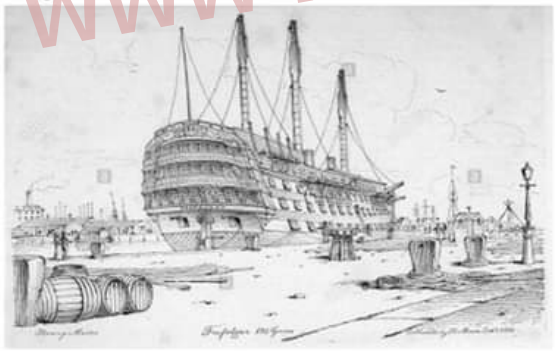

পোতাঙ্গন (ইংরেজি: Shipyard শিপইয়ার্ড বা Dockyard ডকইয়ার্ড) নৌযান নির্মাণ সংক্রান্ত কারখানা, যেখানে নৌযান নির্মাণ, মেরামত, আধুনিকায়ন ইত্যাদি কাজ করা হয়। জাহাজ, লঞ্চ, কার্গো, সি-ট্রাক, বার্জ, স্টিমার অর্থাৎ পানিতে চলাচলের জন্য যে কোন ধরনের যান তৈরি বা মেরামতের জন্য পোতাঙ্গন ব্যবহার হয়।

Dowry - যৌতুক
Drought - খরা, অনাবৃষ্টি
Death penalty - মৃত্যুদণ্ড
Defence (Defense) – প্রতিরক্ষা
Divulge – প্রকাশ করা
Dilly dally – অযথা দেরী করা
Depreciation - অবচয়
Discriminatory – বৈষম্যমূলক
Directorate - পরিদপ্তর

সাধারণত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এক বা একাধিক দপ্তরকে অধিদপ্তর বলে, যার প্রধান হলেন মহাপরিচালক। যিনি অতিরিক্ত সচিবের মর্যাদাসম্পন্ন। অন্যদিকে অধিদপ্তরের অধীনস্ত এক বা একাধিক দপ্তরকে পরিদপ্তর বলে, যার প্রধান হলেন পরিচালক। যিনি একজন যুগ্ম সচিব বা উপসচিবের মর্যাদাসম্পন্ন।

Duplication – অনুলিপি, অনুবর্তন
Dairy – দোহশালা
Dynamite – বিস্ফোরক বিশেষ
Dynamic - গভীর, গতিশীল
Dialect - উপভাষা
Duty - শুল্ক
Drop-scene - যবনিকা পতন
Debate- বিতর্ক
Decentralization - বিকেন্দ্রণ/বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ: কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ে অথবা স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশাসনিক, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব হস্তান্তর। the transfer of authority from central to local government.

Denationalization - বিরাষ্ট্রীয়করণ
Demonstrator - প্রদর্শক
Declaration - ঘোষণাপত্র, ঘোষণা
Decode - সংকেতমোচন করা

www.exambd.net

Delegate - প্রতিনিধি
Demotion - পদাবনতি
Demurrage - বিলম্ব শুল্ক
Descending order - অধঃক্রম
Designation - পদনাম/ পদবি
Diagram - নক্শা, চিত্র, পরিলেখ
Dialogue - সংলাপ
Diagnosis - রোগনির্ণয়
Dictation - শ্রুতলিপি

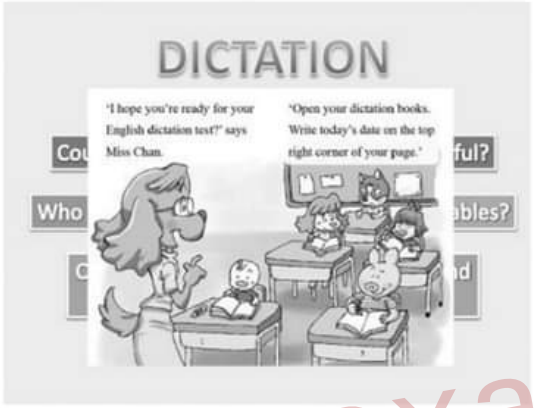

Dictionary - অভিধান, শব্দকোষ
Drawee - গ্রাহক
Dispatcher - প্রেরক
Disbursement - ব্যয়ন, অর্থপ্রদান
Discharge - কার্যমুক্তি, বরখাস্ত
Disciplinary action - শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
Document - দলিল, লেখ্য
Documentary - প্রামাণ্য
a film or television or radio programme that gives facts and information about a subject.
Draft - খসড়া
Draftsman - নকশাকার
Due date - নির্দিষ্ট তারিখ
Duplicate copy - দ্বিতীয় প্রতিলিপি
Demonstration - প্রদর্শন
Donation - দান
Domicile - স্থায়ী নিবাস

Data - উপাত্ত/ তথ্য
Debit - খরচ
Debate - বিতর্ক
Death certificate - মৃত্যুসনদ
Deed - দলিল
Deed of gift - দানপত্র
Defence - প্রতিরক্ষা

Democracy

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বলতে কোনও জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনও সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে।

Demography

DEMOGRAPHY

জনতত্ত্ব

একটি জনগোষ্ঠির অবস্থা নির্ণয়ের জন্য জন্ম, মৃত্যু, রোগব্যাধি ইত্যাদির পরিসংখ্যান এবং এতদবিষয়ক বিদ্যা; জনসংখ্যাতত্ত্ব।

Deposit - আমানত
Deputy - উপ/ উপপ্রতিনিধি
Deputy Secretary - উপ-সচিব
Diplomat - কূটনীতিক
Diplomacy - কূটনীতি
Diplomatic - কূটনৈতিক, কৌশলপূর্ণ
Dividend - লভ্যাংশ
Donor - দাতা
Duel - দ্বন্দ্বযুদ্ধ

পিস্তল বা তরবারি নিয়ে সম্মানের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে আহূত দ্বন্দ্বযুদ্ধ; দুই ব্যক্তি বা পক্ষের লড়াই।

www.exambd.net

E

Equation – সমীকরণ

সমীকরণ হলো সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করে লেখা এক ধরনের গাণিতিক বিবৃতি, যাতে দুইটি জিনিসকে গাণিতিকভাবে সমান বা সমতুল্য দেখানো হয়। সমান চিহ্ন (=) ব্যবহার করে সমীকরণ লেখা হয়, যেমন - ২ + ৩ = ৫।

Eradication – উচ্ছেদ

Extension - সম্প্রসারণ

Edition - সংস্করণ

Epic - মহাকাব্য

মহাকাব্য হচ্ছে দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ। সাধারণতঃ দেশ কিংবা সংস্কৃতির বীরত্ব গাঁথা এবং ঘটনাক্রমের বিস্তৃত বিবরণ এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়। a long narrative poem, typically one derived from ancient oral tradition, narrating the deeds and adventures of heroic or legendary figures or the past history of a nation.

Epicurism – ভোগবাদ

Exhibition - প্রদর্শনী

Edition - সংস্করণ

Episode - উপকাহিনী / উপাখ্যান

মহাকাব্যের অন্তর্গত কাহিনী; কোনো সুদীর্ঘ কাহিনীর অন্তর্গত উপাখ্যান।

Embargo - অবরোধ

যে সরকারি নিষেধাজ্ঞার বলে বন্দরে বিদেশি জাহাজ প্রবেশ করতে বা বন্দর ত্যাগ করতে পারে না।

Emigrant - প্রবাসী

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিক। a person who leaves their own country in order to settle permanently in another.

Emigration - প্রবাসন

Emblem - প্রতীক

a picture of an object that is used to represent a particular person, group, or idea.

Emancipation - মুক্তি

Encyclopedia - বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ একটি জ্ঞানসংগ্রহ যাতে বিশ্বজগতের সকল বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য থাকে বা কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ও গভীর আলোচনা থাকে। বিশ্বকোষের নিবন্ধনগুলো বিভিন্ন ভাবে সাজানো হয়। বিশ্বকোষের লিখনিগুলো অভিধানের থেকে অনেক বেশি তথ্য দ্বারা পূর্ণ থাকে।

Enterprise - সাহসী উদ্যোগ

কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার সাহস ও ইচ্ছে। eagerness to do something new and clever, despite any risks:

Enrolment - তালিকাভূক্তকরণ

the act of putting yourself or someone else onto the official list of members of a course, college or university, or group.

Executive - নির্বাহী

Excise duty - আবগারি শুল্ক

আবগারি শুল্ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।

Eye-witness - প্রত্যক্ষদর্শী

Eye-wash - ধোকা

nonsense or something that is not true.

Endorsement - পৃষ্ঠাঙ্কন, পৃষ্ঠ-লেখ, অধোলেখ

www.exambd.net

G

Gazette- ঘোষণাপত্র

গেজেট হল সরকারি ঘোষণাদি সম্বলিত এক ধরনের সংবাদপত্র। রাষ্ট্রপতি যখন কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করেন তখন সেই ডকুমেন্টটিকে বলা হয় প্রজ্ঞাপন (Notification)। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রজ্ঞাপন, আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি গেজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিসে পাঠায়। অফিসটি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাঠানো প্রজ্ঞাপন, আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি বিজি প্রেস নামে পরিচিত বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় থেকে গেজেট আকারে ছাপানোর ব্যবস্থা করে। ছাপানো গেজেটে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কোন স্বাক্ষর থাকে না। শুধু শেষে লেখা থাকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ...। কিন্তু মূল নথিতে সবারই স্বাক্ষর থাকে।

Gazetted - ঘোষিত

Glossary- টীকাপঞ্জি, শব্দকোষ

Glossary

Agate	Small type (usually 5.5 point) used for sports statist
Air	White space used in a story design.
All caps	Type using only capital letters.
Amberlith	An orange plastic sheet, placed over a pasted-up pa or print in another color.
Anchor	An image, word or phrase (usually in color and unde
Application	A computer software program that performs a speci
Armpit	An awkward-looking page layout where a story's ba
Ascender	The part of a letter extending above the x-height (a
Attribution	A line identifying the source of a quote.
Banner	A wide headline extending across the entire page.

পরিভাষায় ব্যবহৃত বা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত তালিকা। A glossary is a list of words and what they mean. They are usually found at the end of a book or report

General manager – মহাব্যবস্থাপক

Graduate – স্নাতক

Get up - অঙ্গসজ্জা

General post office (G.P.O) - মহা-ডাকঘর

Germicide - জীবাণুনাশক

General assembly - সাধারণ পরিষদ

A general assembly or general meeting is a meeting of all the members of an organization or shareholders of a company.

Genocide - গণহত্যা

গণহত্যা যার ইংরেজি Genocide একটি সংকর শব্দ। মূল গ্রিক শব্দ génos যার অর্থ (জাতি, মানুষ) এবং ল্যাটিন -cide ("হত্যাকাণ্ড") এর সমন্বয়ে গঠিত। গণহত্যা বলতে নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অংশে একযোগে বা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ হত্যা করাকে বোঝায়।

Guideline – নির্দেশনা

Gratuity – আনুতোষিক / পারিতোষিক

আনুতোষিক এবং পারিতোষিক অর্থ উপহার বা বকশিশ

Green Room – সাজঘর

a room in a theatre or studio in which performers can relax when they are not performing.

Goods – পণ্যদ্রব্য

Governing body - পরিচালনা সংস্থা

Gradation - পর্যায়, ক্রমায়ণ

Granary - শস্যাগার

Grand total - সর্বমোট, পূর্ণ যোগফল

Grant - অনুদান, মঞ্জুরি

Grant-in-aid - সহায়ক অনুদান, সহায়ক মঞ্জুরি

Grantor - দাতা

www.exambd.net

F

Fair price - ন্যায্য মূল্য

Faction - উপদল

বিশেষত রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে ক্ষুব্ধ এবং প্রায়শ স্বার্থান্বেষী বা চক্রান্তকারী গোষ্ঠী, দলাদলি

File - নথি

Filing - নথিভুক্ত

প্রামাণিক কাগজপত্রের বা দলিলের অন্তর্ভুক্ত।

Forgery - জালিয়াতি

For Good - চিরতরে

Financial capital - ব্যবসায়িক মূলধন

Flora- উদ্ভিদকুল

Folk song - লোকসঙ্গীত

যে সংগীতে, গ্রাম বাংলার লোকের জীবনের হর্ষ, বিষাদ, সার্থকতা, ব্যর্থতার কথা তথা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতিনীতির চিত্র ফুটে উঠে, তাকেই লোকসংগীত বলা হয়।

Faculty - অনুষদ

Farce - প্রহসন

Fascism - ফ্যাসিবাদ

Fauna - প্রাণিকূল

Feature film - কাহিনীচিত্র

Feudal - সামন্ততান্ত্রিক, সামন্তবাদী

Formality - আনুষ্ঠানিক আদেশ

Formulation - সূত্রায়ন

Forum - ফোরাম, মঞ্চ

Freedom of speech - বাক্‌স্বাধীনতা

Freezing point - হিমাঙ্ক

Forecast - পূর্বাভাস

Format - ফর্মা

Free market - খোলা বাজার/ মুক্ত বাজার

Face value - অভিহিত মূল্য

Fiction - কথাসাহিত্য

কল্পিত বা বানানো কিছু; কল্পিত কাহিনি বা কল্পকাহিনী। গল্প, উপন্যাস বা রোমান্স কাহিনি ইত্যাদির কোনো কিছুকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য না-ও হতে পারে। সাধারণভাবে কল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্ট যেকোনো কাহিনি তথা সাহিত্যকে কথাসাহিত্য বলে। ইংরেজিতে একে বলা হয় Fiction। বর্তমানে কথাসাহিত্য বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্পকেই বোঝায়।

Financier - অর্থসংস্থানকারী

Fine arts - ললিতকলা, চারুকলা

Fishery- মৎস্যক্ষেত্র, মৎস্যবিদ্যা, মৎস্যপালন

Flat rate - সমহার/ একদর

Flexibility - নমনীয়তা, নম্যতা, নমনশীলতা

Floriculture - পুষ্পবিদ্যা

Folio - পত্র, পাতা

Footprint - পায়ের ছাপ, পদচিহ্ন

Forecast - পূর্বাভাস, পূর্বানুমান

Foreman - সর্দার

Forestry - বনবিদ্যা, অরণ্যবিদ্যা

Foreword - পূর্বকথা, প্রস্তাবনা, ভূমিকা

Forfeit - বাজেয়াপ্ত করা

Forgery - জালিয়াতি

Freight - মালের ভাড়া, ভাড়া, মাশুল

Funeral - শেষকৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

Fact - ঘটনা

Famine - দুর্ভিক্ষ

Follow-up - অনুসরণ করা

Fundamental - মৌল/ মৌলিক/ মূল

www.exambd.net

Gravitation - মহাকর্ষ

মহাকর্ষ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা দ্বারা সকল বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। যেকোনো ভরের বস্তুদ্বয় একে অপরকে যে বলে আকর্ষণ করে তা হলো মহাকর্ষ। এখন এই আকর্ষণ যদি পৃথিবী ও অন্য কোন বস্তুর মাঝে হয় তাহলে তাকে বলা হবে অভিকর্ষ।

gravitation - অভিকর্ষ, মহাকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ

Group insurance - গোষ্ঠী বীমা

একটি মাত্র চুক্তির আওতায় স্বল্প প্রিমিয়ামে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের এক অনন্য ব্যবস্থা হলো গোষ্ঠীবীমা। গোষ্ঠীবীমা ব্যক্তিবীমার ন্যায় সুবিধা প্রদান করে থাকে।

Gypsy - বেদে

এশীয় বংশোদ্ভূত যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ। a member of a race of people originally from northern India who typically used to travel from place to place, and now live especially in Europe and North America.

Guard - রক্ষী

Galaxy - ছায়াপথ

ছায়াপথ মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা আবদ্ধ একটি অতি বৃহৎ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা তারা, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণা, প্লাসমা এবং প্রচুর পরিমাণে অদৃশ্য বস্তু দ্বারা গঠিত।

Geology - ভূতত্ত্ব

ভূতত্ত্ব বা ভূবিদ্যা (ইংরেজি: Geology) ভূবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে পৃথিবী, পৃথিবীর গঠন, পৃথিবী গঠনের উপাদান সমূহ, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস এবং এর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Gist - সারমর্ম, সারকথা

Global - বৈশ্বিক

relating to the whole world; worldwide.

Godown - গুদাম

Goodwill - সুনাম

Governing body - পরিচালনা পর্ষদ

Grade - পর্যায়, অধক্রম, মাত্রাশ্রেণি

Graph - চিত্রলেখ

Grant - অনুদান

Green house - সবুজ বলয়

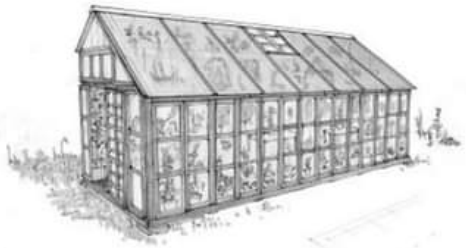

গ্রীনহাউস (আয়নাঘর) এক প্রকার অবকাঠামো যেখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মানো ও চাষ করা হয়। এ ধরনের অবকাঠামোর আকৃতি ছোট চিলেকোঠা থেকে শুরু করে বড় শিল্পকারখানার সমান হতে পারে। গাছপালা গজাবার জন্য কাচের গৃহ।

Gross total - সর্বমোট

Guarantee - নিশ্চয়করণ

Gunny - চট (পাট বা শনের চট)

Guardianship - অভিভাবকত্ব, অভিভাবকতা

www.exambd.net

H

Handy – ব্যবহারে সুবিধাজনক

Hand-out - জ্ঞাপন পত্র

*A **handout** is something given freely or distributed free to those in need. It can refer to government welfare or a charitable gift, and it may take the form of money, food, or other necessities.*
জ্ঞাপন অর্থ - জ্ঞাত করা, জানানো।

Handbill - প্রচারপত্র

a small printed advertisement or other notice distributed by hand.

Hierarchy – আধিপত্য পরম্পরা

Hypothesis – অনুমান

Homicide – নরহত্যা

High tide- জোয়ার

Horizon - দিগন্ত

Horizontal - অনুভূমিক

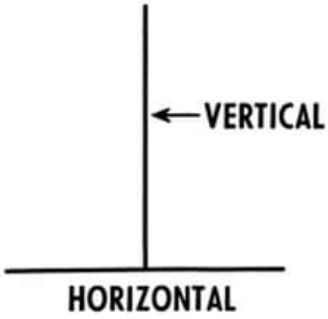

parallel to the ground or to the bottom or top edge of something.
Vertical - উল্লম্ব, খাড়া

Handicraft - হস্তশিল্প

Housing- আবাসন, গৃহায়ন

Humidity- আর্দ্রতা

Hydraulic- জলীয়

Hybrid - সঙ্কর

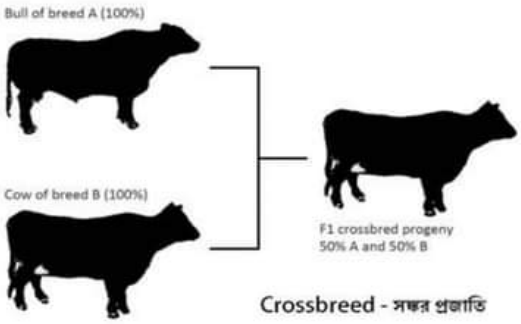

Crossbreed - সঙ্কর প্রজাতি

Two breed cross occurs where breed A and breed B are two purebreeds and the F1 progeny (AB) contains equal parts of the two breeds.

সঙ্কর - বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ বস্তু বা ব্যক্তির মিলনে সৃষ্ট পদার্থ বা প্রাণী হল সঙ্কর বা সংকর। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজননের ফলে উদ্ভূত নতুন প্রজন্মকে ওই দুই প্রজাতির সংকর (হাইব্রিড বা ক্রসব্রিড) বলে। সংকর জীবরা সাধারণত প্রজননে অক্ষম হয়।

সংকর প্রাণী

খচ্চর (ঘোড়া ও গাধার সংকর); টাইগন (বাঘ ও সিংহীর সংকর); লাইগার (সিংহ ও বাঘিনীর সংকর)

সংকর উদ্ভিদ

পোমাটো (পোটাটো অর্থাৎ আলু ও টমেটোর সংকর)

Hydrogen - উদযান

Human values – মানবিক মূল্যবোধ

Honorary - অবৈতনিক, সাম্মানিক

Hood – ঢাকনা, শিরোবেষ্টন

Hostage - জিম্মি

Hostile - শত্রুভাবাপন্ন

Humanity – মানবতা

Hygiene – স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

Hypocrisy – কপটতা, ভণ্ডামি

Higgling (haggling) - দর কষাকষি

Hostess - বাড়িওয়লা

Honorable - মাননীয়

Honorarium - সম্মানী

Horticultural - উদ্যানিক/ উদ্যানবিদ্যা সংক্রান্ত

Horticulturist - উদ্যানবিদ

Hygiene- স্বাস্থ্যবিদ্যা

www.exambd.net

Headline - শিরোনাম
Hearing - শ্রবণ / শুনানি
Highway - রাজপথ/ মহাপথ
Galaxy - ছায়াপথ
Home Ministry- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Heavenly body - জ্যোতিষ্ক

I

Isolation - বিচ্ছিন্নকরণ
the state of being separated and alone.
Intellectual - বুদ্ধিজীবী
Inflation - মুদ্রাস্ফীতি

কোন কালপরিধিতে পণ্য-সেবার মূল্য টাকার অঙ্কে বেড়ে গেলে অর্থনীতির ভাষায় তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে ঐ পণ্য ক্রয়ে বেশি পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন কিংবা একই পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে আগের পরিমাণ পণ্য কিনতে গেলে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। একই ভাবে অর্থনীতিতে পণ্যের আসল বিনিময়মূল্য কমে যায়।

Indigenous - স্বদেশী
Industrious - পরিশ্রমী
In abeyance - স্থগিত করা
Issue - প্রচার
Inverse - বিপরীত
Index - নির্ঘণ্ট/ সূচক
সূচি; বিষয় কার্য বা অনুষ্ঠানাদির ক্রমিক তালিকা।
Index number - সূচক-সংখ্যা
Incumbent - পদধারী
the person who has or had a particular official position.
Impeachment - অভিসংশন, মহাভিযোগ
Interview - সাক্ষাৎকার
Investigation - অনুসন্ধান
Imperialism- সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ হলো পররাজ্যের উপর অধিকার বিস্তারের নীতি। এটিকে প্রায় নঞর্থকভাবে বিবেচনা করা হয়, যেহেতু এতে স্থানীয় জনগণকে শোষণের মাধ্যমে অল্প আয়াসে ধনী হবার উদ্দেশ্য থাকে। Imperialism is a policy (way of governing) in which large or powerful countries seek to extend their authority beyond their own borders. The policy of imperialism aims at the creation of an empire.

Illusionism - ভ্রান্তিবাদ
Installation - স্থাপন, স্থাপনা
Installment - কিস্তি
Intelligence test - বুদ্ধি-অভীক্ষা
Interfare - হস্তক্ষেপ করা
Interpreter - দোভাষী, ভাষান্তরিক
Interrogation - জিজ্ঞাসাবাদ
Intra-state - রাষ্ট্রমধ্যস্থ
Invention - উদ্ভাবন
Injunction - আদেশাজ্ঞা/ নিষেধাজ্ঞা
Irrational - অযৌক্তিক
Ivory - হাতির দাঁত
In lieu of - পরিবর্তে
Idiom - বাগধারা

www.exambd.net

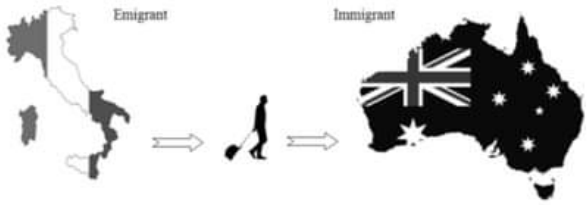

Immigrant – অভিবাসী

আমাদের দেশে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিক। a person who comes to live permanently in a foreign country.

Emigrant – প্রবাসী

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিক। a person who leaves their own country in order to settle permanently in another.

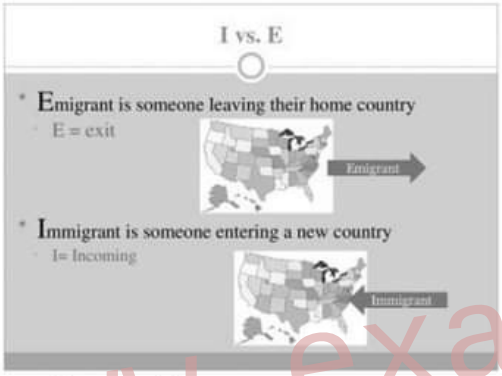

Immigration - অভিবাসন

Emigrantion - প্রবাসে গমন

Invoice - চালান

মাল ক্রয় ও বিক্রয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল। ধারে পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা বিক্রীত পণ্যের দর, পরিমাণ, মূল্য পরিশোধশর্ত, ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম প্রভৃতি উল্লেখ করে যে লিখিত দলিল ক্রেতার কাছে প্রেরণ করে তাকে চালান বলে। ধারে পণ্যের সরবরাহকারী তথা পাওনাদার কর্তৃক প্রেরিত চালানপত্র হলো ক্রয় বই লেখার উৎস দলিল। সহজে বলা যায় - পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ ও মূল্য উল্লেখ করে যে তালিকা তৈরি করা হয়, তাকে চালান বলে।

Information technology - তথ্য-প্রযুক্তি

Irrigation - সেচ, জলসেচ

Investment - বিনিয়োগ,লগ্নি

Interim - অন্তর্বর্তীকালীন

Inventory - ফর্দ

গৃহোপকরণ, আসবাবপত্র, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদির বিস্তারিত তালিকা। ফর্দ অর্থ তালিকা।

Invigilator - পর্যবেক্ষক

Illegible - দুষ্পাঠ্য

Idealism - ভাববাদ

Ideology- মতাদর্শ

Implementation - রূপায়ণ, বাস্তবায়ন

Imprisonment - কারাদণ্ড

Inauguration ceremony - উদ্বোধন-অনুষ্ঠান

Incentive - প্রেরণা

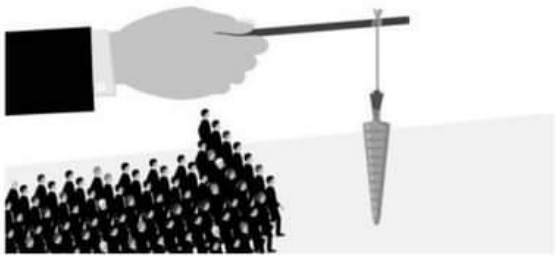

a thing that motivates or encourages someone to do something.

Incidental expenses - আনুষঙ্গিক ব্যয়

Increment - বেতন বৃদ্ধি

Ineligible - অযোগ্য

Inheritance - উত্তরাধিকার

Innovation - উদ্ভাবন

Inorganic - অজৈব

Insecticide - কীটনাশক

Inspection - পরিদর্শন

www.exambd.net

J

Jacket - কঞ্চুক, বহিরাবরণ

Jerkin – আঁটসাট জামা

প্রাচীনকালে পুরুষদের ব্যবহৃত চামড়ার তৈরি এক ধরনের জ্যাকেট।

Justification for – সমর্থন

Jail code - কারাবিধি

Judge - বিচারক

Judgement - বিচার, রায়, সিদ্ধান্ত

Judiciary - বিচারিকবর্গ

Justice - ন্যায় বিচার, বিচারপতি

Jupiter - বৃহস্পতি

Journal - পত্রিকা, জাবেদা খাতা

Jeweller - মণিকার

Jingling of anklet - নূপুরের রুনুঝুনু

নূপুরের ধ্বনিকে এক কথায় - নিক্বণ বলা হয়।

Jobwork - খুচরো কাজ

Junction - সংগম, সংযোগ, সন্ধি

রাস্তা, রেলপথ ইত্যাদির সংযোগস্থল; বৈদ্যুতিক বর্তনীর সংযোগস্থল

K

Keeper - রক্ষক

Keeper of records - দলিল লেখক, মোহাফেজ

Key man - অপরিহার্যকর্মী, মূল ব্যক্তি

Key note - মূলসুর, মূলভাব, প্রধান

Key-word - মূল শব্দ

Knot - সামুদ্রিক-মাইল, গ্রন্থি, গিঁট

Know-how - কৌশল, জ্ঞান

Knavery – প্রতারণা

Kingdom – রাজ্য

Kindergarten - কিন্ডারগার্টেন, শিশুবিদ্যালয়

কিন্ডারগার্টেন শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়-পূর্ব উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এ শব্দটি জার্মান, যার অর্থ হচ্ছে শিশুদের বাগান। 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটি বিখ্যাত জার্মান শিশু-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবল কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। তিনি ১৮৩৭ সালে ব্যাড ব্ল্যাংকেনবার্গে শিশুদেরকে বাড়ী থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত গমন এবং খেলা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ধারণাকে কেন্দ্র করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, শিশুরা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে প্রতিপালিত হবে এবং 'শিশুদের বাগান' হিসেবে কিন্ডারগার্টেনে বাগিচায় রোপিত চারাগাছের ন্যায় পরিচর্যা পাবে।

Kudos - সম্মান ও গৌরব

www.exambd.net

L

Landlord - জমিদার, ভূস্বামী

জমিদার: ফার্সি যামিন (জমি) ও দাস্তান (ধারণ বা মালিকানা)- এর বাংলা অপভ্রংশের সঙ্গে 'দার' সংযোগে 'জমিদার' শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগীয় বাংলার অভিজাত শ্রেণির ভূমধ্যকারীদের পরিচয়জ্ঞাপক নাম হিসেবে শব্দটি ঐতিহাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোগল আমলে জমিদার বলতে প্রকৃত চাষির উর্ধ্বে সকল খাজনা গ্রাহককে বোঝানো হতো।

Lease - ইজারা

কোনো স্থাবর সম্পত্তির ভোগদখলের অধিকার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে বা স্থায়ীভাবে কোনো কিছুর বিনিময়ে দেওয়াকে ইজারা বলে। এর মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না, শুধু ভোগদখলের অধিকার হস্তান্তরিত হয়।

Loggerheads - দা-কুমড়া সম্পর্ক

Lass - বালিকা

Lyric - গীতি কবিতা

একজন কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতির সহজ, সাবলীল গতি ও ভঙ্গিমায় সঙ্গীত-মুখর জীবনের আত্ম-প্রতিফলনই গীতি কবিতা।

Liberation - মুক্তি / স্বাধীনতা

war of liberation - মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিসংগ্রাম

Leaflet - প্রচারপত্র

Lexicography - আভিধানতত্ত্ব

অভিধান - এর শাব্দিক অর্থ শব্দকোষ। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে Dictionary শব্দের অর্থ 'শব্দভান্ডার', আর 'অভিধান' শব্দের অর্থ শব্দার্থ। অভিধানে শব্দের বানান, অর্থ, উচ্চারণ, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, প্রতিবর্ণ ও ব্যাকরণবিষয়ক নির্দেশ থাকে। একটি শব্দ বাক্যের মধ্যে কত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, অভিধান থেকে তাও জানা যায়। সেখানে শব্দের উৎস ও ব্যুৎপত্তিনির্দেশও পাওয়া যায়। অনেক সময় অভিধান সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের দায়িত্ব পালন করে। শব্দ-সংকলন বা সংকলিত শব্দের গ্রন্থকে গ্রিকরা বলত লেক্সিকন (lexicon)। রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় একে বলত ডিকশনারি (Dictionary)।

Lesson plan - পাঠ-পরিকল্পনা

Legislative Assembly - বিধান সভা

Liberalism - উদারনীতি

সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট একধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন। Liberalism is a political and moral philosophy based on liberty, consent of the governed and equality before the law.

Linguistics - ভাষাতত্ত্ব/ ভাষাবিজ্ঞান

the scientific study of the structure and development of language in general or of particular languages.

Livestock - পশুপালন / পশুসম্পদ

Longitude - দ্রাঘিমা

দ্রাঘিমা হল পৃথিবীর উপর দিয়ে কল্পিত কতকগুলি নির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত মহাবৃত্তের অর্ধেক। এদের বিস্তার উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অর্থাৎ এরা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।

Ladies finger - ঢেঁড়স

Words	পারিভাষিক অর্থ

www.exambd.net

Leap-year- অধিবর্ষ

অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার হচ্ছে একটি বিশেষ বছর, যাতে সাধারণ বছরের তুলনায় একটি দিন (বা চান্দ্রবছরের ক্ষেত্রে একটি মাস) জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বছরের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বেশি থাকে। যেমন: ২০২০ একটি অধিবর্ষ ও এর ফেব্রুয়ারি মাস হয়েছে ২৯ দিনে।

Latitude - অক্ষাংশ

নিরক্ষরেখা থেকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়।

Leave rules - অবকাশবিধি

Leftist - বামপন্থী

যারা চিরাচরিত ব্যবস্থার বদল চান, তাঁরাই বামপন্থী। ফরাসি বিপ্লবের সময় মূলতঃ বাম-দক্ষিণ এই ধারণাটির উদ্ভব হয়। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে যারা বিপ্লবের ও প্রজাতন্ত্রের স্বপক্ষে তাঁরা বামদিকে বসতেন আর যারা রাজতন্ত্র, যাজক এবং অভিজাত শ্রেণী আর অ্যাঁশিয়া রেজিম এর স্বপক্ষে তাঁরা দক্ষিণদিকে।

Letter of appointment - নিয়োগপত্র

Liaison - সংযোগ, সম্পর্ক

Liberal - উদার

Life conviction - যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

Lien - পূর্বস্বত্ব

পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন বলতে পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাওনাদার কর্তৃক নিজ দখলে থাকা বন্ধকী সম্পত্তি আটকে রাখার অধিকারকে বোঝায়।

Light year - আলোক-বর্ষ

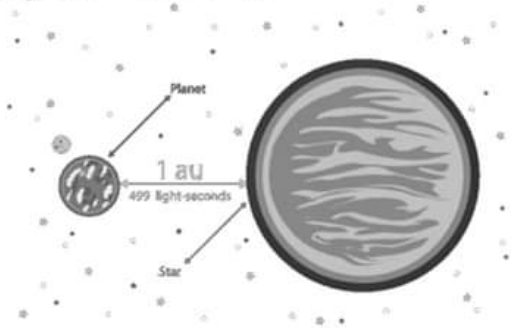

আলোক বর্ষ হল একটি দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক, যা দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত দূরত্ব মাপা হয়। এক আলোক বর্ষ সমান ৯.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা ৫.৯ ট্রিলিয়ন মাইল।

Living standard - জীবনযাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান বলতে বুঝায় কোন এলাকার সাধারণত দেশের সম্পদের পরিমান, মানুষের আয়, চাহিদা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা। জীবনযাত্রার মানে অনেকগুলো উপাদান রয়েছে যেমন-চাকরি বাজার, কর্মক্ষমতা, শ্রেণী -বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, এক বছরে ছুটির পরিমান, ক্রয়ক্ষমতা, সেবার ব্যয়,শিক্ষার সহজলভ্যতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। বেঁচে থাকার মানদণ্ড আমাদের জীবনের মানের উপর নির্ভর করে।

Low water- ভাঁটা

Licence - অনুজ্ঞাপত্র

লাইসেন্স বা অনুজ্ঞাপত্র বা অনুমতিপত্র হলো কোনকিছু করা, ব্যবহার করা বা নিজের করে নেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি। কোনো কাজ করার অনুমতিপত্র; উৎপাদন বা বিক্রয় করার অনুমতি। an official document that gives you permission to own, do, or use something, usually after you have paid money and/or taken a test. licence- UK; license- US: দুটি বানানই ঠিক।

Littoral - উপকূলবর্তী

the part of a river, lake, or sea close to the land.

Landscape - ভূদৃশ্য

Legend - কিংবদন্তি

Lender - মহাজন, ঋণদাতা

Literate - সাক্ষর

Literature - সাহিত্য

www.exambd.net

জলপ্রপাত হল একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে প্রাকৃতিক ভাবে বহমান জলের প্রবল বেগে পতন। জলপ্রপাত সাধারণত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Windmill - বায়ুচক্র

বায়ু টারবাইন হলো এমন এক যন্ত্র, যাতে বায়ুর প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। বায়ু যখন টারবাইনের ব্লেডের মধ্যে দিয়ে যায় তখন বায়ুর গতিশক্তি ঐ ব্লেডগুলোকে ঘুরায়। আর ঐ ব্লেডগুলোর সাথে রোটর সংযুক্ত থাকে যা ব্লেডগুলোর ঘূর্ণনের ফলে সক্রিয় হয়। আবার এই রোটর জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে যার ঘূর্ণনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। a building or structure with large blades on the outside that, when turned by the force of the wind, provide electrical or mechanical power

Y

Year-book - বর্ষপঞ্জি

Yellow dog - হীন ব্যক্তি

Z

Zebra crossing - জেব্রা পারাপার, পথচারী পারাপার

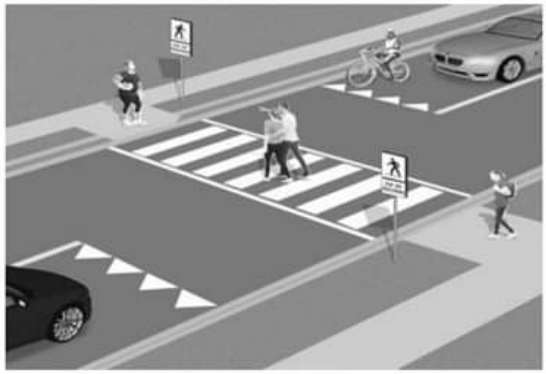

an area of road painted with broad white stripes, where vehicles must stop if pedestrians wish to cross.

Zone - অঞ্চল, বলয়, মণ্ডল

Zoo - চিড়িয়াখানা

Zoology - প্রাণিবিদ্যা

Zoom - জুম্, বো বো শব্দ

Zodiac - রাশিচক্র

Horoscope - রাশিফল

জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্র (ইংরেজি ভাষায়: Zodiac, গ্রিক ভাষায়: ζῳδιακός বা জোডিয়াকোস) বলতে আকাশে সূর্যের আপাত গতিপথের ১২টি ভাগকে বোঝায়। এই আপাত গতিপথের নাম ভূ-কক্ষ কারণ, প্রকৃতপক্ষে এটি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথ। ভূকক্ষের খ-দ্রাঘিমাকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয় যার প্রতিটি ৩০ ডিগ্রি করে। এভাবে মোট ১২টি বিভাগ মিলে ৩৬০ ডিগ্রি তথা একটি বৃত্ত তৈরি করে।

www.exambd.net

Public - সরকারি জন/ লোক, জনসাধারণ
Public works-গণপূর্ত
Public fund - সরকারি তহবিল
Public opinion - জনমত
Public relations - জনসম্পর্ক
Public service - জনসেবা
Publication - প্রকাশনা

Postage- ডাকমাশুল
Poster- প্রচারপত্র
Post-graduate- স্নাতকোত্তর
Postpone - স্থগিত মুলতবি রাখা
Postscript (P.S) - পুনশ্চ
Postmark - ডাকছাপ
Posthumous - মরণোত্তর
Book-post - খোলা ডাক
General post office (G.P.O) - মহা-ডাকঘর

পুস্তিকা

Booklet - পুস্তিকা
Brochure - পুস্তিকা
Pamphlet - পুস্তিকা

Book

Book-post - খোলা ডাক
Year-book - বর্ষপঞ্জি
Booklet - পুস্তিকা
Booking - সংরক্ষণ

Vice

Vice-chancellor - উপাচার্য
Vice-chairman - উপ-সভাপতি
Vice-versa - তদ্বিপরীত, তদ্বিপরীতভাবে

Literary Terms

Allegory – রূপক

রূপ নির্মানে চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে যখন বিষয় উপস্থাপিত হয়, তখন তার নাম হয় রূপক অথবা আসল ঘটনা শিল্পের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌছে দেবার জন্য যার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে রূপক বলে।

উদাহরন স্বরূপ বলা যায় ফরাসি শিল্পী জেরিকল্ট এর আঁকা 'মেডুসার ভেলা' ছবিটি যা তিনি একাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'নৈশ দৃশ্য' নামে দিয়েছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে উত্তাল সমুদ্রে এক ভগ্নপ্রায় ভেলায় প্রচুর লোক ঠেসাঠেসি করে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃতপ্রায়। তাদের মধ্যে আবার কেউ দূরে পরিলক্ষিত জাহাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

Alliteration - অনুপ্রাস

যখন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা পাশাপাশি স্থাপিত শব্দের শুরুতে একই বর্ণ বা একই ধরনের উচ্চারণ থাকে, তাকে অনুপ্রাস বলে। The repetition of beginning consonant sound is called alliteration.

Blank Verse - অমিত্রাক্ষর ছন্দ

যে কবিতার শেষে ছন্দ থাকে না তাকে Blank verse বলে। Poetry without rhyme at the end . Blank verse poetry has no fixed number of lines.

Ballad - গীতিকা

বিশেষত প্রাচীন কোন কাহিনীসংবলিত সাদামাটা গান বা কবিতা, গাথা। গীতিকা এক শ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি; যা সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সঙ্গে এক ধরনের গান গাওয়া হতো তা Ballad হিসেবে পরিচিত ছিল। গীতিকার মূল ভিত্তি - জনশ্রুতিমূলক বিষয়।

www.exambd.net

Climax – মহামুহূর্ত

কাহিনী বা নাটকের চরম পরিণতিকে Climax বলে। Climax হচ্ছে কোনো নাটক বা গল্পের সর্বোচ্চ অবস্থা বা turning point যেখানে ঘটনার বৃদ্ধি শেষ হয় আর ঘটনার পতন শুরু হয়। সুতরাং Climax happens at the height of a plot. It is the turning point. In play it is a point of time at which the conflict between opposites reaches a point demanding resolution.

Lyric - গীতিকবিতা

একজন কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতির সহজ, সাবলীল গতি ও ভঙ্গীমায় সঙ্গীত-মুখর জীবনের আত্ম-প্রতিফলন। expressing the writer's emotions, usually briefly and in stanzas or recognized forms.

Dirge - শোক সঙ্গীত

যে গান দুঃখ, অনুতাপ এবং বেদনা প্রকাশ করে তাকে শোকসঙ্গীত বলে। A song expressing grief, lamentation and mourning.

Elegy - শোকগাথা কবিতা

যে কবিতায় দুঃখ, অনুতাপ এবং বেদনা প্রকাশ পায় তাই শোকগাথা কবিতা। It is a poem of Lamenation and Mourning.

Epic - মহাকাব্য

মহাকাব্য হচ্ছে দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ। সাধারণত দেশ কিংবা সংস্কৃতির বীরত্ব গাঁথা এবং ঘটনাক্রমের বিস্তৃত বিবরণ এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়। a long narrative poem, typically one derived from ancient oral tradition, narrating the deeds and adventures of heroic or legendary figures or the past history of a nation.

Free verse - মুক্তক ছন্দ

গঠন, নিয়ম, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি না মেনে ছন্দ তৈরি করে কবিতা লিখাই মুক্তক ছন্দ।

Limerick - মজাদার ছড়া, পঞ্চপদী ছড়া

A funny poem of five lines called limerick.

Paradox - আপাত বিরোধী হলেও সত্য

একটি আংশিক সত্য বিবৃতি বা প্রস্তাবনা বুঝায় যা সাধারণ চিন্তাধারার সাথে একটি বিরোধের সৃষ্টি করে। যা যৌক্তিকভাবে সত্য নয়, আবার মিথ্যাও নয়। যেমন: সক্রেটিসের বিখ্যাত একটি উক্তি 'আমি জানি যে, আমি কিছুই জানিনা' এখন সমস্যা হচ্ছে; যদি সক্রেটিসের প্রথম বাক্য সত্য হিসেবে ধরে নেই 'আমি জানি যে' তাহলে তার দ্বিতীয় বাক্য ভুল 'আমি কিছুই জানিনা'। আবার তার দ্বিতীয় বাক্য সত্য হিসেবে ধরে নিলে 'আমি কিছুই জানিনা' প্রথম বাক্য ভুল কারণ সক্রেটিস জানে যে, সে কিছুই জানেনা।

Satire - ব্যঙ্গ রচনা

বাংলা অর্থ একই, পরিভাষা ভিন্ন

Annex – পরিশিষ্ট
Appendix- পরিশিষ্ট
Addenda, addendum- পরিশিষ্ট, সংযোজন

Jobber-দালাল
Broker – দালাল

Archives - মহাফেজখানা
Record room - মহাফেজখানা
Keeper of records - দলিল লেখক, মোহাফেজ

Plebiscite - গণভোট
Referendum - গণভোট

www.exambd.net

বাংলাভাষার যে সকল শব্দ পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

অম্লজান	উদযান	নথি	প্রশিক্ষণ
বেতার	সচিব	সচিবালয়	স্নাতক
স্নাতকোত্তর	সমাপ্তি	সাময়িকী	সমীকরণ
ব্যবস্থাপক	মহাব্যবস্থাপক	ডাকঘর	মন্ত্রিপরিষদ

☞ **এবার নিচের প্রশ্নগুলো দেখুন::**

০১. পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১]*

A. মেঘালয় B. বিচারালয় C. সচিবালয় D. হিমালয়

০২. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১১]*

A. ডাব B. সচিব C. কুচ্ছিত D. বালতি

০৩. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*

A. টপর B. গাছ C. মন্ত্রিপরিষদ D. বাতিল

০৪. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]*

A. মসজিদ B. কাগজ-পত্র C. দর-দালান D. সমীকরণ

উত্তর:: ০১.C ০২.B ০৩.C ০৪.D

www.exambd.net

☞ দেখুন::: এখানে কিন্তু একটি ইংরেজি শব্দ দিয়ে এর বাংলা পারিভাষিক অর্থ কোনটি জানতে চায় নি। চারটি অপশনেই বাংলা শব্দ দেয়া আছে। অতএব উপরে যে কয়টা দিলাম তা-ই মুখস্থ করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। এই প্রশ্নের আলোকে নতুন করে শব্দ খুঁজতে গিয়ে ব্রেইনের উপর চাপ দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

লিখিত পরীক্ষা

০১. ভাষার উৎকর্ষ সাধনে পরিভাষার গুরুত্ব আলোচনা কর। *[জবি, ২০১৯-২০]*
উত্তর: পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন

০২. পরিভাষা বলতে কী বুঝ ? পাঁচটি পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দাও।

০৩. পারিভাষিক শব্দ কাকে বলে ? পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
অথবা, পারিভাষিক শব্দ কী ? পারিভাষিক শব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর।

০৪. পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

০৫. পারিভাষিক শব্দ লেখ এবং বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

Agreement	Crown	Editor	File	Theory
Capital	Note	Rank	X-ray	Zoo
Acting	Bail			

৩৪তম বিসিএস; ২০১৪

☞ **বাংলা পরিভাষা লিখুন:** *[৩৪তম বিসিএস; ২০১৪]*

Abrogate	Booking	Bibliography
Excecute	Agenda	Deed

উত্তর:

Abrogate - রদ করা, লোপ করা
Booking - সংরক্ষণ
Bibliography - গ্রন্থপঞ্জি
Excecute - নির্বাহ করা
Agenda - আলোচ্য সূচি
Deed - দলিল

৩১তম বিসিএস; ২০১১

☞ **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন:** *[৩১তম বিসিএস; ২০১১]*
অভিহিত মূল্য; নির্ঘণ্ট; পরিবীক্ষণ; মোক্তারনামা; প্রাধিকার।

উত্তর: অভিহিত মূল্য (Face value): শেয়ারের অভিহিত মূল্যের ওপর লভ্যাংশ নির্ভরশীল।
নির্ঘণ্ট (Index): বইগুলোতে নির্ঘণ্ট দেওয়া হয় পাঠকের সুবিধার জন্য।
পরিবীক্ষণ (Audit): প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যথাযথ পরিবীক্ষণ প্রয়োজন।
মোক্তারনামা (Attorneyship): মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিলকে মোক্তারনামা বলে।
প্রাধিকার (Priviliege): রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ দিয়েছে।

www.exambd.net

৩০তম বিসিএস; ২০১১

☞ **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন:** *[৩০তম বিসিএস; ২০১১]*
অধ্যাদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রাক্কলন, প্রেষণ

উত্তর: অধ্যাদেশ (Ordinance): বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে রাষ্ট্রপতি ১২২টি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন।
প্রজ্ঞাপন (Notification): PSC যোগ্য লোক নিয়োগদানের জন্য জানুয়ারি মাসে প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে।
প্রাক্কলন (Estimate): পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এর প্রাক্কলন ব্যয় ধরেছে ১৮০ কোটি টাকা।
প্রেষণ (Deputation): অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে UGC-এর চেয়ারম্যান পদে প্রেষণে নিয়োগদান করা হয়েছে।

২৯তম বিসিএস; ২০১০

☞ **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখুন:** *[২৯তম বিসিএস; ২০১০]*
পরিপত্র

উত্তর: পরিপত্র (Circular): চাকরির পরিপত্রগুলো সাপ্তাহিক চাকরির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

BCS MCQ Solution

০১. 'Attested'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? *[৪০ তম বিসিএস]*
A. সত্যায়িত B. প্রত্যয়িত
C. সত্যায়ন D. সংলগ্ন/সংলাগ
ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশাসনিক পরিভাষা' বইয়ে 'Attested' এর পরিভাষা দেওয়া হয়েছে সত্যায়িত। অন্যদিকে, 'Certified' অর্থ প্রত্যয়িত/ প্রত্যায়িত।
১. ব্যাখ্যা

০২. 'Null and Void'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? *[৩৮তম;৩৬তম বিসিএস]*
A. বাতিল B. পালাবদল C. মামুলি D. নিরপেক্ষ
০২. A

০৩. 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? *[৩৭তম বিসিএস]*
A. আইন B. প্রথা C. শুল্ক D. রাজস্বনীতি
০৩. B

০৪. 'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী? *[৩৫তম বিসিএস]*
A. ভোক্তার কল্যাণ B. ক্রয়কৃত পণ্য C. ভোগ্যপণ্য D. ক্রেতার গুণাগুণ
০৪. C

০৫. 'Excise duty'-র পরিভাষা কোনটি? *[৩৩তম বিসিএস]*
A. অতিরিক্ত কর B. আবগারি শুল্ক C. অর্পিত দায়িত্ব D. অতিরিক্ত কর্তব্য
০৫. B

০৬. 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হলো– *[৩২তম বিসিএস]*
A. অর্ধচেতন B. অবচেতন C. চেতনাহীন D. চেতনাপ্রবাহ
০৬. B

০৭. 'Quarterly' শব্দের অর্থ কী? *[৩২তম বিসিএস]*
A. সাপ্তাহিক B. পাক্ষিক C. ষান্মাসিক D. ত্রৈমাসিক
০৭. D

০৮. 'Anatomy' শব্দের অর্থ– *[৩০তম বিসিএস]*
A. সাদৃশ্য B. স্নায়ুতন্ত্র C. শারীরবিদ্যা D. অঙ্গ-সঞ্চালন
০৮. C

PSC & Others MCQ Solution

০১. 'Philology' শব্দের পরিভাষা কোনটি? *[উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ২০২০]*
A. দর্শনবিদ্যা B. ভাষাবিদ্যা
C. মনোবিদ্যা D. ধ্বনিবিদ্যা
১. B

০২. 'Heavenly body' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি ? *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা; অডিটর - ২০১৯]*
A. স্বীয় দেহ B. জ্যোতিষ্ক
C. প্রেরিত দূত D. ভারী দেহ
২. B

০৩. 'Turn Down'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]*
A. উল্টে দেওয়া B. প্রত্যাখ্যান করা C. বাদ দেয়া D. বৈধতা দেয়া
৩. B

০৪. 'Semantics' এর বাংলা পরিভাষা- *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব
৪. C

০৫. 'Manuscript' এর বাংলা পরিশব্দ। *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]*
A. শ্বেতপত্র B. পাণ্ডুলিপি C. নিশ্চয় D. ইশতেহার
৫. B

০৬. "yellow dog''- এর সঠিক বাংলা কোনটি? *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]*
A. অসহায় ব্যক্তি B. দুর্বল ব্যক্তি C. হীন ব্যক্তি D. দুশ্চরিত্র ব্যক্তি
৬. C

০৭. "Prothesis" - এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]*
A. ধ্বনিসংযুক্তি B. স্বরভক্তি C. আদি স্বরাগম D. বিপ্রকর্ষ
৭. C

www.exambd.net

Bank MCQ Solution

০১. 'Morphology' এর সমার্থক বাংলা প্রতিশব্দ হলো: *[Sonali & Janata Bank. Officer (IT) 2020]*
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব — ১. B

০২. 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ কি? *[BSC senior Officer 2018 (Cancelled)]*
A. ব্যঞ্জনাত্মক B. সংক্ষেপণার্থ C. রক্ষণাত্মক D. সম্মানার্থক — ২. B

০৩. 'বহুকেন্দ্রিক' এর ইংরেজি কি? *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]*
A. Ethnocentric B. Geocentric
C. Regiocentric D. Polycentric — ৩. D

০৪. 'Jingling of anklet' এর বাংলা কি? *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]*
A. জুতার গটগট B. পালের পতপত C. নুপুরের ঝুনুঝুনু D. ঢাকের গুড়গুড় — ৪. C

০৫. 'এপিটাফ' শব্দের অর্থ- *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash)2018]*
A. শোক কবিতা B. গীতিকা C. সমাধি-লিপি D. মানপত্র — ৫. C

০৬. 'Notification' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[Janta Bank Ltd. Executive Officer 2017]*
A. বিজ্ঞাপ্তি B. পরিপত্র C. প্রজ্ঞাপন D. বিবরণী — ৬. C

০৭. 'Retrospective' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[Janta Bank Ltd. Executive Officer(Afternoon) 2017]*
A. ক্রমান্বয়ে B. ভূতাপেক্ষ C. সশ্রদ্ধ D. অবদমনীয় — ৭. B

০৮. 'ন্যায়পাল' এর ইংরেজি শব্দ কি? *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer 2018]*
A. Ombudsman B. Omibus C. Justice D. Ombusman — ৮. A

০৯. 'অধ্যাদেশ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer (General)2017]*
A. Ordain B. Order C. Ordinance D. Law — ৯. C

১০. 'Excise duty' এর বাংলা কি? *[Probashi Kallyan Bank Executive Officer 2017]*
A. অতিরিক্ত কর B. অতিরিক্ত দায়িত্ব C. অর্পিত দায়িত্ব D. আবগারি শুল্ক — ১০. D

১১. বিভিন্ন অর্থের ধারক 'duty' শব্দের অর্থ হিসেবে নিচের কোনটি অশুদ্ধ? *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*
A. কর্তব্য B. শুল্ক C. রুটিন D. কার্য — ১১. C

১২. 'Gratuity' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*
A. পারিশ্রমিক B. আনুতোষিক C. পারিতোষিক D. মহার্ঘ — ১২.B & C

১৩. 'Depreciation'-এর গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা- *[Janta Bank Ltd. Executive Officer(Afternoon) 2017 , Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. অগ্রহণযোগ্যতা B. ক্ষয়িষ্ণুতা C. অবচয় D. পতন — ১৩. C

১৪. 'Puritanism' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[Pubali Bank Ltd. Senior officer 2017]*
A. অতিশুদ্ধবাদ B. অতিনৈতিকতা C. নীতিবাদ D. নীতিবাগীশ — ১৪. B

১৫. 'Parasite' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. পারদর্শী B. পরমুখাপেক্ষী C. পরগাছা D. পরদেশি — ১৫. C

১৬. নিচের কোনটির গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা তৈরি হয়নি? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. green room B. pass-word C. municipality D. parcel — ১৬. D

www.exambd.net

১৭. 'Morphology' এর বঙ্গানুবাদ হল- *[Bangladesh Bank officer(Cash) 2016]* — ১৭. A
A. রূপতত্ত্ব B. অর্থতত্ত্ব C. ধ্বনিতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব

১৮. 'Lease' এর পরিভাষা - *[Janta Bank Ltd. Assistant Executive Officer(Teller) 2015]* — ১৮. C
A. বন্ধক B. জামানত C. ইজারা D. আমানত

১৯. 'Transliteration' এর পরিভাষা - *[Bangladesh Bank AD 2014]* — ১৯. D
A. অনুবাদকরণ B. বর্ণীকরণ C. বর্ণান্তর D. প্রতিবর্ণীকরণ

২০. 'Filing' শব্দের বাংলা পরিভাষা - *[Rupali Bank officer 2013]* — ২০. C
A. নথি রক্ষা B. নথি খাতা C. নথিভুক্তি D. নথি দাখিল

২১. 'Surgeon' এর পরিভাষা– *[বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০১১]* — ২১.A
A. শল্য চিকিৎসক B. দন্ত চিকিৎসক C. অস্থি চিকিৎসক D. ভেষজ চিকিৎসক

২২. 'অম্লজান'– এর ইংরেজি কি? *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ২২.A
A. Oxygen B. Hydrogen C. Antacid D. Acerbic

২৩. 'Hybrid' শব্দের বাংলা পরিভাষা কি? *[অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১]* — ২৩.D
A. উচ্চফলনশীল B. কৃত্রিম প্রজনন C. উন্নত ফসল D. সঙ্কর

২৪. 'Indigenous' শব্দটির অর্থ– *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ২৪.C
A. মেধাবী B. আনাড়ী C. স্বদেশী D. বিদেশী

২৫. 'Bottom of the line' বলতে বোঝায়– *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ২৫.B
A. কাজটি শেষ করা উচিত B. আসল কথা হলো
C. প্রারম্ভ করা হলো D. দীর্ঘসূত্রতার মাধ্যমে কাজ করা

University MCQ Solution

০১. 'Dilemma' শব্দের বাংলা পরিভাষা - *[ঢাবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]* — ১. গ
ক. ডিলেমি খ. মতান্তর
গ. উভয় সংকট ঘ. তর্ক-বিতর্ক

০২. নিচের কোনটি 'Incumbent' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]* — ২. খ
ক. প্রারম্ভিক খ. পদধারী
গ. অনিয়মিত ঘ. সনাক্ত

০৩. নিচের কোনটি 'Deed' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৩. খ
ক. ঋণ খ. দলিল
গ. আমানত ঘ. নকশা

০৪. নিচের কোনটি 'Catalogue' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৪. ক
ক. তালিকা খ. সনদ
গ. নির্দেশক ঘ. নগদ

০৫. 'Cess' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৫. খ
ক. আদমশুমারি খ. উপকর গ. পুস্তিকা ঘ.পদালি

০৬. 'Suite' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৬. ক
ক. প্রকোষ্ঠ খ. মামলা গ.পরিকল্প ঘ. লিপি

০৭. 'Littoral' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৭. গ
ক. তৃণমূল খ. প্রান্তিক গ. উপকূলবর্তী ঘ. আদিবাসী

০৮. 'Folio' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ৮. খ
ক. প্রাণিকুল খ. পাতা গ. পদনাম ঘ. নথি

www.exambd.net

অ

অকাল

অকাল কুষ্মাণ্ড – অপদার্থ, অকেজো।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু গর্ভধারণের দুই বৎসর পরও তার কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছিলো না। এই অবস্থায় তিনি নিজের গর্ভপাত ঘটান। তাঁর গর্ভ থেকে কুমড়ার আকৃতির একটি মাংসপিণ্ড অকালে নির্গত হয়। লোকমুখে প্রচারিত হয়, গান্ধারী অকালে একটি কুষ্মাণ্ড প্রসব করেছেন। এই অকালকুষ্মাণ্ড থেকেই দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ কুলবিনাশী একশত পুত্রের জন্ম হয়। অন্যায় ষড়যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের ১৮ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধ এবং কুরুবংশ ধ্বংসের মূল হোতা হিসেবে গান্ধারীর শতপুত্রকে দায়ী করা হয়। তাদের রাজ্যলোভ, অন্যায় আচার-আচরণ, মাত্রাতিরিক্ত বিলাস এবং ভোগস্পৃহা ভারতযুদ্ধের মতো ভয়াবহ পরিণতি এনেছে বলে অকালজাত কৌরব ভ্রাতাদের 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলা হয়। আমাদের সমাজে আমরা এ প্রবাদকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করি অপদার্থ, দুষ্কর্মা, ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারীদের বুঝাতে।

অকাল কুসুম – অসম্ভব জিনিস।

আক্ষরিক অর্থ হলো – অসময়ে জাত ফুল। ফুল সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট ঋতুতেই ফোটে। যেমন- কদম বর্ষার ফুল। এই কদম জাতীয় ফুল অন্য ঋতুতে ফোটা অসম্ভব। ফুল নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অকালে বা অন্য সময়ে ফোটা অসম্ভব। তাই অকাল কুসুম দিয়ে অসম্ভব ব্যাপার বা জিনিস বুঝায়।

অকাল বোধন – অসময়ে আবির্ভাব।

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাঁদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অসময়ে দেবী দুর্গার আরাধনা বলে এই পূজার নাম হয়েছে 'অকালবোধন'।

অগ

অগত্যা মধুসূদন – অনন্যোপায় হয়ে।

অগত্যা অর্থ 'অন্য গতি নাই, বাধ্য হইয়া'। ধর্মান্তরের কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর আত্মীয় স্বজনদের নিকট থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পিতাও এক সময় অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। তাই অগত্যা মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। অর্থাৎ মধুসূদন বাধ্য হয়ে বা অন্য কোনো উপায় না থাকার কারণে মাদ্রাজ গমন করে। এ থেকেই 'অগত্যা মধুসূদন' এর উৎপত্তি।

অগস্ত্য যাত্রা অর্থ – চিরদিনের জন্য প্রস্থান/ মৃত্যু।

'অগস্ত্য' বেদের একজন ঋষির নাম। তিনি ছিলেন বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। একবার বিন্ধ্যপর্বতের ইচ্ছা হল, সূর্য প্রতিদিন তাকে প্রদক্ষিণ করবে। কিন্তু সূর্য তা না করায় বিন্ধ্যপর্বত ভীষণ রেগে গিয়ে নিজের শরীর এমনভাবে ফোলাতে-ফাঁপাতে শুরু করল, সূর্যের পথই বন্ধ হয়ে গেল। এর একটা সুরাহা করার জন্য অগস্ত্য মুনি দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। অগস্ত্য মুনি সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। অগস্ত্য মুনির সেই না ফেরা থেকেই এল "অগস্ত্য যাত্রা"। পরে সেটাই হয়ে গেল মারা যাওয়া।

www.exambd.net

আ

আকাশ

আদা

আদা জল খেয়ে লাগা – প্রাণপণ চেষ্টা করা।

আদার বেপারী – সাধারণ লোক।

যে আদার ব্যবসায় করে; যে আদার মত সামান্য বস্তুর কারবার করে সুতরাং সে সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি বা সাধারণ একজন লোক।

আদায় কাঁচকলায় – শত্রুভাবাপন্ন/ তিক্ত সম্পর্ক।

আয়ুর্বেদ ঔষধশাস্ত্র মতে আদার গুণ হলো রেচন এবং কাঁচকলার গুণ হলো ধারণ। অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য হলে খেতে হয় আদা কিন্তু উদরাময়ে খেতে হয় কাঁচকলা। এ ছাড়াও আদা যদি কাঁচকলার তরকারিতে পড়ে, তাহলে কাঁচকলা আর সহজে সেদ্ধ হতে চায় না। আদা ও কাঁচকলার এই পরস্পরবিরুদ্ধ গুণ থেকে এই বাকভঙ্গির জন্ম।

আট

আটকপালে – হতভাগ্য।

আট প্রহর – সারা দিনরাত।

দিন চার প্রহর আবার রাতও চার প্রহর, অর্থাৎ দিন ও রাত ২৪ ঘণ্টা কাল।

আঁটকুড়ো – নিঃসন্তান।

আঁট - আত্ত বা গৃহীত বা প্রাপ্ত, কুঁড়ে - অলস। যার কুল কালের দ্বারা গৃহীতব্য অভিভূত বা হত, যা হতে বংশ লোপ পায়। অর্থাৎ যে বংশ লোপকারী, নিঃসন্তান।

আক্কেল

আক্কেল গুড়ুম – হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত।

আক্কেল অর্থ কাণ্ডজ্ঞান, বোধবুদ্ধি, বুদ্ধি-বিবেচনা। কামান থেকে গোলা যেমন গুড়ুম শব্দে উড়ে যায়, তেমনি কখনো-কখনো অবস্থার বিপাকে মানুষের বুদ্ধি বা আক্কেলও মাথা থেকে উড়ে যায়। এই অবস্থাটাই মানুষের আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। আক্কেল গুড়ুম তখনই হয় যখন কেউ, বিশেষ কোনো কথা শোনার জন্য একেবারে প্রস্তুত থাকে না।

আক্কেল সেলামি – নির্বুদ্ধিতার দণ্ড।

আক্কেল দাঁত ওঠা – পাকা বুদ্ধি।

আক্কেলমন্ত/ আক্কেলমন্দ - বিবেচনা করে এমন।

www.exambd.net

আপ্ত

আপ্ত শ্রুতি - কিংবদন্তী।

আপ্ত-গরজি - স্বার্থপর।

যে আপনার গর্জ (প্রয়োজন) বুঝে এবং তদনুসারে কাজ করে, অর্থাৎ যে কেবল নিজের গর্জ বা স্বার্থের জন্য কাজ করে সে-ই স্বার্থপর হয়।

আউলিয়া চাঁদ – যে অল্পেই আকুল হয়।

আমতা আমতা করা – ইতস্তত করা।

ফাঁপরে পড়ে আত্মদোষ স্পষ্ট অস্বীকার না করলেও 'আমি তা, আমি তা' বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করা। "আমি, আমি না' এরূপ ভাব। আমিই (দোষী) তা স্পষ্ট স্বীকার করতে ইচ্ছা নাই অথচ স্বীকার করার ভিন্ন উপায় নাই, এরূপ স্থলে অস্পষ্টভাবে 'আমি' বলে ইতস্ততঃ করা।

আগুনে ঘি ঢালা – রাগ বাড়ানো।

আগুনে ঘি ঢাললে আগুন আরো বেড়ে যায়। রেগে যাওয়া কাউকে খোঁচা দিলে সে আরো রেগে যায়।

আটাশে ছেলে - দুর্বল ছেলে।

আটাশে হলো আট মাসে, আর আটাশে ছেলে হলো যে ছেলে আট মাসেই ভূমিষ্ট হয়। সাড়ে দশ মাসের পরিবর্তে আট মাসে ভূমিষ্ট ছেলেরা দুর্বল, নিস্তেজ হয়।

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ

হঠাৎ ধনী হওয়া

আড়ি পাতা

লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা

আড়ি বা আড়াল হতে কোনো কথা শোনার জন্য কান পেতে থাকা।

আরশিতে পড়শি দেখা

অর্থ: নিজের মত করে অন্যকে দেখা

আরশি - দর্পণ, আয়না। পড়শী অর্থ প্রতিবেশী। আরশি বা আয়নাতে তাকালে নিজের চেহারা ছাড়া অন্য কোন চেহারা দেখা যায় না। আরশিতে পড়শি দেখা মানেই হল নিজের চেহারায় প্রতিবেশীর চেহারা দেখা, অর্থাৎ নিজের মত করে অন্যকে দেখা।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি

অর্থ: অপদার্থ/ অকর্মণ্য

আমড়া কাঠের যেমন ঢেঁকি হয় না, তেমনি অকর্মণ্য লোক দিয়ে কোনো কাজ হয় না।

আগাপাছতলা - আদ্যন্ত, আগাগোড়া (আদি হতে অন্ত)।

আগা - অগ্রভাগ, মস্তক, আর 'পাস্তলা, পাছতলা, পাস্তাড়া' - পদতল। আগাগোড়া অর্থাৎ মাথা হতে পা পর্যন্ত; সর্বাঙ্গ। সে আগাপাস্তলা বা আগাপাস্তাড়া লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আথিবিথি - তাড়াতাড়ি।

আথি - অতি, বিথি - ব্যস্ত; অতিশয় ব্যস্ত। কোনো কিছুতে অতি ব্যস্ত বা অতি সত্বর বা তাড়াতাড়ি করা।

আঁকুপাঁকু করা – ছটফটানি।

অতিশয় ব্যস্ততার অঙ্গভঙ্গি।

আঁতে ঘা লাগা – মনে ব্যথা দেয়া।

আঁত- পেট, উদর।

আনাড়ি – অপটু।

আহ্লাদে আটখানা – খুব খুশি।

আলালের ঘরের দুলাল – অতি আদুরে নষ্ট ছেলে।

আয়াস ঘর – বিশ্রাম ঘর।

যে ঘরে আয়াস বা আরাম বা বিশ্রাম করা হয়।

আসরে নামা – আবির্ভূত হওয়া।

আখাম্মা - বেখাপ্পা।

আতান্তরে পড়া - বিপদে পড়া।

আবোল-তাবোল – বাজে কথা।

আগড়ম বাগড়ম – অর্থহীন কথা।

আঁচল ধরে বেড়ানো – ব্যক্তিত্বহীন।

আতারি কাতারি - ছটফটে ভাব।

আমগন্ধি - কাঁচাগন্ধ যুক্ত।

আড়াই অক্ষরে - অল্প কথায়।

আটুনি কষুনি সার - কেবল আড়ম্বর মাত্র।

আড়ং ঘাট - খেয়াঘাট

আড়ং - হাট, গ্রামাঞ্চলের মেলা, বড় বাজার।

www.exambd.net

ই - ঈ

ইঁদুর দৌড় – স্বার্থসিদ্ধির বা নিজের উন্নতির জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতা/ শৃঙ্খলাহীন।

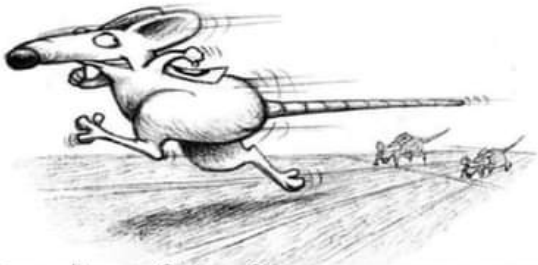

ইদুর দৌড় শব্দটি ইংরেজি rat-race শব্দের বাংলা অনুবাদ। rat-race শব্দটির জন্ম আমেরিকায়। এটি ছিল আমেরিকায় বহুল প্রচলিত একপ্রকার নাচ। এ নাচে অংশগ্রহণকারীরা ইঁদুরের মতো অস্থির ও চঞ্চলচিত্তে কোনোরূপ নিয়ম-নীতি ছাড়া ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করে নৃত্য করত। যে যত অস্থিরচিত্তে বিশৃঙ্খলভাবে ইচ্ছেমতো দৌড়াদৌড়ি করত তাকে বলা হতো ভালো নৃত্যশিল্পী। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে কোনোরূপ নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে যেকোনো উপায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চরম প্রতিযোগিতা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভর্তি, চাকরি ও চারদিকে অভাবের যুগে লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য সকল বয়স ও শ্রেণির মানুষের যে তীব্র প্রতিযোগিতা তা আমেরিকার ইঁদুর-নাচের মতোই শৃঙ্খলাহীন।

ইলশে গুঁড়ি - গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সময় জালে ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ মাছ প্রায় স্বেচ্ছায় এসে ধরা পড়ে। এই ব্যাপারটা থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিকে ইলশে গুঁড়ি বলা হয়।

ইঁচড়ে পাকা – অকালপক্ব।

বাগধারা

অর্থ

ইঁচড়, এঁচড় হচ্ছে কাঁচা কাঁঠাল যা তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। কাঁচা থাকতেই কাঁঠালকে পাকিয়ে দিলে বা পেকে গেলে তাই ইঁচড়ে পাকা। ফাজিল বা দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদেরকে ইঁচড়ে পাকা বলা হয়।

ইয়ারবকসি – বন্ধুবান্ধব।

ইয়ার মানে বন্ধু, বা সঙ্গী। আর বকশি হলো বেতন বিলি করে যে কর্মচারী; সাহায্য দানকারী। ইয়ারবকশি হলো সাহায্যদানকারী বন্ধু।

ইন্দ্রপতন - বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও প্রচণ্ড শক্তিমান হিসেবে পরিচিত। তার পতন বা মৃত্যু মানেই হলো বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।

ইতুনিদকুঁড়ে - অলস।

ইতর বিশেষ – প্রভেদ বা পার্থক্য/ ভেদাভেদ।

ইঁদুর কপালে

নিতান্ত মন্দভাগ্য

ঈগল স্বভাব

হিংস্র প্রকৃতির

উ

উড়

উড়ন চণ্ডী – উচ্ছৃঙ্খল/ অমিতব্যয়ী।

উড়ু উড়ু করা – অস্থির।

উড়ে এসে জুড়ে বসা – হঠাৎ উপস্থিত হওয়া।

উড়ো চিঠি

বেনামী পত্র

উড়ো কথা

গুজব

উদো

উদোমারা – বোকা।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে – একের অপরাধে অপরকে দায়ী করা।

www.exambd.net

গো

গোকুলের ষাঁড়

স্বেচ্ছাচারী/ ভবঘুরে

গো-বৈদ্য

আনাড়ি চিকিৎসক /হাতুরে

গো-মূর্খ

জড়বুদ্ধি/ নিরেট মূর্খ

গো

গোঁয়ার গোবিন্দ

অর্থ: নির্বোধ অথচ হঠকারী

রাজা গোবিন্দ ছিলেন তৎকালীন গৌড় তথা সিলেট অঞ্চলের রাজা। তিনি গৌড়ের শাসক ছিলেন বলে তাকে সবাই গৌড় গোবিন্দ বলে সম্বোধন করতো। এই গৌড় গোবিন্দ থেকেই "গোঁয়ার গোবিন্দ" প্রবাদটি এসেছে বলে কথিত রয়েছে। অত্যাচারী শাসক হিসাবে ঐ অঞ্চলের তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। হঠকারী ব্যক্তি হিসাবে রাজা ছিল সর্বজন জ্ঞাত। এজন্য হঠকারী ব্যক্তিকে "গৌড় গোবিন্দ" বলে সম্বোধন করা হতো।

গোবরে পদ্মফুল

নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি

গরিবের ঘোড়া রোগ

অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা

গৌর

গৌরীসেনের টাকা – অফুরন্ত অর্থ।

গৌরচন্দ্রিকা

অর্থ: ভূমিকা / ভণিতা

গৌরচন্দ্র হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেব। পালাকীর্তন শুরু করার পূর্বে গৌরচন্দ্রের বন্দনামূলক গান গাওয়া হয়। গৌরচন্দ্রের বন্দনা করে গাওয়া গীত বা গানকে বলা হতো গৌরচন্দ্রিকা। গায়ক-গায়িকাগণ পালাগান শুরু করার আগে গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে পালাগানের আসরের সূচনা ঘটাতেন। গৌরচন্দ্রিকার এ সূচনামূলক ভূমিকা হতে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটির উৎপত্তি।

গজকচ্ছপের লড়াই

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা/ দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ।

বড় ভাই বিভাবসু এবং তার ছোট ভাই মহাতপা সুপ্রতিক ধন-সম্পদ ভাগ নিয়ে পরস্পরের অভিশাপে সুপ্রতিক গজ বা হাতি ও বিভাবসু কচ্ছপে পরিণত হন। শত্রুতাবশে পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। এক সরবরে তারা বহুকাল যুদ্ধরত ছিলেন। তাদের সেই রুদ্ররূপ ও আক্রমণ ভয়ঙ্কর এবং অমঙ্গলজনক। গজকচ্ছপের যুদ্ধ প্রবাদতুল্য কথাটি এই কাহিনী থেকেই এসেছে।

গোলক ধাঁধা - দিশেহারা।

গণ্ডগ্রাম – বড়গ্রাম/ অজপাড়াগাঁ।

এখানে গণ্ড অর্থ প্রধান বা বৃহৎ।

গাছপাথর – হিসাব নিকাশ।

গড্ডলিকা প্রবাহ – অন্ধ অনুকরণ *(ব্যাখ্যা: পৃষ্ঠা ৪০)*

www.exambd.net

ঘোড়া

ঘর

ঘরের ঢেঁকি কুমির – বলিষ্ঠ ও ভোজনপটু অথচ অলস।
ঘর ভাঙ্গানো – সংসার বিনষ্ট করা।
ঘর জ্বালানো পর ভুলানো – আত্মীয়ের কষ্টদায়ক অথচ অপরের প্রিয়।
ঘরে আগুন দেয়া – সংসারে বিবাদ বাধানো।

ঘাঘু – অভিজ্ঞ।
ঘাড়ে-গর্দানে – অত্যন্ত মোটা।
ঘাটের মড়া – অতি বৃদ্ধ, যে মরতে বসেছে।
ঘটিরাম – অপদার্থ/ অযোগ্য।
ঘা খাওয়া – কষ্ট পাওয়া।
ঘুঘু চরানো – সর্বনাশ করা।
ঘণ্টাগরুড় – অকর্মণ্য লোক।
ঘুণ হওয়া – দক্ষতা লাভ করা।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো - নিজ খরচে পরের বেগার খাটা।
ঘর পোড়া গরু - বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি

www.exambd.net

চ

চক্ষু

চক্ষুদান করা – চুরি করা।
চক্ষুশূল – পীড়াদায়ক।

চক্ষু চড়ক গাছ

বিস্ময়ে চোখ বড় হওয়া

একটি অনেক উচুঁ, গাছের গুঁড়ি অথবা বাশঁ জোড়া লাগিয়ে যে স্তম্ভ করা হয় তাই চরক গাছ। ঐ উচুঁতে বাধাঁ থাকে মানুষ, গাজন সন্ন্যাসী। ওদের দেখতে বেশ অনেক উপরে তাকাতে হয়। ঐ উচুঁ থেকে তারা যে সমস্ত দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করেন, বিস্ময়ে লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। চড়ক গাছে মানুষের অবস্থা দেখে চক্ষু বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যায়। সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে (বছরের শেষ দিন) গাজন (শিবের গান বা উৎসব) উৎসবে চড়ক হয়। চড়কগাছ শব্দটি দিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘকায় কিছু বুঝায়।

চক্ষের পুতলি – আদরের ধন।
চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন – নিঃসন্দেহ হওয়া।

চোখ

চোখের বালি – চক্ষুশূল, শত্রু, অপ্রিয় ব্যক্তি।
চোখের মণি – অত্যন্ত প্রিয় বস্তু / ব্যক্তি।
চোখের চামড়া/ পর্দা – লজ্জা।
চোখ কপালে তোলা – বিস্মিত হওয়া।
চোখের মাথা খাওয়া – কানা বা অন্ধ।
চোখের নেশা – রূপের মোহ।
চোখে সরষে ফুল দেখা – বিপদে দিশাহারা হওয়া।
চোখ টাটানো - ঈর্ষা করা।
চোখে ধুলো দেওয়া - প্রতারণা করা।

চামচিকের লাথি - নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।
চামচিকা বা বাদুড় নগন্য প্রজাতির নিশাচর জীব। এর কাছে লাথি খাওয়া মানেই হল নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি শোনা।

চর্বিত চর্বণ – পুনরাবৃত্তি।
চর্বিত অর্থ চিবানো, আর চর্বণ অর্থ দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা। অর্থাৎ মুখে কোন কিছু নিয়ে বারবার চিবানো।

চিত্রগুপ্তের খাতা

কপালের ভবিষৎ ফলাফলের নির্ভুল হিসাব
মানুষের পাপপুণ্য এর নির্ভুল হিসাব
যে খাতায় সব কিছু পাওয়া যায়।

সনাতন ধর্ম অনুসারে, চিত্রগুপ্ত হচ্ছেন যমরাজের কেরানি বা হিসাব রক্ষক। তিনি মানুষের জীবনের সব কাজের হিসেব রাখেন। তার কাজে কখনো ভুল হয় না। আর এজন্য মানুষ কোনো কাজ করার আগে ভাবে সে যা করছে তা অদৃশ্য কেউ অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত লিখে রাখছেন। অদৃষ্টের লিখন অথবা ভাগ্যের অমোঘ বিধান বোঝাতে চিত্রগুপ্তের খাতা বোঝানো হয়।

চৌদ্দবুড়ি – প্রচুর।

চতুর্ভুজ হওয়া – উৎফুল্ল হওয়া।

চাঁদের হাট – আনন্দের প্রাচুর্য, প্রিয়জনের সমাগম।

চুল পাকানো – অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

চোরাবালি – অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা।

চুলোয় যাওয়া - ধ্বংস।

চড়ুই পাখির প্রাণ – ক্ষীণজীবী লোক।

চটকের মাংস - সামান্য জিনিস।

চটক - চড়াই পাখি

চশমখোর – সম্পূর্ণ বেহায়া।

চুনকালি দেয়া – কলঙ্ক দেয়া।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা – স্বার্থপর।

চুনোপুঁটি – সামান্য লোক/গুরুত্বহীন লোক।

চুনোপুঁটি অতি ক্ষুদ্র আকৃতির মাছ। আর তা দিয়ে কোনো ব্যক্তি বুঝালে সে সামান্য বা গুরুত্বহীন ব্যক্তিই হবে।

চিনির পুতুল

শ্রমকাতুরে *(পরিশ্রম করতে চায় না)*

চিনির আস্তরণ দিয়ে তৈরি হরেক রকমের বিস্ময়কর পুতুল, যা দেখতে অবিকল চীনামাটির পুতুলের মতো। মাটির পুতুল বাজনার তালে তালে নাচতে পারে অর্থাৎ সে পরিশ্রমী, আর চিনির পুতুল দোকানে সেজেগুজে বসে থাকে যার কাজ থাকে না অর্থাৎ অলস।

চিনির বলদ

ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়

বলদ যেমন মহাজনের চিনির বস্তা বহন করে অথচ তার স্বাদগ্রহণ করতে পারে না তেমনি কিছু লোক আছে যারা পরের সুখসমৃদ্ধির জন্য খেটে মরে অথচ নিজে তার কিছুমাত্র ভোগ করতে পারে না।

চিনে/ ছিনে জোঁক - নাছোড়বান্দা।

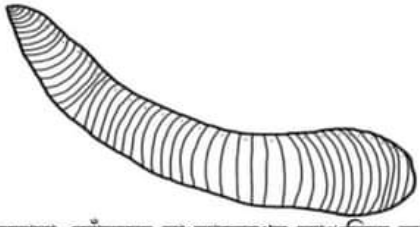

রক্তচোষা জোঁককে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'খেউরা জোঁক' বা 'চিনে বা ছিনে জোঁক'। এই জোঁক একবার কামড় দিলে আর সহজে ছাড়তে চায় না। তাই চিনে/ছিনে জোঁক দিয়ে - 'নাছোড়বান্দা' অর্থ বুঝায়।

www.exambd.net

ধ

বাগধারা	অর্থ
ধর্মের ষাঁড় গোকুলের ষাঁড় খোদার খাসি	সেচ্ছাচারী ব্যক্তি/ অকর্মণ্য/ স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী ও পরের অনিষ্টকারী।

ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত মুক্ত ষাঁড়। ষাঁড় যখন মুক্ত থাকে সে যেখানে ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে এবং যে কারোর ফসলের জমি নষ্ট করে দিতে পারে। অন্যভাবে চিন্তা করলে ধর্ম বিষয়ে ষাঁড়ের মত গোঁয়ার এবং সে কোনো যুক্তিতর্ক মানতে রাজি নয় তারাই ধর্মের ষাড়। তাই ধর্মের ষাড় দিয়ে সেচ্ছাচারী ব্যক্তি, অকর্মণ্য, স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী ও পরের অনিষ্টকারী অর্থ প্রকাশিত হয়।

ধর্ম

ধর্মের কল

অর্থ: সত্য

ধর্মের কল মানে হল ধর্মের কলকব্জা (যন্ত্রপাতি) অর্থাৎ ধর্মের আইন-কানুন বা নিয়মগুলো চিরন্তন সত্য। তাই ধর্মের কল দিয়ে 'সত্য' অর্থ প্রকাশিত হয়।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির

অর্থ: অত্যন্ত ধার্মিক

কুন্তী সন্তান কামনায় পাণ্ডুর অনুরোধে তিন দেবতার সাথে মিলিত হন এবং তিনটি সন্তান লাভ করেন। কুন্তী প্রথম আহ্বান করেছিলেন ধর্ম দেবতাকে। তার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। যুধি (যুদ্ধে) স্থির থাকতেন বলে, তাঁর নাম হয়েছিল যুধিষ্ঠির। ধর্মদেবের ঔরসে জন্ম হয়েছিল বলে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র বলা হয়। যুধিষ্ঠির ধর্মের অবতার ছিলেন।

ধামা

ধামা চাপা দেওয়া – স্থগিত বা গোপন করা।

বাগধারা	অর্থ
ধামাধরা	চাটুকারি তোষামোদকারী

ধামা অর্থ শস্যাদি রাখবার বা মাপবার জন্য বেতের তৈরি ঝুড়িবিশেষ। অর্থাৎ কারোর জন্য ধামা বা ঝুড়ি ধরে রাখা। সে যা রাখবে বা করবে কোন প্রশ্ন ছাড়াই তা ধামায় রাখা। সহজ কথায় আপনার মনিব যা করবে, যা বলবে আপনি নিশ্চিত মনে করে যাওয়াই তোষামুদে অর্থ প্রকাশ করে।

ধোপা

ধোপে টেকা – পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

ধোপা নাপিত বন্ধ করা - একঘরে করা।

www.exambd.net

ধোপার গাধা

অর্থ: পরের জন্য খাটা

এক ধোপার একটা গাধা ছিল। সেই গাধাকে নিত্যদিনই প্রচুর খাটতে হতো। সারা বৎসর হাড়ভাঙা খাটনি। কোনো ছুটিছাটা বা ফুরসত বলে কিছু নেই। মনিব তার কাঁধে রাজ্যের বোঝা চাপিয়ে দিত।

ধর লক্ষণ - যে কাজটি করতে বলা হয়নি অথচ করা যুক্তিযুক্ত সে কাজটি না করা।

ধোয়া তুলসী পাতা - নির্দোষ।

ধড়া-চূড়া - সাজপোশাক।

ধড়া অর্থ ধটি বা কটিবস্ত্র আর চূড়া মানে চূড়ো। চূড়া বা উন্নতমানের কটিবস্ত্র পরিধান মানেই সাজপোশাক।

ম

মন

মন আনচান করা – অস্থির হওয়া।

মন না মতি – অস্থির মানব মন।

মনের আগুন – উত্তেজনা।

মনের গুড়ে বালি – সম্মান হানি।

মাথা

মাথার দিব্যি

অর্থ: শপথ

মাথা মাটি হওয়া

অর্থ: বোধবুদ্ধি লোপ পাওয়া

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল

অর্থ: ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা

মুখ

মুখ করা – তিরস্কার করা, বকুনি দেয়া।

মুখে ফুল চন্দন পড়া – শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ।

মুখ রাখা – মান রাখা।

মুখচোরা – লাজুক।

মুখে দুধের গন্ধ - অতি কম বয়স।

মাছ

মাছের মা – নির্মম/ নিষ্ঠুর।

কিছু মাছ আছে যারা নিজের ডিম নিজেরাই খেয়ে ফেলে। আবার মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে। তাই 'মাছের মা' দিয়ে 'নির্মম বা নিষ্ঠুর' অর্থ প্রকাশ করে।

মাছের মায়ের পুত্রশোক – কপট বেদনাবোধ।

মাছেদের জন্ম প্রক্রিয়ায় 'কোন মাছের মা বাবা কে' তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এটা মাছের কপট বেদনাবোধ। কিছু মাছ আছে যারা নিজের ডিম নিজেরাই খেয়ে ফেলে। আবার মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার পুত্রশোক অস্বাভাবিক।

বদ্ধপানিতে ডিমখেকো মাছের পোনা জন্মাতে পারে না। প্রবহমান জলে ডিম ছাড়ার পর তা স্রোতের টানে ভেসে যায়। এটাও মাছের কপট বেদনাবোধ।

মাছের তেলে মাছ ভাজা – পরের দ্বারা কার্যোদ্ধার।

মাটি

মাটি খাওয়া – বোকার মতো কাজ করা।

মাটির মানুষ – অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ লোক।

মাকাল ফল – অন্তঃসারশূন্য।

ম্যাও ধরা – দায়িত্ব নেওয়া।

মেনিমুখো – সলজ্জ/ লাজুক।

মরণ কামড় – মরণপণ প্রচেষ্টা।

ময়ূর ছাড়া কার্তিক – রূপবান পুরুষ।

কার্তিকের বাহন ময়ূর। দেবতা ও তার বাহনে সৌন্দর্য ও শৌর্য দুই বিদ্যমান।

মণিকাঞ্চন যোগ – উপযুক্ত মিলন।

মণি হচ্ছে মূল্যবান পাথর বা রত্ন। আর কাঞ্চন হল স্বর্ণ। মণি ও স্বর্ণের শোভন মিলনের মতো অর্থাৎ যোগ্যর সঙ্গে যোগ্যের সার্থক মিলন।

মিছরির ছুরি – আপাত মধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী

মিছরি হচ্ছে পরিশুদ্ধ চিনির দলা বা দানাবাঁধা চিনি। মিছরির ছুরি মানে হল মিছরি দিয়ে তৈরি ছুরি। ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় কিন্তু তা তৈরি মিছরি দিয়ে। অর্থাৎ কেউ আপনাকে উপরে উপরে অনেক খাতির যত্ন করবে, সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে আবার আপনাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করবেন। এটাকে আমরা 'মুখে মধু অন্তরে বিষ' বলি।

www.exambd.net

সম অর্থের বাগধারা সমূহ

একই অর্থ বিশিষ্ট এমন অনেক বাগধারা আছে যেগুলো পরীক্ষায় আসলে চিন্তা করতে হয় কোনটি না কোনটি উত্তর হবে। আশা করি আমার এই প্রচেষ্টায় আপনার সমস্যাগুলো আগ্রহে পরিণত করতে পারবে। অতএব কোনরূপ চিন্তা না করে মুখস্থ করা শুরু করে দিন। মনে রাখবেন, বারবার অনুশীলনী আপনাকে সব মুখস্থ রাখতে সহায়তা করবে; সহজে উত্তর দিতে পারবেন আর তাতে সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

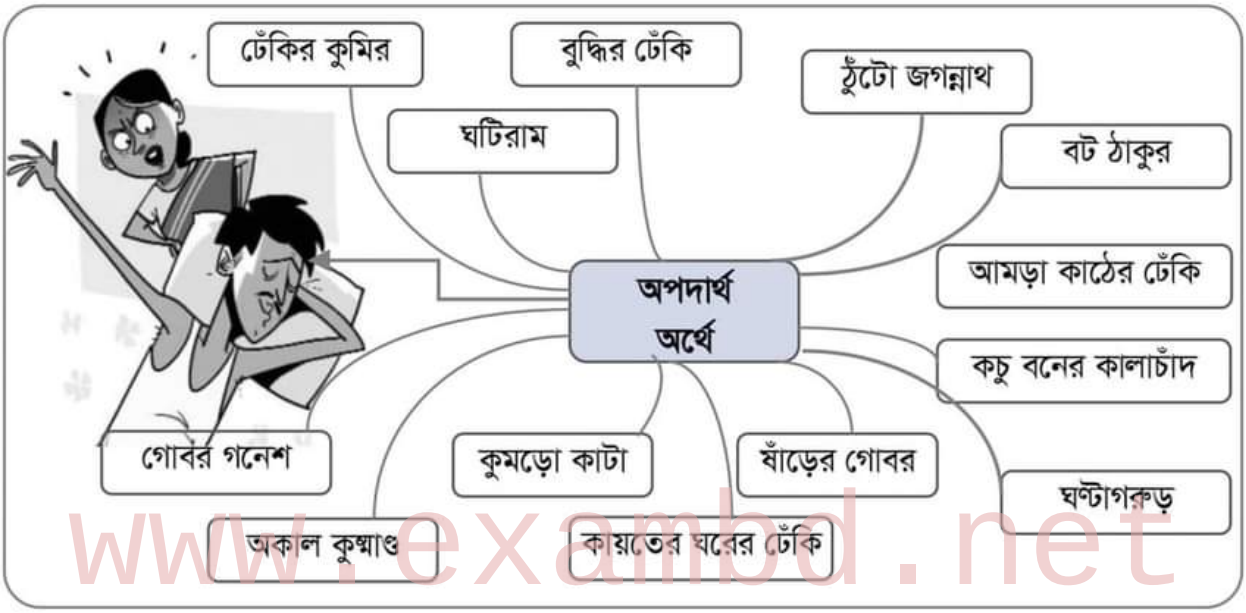

www.exambd.net

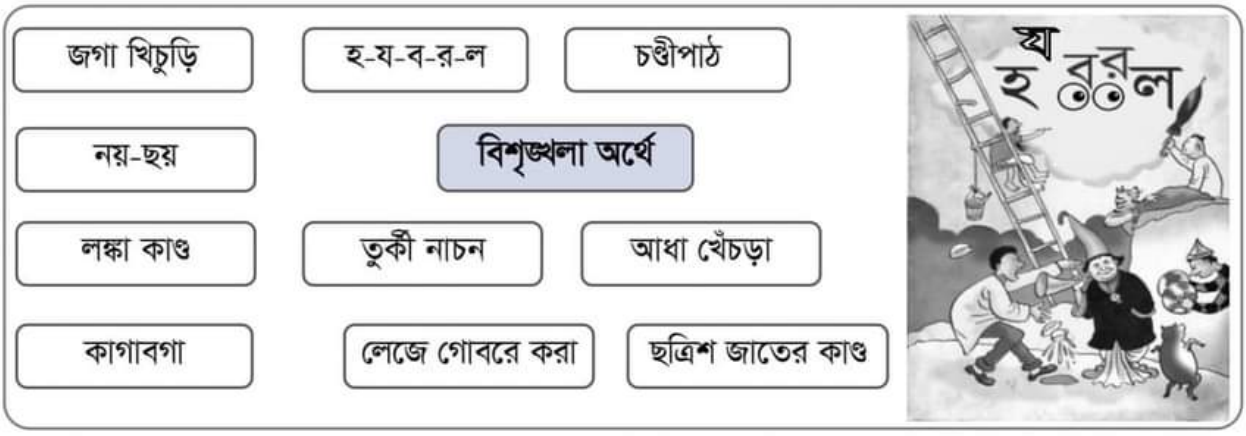

দুধের মাছি

বসন্তের কোকিল

সুসময়ের বন্ধু অর্থে

সুখের পায়রা

লক্ষীর বরযাত্রী

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

দুই নৌকায় পা

শাঁখের করাত

উভয় সংকট অর্থে

শ্যাম রাখি না কুল রাখি

করাতের দাঁত

সাপের ছুঁচো গেলা

কঞ্জুসের ডাণ্ডাখোর

কিপটের জাসু

অত্যন্ত কৃপণ অর্থে

হাত ভারি

হাতে জল না লাগা

www.exambd.net

অহংকারী	পায়াভারি	সাপের পাঁচ পা দেখা	গলাকুলো পায়রা
বিপদে দিশেহারা	চোখে সর্ষে ফুল দেখা	চোখে অন্ধকার দেখা	ঝড়ো কাক
কাল্পনিক	আকাশ-কুসুম কল্পনা	দিবা স্বপ্ন	শূন্যে সৌধ নির্মাণ করা
কুপরামর্শ দেওয়া	কলকাঠি নাড়ানো	কান ভারি করা	বাঁদরের বুদ্ধি
ছটফট করা	আকুপাকু করা	অকট বিকট	খাবি খাওয়া
কাণ্ড জ্ঞানহীন	গোঁয়ার গোবিন্দ	ফতো কাপ্তান	গোমূর্খ
নগদ অর্থ	কাঁচা পয়সা	নগদ নারায়ণ	
একগুঁয়ে	নেই আঁকড়া	গোকূলের ষাঁড়	ধর্মের ষাঁড়
দুর্লভ বস্তু	বাঘের দুধ/চোখ	অমাবস্যার চাঁদ	আলেয়ার আলো
একমাত্র সন্তান	শিবরাত্রির সলতে	সবেধন নীলমনি	
একমাত্র সম্বল	অন্ধের যষ্ঠি	কানু ছাড়া গীত নাই	

www.exambd.net

দুর্বল = আটাশে ছেলে, উনপাঁজুরে।
বেহায়া = কানকাটা, চশমখোর, দুকান কাটা।
লাজুক = মুখচোরা, মেনিমুখো।
প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন = গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, কালনেমির লঙ্কাভাগ।
একই দলভুক্ত = এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো, এক গোয়ালের গরু।

০৫. নিম্নলিখিত বাগধারাসমূহ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

(১) অমাবস্যার চাঁদ
(২) আকাশ কুসুম
(৩) তাসের ঘর
(৪) গোড়ায় গলদ
(৫) বালির বাঁধ
(৬) চিনির বলদ
(৭) ডুমুরের ফুল
(৮) হাতটান
(৯) কেঁচো খুঁড়তে সাপ
(১০) গড্ডলিকা প্রবাহ
(১১) আষাঢ়ে গল্প
(১২) নয় ছয়
(১৩) চাঁদের হাট
(১৪) রাশভারি
(১৫) রুই কাতলা
(১৬) কলুর বলদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. গোবরে পদ্মফুল বাগধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর। *[জবি: ২০১৯-২০]*

গোবরে পদ্মফুল - নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি।

পদ্ম ফুল এর জন্ম পুকুরের বা জলাধারের গভীরে। সেখানে গোবর যাওয়া অসম্ভব। গোবর থাকে মাটির উপরে। গোবর একটা নিকৃষ্ট উপকরণ আর পদ্মফুল অতি উৎকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট গোবর থেকে উৎকৃষ্ট পদ্মফুল জন্মানোই নিচু বংশে ভালো লোকের আবির্ভাব বা নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি বা অ-স্থানে মূল্যবান বস্তু বুঝায়। যেমন: মুচির ছেলে ডাক্তার হলে গোবরে পদ্মফুল উপমা ব্যবহার করা যায়।

০২. অরণ্যে রোদন বাগধারাটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা কর। *[জবি: ২০১৯-২০]*

অরণ্যে রোদন - বৃথা অনুনয় বা আবেদন।

এটি একটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত বাগধারা। অরণ্যে রোদন বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ নিষ্ফল আবেদন। অরণ্য শব্দের অর্থ গভীর বন। রোদন বলতে এখানে কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আবেদন বা আকুতি বুঝানো হয়েছে। তৎকালে গভীর বন ছিল প্রকৃত অর্থে জনশূন্য। জনশূন্য বনে কোন কিছু পাওয়ার জন্য রোদন করলেও কেউ শোনার বা সাড়া দেওয়ার থাকত না। ফলে সকল প্রত্যাশা, আবেদন, আকুতি, রোদন বা আবেদন নিষ্ফল হয়ে যেত। এ ধারণা থেকে বাগধারাটির উৎপত্তি।

www.examba.net

৪০তম বিসিএস; ২০২০

☞ **নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:** *[৪০তম বিসিএস; ২০২০]*

আমড়া কাঠের ঢেঁকি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
তামার বিষ মিছরির ছুরি
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় ননীর পুতুল

উত্তর:

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকেজো।
তোমাকে বললাম একটা কর্মঠ ছেলে এনে দিতে, আর তুমি এনে দিলে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা - নিন্দনীয় কাজ গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করা।
এই তো তোমার ঘুষের টাকার গাড়ি-বাড়ি, কিন্তু বলে বেড়াচ্ছ শ্বশুরের দান, শাক দিয়ে মাছ ঢেকে ফল কি?

তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব।
মেধাবী ছেলেকে তামার বিষে ধরায় সে এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে।

মিছরির ছুরি - মুখে মধু অন্তরে বিষ।
তার কথা গুলো মধুর হলেও মিছরির ছুরির মতো অন্তরে আঘাত করে।

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় - যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।
অফিসে ঘুষ নেওয়া লোকের তালিকা তৈরি করবে, যাও না একবার, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

ননীর পুতুল - শ্রমকাতর।
ননীর পুতুলকে দিয়ে কঠিন কাজ হবে না।

৩৯তম বিসিএস; ২০১৯

☞ **লিখিত পরীক্ষা হয় নি।**

৩৮তম বিসিএস; ২০১৮

☞ **নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:** *[৩৮তম বিসিএস; ২০১৮]*

অক্কা পাওয়া তালপাতার সেপাই
চাঁদের হাট তাসের ঘর
সাক্ষী গোপাল

উত্তর:

অক্কা পাওয়া - মারা যাওয়া।
প্রায় বছরখানেক ভুগে কাল রাতে সৈয়দ সাহেব অক্কা পেয়েছেন।

তালপাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল।
রবিনের মতো তালপাতার সেপাই দিয়ে কাজ হবে না।

চাঁদের হাট - সুখের সংসার।
সবাইকে নিয়ে রহমান সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।

তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী।
এ পৃথিবী তো তাসের ঘর, কীসের এত বড়াই কর?

সাক্ষী গোপাল - নিষ্ক্রিয় দর্শক।
তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৩৭তম বিসিএস; ২০১৭

☞ **নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:** *[৩৭তম বিসিএস; ২০১৭]*

হরিষে বিষাদ সুলুক সন্ধান
মন না মতি সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া

উত্তর:

হরিষে বিষাদ - আনন্দে দুঃখ।
ঘরের লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতর থেকে শিশু দুটিকে উদ্ধার করা গেলেও উদ্ধারকর্তার মৃত্যুতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো।

www.exambd.net

BCS MCQ Solution

০১. **'শরতের শিশির' - বাগধারা শব্দটির অর্থ কী?** *[৪০ তম বিসিএস]*
A. সুসময়ের বন্ধু B. সুসময়ের সঞ্চয়
C. শরতের শোভা D. শরতের শিউলিফুল
১. A

০২. **'শিব রাত্রির সলতে' - বাগধারাটির অর্থ কী?** *[৪০ তম বিসিএস]*
A. শিবরাত্রির আলো B. একমাত্র সঞ্চয়
C. একমাত্র সন্তান D. শিবরাত্রির গুরুত্ব
২. C

০৩. **কোনটি বাগধারা বোঝায়?** *[৩৭তম বিসিএস]*
A. চৈত্র সংক্রান্তি B. পৌষ সংক্রান্তি
C. শিরে সংক্রান্তি D. শিব-সংক্রান্তি
৩. C

০৪. **'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ কি?** *[৩৩তম বিসিএস; ২২তম বিসিএস]*
A. কপট ব্যক্তি B. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
C. হতভাগ্য D. মোসাহেব
৪. D

০৫. **'গাছপাথর' বাগধারাটির অর্থ–** *[৩২তম বিসিএস]*
A. ভূমিকা করা B. হিসাব-নিকাশ
C. অসম্ভব বস্তু D. বাড়াবাড়ি করা
৫. B

০৬. **'হাত-ভারি' বাগধারাটির অর্থ–** *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]*
A. দাতা B. কম খরচে
C. দরিদ্র D. কৃপণ
৬. D

www.exambd.net

০৭. **'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ–** *[২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*
A. কাল্পনিক জন্তু B. গোমড়ামুখো লোক
C. মুরগি D. পুরাণোক্ত পাখি
৭. B

০৮. **'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ–** *[২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*
A. তীরে পৌছার ঝক্কি B. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
C. মূমূর্ষু অবস্থা D. আসন্ন বিপদ
৮. B

০৯. **'চাঁদের হাট'– অর্থ কি?** *[২১তম বিসিএস]*
A. বন্ধুদের সমাগম B. আত্মীয় সমাগম
C. প্রিয়জন সমাগম D. গণ্যমান্যদের সমাগম
৯. C

১০. **'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী?** *[২১তম বিসিএস]*
A. উদাসীন B. প্রতিকূল
C. রাগহীন D. বিশেষভাবে রুষ্ট
১০. A

১১. **'ঠোঁট-কাটা' বলতে কি বুঝায়?** *[২০তম বিসিএস]*
A. অহংকারী B. স্পষ্টভাষী
C. মিথ্যাবাদী D. পক্ষপাতদুষ্ট
১১. B

১২. **'ব্যাঙের সর্দি'– অর্থ কি?** *[২০তম বিসিএস]*
A. রোগ বিশেষ B. সম্ভাব্য ঘটনা
C. অসম্ভব ঘটনা D. প্রতারণা
১২. C

৬৪. 'ঢাকের বায়া' অর্থ কি? *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), সিনিয়র অফিসার ২০১১; রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]*
A. চির অশান্তি B. অনুরোধ C. মূল্যহীন বস্তু D. অতিরঞ্জিত বাচন — ৬৪. C

৬৫. 'উনপাঁজুরে' বাগধারাটির অর্থ কি? *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), সিনিয়র অফিসার ২০১১; বাংলাদেশ ব্যাংক এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১০]*
A. সৌভাগ্যবান B. হতভাগ্য C. সুসময় D. কোনোটিই নয় — ৬৫. B

PSC & Others MCQ Solution

০১. 'শরতের শিশির' বাগধারার অর্থ *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০১. ক
ক. সুসময়ের বন্ধু খ. সুসময়ের সঞ্চয়
গ. শরতের শোভা ঘ. কোনোটি নয়

০২. নিচের কোনটি বাগধারা? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০২. ঘ
ক. চৈত্র সংক্রান্তি খ. পৌষ সংক্রান্তি
গ. শিব সংক্রান্তি ঘ. শিরে সংক্রান্তি

০৩. 'অক্কা পাওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০]* — ০৩. গ
ক. স্বার্থপর খ. দুর্লভ
গ. মারা যাওয়া ঘ. কোনোটিই নয়

০৪. 'অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০]* — ০৪. গ
ক. অবিরাম কান্না খ. বৃথা চেষ্টা
গ. নিষ্ফল আবেদন ঘ. বারংবার চেষ্টা

০৫. কোন জোড়াটি সমার্থক? *[উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো- অর্ডিনেটর ২০২০]* — ০৫. ক
ক. অহিনকুল - দা-কুমড়া খ. আকাশকুসুম - আকাশপাতাল
গ. অগ্নিপরীক্ষা ঘ. অদৃষ্টের পরিহাস-তাসের ঘর

০৬. 'মনিকাঞ্চনযোগ' এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৬. গ
ক. দহরম-মহররম খ. কেতাদুরস্ত
গ. সোনায় সোহাগা ঘ. শিরে সংক্রান্তি

০৭. 'ব্যাঙের সর্দি' বাগধারাটির অর্থ কী? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৭. গ
ক. রোগ বিশেষ খ. সম্ভাব্য ঘটনা
গ. অসম্ভব ঘটনা ঘ. প্রতারণা

০৮. 'মাছের মা' বাগধারার অর্থ *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৮. খ
ক. অত্যাচারী খ. নিষ্ঠুর
গ. কঠোর ঘ. নীতিহীন

০৯. 'গোঁফ খেজুরে' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট ২০২০]* — ০৯. ক
ক. অলস খ. অপদার্থ
গ. সামান্য অর্থ ঘ. মিথ্যাশোক

১০. কোনটি বাগধারা বোঝায়? *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]* — ১০. C
A. চৈত্র সংক্রান্তি B. পৌষ সংক্রান্তি
C. শিরে সংক্রান্তি D. শিব সংক্রান্তি

www.exambd.net

University MCQ Solution

০১. 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগধারার অর্থ কী? *[ঢাবি গ ১৯-২০২০; ঢাবি ক ১৩-১৪]* — ০১.গ

ক. জীর্ণশীর্ণ লোক
খ. মিশিয়ে ফেলা
গ. সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা
ঘ. পুথিগত বিদ্যাসাগর

০২. 'গণেশ উল্টানো' বাগধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? *[জাবি E ২০১৯-২০]* — ০২.গ

ক. ব্যাপ্তি হওয়া
খ. অন্যায় করা
গ. উঠে যাওয়া
ঘ. সহায়

০৩. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারাটির অর্থ হলো - *[জাবি E ২০১৯-২০]* — ০৩.ঘ

ক. সাধু ব্যক্তি
খ. অলস ব্যক্তি
গ. সাহসী ব্যক্তি
ঘ. অসাধু/ ভণ্ড ব্যক্তি

০৪. 'কেঁচে গণ্ডুষ' বাগধারাটির ঠিক অর্থ? *[জাবি E ২০১৯-২০]* — ০৪.ক

ক. পুনরায় আরম্ভ
খ. দেরি করা
গ. সামান্য
ঘ. বাদ দেয়া

০৫. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ আমড়া কাঠের ঢেঁকি আর নাছোড়বান্দা লোক দিনকে রাত করতে ওস্তাদ। *[জাবি B ২০১৯-২০]* — ০৫.গ

ক. অতিচালাক, অভদ্র, হৈচৈ
খ. দুরন্ত, একগুঁয়ে, ভান করা
গ. অপদার্থ, একগুঁয়ে, দুষ্কর্ম করা
ঘ. অগোছালো, অনিষ্টকারী, সর্বস্বান্ত

০৬. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তোমার মতো গোঁফখেজুরে লোকের তার মতো কংস মামা থাকলে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। *[জাবি B ২০১৯-২০]* — ০৬.গ

ক. ধনী, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ
খ. অলস, অসাধু, ফাঁকা করা
গ. অলস, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ
ঘ. উদ্দেশ্যহীন, কৃপণ, ফাঁকা করা

০৭. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তোমার মতো নদের চাঁদের ধারে না হলে ভারে কাটবে এজন্য আর দেঁতো হাসি দিয়ে লাভ নেই। *[জাবি B ২০১৯-২০]* — ০৭.ঘ

ক. সুন্দর ব্যক্তি, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, হুলস্থুল করা
খ. মাতব্বর ব্যক্তি, বিত্ত বৈভব অর্জন করা, অবজ্ঞা করা
গ. নির্বোধ ব্যক্তি, পরোক্ষভাবে অন্যের সাহায্য নেওয়া, সাফল্যের হাসি
ঘ. সুন্দর অথচ অপদার্থ, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, কৃত্রিম হাসি

০৮. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তাল কানা লোক বলেই ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে ধরা খেয়ে এখন ভিজে বেড়াল সেজেছে। *[জাবি B ২০১৯-২০]* — ০৮.খ

ক. ভান করা, লুকোচুরি, ভণ্ড
খ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুকোচুরি, সাধুবেশে অসৎ লোক
গ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসৎ, নির্লজ্জ
ঘ. ভণ্ড, অসৎ, ভণ্ড

০৯. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ আঁধার ঘরের মানিক বলে টুপ ভুজঙ্গ হলেও তাকে হাড়হদ্দ ছাড় দিলে চলবে না। *[জাবি B ২০১৯-২০]* — ০৯.ঘ

ক. একমাত্র অবলম্বন, স্পষ্টভাষী, বড়কিছু
খ. অত্যন্ত প্রিয়জন, নেশাগ্রস্ত, সবকিছু
গ. অত্যন্ত প্রিয়জন, স্পষ্টভাষী, সবকিছু
ঘ. একমাত্র অবলম্বন, নেশাগ্রস্ত, বড়কিছু

www.exambd.net

সমার্থক শব্দ

সমার্থক শব্দ পরীক্ষায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, একটি শব্দের অনেক সমার্থক শব্দ আছে তবে সকল সমার্থক শব্দ কিন্তু পরীক্ষায় আসে না। তাই গুরুত্বপূর্ণ অংশে কেবল পরীক্ষায় এসেছে বা আসতে পারে সেরূপ সমার্থক শব্দগুলো দেয়া হয়েছে। যাদের হাতে অনেক সময় আছে তারা প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এবং পরে প্রয়োজনীয় অংশটি মুখস্থ করে নিবেন আর যাদের হাতে সময় খুবই কম তারা কেবল গুরুত্বপূর্ণ অংশটির পড়বেন। কষ্ট আমার সার্থকতা কিন্তু আপনার।

এখানে প্রচুর এবং প্রচুর MCQ দেয়া হয়েছে এবং একই প্রশ্ন বারবার রিপিট করা হয়েছে আর তাই ইচ্ছে করেই দিয়েছি। যতবার রিপিট পাবেন ততবার রিভাইস হবে এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। প্রতিবার আপনি এটা বুঝতে পারবেন যে পরবর্তী রিপিটে প্রথমবারের প্রশ্নটি আপনার জানা হয়েছে কি

☞ যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক শব্দ বা একার্থক শব্দ বলে।

☞ সমার্থক শব্দে ভালো দক্ষতার জন্য বাংলা শব্দের গঠনগত দিকের (মৌলিক ও সাধিত শব্দ) উপর ভালো দখল রাখা প্রয়োজন। তাহলে অনেক সাধিত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে তোমরা দক্ষ হয়ে উঠবে। যেমন– 'ভূ' অর্থ – পৃথিবী। কিন্তু ভূ + তল = পৃথিবীর পৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি। 'কর' অর্থ আলো। সুতরাং দিবাকর 'মানে দিনে কর দেয় যে অর্থাৎ সূর্য। আবার কর– এর আগে 'নিশা' (রাত) বসলে (নিশাকর) বুঝায়– নিশিতে কর দেয় যে অর্থাৎ চাঁদ।

www.exambd.net

☞ মূলত, রচনায় মাধুর্য সৃষ্টি বা রক্ষার জন্য রচনার বিভিন্ন জায়গায় একই অর্থবোধক একটি শব্দ ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। বিশেষত কবিতায় এবং কাব্যধর্মী গদ্যরচনায় এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।

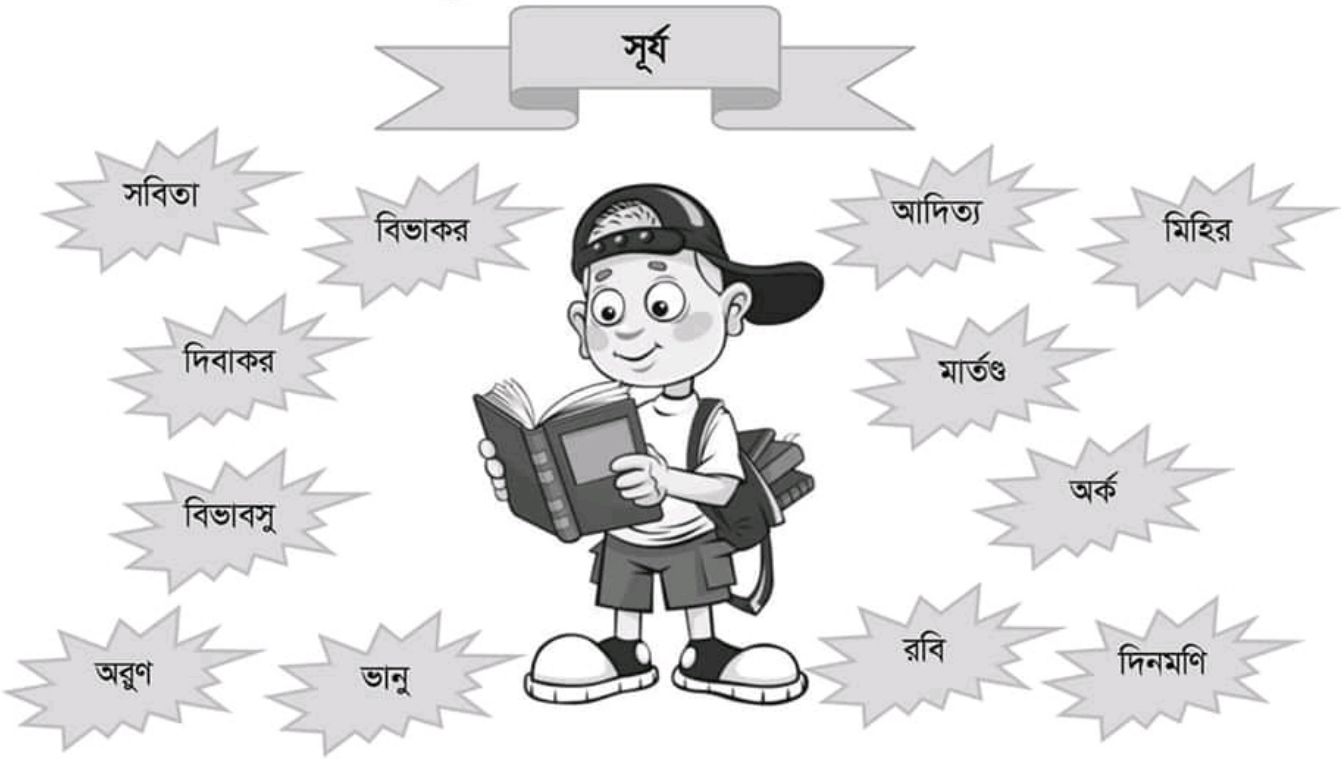

যেভাবে সাজানো হয়েছে সমার্থক শব্দসমূহ

সমার্থক শব্দটি থাকবে

গুরুত্বপূর্ণ	প্রয়োজনীয়
☞ এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো ভয়ংকর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ আর এগুলো কোন না কোন পরীক্ষায় এসেছে এবং আসবেও সুতরাং চিন্তা ছাড়া এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো মুখস্থ করে নিবে।	☞ এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তা পরীক্ষায় অতটা আসে নি এবং তা না আসার সম্ভাবনাই বেশি।
☞ ***যেভাবে মনে রাখবে:*** মনে রাখার টেকনিকসমূহ এই অংশে দেয়া হয়েছে যাতে আপনারা সহজেই মনে রাখতে পারেন।	

Part:: A

সূর্য

www.exambd.net

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অরুণ	আদিত্য	আফতাব	প্রভাকর	অর্ষমা	উষা	মিত্র	দিনপতি
বিভাকর	দিনকর	দিনমণি	দিননাথ	হরিদশ্ব	অঞ্চিষ্ট	অর্যমা	ভাস্বত
দিবাকর	দিবাবসু	বিভাবসু	ভানু	ভাস্বান	সপ্তশ্ব	মিত্র	গ্রহরাজ
ভাস্কর	তপন	রবি	মার্তণ্ড	আদ্র	উষাপতি	সুতপা	সুর
সবিতা	মিহির	হরিদশ	অর্ঘমা	কিরণমালী			
পুষা	বিবস্বান	দিনেশ	অর্ক				
বালার্ক	ময়ূখমালী	অংশুমালী					

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** তপন, আদিত্য ও ভানু, রবি আফতাবের সাথে সবিতার বিয়ে দিতে ফুল আনতে ভাস্কর, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর ও বিভাবসুকে অর্কের বন্ধু মার্তণ্ডের কাছে পাঠালো। উপরের বাক্যে– তপন, আদিত্য, ভানু, রবি, আফতাব, সবিতা, ভাস্কর, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর, বিভাবসু, অর্ক , মার্তণ্ড হলো সূর্যের প্রতিশব্দ।

সুর: যা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে দেবতা। সূর্যও আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে সূর্য নামক নক্ষত্রের অপর নাম সুর। তাহলে সুর শব্দটি দেবতা এবং সূর্য উভয়েরই সমার্থক।

ময়ুখমালী: ময়ূখের (কিরণের) মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - ময়ুখমালী।

কিরণমালী: কিরণের মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - কিরণমালী।

অংশুমালী: অংশু (কিরণের) মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুমালী।

অংশু অর্থ আলো বা কিরণ।

অংশুধর, অংশুপতি, অংশুবাণ, অংশুভর্তা, অংশুমৎ, অংশুমান, অংশুমালী, অংশুহস্ত,

জ্যোৎস্না

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
কৌমুদী	পুর্ণেন্দু	শশিকর	চন্দ্রকিরণ	চন্দ্রকান্ত	চন্দ্রাংশু
চন্দ্রকর	চন্দ্রপ্রভা	চন্দ্রসুধা	চন্দ্রবলী	চন্দ্রাতপ	চন্দ্রতপ
চন্দ্রালোক	চন্দ্রিকা	চন্দ্রিমা	চন্দ্রজ্যোতি	চন্দ্ররশ্মি	দীপিকা
চাঁদনী			চাঁদিমা	জোছনা	কেররী
			পূর্ণচন্দ্র	চাঁদনি	চাঁদিনী

- **একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখুন – চন্দ্র, শশী আর চাঁদ শব্দগুলো সমার্থক। কিন্তু.....**
- চাঁদ যুক্ত শব্দ.... চাঁদনি, চাঁদনী, চাঁদিনী এবং চাঁদিমা জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক।
- চন্দ্র যুক্ত শব্দ ... চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রাংশু, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রাংশু, চন্দ্রবলী, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রতপ, চন্দ্রজ্যোতি, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্ররশ্মি, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক।
- শশী অর্থ চাঁদ কিন্তু শশিকর অর্থ জ্যোৎস্না।

www.exambd.net

- **'কর' (আলো) যুক্ত শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:**

চাঁদ শব্দের সমার্থক	সূর্য শব্দের সমার্থক	জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক
হিমকর	দিবাকর	শশীকর
নিশাকর	দিনকর	চন্দ্রকর
সুধাকর	ভাস্কর	
শীতকর	বিভাকর	
	প্রভাকর	

- **চাঁদ যুক্ত শব্দের শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:**

চাঁদ শব্দের সমার্থক	জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক
চাঁদ	চাঁদনী
চন্দ্র	চন্দ্রিকা
চন্দ্রমা	চন্দ্রিমা / চন্দ্রালোক

আগুন

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অগ্নি	বহ্নি	পাবক	অনল	আগ	জ্বলন	তেজোনিধি	ধনঞ্জয়
শিখা	কৃশানু	বিভাবসু	হুতাশন	হুতাশ	পিঙ্গল	বহ্নিঃশুষ্মন	বর্হিঃ
বৈশ্বানর	দহন	সর্বভুক	সর্বশুচি	সপ্তাংশু	শিকারৎ	শিখিন	হুতভুক
আতশ	বায়ুসখা	বীতিহোত্র		হোমাগ্নি	ধুমকেতুন		

আকাশ

www.exambd.net

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অনন্ত	অম্বর	অম্বরতল	অন্তরীক্ষ	দ্যু	নভস	ঘনাশ্রয়	দ্যো
অভ্র	আসমান	গগন	খলোক	অনঙ্গ	নিরাকার	নভ	ছায়ালোক
নভঃ	নিলীমা	ব্যোম	দ্যুলোক	সুরপথ	নভোস্থল	নভস্তল	নভোলোক
শূন্য				নভোমণ্ডল	নক্ষত্রলোক		

অক্ষি

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়
চক্ষু	নয়ন	দর্শন	দৃষ্টি	
লোচন	নজর			

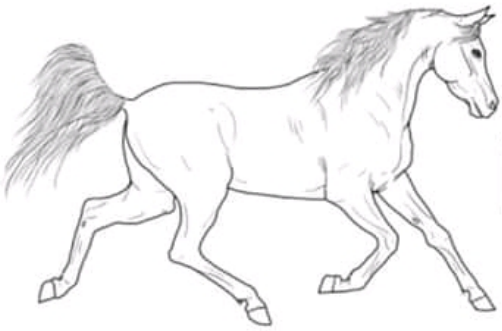

ঘোড়া

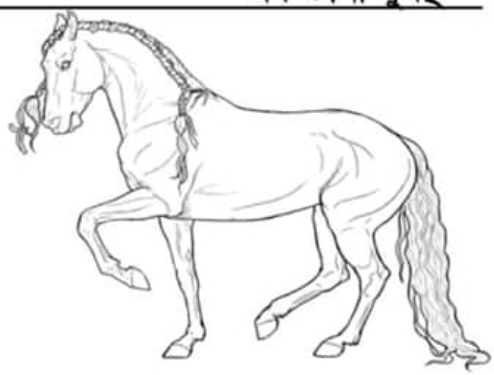

গুরুত্বপূর্ণ	প্রয়োজনীয়
অশ্ব বাজী তুরগ তুরঙ্গ তুরঙ্গম ঘোটক হয়	কীকট বাহ সপ্তি রাজস্কন্ধ বামী বড়বা বাহনশ্রেষ্ঠ টাঙন মরুদ্রথ
যেভাবে মনে রাখবে: তুরগ নদীর তুরঙ্গে অশ্ববাজী খেলা দেখতে ঘোড়ায় চড়ে ঘোটক যেতে রাজি হয়। উপরের বাক্যের – তুরগ, তুরঙ্গ, অশ্ব, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক, হয় – ঘোড়ার প্রতিশব্দ।	

অশ্ম - শিলা, প্রস্তর, পাথর।
অশ্ব - ঘোড়া
অশ্ব = অশ্ + ব। স্ত্রী. অশ্বা, অশ্বী।

অশ্ব কোবিদ - ঘোড়া সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন।
অশ্বগন্ধা - ছোট গাছবিশেষ।
অশ্বডিম্ব - ঘোড়ার ডিম; কাল্পনিক বা অস্তিত্বহীন বস্তু।
অশ্বতর - ঘোড়া ও গাধার মিলনজাত প্রাণী, খচ্চর। স্ত্রী. অশ্বতরী।
অশ্বমেধ - ঘোড়া বলি দিয়ে সম্পন্ন হত এমন যজ্ঞবিশেষ।
অশ্বশালা - ঘোড়ার থাকার জায়গা, আস্তাবল।

বাজী - স্ত্রী. বাজিনী।

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম = তুর + √গম্ + অ; তুর অর্থ ত্বরা বা দ্রুত, গম্ = গমন। ঘোড়া দ্রুত গমন করে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম। এর স্ত্রীবাচক - তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী।

ঘোটক - স্ত্রী. ঘোটকী। **ঘোটকারূঢ়** - ঘোড়ার পিঠে আরূঢ়, অশ্বারোহী।

হয় = √হয় + অ। এর স্ত্রীবাচক - হয়ী।
হ্রেষা - ঘোড়ার ডাক।
বড়বা - পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক।

কীকট এর অন্য অর্থ: নিঃস্ব বা দরিদ্র। যে লোক কুৎসিত কর্ম করে জিতে অথবা উত্তম কর্মকে তুচ্ছে মনে করে ঐ লোক বা দেশকে 'কীকট' বলে।

বাহ - যে বহন করে। ঘোড়া যেহেতু কোন কিছু বহন করে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম বাহ। স্ত্রী. বাহী।

সপ্তি - যা সেনায় সমবেত হয়, এই অর্থে সপ্তি অর্থ ঘোড়া। ধারণা করা হয়, পৌরাণিক যুগে অশ্বারোহী সৈন্য বা অশ্ববাহিত রথের সূত্রের ঘোড়ার নাম সপ্তি হয়ে হয়েছিল। তবে **সপ্তসপ্তি** অর্থ সূর্য। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে- সাত ঘোড়ার সূর্যদেবতা আকাশপথে বিশ্বপর্যটন করেন। সপ্ত সপ্তি (অশ্ব) যার, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম সপ্তসপ্তি।

রাজস্কন্ধ - পূর্বে রাজাদের শোভা বৃদ্ধি হত বড় আকৃতির ঘোড়ার স্কন্ধ দেখে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম রাজস্কন্ধ।
বামী - ঘোটকী (ঘোটক এর স্ত্রীবাচক)।
টাঙন - টাঙ্গা নামক গাড়ী টানার জন্য বলিষ্ঠ ঘোড় ব্যবহার করা হয়। এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম টাঙন।

সপ্তি - ঘোড়া
সপ্তি - সূর্য

www.exambd.net

ঊর্মি

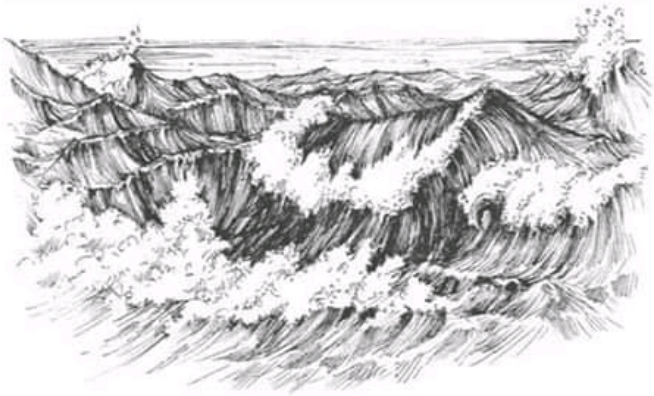

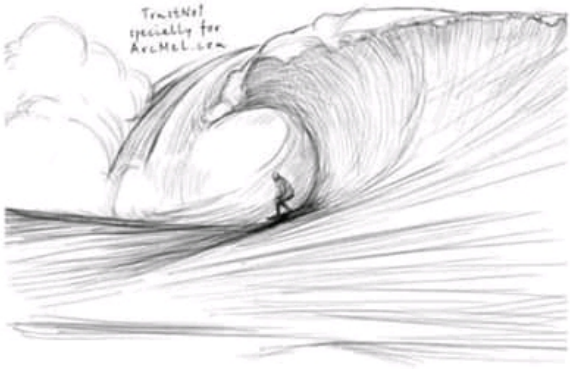

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
ঢেউ	তরঙ্গ	চলোর্মি	লহর	মহাতরঙ্গ	তরঙ্গভঙ্গ	তরঙ্গমালা
লহরী	কল্লোল	হিল্লোল	বীচি	তরঙ্গলহরী	তরঙ্গহিল্লোল	দোলা
উল্লোল	মহোর্মি			ঊর্মিলহরী	জলকল্লোল	

সম্পর্ক - পানির উপরেই ঢেউ হয়, তাই পানি শব্দের সমার্থকের সাথে ঊর্মি বা ঢেউ শব্দের সমার্থকের মিল আছে। ঢেউ নদী এবং সাগরে হয়, তাই ঢেউ শব্দের সমার্থকের সাথে নদী বা সাগর শব্দের সমার্থকের মিল থাকাটা স্বাভাবিক। সহজে ঢেউ যার যার হয় তা তার সবগুলোর সাথে ঢেউ শব্দের সমার্থকগুলো সম্পর্কযুক্ত। এভাবে পানি, নদী, সাগর সম্পর্কযুক্ত।

ঢেউ - জলের উচুনিচু চলাচল।

ঊর্মি - সমুদ্রের যে ঢেউ তীরে বা পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম ঊর্মি। কিন্তু **ঊর্মিমালী** অর্থ সমুদ্র।

ঊর্মি - ঢেউ
ঊর্মিমালী - সমুদ্র

তরঙ্গ - কোনোকিছুর ঢেউ বা ঢেউয়ের মতো প্রবাহই তরঙ্গ। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম তরঙ্গ। কিন্তু **তরঙ্গিনী** অর্থ নদী।

তরঙ্গ - ঢেউ
তরঙ্গনী - নদী।

চলোর্মি = চল + ঊর্মি। যে ঊর্মি চলন্ত থাকে; অস্থির ঊর্মি। এই অর্থে ঊর্মির এর অপর নাম চলোর্মি।

মহোর্মি = মহা + ঊমি। যে ঊর্মি মহা বা বড় হয়। এই অর্থে ঊর্মির এর অপর নাম মহোর্মি।

লহর, লহরী - কোন বাদ্যযন্ত্র যখন বাজানো হয় এত এক ধরনের কম্পন বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাই লহর বা লহরী। ঢেউয়েও তরঙ্গ থাকে এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম লহর, লহরী।

কল্লোল - কল্লোল হলো ঢেউ থেকে উৎপন্ন শব্দ। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম কল্লোল। কিন্তু **কল্লোলিনী** অর্থ নদী।

বীচি অর্থ ঢেউ, তরঙ্গ আবার অলোক তরঙ্গও হয়।

বীচিমালী - বীচি অর্থ যখন আলো বা কিরণ বুঝায় তখন বীচিমালী দিয়ে কিরণমালী বুঝায়। কিরণমালী মানে আলোক বা কিরণসমূহ। যা সূর্য অর্থ প্রকাশ করে।

বীচিমালী - বীচি দিয়ে যখন তরঙ্গ বা ঢেউ বুঝায় তখন বীচিমালী দিয়ে তরঙ্গ বা ঢেউসমূহ বুঝায়। যা সমুদ্র অর্থ প্রকাশ করে।

বীচি - ঢেউ, কিরণ
বীচিমালী - সূর্য, সাগর
কল্লোল - ঢেউ।
কল্লোলিনী - নদী।
উল্লোল - বৃহৎ তরঙ্গ, বিরাট ঢেউ।

www.exambd.net

☞ পানি শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'ধর' বা 'দ' যুক্ত করলে তা মেঘ শব্দের সমার্থক শব্দ হয়, আবার 'ধি' বা 'নিধি' যুক্ত করলে তা সমুদ্র শব্দের সমার্থক হয়ে যায়। নিচের চিত্রটি একবার দেখুন:

পানি শব্দের সমার্থক	মেঘ শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
	পানি + ধর / দ = মেঘ	পানি + ধি / নিধি = সমুদ্র
জল	জলধর / জলদ / জলমুক্	জলধি / জলনিধি
অম্বু	অম্বুধর / অম্বুদ	অম্বুধি / অম্বুনিধি
নীর	নীরধর / নীরদ	নীর / নীরনিধি
পয়	পয়ধর / পয়দ	পয়ধি / পয়োনিধি
তোয়	তোয়ধর / তোয়দ	তোয়ধি / তোয়নিধি
বারি	বারিদ *[কিন্তু বারিধর অর্থ সমুদ্র]*	বারিধি / বারিনিধি / বারীশ / বারিধর
উদক		উদধি

www.exambd.net

☞ বারি শব্দের অর্থ জল; কিন্তু বারি যুক্ত শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:

মেঘ শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
বারিদ	বারিধি
বারিবাহ	বারিধর
বারিবহক	বারিনিধি
বারিবাহন	

☞ 'সমুদ্র' যুক্ত শব্দ 'নদী' শব্দের সমার্থক হয় আবার 'নদী' যুক্ত শব্দ 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক হয়। নিচের চিত্রটি একবার দেখুন:

নদী শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
সমুদ্রকান্তা	নদীকান্ত
সমুদ্রবল্লভা	

পৃথিবী

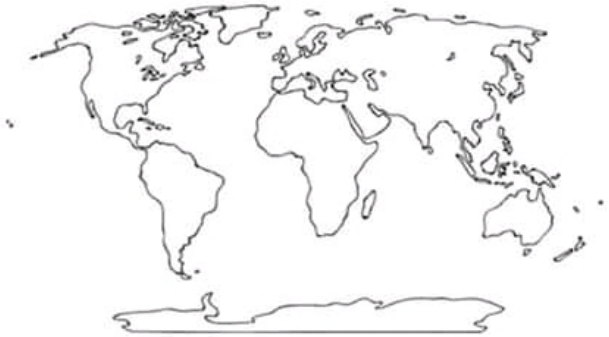

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অদিতি	অবনী (অবনি)		মেদিনী	ভূ	ভূমি	ভূবন	ভূমণ্ডল
ক্ষিতি	ভূতল	ধরণী	ধরিত্রী	ভূগোল	ভূলোক	মর্ত্যলোক	মরলোক
বসুধা	বসুন্ধরা	বসুমতী	উর্বী	জাহান	মহীমণ্ডল	মণ্ডল	অবনীতল
অখিল	পৃথ্বী	মহী	ধরা	ধরাতল	জ্যা	রসা	খগবর্তী
				জগৎ	ব্রহ্মাণ্ড	ক্ষিত	দুনিয়া
				মর্ত	বিশ্ব		

www.exambd.net

পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'ধর' বা 'ভৃৎ' যুক্ত করলে পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে যায়।

পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'নাথ, পাল, পতি, প, ঈশ' যুক্ত করলে 'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে যায়।

পর্বত	পৃথিবী	রাজা
মেদিনীধর	মেদিনী	
ক্ষিতিধর ক্ষিতিভৃৎ	ক্ষিতি	ক্ষিতিনাথ ক্ষিতিপতি ক্ষিতিপাল ক্ষিতীশ ক্ষিতিপ
পৃথিবীধর	পৃথিবী	
পৃথ্বিধর	পৃথ্বি	
অবনীধর	অবনী	
ধরণীধর	ধরণী	
ধরাধর	ধরা	
বসুধাধর	বসুধা	
উর্বীধর	উর্বী	
ভূধর ভূভৃৎ	ভূ / ভূতল /ভূমণ্ডল	
মহীধর	মহী	

কবুতর

গুরুত্বপূর্ণ	প্রয়োজনীয়
কপোত	পায়রা

বায়ু

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
পবন	সমীর	সমীরণ	বাত	গন্ধবাহ	মরুত্ত	বায়
প্রভঞ্জন	অনিল	হাওয়া	বাতাস	অশুগ	পবমান	মাদগতি
মরুৎ	মরুত			নভেস্বন	নভঃশ্বাস	জগতায়ু

www.exambd.net

পদ্ম

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
অরবিন্দ	কমল	উৎপল	শতদল	সরোরুহ	পুণ্ডরীকা	কৈরব
তামরস	কুমুদ	কুবলয়	কোকনদ	কুমুদী	কুবল	অম্বুজ
রাজীব	পুষ্কর	নলিনী	পঙ্কজ	নীলকমল	নলিন	রাজ্যোৎপল
সরোজ	সরসিজ	ইন্দীবর	পুণ্ডরীক্ষ	নীলোৎপল		

অন্ধকার

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
আঁধার	আঁধিয়ার	অমা	আন্ধার	আলোহীনতা	আলোকপূর্ণতা
অমানিশা	অমানিশি	অমানিশীথ	তম	তমঃ	নভাক
তিমির	তমস	তমসা	সন্তমস	অনুতামসী	অমস্বী
তমিস্র	তমিস্রা	শর্বর	কৃষ্ণ	জ্যোতিহীন	ম্লান

বন

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অটবি	অরণ্য	অরণ্যানী	উপবন	গনগন	জঙ্গল
কানন	কান্তার	কুঞ্জ	দাব	বণী	বনশ্রী
গহন	বনানী	বিপিন	বাদাড়	ঝোপঝাড়	

www.exambd.net

বিদ্যুৎ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অণুপ্রভা	ক্ষণপ্রভা	চপলা	অচরপ্রভা	অচিরাঙা	অচিরাংশু
চঞ্চলা	দামিনী	সৌদামিনী	ক্ষণদ্যুতি	ক্ষণপ্রকাশ	নীলঞ্জনা
বিজলি(বিজলী)	শম্পা	তড়িৎ			

ভ্রমর

গুরুত্বপূর্ণ		
অলি	মধুকর	মধুপ
মধুলেহ	মধুলেহী	মৌমাছি
মধুমক্ষিকা	মধুলিট্	মধুভৃৎ
ভোমরা	ষট্‌পদ	ভৃঙ্গ
শিলীমুখ	দ্বিরেফ	মধুব্রত

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** মধু + প, কর, লেহ, লিট, ভৃৎ, মক্ষিকা = মৌমাছি।
অর্থাৎ, মধুপ, মধুকর, মধুলেহ, মধুলেহ, মধুলিট, মধুভৃৎ, মধুমক্ষিকা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

☞ ষটপদ, ভৃঙ্গ, দ্বিরেফ, শিলীমুখ, অলিকে ভ্রমর বা ভোমরার কাছে নিল।
উপরের বাক্যের- ষটপদ, ভৃঙ্গ, দ্বিরেফ, শিলীমুখ, অলি, ভ্রমর ও ভোমরা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

কন্যা

গুরুত্বপূর্ণ

আত্মজা	দুহিতা	নন্দিনী
তনয়া	সুতা	মেয়ে
দুলালী		

প্রয়োজনীয়

স্বজা	আত্মসম্ভবা	পুত্রী
দারিকা	উদ্বহা	তনজা
মাইয়া	ঝি	লেড়কি
দায়াদী		

যেভাবে মনে রাখবে

পুত্রের প্রতিশব্দগুলোকে স্ত্রীবাচক করলেই সহজে কন্যার সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন– নন্দন – নন্দিনী, ছেলে – মেয়ে, তনয় – তনয়া, সুত – সুতা, দুলাল – দুলালী, আত্মজ – আত্মজা ইত্যাদি।

পুত্র

গুরুত্বপূর্ণ

নন্দন	তনয়	আত্মজ
সুত	দুলাল	অঙ্গজ

প্রয়োজনীয়

ছেলে	খোকা	স্বজ
দারবা	কুমার	পুত
লেড়কা	কোওর	দায়াদ

যেভাবে মনে রাখবে

☞ নন্দনের তিন ছেলে তনয়, সুত ও সূনু। উপরের বাক্যের– নন্দন, ছেলে, তনয়, সুত ও সূনু– পুত্রের প্রতিশব্দ।

www.exambd.net

☞ **কিছু পুরুষ ও স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ রয়েছে যা হয়ত আপনি আগে ভাবেন নি কিন্তু এখন দেখলেন, অতএব শিখবেন এবং তা পরীক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ:**

পুত্র ও কন্যা অর্থে

পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ	স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ
সুত (পুত্র)	সুতা (কন্যা)
তনয়	তনয়া
আত্মজ	দুলাল
নন্দন	নন্দিনী
দারক	দারিকা

পিতা ও মাতা অর্থে

পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ	স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ
জনক	জননী
জন্মদাতা	জন্মদাত্রী
পিতৃ	মাতৃ

সাদা

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
সিত	সিতি	শুচি	শ্বেতা	শুভ্র	অরঞ্জিত
শুক্ল	সফেদ		শ্বেতবর্ণ	দুধবর্ণ	ধবল
			বলক্ষ	প্রসিত	

ফুল

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
কুসুম	প্রসূন	রঙ্গন	মুঞ্জরী	পুষ্পবা	সুমন
			মনীববা	পুষ্প	অংকুর

বস্ত্র

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অম্বর	বসন		টেক্সটাইল	আছাদন	সুচেল
			সুচেলক	পরিচ্ছদ	কাপড়
			পোশাক	পরিধেয়	বাস

www.exambd.net

ময়ূর

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
কেকা	কেকী	বর্হী	সিতাপাঙ্গা	সপহিংসক
কলাপী	শিখী	শিখণ্ডী		

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** কলাপীর চার মেয়ে কেকা, কেকী, শিখী ও শিখণ্ডী। আর এগুলো ময়ূরের প্রতিশব্দ।

সমার্থক শব্দের বৈচিত্রতা

উচ্চারণের মিল রয়েছে এই রকম সমার্থক (যা একই রকম দেখতে) শব্দগুলো আলাদা করে দিয়ে দিলাম। নিজেকে যেন একটু যাচাই করে দেখতে পারেন যে কতটা সমর্থ হয়েছেন আর কতটা আয়ত্তে এসেছে!

০১. **অহ** – দিন
অহি – সাপ

০২. **অম্বু** – পানি
অম্বুদ – পানি
অম্বুধি – সমুদ্র
অম্বর – আকাশ
অম্বুরি - সাগর

০৩. **অলি** - মৌমাছি
অলক – চুল
অলিক – কপাল
অলীক – মিথ্যা

০৪. **অরুণ** - সূর্য/আরক্ত
অরুন্তুদ - মর্মান্তিক
বরুণ - দেবতা

০৫. **অম্বর** – আকাশ, বস্ত্র
শম্বর – জল, হরিণ

০৬. **অদিতি** – পৃথিবী
আদিত্য – সূর্য

০৭. **আত্মজ** - পুত্র
আত্মজা - কন্যা

০৮. **অপলাপ** - অস্বীকার
অর্পণ - মুক্তি/পরিত্যাগ

০৯. **অভ্র** - আকাশ
শুভ্র - সাদা

১০. **অধিরাজ** – রাজা
দ্বিজরাজ – চাঁদ

১১. **অশ্ম** - পাথর
অশ্ব - ঘোড়া

১২. **অটবী** - বন
বিটপী - বৃক্ষ

১৩. **অষ্টরম্ভা**(বাগধারা) - ফাঁকি
অষ্টরম্ভা(অর্থ) - আটজন অপ্সরী

১৪. **অংশু** - আলো
প্রাংশু - দীর্ঘকায়
সুধাংশু - চাঁদ

১৫. **আষাঢ়** - মাস বিশেষ
আসার - প্রবল বৃষ্টিপাত/ জলকণা

১৬. **আভরণ** – অলঙ্কার
আবরণ - ঢাকনা

১৭. **আড়ং** - মেলা/হাট
আড়ংঘাটা - নৌকা ভেড়ানোর ঘাট

১৮. **উদর** - পেট
ওদন - ভাত
উদক – পানি
উদধি – সমুদ্র

১৯. **উপাদান** - উপকরণ
উপাধান - বালিশ
উপরোধ - অনুরোধ

২০. **কোকনদ** – পদ্ম
কাকোদর – সাপ

২১. **কর** – কিরণ
করী – হাতি

২২. **কুমুদ** – পদ্ম
কুমুদিনী - পদ্মের দল
কৌমুদী – জ্যোৎস্না
কুমুদীনাথ – চাঁদ
কাদম্বিনী - মেঘমালা

২৩. **কুক্কুট** – মোরগ
কুক্কুর – কুকুর

২৪. **কপোত** - কবুতর
খপোত - আকাশ

২৫. **কপোল** - গাল
কপাল - ললাট

২৬. **কারকুন** - জমিদারি তত্ত্বাবধায়ক
কারকিত - কৃষিকর্ম
কাকোদর - সাপ
কৃকলাস - গিরগিটি

২৭. **ক্রন্দসী** – একত্রে আকাশ ও পৃথিবী
রোদসী – একত্রে পৃথিবী ও স্বর্গ

২৮. **কবরী** – চুল
করবী – ফুল

২৯. **কেশরী** – সিংহ
শিখরী – পর্বত

৩০. **কল্লোল** - ঢেউ
পল্বল - ডোবা
ঈল্লব - কচি পাতা
পেলব - কোমল

www.exambd.net

বাক্য সংকোচন

আমরা অনেকেই ছোটবেলায় প্রচুর ছড়া, গল্প এবং কবিতা মুখস্থ করেছি। সেগুলোর অধিকাংশই এখনো মনে আছে, কিন্তু এখন মনে হয় যেন আমাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা আর নেই। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক চর্চা এবং অধ্যাবসায় থাকলে যে কোন বয়সেই মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব।

মুখস্থের ব্যাপারগুলো অনেকটা বিরক্তিকর এবং সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ... ভাইয়ারা আপুরা প্রতিবার কিন্তু একটা না একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসে এবং আসবেও। তাহলে কি ঝুঁকিটা তুমি নিবে? ধর, এখানে অনেক পড়া আবার প্রশ্নও আসতে পারে ১টা; তাই বাদ দিয়ে দিলে। কিন্তু এটা মনে রাখবে তুমি না পড়লে বা না পড়তে চাইলে পড়ার মত এবং পারার মত হাজার হাজার শিক্ষার্থী আছে। তারা ঠিকই শিখে নিবে এবং তোমার চেয়ে বেশি মার্কও পাবে। আশা করি তুমি সেটা চাও না। তাহলে পড়ে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

এক কথায় প্রকাশ এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার চিন্তা থেকে যতটা সম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের মত করে দেখে শুনে মুখস্থ করে নিবে। বিশেষ করে MCQ অংশটি ভালো করে পড়বে। MCQ অংশটি ভালো করে পড়লে এখানে যতগুলোতে সমস্যায় পড়বে তার সবগুলো মূল অংশে এসে দেখে নিবে। আশা করি তোমাদের পরীক্ষা এখান থেকে কমন পাবে।

www.exambd.net

☞ **বাক্য সংক্ষেপণ :** একটি মাত্র শব্দে একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংকোচন বা বাক্য সংক্ষেপণ বলে।

অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে ।

হীরক দেশের রাজা- হীরকরাজ

যেমন- হীরক দেশের রাজা- হীরকরাজ

☞ এখানে হীরকরাজ- শব্দের মাধ্যমে হীরক দেশের রাজা- এই তিনটি পদের অর্থই সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি পদ একত্রে একটি বাক্যাংশ বা উপবাক্যও বটে। অর্থাৎ হীরক দেশের রাজা- তিনটি পদ বা বাক্যাংশটির বাক্য সংকোচন হল- হীরকরাজ ।

☞ বন্ধুরা পরীক্ষায় সাধারণত বাক্যটি দেয়া থাকে, তার এক কথায় প্রকাশটি জানতে চাওয়া হয়। তাহলে বাক্য আর এক কথায় প্রকাশের মধ্যে এক কথায় প্রকাশটি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এক কথায় প্রকাশ অংশটি। তাই এক কথায় প্রকাশ অংশটি প্রথমে দেওয়া।

ডাক ও ধ্বনি

কলতান	অব্যক্ত মধুর ধ্বনি	**মহানাদ**	অতি উচ্চ ধ্বনি
মন্দ্র	গম্ভীর ধ্বনি	**নির্ঘোষ**	উচ্চ শব্দ / প্রচণ্ড আওয়াজ

পশু পাখির ডাক ও ধ্বনি

ময়ূরের ডাক - **কেকা**

ভ্রমরের শব্দ - **গুঞ্জন**

কূজন/ কাকলি	পাখির ডাক / পাখির কলরব	**কেকা**	ময়ূরের ডাক
হ্রেষা	অশ্বের ডাক	**কুহু**	কোকিলের ডাক
বৃংহতি/ বৃংহণ	হাতির ডাক	**হুঙ্কার**	সিংহের নাদ (ডাক)
ঘূৎকার	পেঁচার ডাক	**গর্জন**	বাঘের ডাক
শকুনিবাদ	মোরগের ডাক	**বুক্কন**	কুকুরের ডাক
মকমক	ব্যাঙের ডাক	**ক্রেঙ্কার**	রাজহাঁসের (কর্কশ) ডাক
গুঞ্জন	ভ্রমরের শব্দ		

www.exambd.net

বাদ্যযন্ত্রের ডাক ও ধ্বনি

মর্মর	শুকনো পাতার শব্দ	**টংকার**	ধনুকের ছিলার শব্দ
মড়মড়	গাছ ভাঙ্গার শব্দ	**হুংকার**	বীরের গর্জন
কিঙ্কিণি/ কিঙ্কিণী	সেতারের ঝংকার	**ঝনৎকার**	ঝন ঝন শব্দ
শিঞ্জন	অলঙ্কারের ধ্বনি	**নিক্বণ**	নূপুর / বীণার ধ্বনি
ঝংকার	বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	**ঝঞ্জন**	অসির (তলোয়ার) ধ্বনি

অন্যান্য ডাক ও ধ্বনি

জীমূতমন্দ্র	মেঘের ধ্বনি *জীমূত অর্থ মেঘ*	**নন্দিঘোষ**	আনন্দজনক ধ্বনি *নন্দি অর্থ আনন্দজনক*
গুড়গুড়	মেঘের গর্জন	**কল্লোল**	সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ
গুড়ুম	তোপের ধ্বনি	**কলকল**	স্রোতের ধ্বনি

ইচ্ছা

☞ **বাক্যের শেষে 'ইচ্ছা' থাকলে এক কথায় প্রকাশে শব্দের শেষে আ-কার (া) হবে। আর 'ইচ্ছুক' থাকলে এক কথায় প্রকাশে শব্দের শেষে উ-কার (ু) হবে।** *ইচ্ছা বা ইচ্ছুক যেটাই আসুক আশা করি আপনারা পারবেন। নিচের যে সকল এক কথায় প্রকাশে ইচ্ছা আছে তাদের সাথে ইচ্ছুক লাগিয়ে এক কথায় প্রকাশ অনুশীলন করে নিবেন।*

☞ বাক্য সংকোচনের প্রথম বর্ণটির সাথে বাক্যের প্রথম বর্ণটি মিলে যায়। "বিবক্ষা – বলার ইচ্ছা" এখানে বাক্য সংকোচনের প্রথম বর্ণটি 'ব' বাক্যের প্রথম বর্ণটিও 'ব'। এবাবে মিলিয়েও মনে রাখতে পারেন, এতে পরীক্ষায় মিলিয়ে নিতে অনেক সহজ হবে।

☞ এখানে প্রথমে ইচ্ছা এবং ইচ্ছুক দিয়ে কিছু উদাহরণ দেয়া হল, আর বাকিগুলো নিজেরা করে নিবেন।

মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা – **মুমুক্ষা**
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক – **মুমুক্ষু**

বিবক্ষা **বিবক্ষু**	বলার ইচ্ছা বলার ইচ্ছুক	**মুমুক্ষা** **মুমুক্ষু**	মুক্তি লাভের/পাওয়ার ইচ্ছা মুক্তি পেতে ইচ্ছুক
বিবিক্ষা	প্রবেশ করার ইচ্ছা	**সিসৃক্ষা**	সৃষ্টি করার ইচ্ছা
দিদৃক্ষা **দিদৃক্ষু**	দেখবার ইচ্ছা দেখবার ইচ্ছা	**বুভুক্ষা** **বুভুক্ষু**	ভোজন করার ইচ্ছা ভোজন করার ইচ্ছুক
সিসৃক্ষা **সিসৃক্ষু**	সৃষ্টি করবার ইচ্ছা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক	**জিগীষা** **বিজিগীষা**	জয় করার ইচ্ছা বিজয় লাভের ইচ্ছা
যুযুৎসা **যুযুৎসু**	যুদ্ধ করার ইচ্ছা যুদ্ধ করার ইচ্ছুক	**অনুচিকীর্ষা** **অনুচিকীর্ষু**	অনুকরণ করার ইচ্ছা অনুকরণ করার ইচ্ছুক
তিতিক্ষা / **চিক্ষমিষা**	ক্ষমা করার ইচ্ছা *অপশনে দুটো থাকলে তিতিক্ষা উত্তর দিবেন*	**অপচিকীর্ষা** **অপচিকীর্ষু**	অপকার করার ইচ্ছা অপকার করার ইচ্ছুক
অনুসন্ধিৎসা	অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	**বিবমিষা**	বমন বা বমি করিবার ইচ্ছা
জিজ্ঞাসা	জানবার ইচ্ছা	**রিরংসা**	রমণ বা সঙ্গমের ইচ্ছা
উপচিকীর্ষা	উপকার করার ইচ্ছা	**যদৃচ্ছা**	যে রূপ ইচ্ছা
প্রতিচিকীর্ষা	প্রতিকার করার ইচ্ছা	**মুমূর্ষা**	মরণের ইচ্ছা
দিৎসা	দান করার ইচ্ছা	**বিবৎসা**	বাস করার ইচ্ছা
পিপাসা	পান করার ইচ্ছা	**তিতীর্ষা**	ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা
ক্ষুধা	খাইবার ইচ্ছা	**লিপ্সা**	লাভ করার ইচ্ছা

www.exambd.net

নাই বা যায় না

☞ 'নাই বা যায় না' এমন বুঝালে বাক্য সংকোচন শব্দের প্রথমে 'অ' উপসর্গটি বসে।

অজয়	যা জয় করা যায় না	**অনিবার্য**	কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না
অনতিক্রম্য	যা অতিক্রম করা যায় না	**অপ্রতিরোধ্য**	যা প্রতিরোধ করা যায় না
অগম্য	যাহাতে গমন করা যায় না	**কষ্টকর**	কষ্টে করা যায় যাহা
অদম্য	যা দমন করা যায় না	**নিরীহ**	যার ঈহা (চেষ্টা) নেই
অলঙ্ঘ্য/ অলঙ্ঘ্যনীয়	যা লঙ্ঘন করা যায় না যা লঙ্ঘন করা উচিৎ নয়	**অমূল্য**	যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না
অনিবারিত	যা নিবারণ করা যায় না		

অন্য

অন্যমনস্ক	অন্য দিকে মন যার	**অনন্যকর্মা**	অন্য কোন কর্ম নেই যার
অনন্যমনা	অন্য দিকে মন নেই যার	**কালান্তর**	অন্য কাল
অনন্যগতি/ অগত্যা	অন্য কোন গতি নেই যার	**গত্যন্তর**	অন্য গতি
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	**গ্রহান্তর**	অন্য গ্রহ
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	**দেশান্তর**	অন্য দেশ
যুগান্তর	অন্য যুগ	**রূপান্তর**	অন্য রূপ

www.exambd.net

অতি

প্রত্যাসন্ন	অতি আসন্ন	**নরাধম**	অতি নিকৃষ্ট নর
বড়ায়ি	অতি বৃদ্ধা নারী	**ওস্তাগর**	অতি নিপুণ কারিগর
অট্টহাসি	অতি উচ্চস্বরে বিকট হাসি	**করিতকর্মা/ কর্মদক্ষ**	অতি কর্ম নিপুণ ব্যক্তি
নাতিদীর্ঘ	অতি দীর্ঘ নয় যা	**নাতিশীতোষ্ণ**	অতি শীতও নয় উষ্ণও নয় এমন
সুরম্য	অতিশয় রমণীয়	**দুর্মর**	অতিশয় রক্ষণশীল কিছুতেই মত বদলায় না এমন

অগ্র

আনুপূর্বিক	অগ্র, পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী। প্রথম থেকে শেষ ক্রম অনুযায়ী।	**অবিমৃষ্যকারী**	অগ্র, পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে
প্রত্যুদগমন	অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা		

নারী

ব্যবহার করা কপালের টিপটার আঠা নষ্ট হলেও মেয়েরা সেটা যত্ন করে রেখে দেয়। একজোড়া কানের দুলের একটা হারিয়ে গেলেও অন্যটা ফেলে না। পুরাতন শাড়িটা ভাঙা চুড়িটা কাজে লাগবেনা জেনেও তুলে রাখে, কারণ হল মায়া। মেয়েরা মায়ার টানে ফেলনা জিনিসও ফেলে না। অসংখ্য কষ্ট , যন্ত্রণা পেয়েও মেয়েরা মায়ার টানে একটা ভালোবাসা, একটা সম্পর্ক, একটা সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়। এই জন্য মেয়েরা মায়াবতী আর মায়াবতীর কোন পুরুষবাচক শব্দ নেই!

হুমায়ূন আহমেদ

প্রিয়ংবদা	যে নারী প্রিয় কথা বলে	**অনূঢ়া**	যে নারীর বিয়ে হয় না (আইবুড়ো অর্থে)
প্রিয়ভাষী	প্রিয় বাক্য বলে যে	**বীরাঙ্গনা**	যে নারী বীর
বীরা/পুরন্ধ্রী	যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত	**দ্বিপুত্রিকা**	যে নারীর দুটিমাত্র পুত্র
অবীরা	যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত যে নারীর পতি নেই, পুত্রও নেই	**সুস্মিতা**	যে নারীর হাসি সুন্দর
		শুচিস্মিতা *শুচি অর্থ পবিত্র*	যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত যে নারীরর হাসি পবিত্র
অসূর্যম্পশ্যা	যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই	**অনসূয়া**	যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই
প্রোষিতভর্তৃকা	যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে	**নবোঢ়া**	যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে
স্বয়ংবরা	যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	**অধিবিন্না**	যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে
কুমারী	যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি	**কাকবন্ধ্যা**	যে নারী জীবনে একটা মাত্র সন্তান প্রসব করেছে
বন্ধ্যা	যে নারীর কোন সন্তান হয় না	**মৃতবৎসা**	যে নারীর সন্তান বাঁচে না
বীরপ্রসূ	যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে	**রামা**	সুন্দরী নারী
অন্যপূর্বা	যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী/ বাগদত্তা ছিল	**অঘটনঘটন পটিয়সী**	অঘটন কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পারদর্শী যে নারী
অনন্যা	যে নারী অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয়না	**লাস্য**	নারীর লীলাময়ী নৃত্য
		চিরায়ুষ্মতী	আজীবন সধবা যে নারী
কামাক্ষী	অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)	**বড়ায়ি**	অতি বৃদ্ধা নারী
নিঃসপ্ত	যে নারীর সতীন/ শত্রু নেই	**সাগরিকা**	যে নারী সাগরে বিচরণ করে

www.exambd.net

পুরুষ

"যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে, পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়"
ড. লুৎফর রহমান।

অকৃতদার	যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেনি যে পুরুষ বিয়ে করেনি	**প্রোষিতপত্নীক/ প্রোষিতভার্য**	যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে *প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে*
কৃতদার	যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেছে যে পুরুষ বিয়ে করেছে	**সুদর্শন** **পুরুষালী**	যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর পুরুষের কর্ণভূষণ
অজাতশ্মশ্রু	যে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায় নি *অজাতশত্রু - এখনও শত্রু জন্মায় নাই যার।*	**অধিবেদন**	এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ
তাণ্ডব	পুরুষের উদ্দাম নৃত্য	**অধিবেত্তা**	যে পুরুষ এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করে
চিরকুমার	যে জীবনে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে	**অধিবিন্না**	দুইবার বিবাহিত পুরুষের প্রথম স্ত্রী
বীরবৌলি	পুরুষের কর্ণভূষণ	**স্ত্রৈণ**	স্ত্রীর বশীভূত

www.exambd.net

পর

পরভৃত 	পরের দ্বারা পালিত *অর্থাৎ কাকের দ্বারা পালিত, পরপুষ্ট অর্থাৎ কোকিল।*	**পরভৃৎ** 	পরকে প্রতিপালন করে যে *পরকে অর্থাৎ কোকিলশাবককে পালন করে বলে অর্থাৎ কাক।*
পরজীবী	পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে	**পরান্নজীবী**	পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে
পরশ্রীকাতর	পরের শ্রী (উন্নতি) দেখিয়া যাহার মন কাতর (খারাপ) হয়		

যোগ্য

নৌ চলাচলের যোগ্য – **নাব্য**

চুষ্য	যা চুষে খাবার যোগ্য	**ক্ষমার্হ**	ক্ষমার যোগ্য
চর্ব্য	যা চিবিয়ে খাবার যোগ্য	**বক্তব্য**	বলার যোগ্য
লেহ্য	যা চেটে খাবার যোগ্য	**প্রশংসার্হ**	প্রশংসার যোগ্য
পেয়	যা পান করার যোগ্য	**ধন্যবাদার্হ**	ধন্যবাদের যোগ্য
ক্রেয়	যা ক্রয় করার যোগ্য	**ঘৃণার্হ/ ঘৃণ্য**	ঘৃণার যোগ্য
বিক্রেয়	যা বিক্রয় করার যোগ্য	**ঘ্রেয়**	ঘ্রাণের যোগ্য
খাদ্য	যা খাওয়ার যোগ্য	**আরাধ্য**	আরাধনা করিবার যোগ্য
পাঠ্য	যা পাঠ করার যোগ্য	**বরেণ্য, বরণীয়**	বরণ করিবার যোগ্য
পাচ্য	রন্ধনের যোগ্য	**নাব্য**	নৌ চলাচলের যোগ্য
জ্ঞাতব্য	জানার যোগ্য	**মাননীয়**	মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য
অনিন্দ্য	যা নিন্দার যোগ্য নয়	**অন্তরীক্ষ**	যা অন্তরে ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য

www.exambd.net

যুদ্ধ

সৌপ্তিক	রাত্রিকালীন যুদ্ধ	**যুযুৎসা** **যুযুৎসু**	যুদ্ধ করার ইচ্ছা যুদ্ধ করার ইচ্ছুক
দ্বৈরথ	দুই রথীর যুদ্ধ	**যুধিষ্ঠির**	যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন

হাত

অঙ্গুষ্ঠ	হাতের প্রথম আঙ্গুল (বুড়ো আঙ্গুল)
তর্জনী	হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুল
মধ্যমা	হাতের তৃতীয় আঙ্গুল
অনামিকা	হাতের চতুর্থ আঙ্গুল
কনিষ্ঠা	হাতের পঞ্চম আঙ্গুল
করতল	হাতের তেলো বা তালু
মণিবন্ধ	হাতের কবজি
প্রকোষ্ঠ	হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত অংশ
পাণি	হাতের কবজি থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত

বিয়ে

www.exambd.net

অধিবেদন	এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ
অধিবেত্তা	যে পুরুষ এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করে।
অধিবিন্না	দুইবার বিবাহিত পুরুষের প্রথম স্ত্রী
অকৃতদার	যে পুরুষ বিয়ে করেনি
কৃতদার	যে পুরুষ বিয়ে করেছে
পরিবেদন	অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে
নবোঢ়া	যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে
অনূঢ়া	যে নারীর বিয়ে হয় না *(আইবুড়ো অর্থে)*
কুমারী	যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি
চিরকুমার	যে জীবনে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে

শাস্ত্র

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব
সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা
খুলে দেখ নিজ প্রাণ!'

শাস্ত্রজ্ঞ	স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি	**ঋষি**	শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী
স্মার্ত	যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন	**নৈয়ায়িক**	যিনি ন্যায় শাস্ত্র জানেন *ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি;* *ন্যায়শাস্ত্রবিদ [ন্যায়+ইক]*
শাস্ত্রকার	স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি		

বিবিধ

www.exambd.net

পরিবেদন	অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে	**চাঁদমারি**	বন্দুকের গুলি ছোড়া অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য
যুযুধান	যুদ্ধে থাকেন যিনি	**তুলোট**	তুলার তৈরি
ক্ষণজন্মা	শুভক্ষণে জন্ম যার	**লব্ধপ্রতিষ্ঠ**	প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে
ভর্তা	যে ভরণ পোষণ করে *ভর্তা শব্দের অর্থ স্বামী বা পতি*	**ঐকমত্য**	যে বিষয়ে মতভেদ নেই এমন
প্রায়	অনশনে মৃত্যু *'প্রায়' দিয়ে সাধারণত, সচরাচর অর্থ প্রকাশ করলেও এই একই শব্দ প্রায় দিয়ে অনশনে মৃত্যু অর্থ প্রকাশ করে। মৃত্যু-কামনায় উপবাস = প্রায়োপবেশন।*	**স্বোপার্জিত**	নিজের দ্বারা অর্জিত
দফতরি	বইখাতা যে বাঁধাই করে। *অফিসের কাগজ-কলম, নথিপত্র ইত্যাদির ভাণ্ডারী বা পরিবেশক।* ***দপ্তি** - বই বাঁধার কাজে ব্যবহৃত মোটা কাগজবিশেষ।*	**মহাফেজখানা**	কাগজপত্র, সরকারি বা ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার ***মহাফেজ** - গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি*
দপ্তরখানা	খাতাপত্র রাখার ঘর		

দীপিকা	গ্রন্থাদির টীকা বা ব্যাখ্যা *যা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে*	**বীতশোক**	শোক দূর হয়েছে যার
কূপমণ্ডূক	বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি	**ছান্দসিক**	ছন্দে নিপুণ যিনি *ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি*
অবগাহন	আবক্ষ জলে নেমে স্নান *আবক্ষ - বক্ষ বা বুক পর্যন্ত*	**অবৈতনিক**	বেতন নেয়া হয় না যাতে
অতিথি	যার আগমনের কোনো তিথি (সময়) নেই *[কোনো গৃহস্থের গৃহে আগত অনাত্মীয় ব্যক্তি, আগন্তুক]*	**অসমীক্ষিত**	সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন
অতুলনীয়	যার তুলনা নাই	**অধীত**	যা অধ্যয়ন করা হয়েছে
আহূত	ডাকা বা আহ্বান করা হয়েছে এমন	**অনভিজ্ঞ**	অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার
অনাহুত	যাকে ডাকা হয়নি বা আহ্বান করা হয়নি	**ভাবমূর্তি**	কল্পনা বা ধ্যন দ্বারা রচিত মূর্তি
অনাহত	যা আঘাত পায়নি	**অবশ্যম্ভাবী**	যা অবশ্যই ঘটবে
গৌরী	আট বছর বয়সী কন্যা	**অমাবস্যা**	কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি
ঋষি	শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী	**তার্কিক**	তর্কের সঙ্গে বর্তমান *তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত; যে তর্ক করে; তর্ক করতে পটু = তার্কিক।*
বেলোয়ারি চুড়ি 	উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাঁচের চুড়ি *বেলোয়ারি - স্ফটিকের মতো পলতোলা কাচের তৈরি*	**নৈয়ায়িক**	যিনি ন্যায় শাস্ত্র জানেন *ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি; ন্যায়শাস্ত্রবিদ [ন্যায়+ইক]।*
ক্ষিপ্যমান	যা ক্ষেপন করা হচ্ছে বা ছুড়ে ফেলা হচ্ছে	**পেখম**	ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার *ময়ূর ইত্যাদির ছড়িয়ে দেওয়া লেজ বা পাখা।*
অপ্রিয়মাণ	যাকে অপসারণ করা হচ্ছে	**তপোবন**	অরণ্যে ঋষির আশ্রম
অনন্যসাধারণ	যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	**অবিসংবাদী**	যে বিষয়ে কোনো বির্তক/ বিবাদ/ বিরোধ নেই
অশীতিপর	আশি বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি	**চিরন্তন**	যা বহুকাল ধরে চলে আসছে
করদ	কর দান করে যে	**গজগৃহ**	হাতির বাসস্থান
কুম্ভীলক	যে লেখক অন্যের ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে চালায়	**ত্রিকালদর্শী/ ত্রিকালজ্ঞ**	ত্রিকালেরি ঘটনা জানেন যিনি
		দৌবারিক	দ্বারে থাকে যে *দারোয়ান, দ্বাররক্ষক*
কর্মঠ	কর্ম সম্পাদনের অতিশয় দক্ষ/ পরিশ্রমী	**নাবালক**	এখনও যার বালকত্ব যায় নি

www.exambd.net

কদাকার	যার আকার কুৎসিত	**নদীমাতৃক**	নদী মাতা যার
গেছো	গাছে উঠতে পটু যে *গাছে গাছে থাকে বা বেড়ায় এমন*	**পাটনি**	খেয়া পার করে যে *খেয়ামাঝি*
বিতস্কাম	কামনা দূর হয়েছে যার	**প্রত্যুৎপন্নমতি**	উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার
প্রত্যুদ্‌গমন	সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	**সর্বংসহা**	যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়
বাগ্মী	যিনি বক্তৃতা দানে পটু	**সংবর্ত**	যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় *মহাপ্রলয়; প্রলয়কালীন মেঘ*
ভূয়োদর্শী/ বহুদর্শী	বহু দেখেছে যে / অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যার	**বন্ধুর**	কোথাও উন্নত কোথাও অবনত কোথাও উঁচু কোথাও নিচু
বহুজ্ঞ	যে বহু বিষয় জানে *সর্বজ্ঞ - যিনি সকল কিছুই জানেন*	**অসমসাহসিক**	অসম সাহস যাহার *অকুতোভয়*
সম্ভাব্য	হয়তো হবে	**হাতুড়ে**	যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে
ভঙ্গুর / ঠুনকো	যা সহজেই ভেঙ্গে যায়	**অবিবেচক**	যে বিবেচনা না করে কাজ করে
সুগ্রীব	গ্রীবা সুন্দর যার	**সংঘর্ষ**	পরস্পর আঘাত
সংশপ্তক	যে জয়লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যারা মরণপণ লড়াই করে। পরাজয় জেনেও যে হাল ছাড়ে না।	**অন্নগত প্রাণ**	অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে
হরবোলা	হরেক রকম বলে যে	**ঊর্মি**	সমুদ্রের ঢেউ
অকুতোভয়	যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই	**অজ্ঞাতকুলশীল**	যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউ জানে না
অজ্ঞেয়	জানা যায় না যা *জানা বা বোঝা যায় না এমন*	**অজ্ঞাতসারে**	জানতে না পারে এরূপভাবে
অতলস্পর্শ	যার তল স্পর্শ করা যায় না	**উদ্ভিদ**	যা মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠে
অতুলনীয়	যার তুলনা নেই	**ঐন্দ্রজালিক**	ইন্দ্রজাল (যাদু) জানেন যিনি
সম্ভব	যা হতে পারে	**অসম্ভব**	যা হতে পারে না
অযৌক্তিক	যুক্তি সংগত নয়	**দোহারা**	মোটাও নয়, রোগাও নয়
আচারনিষ্ঠ	আচারে নিষ্ঠা আছে যার	**পাথেয়**	পথ চলার খরচ *পথের সম্বল*
আটপৌরে	আট প্রহর পরা যায় যা *অষ্ট প্রহর অর্থাৎ সর্বদাব্যবহার করা যায় এমন (আটপৌরে পোশাক পরেই বেরিয়ে এলাম)।*	**আটমেসে/ আটাসে**	আটমাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ট হয় যে
আলোকসামান্য	ইহলোকে যা সামান্য বা সাধারণ নয়	**অবিশ্বাস্য**	যা বিশ্বাস করা যায় না

www.exambd.net

আলুনি	লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন *লবণহীন, লবণাক্ত নয় এমন; নুন কম দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়নি এমন (আলুনি তরকারি)*	**ত্রিকালজ্ঞ/ ত্রিকালদর্শী**	ত্রিকালে ঘটনা জানেন যিনি *ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন*
চৈতালি	চৈত্র মাসের ফসল	**বিস্মৃতপ্রায়**	যা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে
কিংকর্তব্যবিমূঢ়	কর্তব্য স্থির করতে না পেরে বিমূঢ় যে *বিমূঢ় - কাণ্ডজ্ঞানহীন, অজ্ঞান*	**বালসূলভ**	যা বালকের মধ্যেই সুলভ
গলবস্ত্র	গলায় কাপড় দিয়া	**মায়াকান্না**	ছল (ছলনা) করিয়া কান্না
চতুরঙ্গ	হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি - এই চার শাখাবিশিষ্ট *(যেমন - চতুরঙ্গ সেনা)*	**ভূমিহীন চাষী**	যাদের বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষি জমি নেই
জ্ঞানেন্দ্রিয়	জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা	**মুষ্টিমেয়**	যা মুষ্টি দ্বারা পরিমাণ করা যায়
ঠিকানা	ঠিকমত নাম ধাম আছে যাতে	**স্বয়ম্ভূ**	নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করছে
ঢাকাই	ঢাকায় উৎপন্ন	**মেটে**	মাটির মত রং যার
দাবানল	অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড	**নাতিদীর্ঘ**	যা অতি দীর্ঘ নয়
দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য	কোনটা দিক কোনটি বিদিগ এই জ্ঞান নাই যার	**হৃতসর্বস্ব** সর্বহারা	যা সর্বস্ব হারিয়ে গেছে যার কিছুই নেই যার সব ধন লুট হয়ে গেছে
সংক্রান্তি	মাসের শেষ দিন *চৈত্র সংক্রান্তি - চৈত্র মাসের শেষ দিন।*	**হামবড়া**	নিজেকে বড় ভাবে যে *আমিই সর্বাপেক্ষা বড় এই ভাবযুক্ত; আত্মগর্বী।*
নদী মেখলা	নদী মেখলা যে দেশের *মেখলা শব্দ থেকে মেখল নামের উৎপত্তি। মেখল অর্থ কটিবন্ধ বা কোমরের হার। স্ত্রী লোকেরা যে স্বর্ণের হার বা অলংকার পরিধান করে থাকে তাকে মেখলা বলা হয়। অনেকের মতে হালদা নদীর অনেকগুলো উপনদী এই গ্রামের উপর দিয়ে আকা বাকা হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বলে মেখলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।* *নদী যাকে মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করে আছে এমনই নদী মেখলা*	**নদী সিকস্তি**	নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ *সিকস্তি অর্থ ভাঙ্গা। যদি কোনো জমি/ভূমি ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে সিকস্তি বলে।*

www.exambd.net

১৭তম বিসিএস; ১৯৯৫-৯৬

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):** *[১৭তম বিসিএস; ১৯৯৫-৯৬]*

ক. কৃতজ্ঞতা লাভের পাত্র - কৃতজ্ঞ।
খ. যার অনুরাগ দূর হয়েছে - বীতরাগ।
গ. যে কাকেও বা কোন কারণেও ভয় করে না - অকুতোভয়।
ঘ. যে কন্যা পূর্বে বাগদত্তা বা বিবাহিতা হয়েছিল - অন্যপূর্বা।
ঙ. অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড - দাবানল।
চ. যা সহজেই ভেঙে যায় - ভঙ্গুর।
ছ. ঢাকার উৎপন্ন - ঢাকাই।
জ. যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না - অনির্বচনীয়।

১৫তম বিসিএস; ১৯৯৪-৯৫

☞ **এককথায় প্রকাশ করুন যেকোনো পাঁচটি):** *[১৫তম বিসিএস; ১৯৯৪-৯৫]*

ক. যুক্তিসংগত নয় - অযৌক্তিক।
খ. যা বলা হয়েছে - উক্ত।
গ. অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা - অনুসন্ধিৎসা।
ঘ. একই সময়ে বর্তমান - সমসাময়িক।
ঙ. চক্ষু দ্বারা গৃহীত - চাক্ষুষ।
চ. যা পূর্বে শোনা যায়নি - অশ্রুতপূর্ব।
ছ. যার সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে - সর্বহারা।
জ. যা লাভ করা দুঃসাধ্য - দুর্লভ।

১৩তম বিসিএস; ১৯৯১-৯২

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন যেকোনো পাঁচটি):** *[১৩তম বিসিএস; ১৯৯১-৯২]*

ক. যে নারী জীবনে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছে - কাকবন্ধ্যা।
খ. হনন করার ইচ্ছা - জিঘাংসা।
গ. ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা - ক্রমবর্ধমান।
ঘ. কাচের দ্বারা নির্মিত যে ভবন - কাচভবন।
ঙ. গোপন করিবার ইচ্ছা - জুগুপ্সা।
চ. অনেকের মধ্যে একজন - অন্যতম।
ছ. পূর্বে জন্মেছে যে - অগ্রজ।
জ. অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা - প্রত্যুদ্গমন।

১১তম বিসিএস; ১৯৯০-৯১

☞ **যেকোনো পাঁচটি বাক্য বা প্রকাশভঙ্গি সংকোচন করুন:** *[১১তম বিসিএস; ১৯৯০-৯১]*

ক. মুক্তি লাভের ইচ্ছা - মুমুক্ষা।
খ. যা বলা যাবে - বক্ষ্যমাণ / বক্তব্য।
গ. মধু পান করে যে - মধুকর / মধুপ।
ঘ. সরোবরে জন্মে যা - সরোজ।
ঙ. নৌ চলাচলের যোগ্য - নাব্য।
চ. জয়সূচক যে উৎসব - জয়োৎসব / জয়ন্তী।
ছ. যা হেমন্তকালে জন্মে - হৈমন্তিক।
জ. একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
ঝ. একই সময়ে বর্তমান - সমসাময়িক।
ঞ. ময়ূরের ডাক - কেকা।

১০তম বিসিএস; ১৯৮৯-৯০

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):** *[১০তম বিসিএস; ১৯৮৯-৯০]*

ক. যা অবশ্যই ঘটবে - অবশ্যম্ভাবী।
খ. দিবসের পূর্বভাগ - পূর্বাহ্ণ।
গ. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না - ঊষর।
ঘ. যিনি সব জানেন - সবজান্তা।
ঙ. যিনি কম কথা বলেন - মিতভাষী।
চ. দেখিবার ইচ্ছা - দিদৃক্ষা।
ছ. অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক - অনুসন্ধিৎসু।
জ. যার নিজের বলতে কিছুই নেই - নিঃস্ব।
ঝ. যার কোথাও ভয় নেই - অকুতোভয়।
ঞ. যা নষ্ট হয় - নশ্বর।

www.exambd.net

BCS MCQ Solution

০১. 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়- *[৪০ তম বিসিএস]*
A. জয়ের ইচ্ছা B. হত্যার ইচ্ছা
C. বেঁচে থাকার ইচ্ছা D. শোনার ইচ্ছা
১. C

০২. অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়- *[৪০ তম বিসিএস]*
A. বেতসবৃত্তি B. পতঙ্গবৃত্তি
C. জলৌকাবৃত্তি D. কুম্ভিলকবৃত্তি
২. D

০৩. "প্রোষিতভর্তৃকা"- শব্দটির অর্থ কী? *[৪০ তম বিসিএস]*
A. ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী B. যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
C. ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল D. যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে
৩. B

০৪. 'নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার' এক কথায় হবে– *[২৫তম বিসিএস]*
ক. নিদাঘ খ. নশ্বর
গ. নষ্টমান ঘ. বিনশ্বর
৪.খ

০৫. 'অক্ষির সমীপে'-এর সংক্ষেপণ হলো– *[২৪তম বিসিএস; ১৭তম বিসিএস]*
ক. সমক্ষ খ. পরোক্ষ
গ. প্রত্যক্ষ গ. নিরপেক্ষ
৫.ক

০৬. 'কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি? *[২১তম বিসিএস]*
ক. ক্লান্তিহীন খ. অক্লান্ত
গ. অক্লান্ত কর্মী ঘ. অবিশ্রাম
৬.গ

০৭. 'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না'– এ বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কি? *[২০তম বিসিএস]*
ক. অনতিক্রম্য খ. অলঙ্ঘ্য
গ. দুরতিক্রম্য ঘ. দুর্গম
৭.গ

০৮. যা চিরস্থায়ী নয়– *[১৬তম বিসিএস (শিক্ষা)]*
ক. অস্থায়ী খ. ক্ষণিক
গ. ক্ষণস্থায়ী ঘ. নশ্বর
৮.ঘ

০৯. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না– *[১৫তম বিসিএস]*
ক. পতিত খ. অনুর্বর
গ. ঊষর ঘ. বন্ধ্যা
৯.গ

১০. 'যা পূর্বে ছিল এখন নেই'– এক কথায় কি হবে? *[১৩তম বিসিএস]*
ক. অপূর্ব খ. অদৃষ্টপূর্ব
গ. অভূতপূর্ব ঘ. ভূতপূর্ব
১০.ঘ

১১. এক কথায় প্রকাশ করুন– 'যা বলা হয়নি' *[১২তম বিসিএস (পুলিশ)]*
ক. অউক্ত খ. অব্যক্ত
গ. অনুক্ত ঘ. অব্যক্ত
১১.গ

১২. 'ক্ষমার যোগ্য'– এর বাক্য সংকোচন– *[১১তম বিসিএস]*
ক. ক্ষমার্হ খ. ক্ষমাপ্রার্থী
গ. ক্ষমা ঘ. ক্ষমাপ্রদ
১২.ক

www.exambd.net

৫৮. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা লাফিয়ে চলে'–** *[সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]* — ৫৮. ঘ
ক. উল্লম্ফ খ. লাফবাজ গ. দড়াবাজ ঘ. প্লবগ

৫৯. **'যার কিছু নেই' এক কথায় প্রকাশ করলে হবে –** *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]* — ৫৯. ঘ
ক. ভিখারী খ. দরিদ্র গ. অসংবৃত ঘ. অকিঞ্চন

৬০. **'সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন'– এটিকে এক শব্দে প্রকাশ করা যায় কোন শব্দে?** *[রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]* — ৬০. খ
ক. অসমাপ্ত খ. অসমীক্ষিত গ. অসমর্থিত ঘ. অসম্পূর্ণ

৬১. **'পরকে প্রতিপালন করে যে'– এক কথায় হবে–** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]* — ৬১. খ
ক. পরভৃত খ. পরভৃৎ গ. প্রতিপালক ঘ. প্রতিপোষক

৬২. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা অবশ্যই ঘটবে'–** *[সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]* — ৬২. গ
ক. সম্ভাবনাময় খ. দুর্নিবার গ. অবশ্যম্ভাবী ঘ. সম্ভাব্য

৬৩. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যার চক্ষুলজ্জা নেই'–** *[সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]* — ৬৩. ক
ক. চশমখোর খ. নির্লজ্জ গ. চাক্ষুষ ঘ. চোষ্য

৬৪. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'কোথাও উন্নত কোথাও অবনত'–** *[সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়ার অফিসার ২০১০]* — ৬৪. খ
ক. অনুন্নত খ. বন্ধুর গ. উন্নত-অবনত ঘ. উবনত

PSC & Others MCQ Solution

www.exambd.net

০১. **'প্রোষিতভর্তৃকা' এর অর্থ** *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০১. খ
ক. যে নারীকে ভৎর্সনা করা হয়েছে খ. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে
গ. ভূমিতে প্রোথিত তরু ঘ. যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে থাকে

০২. **'পরকে প্রতিপালন করে' যে এক কথায় কী হবে?** *[দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০২. খ
ক. পরভৃত খ. পরভৃৎ গ. প্রতিপালক ঘ. প্রতিপাষেক

০৩. **'তিতিক্ষা' শব্দ দ্বারা বুঝায়** *[দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০৩. গ
ক. লাভ করার ইচ্ছা খ. গমন করার ইচ্ছা
গ. ক্ষমা করার ইচ্ছা ঘ. ত্যাগ করার ইচ্ছা

০৪. **'যার তুলনা নাই'- এক কথায় কী বলে?** *[পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০]* — ০৪. খ
ক. অতুল্য খ. অতুলনীয় গ. তুলনাহীন ঘ. বৈতুল্য

০৫. **'পরের অন্নে যে বেঁচে থাকে'- এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি?** *[বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০]* — ০৫. ক
ক. পরান্নজীবী খ. পরান্নভোজী গ. পরজীবী ঘ. পরাশ্রয়ী

০৬. **উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার** *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৬. ঘ
ক. বুদ্ধিমান খ. বুদ্ধিমতি গ. বিচক্ষণ ঘ. প্রত্যুৎপন্নমতি

০৭. **'সাপের খোলস' - কে এককথায় কী বলে?** *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৭. খ
ক. অজিন খ. নির্মোক গ. কৃত্তি ঘ. করভ

০৮. **'যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না'- এক কথায় প্রকাশ কী হবে?** *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]* — ০৮. গ
ক. পতিত খ. বন্ধ্যা গ. ঊষর ঘ. অনুর্বর

কারক

একটি ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্কই কারক। তাই বলা যায়, পদের সাথে পদের সম্পর্কই কারক। এবং এটাও বিশ্বাস রাখেন যে, পদ যেহেতু আপনার বিসিএস সিলেবাসে আছে, 'কারক'ও বিসিএস সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এখান থেকে ৪০তম বিসিএসে প্রশ্ন ছিল ২টি, এবং তা আবারও আসবে।

একটি বাক্য দিয়ে তার একটি পদের নিচে Underline করে বলবে যে ঐ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? এই প্রশ্ন ছাড়া কারক বা বিভক্তি কত প্রকার বা কোন কারক কত প্রকার বা কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় সাধারণত আসবে না। তাই এখানে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই অনুশীলন করবেন।

শিক্ষার্থীরা এমনকি শিক্ষকরাও কর্তৃকারক থেকে পড়া শুরু করে অধিকরণ পর্যন্ত পড়তে পড়তে একই সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই অধিকরণ দিয়েই শুরু করলাম। যেন গুরুত্বপূর্ণগুলো সহজেই ধারণ করতে পারেন। আপনাদের পরীক্ষার জন্য "অধিকরণ, অপাদান এবং করণ কারক" গুরুত্বপূর্ণ। অভিযাত্রী, শিক্ষক ছাড়া আপনাকে এই কারক শিখাতে সক্ষম। একবার পড়ুন, প্রমাণ নিজেই নিজেকে দিয়ে দিবেন।

☞ কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। কারক শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

☞ কারক = √কৃ + ণক, অর্থাৎ যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব, কারক শব্দটি প্রত্যয় (কৃৎ প্রত্যয়) সাধিত শব্দ বা প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

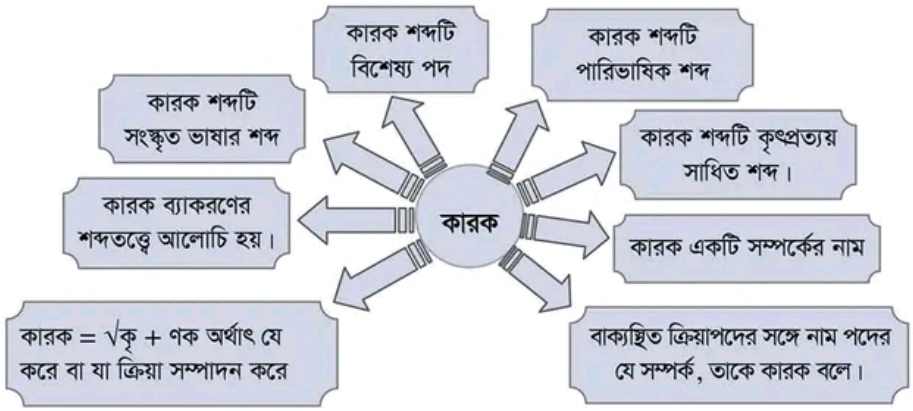

➢ **এইবার একটি গল্প দিয়ে আমরা কারক শিখব। মনোযোগ সহকারে পড়বেন।** রাফি পঞ্চগড়ে থাকে। সে কখনো ঢাকা আসে নি; এমনকি ঢাকায় তার কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, পরিচিত বা অপরিচিত কেউ নাই। কিন্তু রাফি বাসায় বসে TV-তে ছিঃনেমা আর ছিঃরিয়াল দেখে। দেখতে দেখতে এটা উপলব্ধি হল যে ঢাকায় যেসব মেয়েরা বসবাস করে তারা সবাই খুবই সুন্দর হয়। যেই কথা সেই কাজ। রাফি সিদ্ধান্ত নিল ঢাকায় বসবাস করে এমন কোন মেয়েকে সে বিয়ে করবে। অতপর বাস বা ট্রেনে ঢাকা পৌঁছাল। স্টেশনে তো অনেক মেয়েই থাকে। সে যদি কোন মেয়ের হাত ধরে বলে– আমি পঞ্চগড় থেকে এসেছি বিয়ে করতে। পঞ্চগড়ে আমার ৪টা বাড়ি, ৩টা গাড়ি আর ২টা নারী আছে; চল আমরা বিয়ে করি। মেয়ে কি বিয়েতে রাজি হবে? না; হবে না। এখন রাফি যদি বিয়েই করতে চায় তাহলে তাকে একটা মাধ্যম খুঁজতে হবে। যে মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজ করে দেয় ঘটক। অতএব, রাফির সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছেলেটির সাথে মেয়েটির যে সম্পর্ক হল- তা হল– স্বামী-স্ত্রী। মনে রাখবে এই 'স্বামী-স্ত্রী' হল একটা সম্পর্কের নাম আর ব্যাকরণের ভাষায় এই সম্পর্কের নামই কারক। আর যে সম্পর্ক তৈরি করে দিল অর্থাৎ ঘটক। ব্যাকরণের ভাষায় তাকে বলা হবে বিভক্তি।

✓ **আমরা এবার এটা বোঝলাম, সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাই কারক নির্ণয়ে বিভক্তিও নির্ণয় করতে হয়।**

❑ অতএব, কারক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। এই সম্পর্ক বাক্যে যে ক্রিয়াপদ থাকে তার সাথে নাম পদের। এখানে নাম পদ বলতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় পদকে বোঝানো হয়েছে। তাই, ক্রিয়ার সাথে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়ের সম্পর্কের নামই কারক।

⇨ কখনো কখনো সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেই মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দুটি শব্দের মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজটি করে বিভক্তি।

মাথা হাত।	**কলম লেখ।**	পাশের বাক্যে মাথার সাথে হাতের বা কলমের এর সাথে লেখ এর কোন সম্পর্ক নেই।
মাথায় হাত।	কলম দ্বারা লেখ।	এখানে, য়⟶ মাথা এবং হাতের সাথে আর দ্বারা কলম এবং লেখার সাথে সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছে। তাই 'য়' এবং 'দ্বারা'– হল বিভক্তি। অতএব, যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে দেয় সেই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় বিভক্তি।

✓ **বিভক্তির প্রকারভেদ: বিভক্তি ২ প্রকার: যথা**

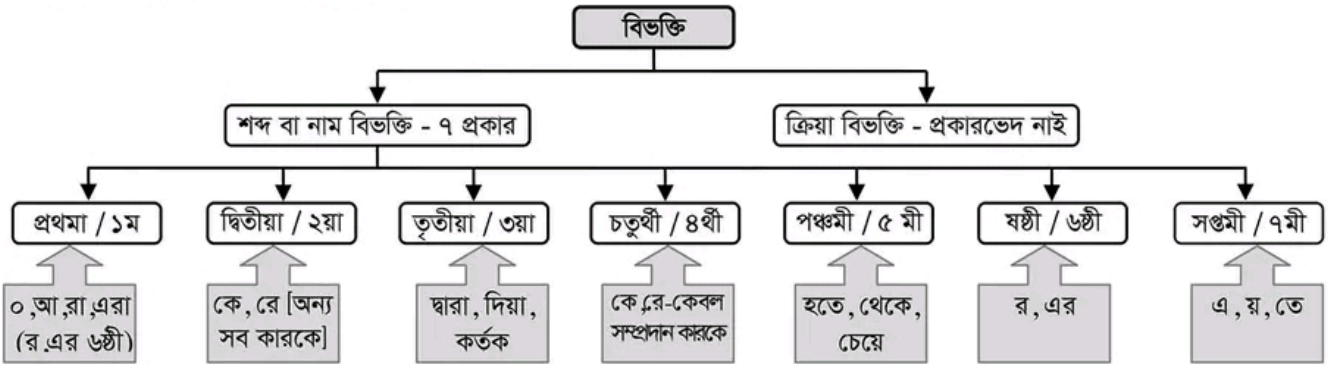

☞ উপরে দেখা ২য়া এবং ৪র্থী বিভক্তি একই রকম এবং ব্র্যাকেটে কিছু দেয়া আছে। অতএব, এটা বলা যায় ২য় বিভক্তি হবে অন্য সব কারকে কিন্তু সম্প্রদান কারকে কিন্তু অন্য কোন কারকে নয়। **কারক নির্ণয়ে শব্দ বা নাম বিভক্তির প্রয়োগ হয়।**

✓ ক্রিয়ার সাথে নাম পদের ৬টি সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ কারক ৬ প্রকার:

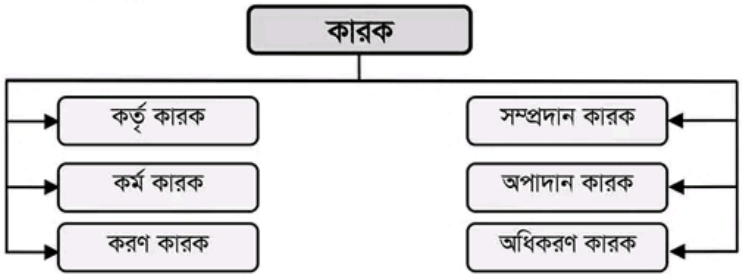

☞ **কারকের প্রয়োজনীয়তা:**

কারক শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সংস্কৃত ভাষায় বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের বা সর্বনামের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলায় একই বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কও প্রকাশ করে। ফলে এ সম্পর্কটা বোঝার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে আমাদের কারক শিখতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারক অপরিহার্য নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন বাক্যে ক্রিয়া থাকে, তখন সেখানে কারক সম্পর্কে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সন্ধি, সমাস ইত্যাদির মতো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সবক্ষেত্রে কারকে নেই। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বাক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সম্পর্ক পরিষ্কার হওয়া জরুরি। বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হবার ক্ষেত্রে কারকের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের জন্য কারক অপরিহার্য।

☞ **বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা:**

বাংলা ভাষায় বিভক্তির কাজ সর্বাধিক এবং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ কারক না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা বাক্য রচনা সম্ভব কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা ভাষায় কোনো বাক্য রচনা সম্ভব নয়। যেমন - "এক রাজা, তার দুই রাণী।" এ বাক্যে কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ নেই; কিন্তু বিভক্তির ক্ষেত্রে এ কথা মোটেই খাটে না । শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তা পদে রূপান্তরিত হয় । আর বিভক্তি যুক্ত শব্দই হচ্ছে পদ। এ থেকেই বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুমান করা যায়। তাই বলা যায়

১. বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্যই রচিত হতে পারে না।
২. বিভক্তি ব্যতীত শব্দের যথার্থ রূপান্তর অসম্ভব।
৩. বিভক্তিই শব্দকে পদে পরিণত করে।
৪. ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য সাধনও বিভক্তিরই কাজ।
৫. বিভক্তিই নাম পদে কারকবোধ জন্মায়।
৬. বাক্যস্থিত এক পদের সাথে অন্য পদের অন্বয় সাধনই বিভক্তির কাজ।

অধিকরণ কারক

✓ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল বা সময় এবং স্থানকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ব্যবহৃত হয়।

✓ **নিচের ৩টি বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হয়:**

❑ **১. স্থান (আধার) বোঝালে:-** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন স্থানকে নির্দেশ করে বা বোঝায় তবে সেই স্থানসূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক। মনে রেখ, স্থান হবে হবে এমন নয়, শব্দটি দিয়ে স্থান বুঝালেই হবে।

➢ এবার নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণ দেখ যা স্থানকেই বোঝাচ্ছে। **মাথায়** চুল আছে। **চুলে** পুষ্টি আছে। **পুষ্টিতে** ভিটামিন থাকে।
এখানে প্রথম বাক্যে **মাথা**, ২য় বাক্যে **চুল** এবং তৃতীয় বাক্যে **পুষ্টি** এখানে স্থান বোঝাচ্ছে। তাই তা অধিকরণ কারক এবং ৭মী বিভক্তি 'য়' রয়েছে

এ **বাড়িতে** কেউ নেই। – অধিকরণে ৭মী
পুকুরে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
বনে বাঘ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে। – অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে। – অধিকরণে ৭মী
নদীতে পানি আছে। – অধিকরণে ৭মী
পানিতে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
মাছে আমিষ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আমি **ঢাকা** যাব। – অধিকরণে শূন্য
এ **দেহে** প্রাণ নেই। – অধিকরণে ৭মী
এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। – অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল **গোঁফে** তেল। – অধিকরণে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে। – অধিকরণে ৭মী
ট্রেন **ঢাকা** পৌছল। – অধিকরণে শূন্য
পাইলটে কালি ধরে বেশি। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**। – অধিকরণে ৭মী
মনেতে আগুন জ্বলে **চোখে** কেন জ্বলে না – অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী। – অধিকরণে ৭মী
আমরা রোজ **স্কুলে** যাই। – অধিকরণে ৭মী
কাজে মন দাও।– অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে।– অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না। – অধিকরণে ৭মী
গোলাপে গন্ধ আছে। – অধিকরণে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ। – অধিকরণে ৭মী

গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
জলে কুমির থাকে। – অধিকরণে ৭মী
থানায় এজহার দাও। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল **গাছে** থাকে না। – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
সরোবরে পদ্ম ফোটে। – অধিকরণে ৭মী
ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। – অধিকরণে ৭মী
রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা। – অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস। – অধিকরণে ৭মী
নয়নে নয়ন রাখ। – অধিকরণে ৭মী
মন বসে না **পড়ার টেবিলে**। – অধিকরণে ৭মী
আহারে রুচি নেই। – অধিকরণে ৭মী
মিম **বিপদে** পড়েছে। – অধিকরণে ৭মী
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদে** এল বান। – অধিকরণে ৭মী

✓ **কোন স্থান থেকে কোন কিছু দেখা গেলে। যেহেতু স্থান বোঝায় তাই তা অধিকরণ:**
ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী

❑ **২. সময় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোনো সময়কে নির্দেশ করে বা বোঝায়, তবে সেই সময়সূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক।

✓ **নিচের প্রত্যেকটি শব্দ সময়কে বোঝায় বা নির্দেশ করে, যা বাক্যে থাকলে চিন্তা ছাড়া অধিকরণ কারক উত্তর করবেন।**

☑ সকাল, ভোর, প্রভাত, প্রত্যূষে, দুপুর, বিকালে, সাঁঝ, গোধূলি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিশি।
☑ সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ (১৫ দিন), মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী।
☑ যে কোন ঋতুর নাম– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।
☑ যে কোন মাসের নাম: বাংলা এবং ইংরেজি ১২টি মাসের নাম।
☑ যে কোন তারিখ বা সালের নাম: যেমন-১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।
☑ বেলা যুক্ত যে কোন শব্দ।
☑ রোজ, আজ, কাল, পরশু, গতকাল, আগামীকাল, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, মুহূর্ত, এমনকি সময় শব্দটি নিজেও অধিকরণ।
☑ যে কোন বার বা দিনের নাম: শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

✓ **মনে রাখবে উপরের শব্দগুলো বাক্যে সময়কে বোঝায়। তাই সবগুলো অধিকরণ কারক।**
এবার, উদাহরণগুলো অনুশীলন করুন:

আজকে নগদ **কালকে** ধার। – অধিকরণে ২য়া।
বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী

বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী
বাক্যে বসন্ত কাল সময়কে নির্দেশ করে; তাই বসন্ত অধিকরণ কারক

আমরা **রোজ** স্কুলে যাই। – অধিকরণে শূন্য
এ **বছর** খুব ভাল ফসল হয়েছে। – অধিকরণে শূন্য
তিনি **শুক্রবারে** আসবেন। – অধিকরণে ৭মী
রাতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি। – অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। – অধিকরণে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি ছিল। – অধিকরণে শূন্য
হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**। – অধিকরণে ২য়া
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। – অধিকরণে শূন্য
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ। – অধিকরণে ৭মী
কথায় কথায় **ছেলেবেলায়** ফিরে গেলাম। – অধিকরণে ৭মী
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান। অধিকরণে ২য়া
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা। – অধিকরণে ৭মী
সকল **নিশিতে** শশী হয় না প্রকাশ। – অধিকরণে ৭মী

❑ **৩. বিষয় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন কিছুর উপর দক্ষতা বা অদক্ষতা পারদর্শিতা বা অপারদর্শিতা, ক্ষমতা বা গুণ বোঝায় → এই যার উপর বোঝাবে সেই হবে অধিকরণ কারক।

মারিয়া **অংকে** ভালো কিন্তু **ব্যাকরণে** কাঁচা।
পড়াশুনায় তার জুড়ি নেই।

প্রথম বাক্যে অংক এবং ব্যাকরণের উপর দক্ষতা এবং অদক্ষতা বোঝাচ্ছে। তাই 'অংকে এবং ব্যাকরণে' অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি। দ্বিতীয় বাক্যে পড়াশুনার উপর দক্ষতা বুঝিয়েছে। তাই **পড়াশুনায়** অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি।

আমাদের সেনারা **সাহসে** দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।– অধিকরণে ৭মী
অতি বড়বৃদ্ধপতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ। – অধিকরণে ৭মী
ণত্ব বিধান জানলে ভালো হয়। – অধিকরণে শূন্য

✓ **Exclusive:** যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ বা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। *কিছু কি বুঝেছেন? চলুন.. এবার অভিযাত্রীর ভাষায় শিখব।* একটি ক্রিয়া ঘটলে অপর একটি ক্রিয়া যদি অবশ্যই অর্থাৎ ১০০% ঘটে তবে যার কারণে ঘটল সে-ই ভাবে সপ্তমী। যা অধিকরণ কারক হয়।

→ **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূরীভূত হয়। *সূর্য উদয় হলে অন্ধকার অবশ্যই দূরীভূত হবে। তাই সূর্যোদয় ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী।*
তাপে বরফ গলিত হয়। – ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। – ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী

✓ **খিলিপান** দিয়ে ওষুধ খাবে। *খিলিপান এর উপর বা ভিতর ওষুধ রেখে খাওয়া হয়। তাই খিলিপান স্থান বোঝায় এবং তা অধিকরণ কারক।*

অপাদান কারক

✓ অপাদান শব্দের অর্থ উৎপন্ন বা বিচ্যুত। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে।

❑ ১. যার কাছ থেকে কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হওয়া বোঝায় সেই হবে অপাদান। আর যা হবে তা হল কর্মকারক।

আম থেকে **জুস** হয়। এখানে, আম থেকে তৈরি হয়েছে তাই আম অপাদান এবং জুস যা তৈরি হয়েছে তা-হল কর্ম।

✓ এছাড়া- নিচের উদাহরণগুলো দেখুন-

দুধ থেকে দই হয়। – অপাদানে ৫মী
শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী
খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয়। – অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শুনেছি। অপাদানে ৭মী
অর্থাৎ লোকমুখ থেকে কথা গুলো তৈরি হয়েছে। তাই অপাদানে ৭মী

ধান থেকে চাল হয়। – অপাদানে ৫মী
চাল থেকে ভাত হয়। – অপাদানে ৫মী
ভাত থেকে ঝাও হয়। – অপাদানে ৫মী
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি। – অপাদানে ৭মী
জলে বাষ্প হয়। – অপাদানে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি, চিড়ে, খই। – অপাদানে ৭মী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী, করণে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী

❑ ২. যার কাছ থেকে কোন কিছু বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হয় সেই হবে অপাদান আর যা হবে তা হচ্ছে কর্ম আবার নিজে বিচ্যুত হলে কর্তা হবে।

একজন সৈনিক মাথায় শিরস্ত্রাণ পড়ে ঘোড়ার উপরে বসে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় সে ঘোড়াসহ **পাহাড়** থেকে পড়ে গেল। তারপর পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিজেই **ঘোড়া** থেকে পড়ে গেল। এবার হেঁটে যাওয়ার সময় তার **মাথা** থেকে শিরস্ত্রাণ পড়ে গেল। সেই দুঃখে **শরীর** থেকে পোশাক খুলে **নদীর পার** থেকে পানিতে ঝাঁপ দিল। বাক্যে পাহাড়, ঘোড়া, মাথা, শরীর, নদীর পার - অপাদান কারক।

✓ **নিচের উদাহরণ গুলো মিলিয়ে নিন।**

গাছ থেকে পাতা পড়ে। – অপাদানে ৫মী
মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন। – অপাদানে শূন্য
সাদামেঘে বৃষ্টি হয় না। – অপাদানে ৭মী

চোখ দিয়ে পানি পড়ে। – অপাদানে ৩য়া
পরীক্ষা আসিলে **চোখে** জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী

মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এখানে মেঘ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাই মেঘ অপাদান আর যে বিচ্যুত হল-বৃষ্টি তা হবে কর্তৃ কারক।

❑ **৩. আমরা অধিকরণ কারকে শিখলাম.... কোন শব্দ দিয়ে যদি স্থানকে নির্দেশ করে তবে সেই স্থান সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই স্থান থেকে যদি কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় তবে ঐ স্থানটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখুন–**

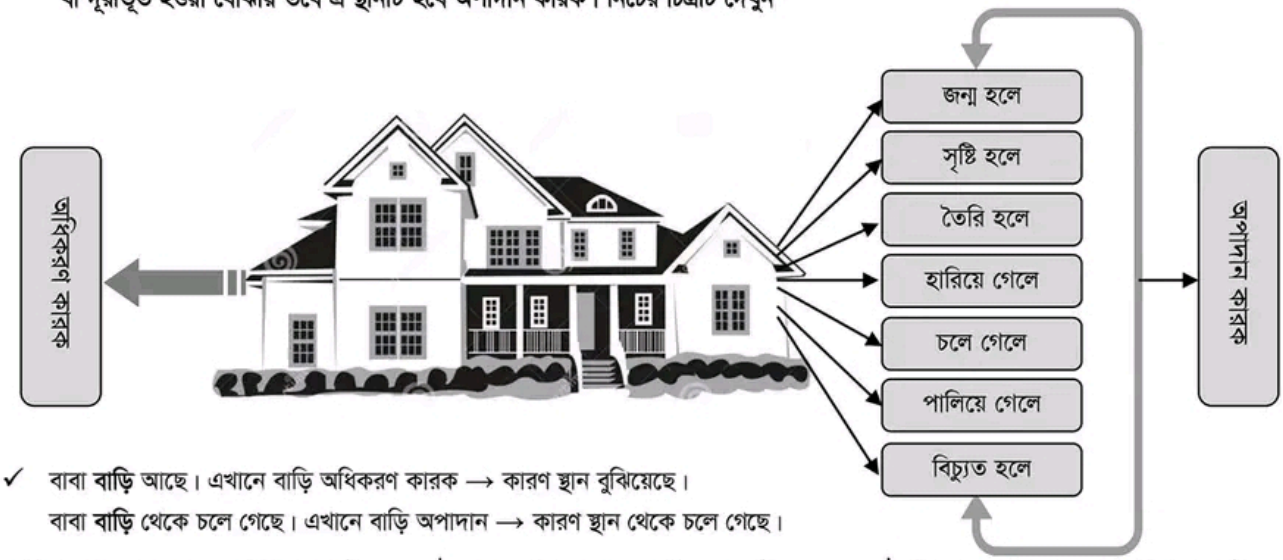

✓ বাবা **বাড়ি** আছে। এখানে বাড়ি অধিকরণ কারক ⟶ কারণ স্থান বুঝিয়েছে।
বাবা **বাড়ি** থেকে চলে গেছে। এখানে বাড়ি অপাদান ⟶ কারণ স্থান থেকে চলে গেছে।

স্টেশনে ট্রেন আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
স্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলে গেছে। ⟶ অপাদানে শূন্য
তিলে তৈল আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল হয়। ⟶ অপাদানে ৭মী
চোখে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
চোখে পানি পড়ে। ⟶ অপাদনে ৭মী

ছাদে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে। ⟶ অপাদানে ৭মী
এর অর্থ হচ্ছে ছাদ থেকে পানি পড়ে। কিন্তু ঘরে পানি পড়ে। তা অধিকরণ; কারণ ঘর এখানে স্থান বুঝিয়েছে যার উপর পানি পড়ে।

জমিতে ফসল ফলে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই। ⟶ অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না। ⟶ অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর। ⟶ অপাদানে ৭মী

❑ **৪. যাকে ভয় পাওয়া হয় বা কেউ দেখে ভীত হয়⟶ এই যাকে ভয় পাওয়া হয় সেই হল অপাদান আর ভয় হবে কর্ম। মনে রাখবেন যাকে ভয় পেলে সেই অপাদান হবে, ভয় অপাদান নয়।**

বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী
বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী
ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া
বাঘকে ভয় পায় না কে? – অপাদানে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**। – অপাদানে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী

বাঘ দেখলে স্বভাবতই আমাদের ভয় হয়। মনে করুন, আপনি বাঘ বা কোন কিছু দেখে ভয় পেলেন, সেখানে যাকে ভয় পেলেন অর্থাৎ বাঘই হবে অপাদান। আপনি হবে কর্তা আর ভয় হবে কর্ম; ভয় অপাদান নয়।

❑ **৫. আমরা সাধারণত কোন কিছুর ভাল, মন্দ, দোষ বা গুণ ইত্যাদি এক জনের সাথে আরেকজনের তুলনা করে থাকি। মনে রাখবেন, যার সাথে তুলনা করবেন সে-ই হবে অপাদান কারক। যাকে তুলনা করা হবে সে কী কারক হবে তা জানার প্রয়োজন নাই।**

রাইসার চেয়ে মায়িশা বেশি সুন্দরী
মায়িশা রাইসার চেয়ে বেশি সুন্দরী

রাইসার চেয়ে মায়িশা অর্থাৎ রাইসার সাথে তুলনা হচ্ছে– তাই রাইসা অপাদান কারক। আর যাকে তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ মায়িশা কিন্তু অপাদান হবে না, এই বাক্যে মায়িশা কর্তৃ কারক হবে।

❑ ৬. আবার আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দূরত্ব পরিমাপ করি। যে স্থান থেকে রওনা দেওয়া হবে বা দূরত্ব পরিমাপ করা হবে, সেই স্থানটি হবে অপাদান কারক।

ঢাকা থেকে কুমিল্লা ৯৭ কি.মি.

এখানে ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব পরিমাপ করতে বলা হয়েছে, তাই ঢাকা অপাদান

রহিমের চেয়ে করিম অনেক ভালো– অপাদানে ৫মী
লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী
তর্কে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।– অপাদানে ৫মী
প্রাণের চেয়ে প্রিয়। – অপাদানে ৫মী
কুকর্মে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। – অপাদানে ৫মী

❑ ৭. কোন শব্দ দিয়ে যদি সময়কে নির্দেশ করে তবে সেই সময় সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই সময় থেকে যদি কোন কিছু শুরু হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বোঝায় তবে ঐ সময়সূচক শব্দটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখুন–

দুপুর ৩টা থেকে পরীক্ষা শুরু।
সময় থেকে শুরু হয়েছে; তাই **'দুপুর ৩টা'** অপাদান করক।

সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
সময় থেকে শুরু হয়েছে; তাই **'সোমবার'** অপাদান করক।

শুক্রবারে স্কুল বন্ধ থাকে।
সময় থেকে শুরু নয়, শুধু সময় বুঝিয়েছে; তাই **'শুক্রবার'** অধিকরণ করক।

রোববার সংসদ অধিবেশন বসবে।
সময় থেকে শুরু নয়, শুধু সময় বুঝিয়েছে; তাই **'রবিবার'** অধিকরণ করক।

❑ সকল কারকে প্রথমা বা শূন্য (০) বিভক্তি:

কর্তৃ কারকে:
- ☞ **রতন** পড়ে।
- ☞ **বীনা** বই পড়ে।
- ☞ **রহমান** ছবি দেখে।

কর্ম কারকে:
- ☞ ঘোড়ায় **গাড়ি** টানে।
- ☞ **ডাক্তার** ডাক।

করণ কারকে:
- ☞ তারা **তাস** খেলে।
- ☞ ছাত্ররা **বল** খেলে।
- ☞ চোরকে **চাবুক** মার।

সম্প্রদান কারকে:
- ☞ **গুরু সেবা** উত্তম কাজ।
- ☞ ভিক্ষা দাও, দুয়ারে **ভিক্ষুক**।
- ☞ পানি দেবে দেখিলে **তৃষ্ণার্ত**।

অপাদান কারকে:
- ☞ সুফিয়া **স্কুল** পালায়।
- ☞ **স্কুল** পালানো ভাল নয়।
- ☞ চোরগুলো **এলাকা** ছেড়ে গেল।

অধিকরণ কারকে:
- ☞ তিনি **বাড়ি** আছেন।
- ☞ **শুক্রবার** স্কুল বন্ধ থাকে।
- ☞ শাহেদ **ঢাকা** থাকে।

সম্প্রদান কারক

☞ সম্প্রদান অর্থ শর্ত ছাড়া দান করা। অর্থাৎ কাউকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব না রেখে যে কোন কিছু দেয়া।

✓ **সম্প্রদান কারক শেখার পূর্বে আমরা এটা জানব যে, কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারক এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি না বা থাকলে তা কী হবে।**

✓ সম্প্রদান কারক ও কর্মকারক নির্ণয়ের ব্যাপারটি মূলত একই। যাকে কোন কিছু দেয়া বা দান করা হবে – তবে এর জন্য যদি অধিকার রাখা হয় তবে তা হবে কর্ম কারক আর অধিকার না রাখা হলে তা হবে সম্প্রদান কারক।
অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্ম কারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। সম্প্রদান কারক প্রকৃতপক্ষে গৌণকর্ম। তবুও সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় সম্প্রদান কারক ধারণাটি চলে আসছে। সম্প্রদান কারকের জন্য বাংলায় কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। কে, তে, এ প্রভৃতি বিভক্তিই এ কারকে চলে। এ কারকের বিভক্তিকে চতুর্থী বিভক্তিও বলা হয়।

✓ নিচের চিত্রগুলো দেখুন, আশা করি ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধোপাকে কাপড় দাও। এই বাক্যে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাচ্তে দেয়া বোঝায়; তাই তা সম্প্রদান কারক নয়; কর্ম কারক হবে।

গরিবকে ভিক্ষা দাও। এই বাক্যে গরিবকে ভিক্ষা একেবারেই দেয়া বোঝায়। অর্থাৎ তা বিনামূল্যে দেয়া হয় বলে গরিবকে হবে সম্প্রদান কারক।

✓ অন্তরা **ছিনতাইকারীকে** দামি গয়না দিয়েছিল। এখানে ভয়ে বাধ্য হয়ে দেয়া হয়েছে। তাই 'ছিনতাইকারীকে' সম্প্রদান কারক নয়। **চাকরকে** বেতন দাও, প্রজা **রাজাকে** কর দেয়, শিক্ষক **ছাত্রকে** পাঠ দিচ্ছেন, **তাকে** অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিল– এসব ক্ষেত্রে 'সম্প্রদান কারক' হয় না।

➢ যাকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দেয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান কারক। আর যা দেওয়া হয় তা সবসময়ই কর্ম কারক।
মসজিদে টাকা দাও। এই বাক্যে মসজিদে টাকা আমরা শর্ত ছাড়াই দেই; তাই মসজিদে সম্প্রদান আর টাকা হল কর্মকারক।
এছাড়া, **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও– সম্প্রদানে ৪র্থী; কর্মে শূন্য

➢ গুরুত্বপূর্ণ ৪টি বাক্য:-
- ☞ সমিতিতে চাঁদা দাও। –সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ মৃতজনে দেহ প্রাণ। – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ অন্ধজনে দেহ আলো। – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
- ☞ সৎপাত্রে কন্যা দান কর।– সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য

➢ যাকে কোন কিছু উপহার দেওয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান আর যা দেওয়া হয় তা হল কর্ম কারক। যেমন: **অন্তুকে** একটি ঘড়ি উপহার দেয়া হল। এখোনে অন্তুকে – সম্প্রদানে ৪র্থী।

➢ যাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা, আদর, স্নেহ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, সাহায্য, আশ্রয়, সহযোগিতা, পূজা, অর্চনা করা হয় এই যাকে করা হয় সেই হল সম্প্রদান কারক।
- ☞ **গুরুজনে** ভক্তি কর। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **অন্নহীনে** অন্ন দাও। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **আমায়** একটু আশ্রয় দিন। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **গৃহহীনে** গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **তোমারে** সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়। – সম্প্রদানে ৪র্থী
- ☞ **তোমায়** কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **তোমার** পূজার ছরে তোমায় ভুলেই থাকি। – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
- ☞ পলাতক **দাসে** দাও স্বাধীনতা। – সম্প্রদানে ৭মী
- ☞ **ভিক্ষুককে** ভিক্ষা দাও। – সম্প্রদানে ৪র্থী

➢ নিমিত্ত অর্থ জন্য। নিমিত্ত বোঝালে নিমিত্তার্থে কারক হবে।
[অপশনে নিমিত্তার্থে না থাকলে সম্প্রদান কারক উত্তর করিবেন।]
- ☞ **সুখের** লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। – নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
- ☞ তিনি এবার **হজ্জে** গেলেন। – নিমিত্তার্থে ৭মী
- ☞ বেলা যে পড়ে এল, **জলকে** চল। – নিমিত্তার্থে ৪র্থী

[বাক্যে 'জলকে' অর্থ জল নিয়ে আসার জন্য চল। তাই তা হবে নিমিত্তার্থে ৪র্থী; আর তা না থাকলে তবে তা হবে সম্প্রদানে ৪র্থী।]

করণ কারক

❑ করণ শব্দের অর্থ – "উপকরণ, যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কীসের সাহায্যে বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটি-ই করণ কারক।
উদাহরণ: সাকিব **ব্যাট** দিয়ে ক্রিকেট খেলে (এখানে ব্যাট করণ কারক)

☞ যন্ত্র হলেই হবে না, বাক্যে যন্ত্রটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে হবে – এরূপ বোঝাবে।

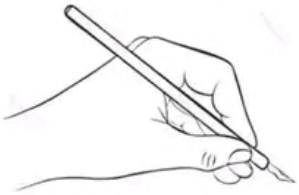

নীলার হাতে **কলম** আছে। 'কলম' লেখার যন্ত্র হলেও বাক্যে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। তাই এই বাক্যে 'কলম' কর্ম কারক।

নীলা **কলম দিয়ে** লেখে। এই বাক্যে কলম লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

এ **কলমে** ভাল লেখা হয়। এই বাক্যে কলম ভালো লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

কলমের খোঁচা দিও না। এই বাক্যে 'কলম' খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

☞ নিচের উদাহরণগুলো যন্ত্র বোঝায়:

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	নীলা কলম দিয়ে লেখে। এ কলমে ভাল লেখা হয়।	লেখার যন্ত্র– কলম	করণে ৩য়া করণে ৭মী
২	কলমের খোঁচা দিও না।	খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র – কলম	করণে ৬ষ্ঠী
৩	ঘোড়াকে চাবুক মার।	মারার যন্ত্র – চাবুক	করণে শূন্য
৪	লাঙ্গলে ভাল চাষ হয়। কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হয়।	চাষের যন্ত্র – লাঙ্গল	করণে ৭মী করণে ৩য়া করণে ৩য়া
৫	হাতের কাজ দেখাও।	কাজটি করার যন্ত্র – হাত	করণে ৬ষ্ঠী
৬	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।	চিহ্ন দেওয়ার যন্ত্র – পা	করণে ৬ষ্ঠী
৭	তোমার গায়ে নখের আঁচড়ও লাগবে না।	আঁচড় দেওয়ার যন্ত্র – নখ	করণে ৬ষ্ঠী
৮	তিনি চোখে দেখেন না।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৭মী
৯	নৌকায় নদী পার হলাম।	নদী পার হওয়ার যন্ত্র – নৌকা	করণে ৭মী
১০	কোদালে মাটি কাটব।	মাটির কাটার যন্ত্র – কোদাল	করণে ৭মী
১১	একবার চোখের দেখা দেখব বলে।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৬ষ্ঠী
১২	আমরা কানে শুনি। সে কানে শুনে না। সে কানে খাটো	শুনার যন্ত্র – কান	করণে ৭মী করণে ৭মী করণে ৭মী
১৩	এ যে লেজে খেলায়।	খেলায় যন্ত্র – লেজ	করণে ৭মী
১৪	শিক্ষক ছেলেটিকে বেত মারলেন।	মারার যন্ত্র – বেত	করণে শূন্য
১৫	জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।	সাগর পার হওয়ার যন্ত্র বা উপায় –জাহাজ	করণে ৭মী
১৬	আগুনে সেক দাও।	সেক দেওয়ার যন্ত্র বা উপায় – আগুন	করণে ৭মী
১৭	পাখিকে তীর মার।	পাখি মারার যন্ত্র – তীর	করণে শূন্য
১৮	দড়িতে বাঁধ।	অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বাঁধ। অতএব, বাঁধার যন্ত্র – দড়ি	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো উপকরণ বা উপাদান বোঝায়। অর্থাৎ কোন একটি জিনিস যা দিয়ে তৈরি এরূপ বোঝাবে।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না।	কাপড় কাচার উপকরণ – সাবান	করণে ৭মী
২	ইটপাথরের বাড়ি বড় শক্ত।	বাড়ি তৈরির উপকরণ – ইটপাথর	করণে ৬ষ্ঠী
৩	কালির দাগ দাও।	দাগ দেওয়ার উপকরণ – কালি	করণে ৬ষ্ঠ
৪	ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।	ঘর ভরার উপকরণ – ফুল	করণে ৭মী
৫	এত শঠতা, এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।	মাখার উপকরণ – মধু	করণে ৭মী
৬	নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	নবান্ন হওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৭	তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের জলে।	ভিজিয়ে রাখার উপকরণ – জল	করণে ৭মী
৮	আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।	ভরে যাওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৯	ভাতে পেট ভরে।	পেট ভরার উপকরণ – ভাত	করণে ৭মী
১০	সোনার খাঁচা।	খাঁচার উপকরণ – সোনা	করণে ৬ষ্ঠী
১১	তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।	মহিমা লেখার উপকরণ – জ্বলন্ত অক্ষর	করণে ৭মী
১২	ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।	বসুন্ধরা ভরার উপকরণ – ধন ধান্যে পুষ্প	করণে শূন্য
১৩	মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু রচনা করিছে সিন্ধু, অণুতে গঠিত হিমাচল।	হিমাচল তৈরির উপকরণ – অণু	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো সাহায্য বা উপায় বোঝাবে। অর্থাৎ কোন একটি কাজ যার সাহায্যে করা হয়।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর।	কাজ করার উপায় – বুদ্ধি	করণে শূন্য
২	মন দিয়ে কর সবে বিদ্যা উপার্জন।	বিদ্যা উপার্জনের উপায় – মন দিয়ে	করণে ৩য়া
৩	ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে।	শরীর ভাল থাকার উপায় – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৪	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	শিকারি বিড়াল চেনার উপায় – গোঁফ	করণে ৭মী
৫	আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়।	আত্মীয় সম্পর্কের উপায় – আত্মা	করণে ৬ষ্ঠী
৬	কথা নয়, কাজে পরিচয়।	পরিচয় পাওয়ার উপায় – কাজ	করণে ৭মী
৭	চেষ্টায় সব হয়। চেষ্টায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – চেষ্টা	করণে ৭মী
৮	টাকায় সব হয়। টাকায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
৯	টাকায় বাঘের চোখ/ দুধ মিলে।	বাঘের চোখ/ দুধ পাওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১০	টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।	অসাধ্য সাধন হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১১	সাধনায় সব হয়। সাধনায় কী না হয়। জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়।	সব হওয়া বা কীর্তিমান হওয়ার উপায় – সাধনা	করণে ৭মী
১২	ফলে বৃক্ষের পরিচয়।	বৃক্ষের পরিচয় পাওয়ার উপায় – ফল	করণে ৭মী
১৩	সে কি আপন রঙে মন রাঙাবে?	মন রাঙানোর উপায় – রঙ	করণে ৭মী
১৪	লাথি মার ভাঙরে তালা।	তালা ভাঙার উপায় – লাথি	করণে শূন্য
১৫	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।	কাঁটা তুলার উপায় – কাঁটা	করণে শূন্য
১৬	ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর।	কাজের উপায় – ঠাণ্ডা মাথা	করণে ৭মী
১৭	এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।	সহস্রটি মন বাঁধার উপায় – এক সূত্র	করণে ৭মী
১৮	জটাতে তাপস চেনা যায়।	জটা অর্থ হল বিশৃঙ্খলা আর তাপস হল – তপস্যাকারী। তপস্যাকারী চিনার উপায় – জটা	করণে ৭মী
১৯	ব্যবহারেই ইতর ভদ্র চেনা যায়।	ইতর–ভদ্র চেনার উপায় – ব্যবহার	করণে ৭মী
২০	সময়ে সব হয়।	সব হওয়ার উপায় – সময়। এখানে সময় শব্দটি অধিকরণ হবে না। সময় শব্দটি সব হওয়ার উপায় বুঝিয়েছে, তাই করণ।	করণে ৭মী
২১	বাষ্পে কল চালানো হয়।	কল চালানোর উপায় – বাষ্প	করণে ৭মী
২২	মাংস আগুনে সিদ্ধ কর।	মাংস সিদ্ধ করার উপায় – আগুন	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো কারণ বোঝায়, অর্থাৎ কোন একটা কাজ যার কারণে বা যার জন্যে বা যার কারণের জন্যে ঘটেছে। এরূপ বোঝাবে

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	অহংকারই পতনের মূল। অহংকারে পতন আনে।	পতনের কারণ – অহংকার	করণে শূন্য করণে ৭মী
২	ব্যায়ামে শরীর ভাল হয়।	শরীর ভাল হওয়ার কারণ – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৩	আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লাভিনু হায়।	ভুলে যাওয়ার কারণ – ছলনা	করণে ৭মী
৪	অল্প শোকে কাতর।	কাতর হওয়ার কারণ – শোক	করণে ৭মী
৫	আলোয় আঁধার কাটে। আলোয় আঁধার দূর হয়।	আঁধার কাটা বা দূর হওয়ার কারণ – আলো	করণে ৭মী
৬	দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে (পৃথিবীতে)?	পৃথিবীতে সুখ লাভ হয় না যে কারণ ছাড়া – দুঃখ	করণে শূন্য
৭	কাঁথায় শীত মানে না।	শীত না মানার কারণ – কাঁথা।	করণে ৭মী
৮	জলে লিখন থাকে না।	লেখা না থাকার কারণ – জল।	করণে ৭মী
৯	তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে।	শিয়াল কুকুর কাঁদার কারণ – তোমার দুঃখ	করণে ৭মী
১০	আকাশ মেঘে ঢাকা।	আকাশ ঢাকা থাকার কারণ – মেঘ	করণে ৭মী
১১	শরতের ধরতল শিশিরে ঝলমল।	ধরাতল ঝলমল হওয়ার কারণ – শিশির	করণে ৭মী
১২	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।	ধর্মের কল নড়ার যন্ত্র বা কারণ – বাতাস	করণে ৭মী
১৩	উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?	মনোরথ অর্থাৎ মনের আশা না পূরণ হওয়ার কারণ – উদ্যম।	করণে শূন্য
১৪	সে পীড়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে।	দুর্বল হওয়ার কারণ – পীড়া (অসুস্থতা)	করণে ৭মী
১৫	কথায় চিড়ে ভিজে না।	চিড়া না ভেজার কারণ – কথা।	করণে ৭মী
১৬	চিন্তায় চিন্তায় তার শরীরে ভেঙ্গেছে।	শরীর ভাঙ্গার কারণ – চিন্তা	করণে ৭মী
১৭	একদা প্রভাতে ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমলকলি।	প্রথম 'প্রভাত' দিয়ে সকাল কে বুঝিয়েছে তাই অধিকরণ আর দ্বিতীয় 'প্রভাত' দিয়ে ভানু বা সূর্যের কিরণ বা আলো বুঝিয়েছে। এখানে কমল–কলি ফুটা কারণ – প্রভাত বা কিরণ। তাই দ্বিতীয় প্রভাত হচ্ছে করণ কারক।	করণে ৭মী

☞ কোন বাক্যে বল, লাঠি, তাস, পাশা –এই শব্দগুলো নিচে Underline বা Bold করা থাকলে এবং পরীক্ষায় আসলে তা করণ কারক হিসেবে চিন্তা ছাড়া দাগাবেন। OK, এবার কারণটা বলি।

✍ এমন অনেক খেলা আছে যেখানে খেলার নাম এবং খেলার উপকরণ একই। যেমন – বল, লাঠি, তাস,পাশা ইত্যাদি। তবে সে সব স্থানে খেলার নাম না বুঝিয়ে খেলার উপকরণই বোঝায়। তাই এগুলো চিন্তা ছাড়াই করণ কারক। তবে কর্ম কারক হিসেবে এগুলো পরীক্ষায় কখনও আসে নাই: অতএব, এগুলো কর্মকারক হিসেবে আসবেও না।

✍ তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে। – করণে শূন্য
✍ ছাত্ররা বল খেলে। অথবা ছেলেরা ফুটবল খেলে। – করণে শূন্য
✍ ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। – করণে শূন্য
✍ লাঠির ঘায়ে সাপটি মারা পড়ল। – করণে ৬ষ্ঠী
✍ পুরাতন তাসকে খেলা যায় না। – করণে ২য়া
✍ তারেক তাস খেলে। – করণে শূন্য
✍ তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না। – করণে শূন্য
✍ আজ পাশা খেলব রে শ্যাম। – করণে শূন্য
✍ সে লাঠি খেলায় ওস্তাদ। – করণে শূন্য

ছেলেটির হাতে **তাস** আছে। বাক্যে তাস খেলার নাম বা উপকরণ কোনোটিই বুঝায় নি। তাই তাস কর্ম কারক।

তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে। বাক্যে তাস খেলার নাম এবং উপকরণ দু'টোই। তাই 'তাস' করণ কারক।

কর্ম কারক

❑ **কর্মকারক:** যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম কারক বলে।

কর্ম দু প্রকার: মুখ্য কর্ম বা বস্তুবাচক কর্ম, গৌণ কর্ম বা ব্যক্তিবাচক কর্ম। বাক্যের ক্রিয়াকে কি/ কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই কর্ম কারক। যেমন- বাবা **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **কলম** (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

✓ **কর্মকারকের প্রকারভেদ:**

১. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম- হিমু ফুল তুলছে।

২. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম- ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

৩. সমধাতুজ কর্ম - ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু হয় তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।

বাজনা বাজে → বাজ + না → বাজ + এ
ধাতু ধাতু

৪. **উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম-** দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন- দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

✓ **কর্মকারকের উদাহরণ:**

পাপীকে ঘৃণা কর না- কর্মকারকে ২য়া।
আমি চিনি গো চিনি **তোমারে-** কর্মকারকে ২য়া।
ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো- কর্মকারকে ২য়া।
গুরুজনে কর নতি-কর্মকারকে ৭মী।
বিপদে যেন করিতে পারি জয়-কর্মকারকে ৭মী।
বালিকা **মালা** গাঁথে-কর্মকারকে শূন্য।
ঈদের **চাঁদ** উঠেছে- কর্মকারকে শূন্য।

কর্তৃ কারক

☞ কাজটি যে বা যারা করবে সেই কর্তৃকারক। মিম বই পড়ে – কে বইটি পড়ে? – মিম – কর্তৃ কারকে শূন্য।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	পাগলে কী না বলে, ছাগলে কিনা খায়।	কে বলে? – পাগলে; কে খায়? – ছাগলে	কর্তায় ৭মী
২	দশে মিলে করি কাজ।	কে কাজ করে ?– দশে; অর্থাৎ দশজনে মিলে কাজটি করে।	কর্তায় ৭মী
৩	পাছে লোকে কিছু বলে।	কে কিছু বলে? – লোকে (লোকে = লোক+এ)	কর্তায় ৭মী
৪	মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।	কে ভাবে ? – মানুষ	কর্তায় শূন্য
৫	লোকে বলে।	কে বলে? – লোকে	কর্তায় ৭মী
৬	বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।	কে খেয়েছে? – বুলবুলি আর তে এখানে ৭মী বিভক্তি	কর্তায় ৭মী
৭	অন্ধজনে বদ্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে।	কে বদ্ধ ঘরে কষ্ট করে ? – অন্ধজনে	কর্তায় ৭মী
৮	রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণোন্ত।	লড়াইটা কে করেছে? – রাজায় রাজায়	কর্তায় ৭মী
৯	বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।	কে জিজ্ঞাসাটা করে? – বাপে	কর্তায় ৭মী
১০	পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করে।	তর্কটা কে করে? – পণ্ডিতে পণ্ডিতে।	কর্তায় ৭মী
১১	সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা।	কে দংশনটা করিল? – নাগবালা (সাপ)	কর্তায় শূন্য
১২	রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।	কে গরুর পাল লয়ে যায়? – রাখাল	কর্তায় শূন্য
১৩	শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।	কে পাঠে মন দেয়? – শিশুগণ	কর্তায় শূন্য
১৪	রতনে রতন চিনে।	কে রতন চিনে? – রতনে	কর্তায় ৭মী
১৫	বোকার ফসল পোকায় খায়।	কে খায়? – পোকায়	কর্তায় ৭মী
১৬	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কে টানে? – ঘোড়ায়	কর্তায় ৭মী
১৭	বাঘে-মহিষে একঘাটে জল খায়।	কে জল খায়? – বাঘে মহিষে	কর্তায় ৭মী
১৮	তারা পাঁচজনে যাবে।	কারা যাবে? – পাঁচজনে অর্থাৎ যাওয়ার কাজটা পাঁচজনেই করবে।	কর্তায় ৭মী
১৯	আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কইব কথা, নাইবা তুমি এলে।	কে এল? – তুমি কর্তা	কর্তায় শূন্য
২০	আমায় কেন দাও নি তুমি সকল শূন্য করে।	কে শূন্য করে দিবে? – তুমি	কর্তায় শূন্য
২১	এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি।	অর্থাৎ চরকা কাটা বুড়ি চাঁদের কোনায় ছিল। চাঁদের কোণায় কে ছিল? – বুড়ি	কর্তায় শূন্য
২২	ওহে অন্তর তম মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।	'তব' কাব্যিক শব্দ; যার অর্থ তোমার। অর্থাৎ তোমার সকল তিয়াস আমার অন্তরে এসে মিটিছে। এখানে মিটানোর কাজটা করেছে – তব, তাই 'তব' কর্তা।	কর্তায় শূন্য
২৩	আমাকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে? – আমাকে। বাক্যটির সহজ রূপ – আমি যাব। তাহলে 'আমি' যদি কর্তা হয়, বাক্যটির ভাববাচ্য – আমাকে যেতে হবে। তাই 'আমাকেও' কর্তা হবে; কর্ম নয়।	কর্তায় ২য়া

২৪	বসিরকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে?–বসির; তাই বসির কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৫	সকলকে মরতে হবে।	সহজ কথায় সকলে মরবে। এখানে সকলে কর্তা। "সকলকে মরতে হবে" এই ভাববাচ্যের বাক্যে মরার কাজটি কে করবে – সকলকে; তাই সকলকে কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৬	আমার যাওয়া হয়নি।	সহজ কথায় আমি যাই নি তাই বাক্যে – আমার শব্দটিও কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৭	তোমার যাওয়া উচিত।	কার যাওয়া উচিত – তোমার; এখানে তোমার শব্দটি কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৮	আমি কোরান পড়ি।	কে পড়ে?- আমি, তাই 'আমি' কর্তা	কর্তায় শূন্য
২৯	ফেরদৌসী শাহনামা রচনা করেছেন। ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।	আশা করি উপরের উদাহারণগুলো বোঝেছ, তাই এখানে ফেরদৌসী কর্তা	কর্তায় শূন্য কর্তায় ৩য়া
৩০	পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত (পিটানো) হয়েছে।	সহজ কথায় পুলিশ চোর পিটিয়েছে। তাই পুলিশ – কর্তা	কর্তায় ৩য়া
৩১	পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে।	পরীক্ষা নিজে কখনও আসতে পারে না। কিন্তু বাক্যে পরীক্ষা পদটি এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে পরীক্ষা নিজেই এসেছে। তাই পরীক্ষা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩২	জল পড়ে, পাতা নড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে।	বাক্যে জল, পাতা ও বৃষ্টি ব্যবহারটি এমনভাবে হয়েছে যে তারা নিজেই কাজগুলো করছে। তাই তারা কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৩৩	জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।	কে মাছ ধরে? – জেলে। তাই জেলে কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩৪	গুনহীন চিরদিন পরাধীন রয়।	কে পরাধীন রয়? – গুনহীন	কর্তায় শূন্য
৩৫	ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।	কে গুনগুনিয়ে এল? – ভ্রমর	কর্তায় শূন্য
৩৬	চণ্ডীদাসে কয় শুনে পরিচয়।	কে কয় বা বলে? – চণ্ডীদাসে	কর্তায় ৭মী
৩৭	চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।	কে ধর্মের কাহিনী শুনে না? – চোরে	কর্তায় ৭মী
৩৮	টাকায় টাকা আনে।	কে টাকা আনে? – টাকায়	কর্তায় ৭মী
৩৯	পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।	কে রব বা শব্দ করে – পাখি	কর্তায় শূন্য
৪০	বসন্তে কোকিল ডাকে।	কে ডাকে? – কোকিল	কর্তায় শূন্য
৪১	স্রোতে নৌকাটি উল্টিয়ে দিল।	উল্টানোর কাজটা স্রোত নিজেই করেছে।	কর্তায় ৭মী
৪২	চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।	কে বলছে – পিঁপড়েরা।	কর্তায় শূন্য
৪৩	ধোপায় কাপড় কাচে।	[বাক্যটি কিন্তু 'ধোপাকে কাপড় দাও' নয়] বাক্যে কে কাপড় কাচে? – ধোপা	কর্তায় ৭মী
৪৪	দারা নামে পারস্যে এক রাজা ছিলেন।	সহজ কথায় – দারা পারস্যের রাজা দিলেন। তাই দারা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৪৫	লোকটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।	কে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল? – লোকটা	কর্তায় শূন্য
৪৬	মানুষে একালে বই পড়ে না।	কে বই পড়ে না? – মানুষে	কর্তায় ৭মী
৪৭	বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	কে বনে সুন্দর? – বন্যেরা, আর কে মাতৃক্রোড়ে – শিশুরা	কর্তায় শূন্য
৪৮	বাদল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।	এখানে বাদল সন্ধ্যা যদিও সময় কিন্তু অধিকরণ কারক হবে না। কারণ তা কর্তা হিসেবে ঘনিয়ে বা এগিয়ে এসেছে। অতএব 'বাদল সন্ধ্যা' এখানে কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৪৯	নাগরের নটী চলে অভিসারে।	কে চলে? – নটী।	কর্তায় শূন্য

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

⇨ **সম্বন্ধ পদ:** ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যের অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে সাধারণত র/ এর/ কার ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন- দিব্য এর ভাই কাব্য কাজটি করেছে। এখানে দিব্য এর সাথে কাজটি করার কোন সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক আছে কাব্য এর সাথে। তাই দিব্য এখানে সম্বন্ধ পদ।

⇨ **সম্বোধন পদ:**
সম্বোধন মানে আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন- **হে,** বিধাতা আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দাও। **ওরে,** আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। **সুমন,** এখানে আস।

⇨ ক্রিয়া পদের সাথে সম্পর্ক না থাকায় সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক হয় না।

লিখিত পরীক্ষার খাতায় লেখার কৌশল

☞ লিখিত পরীক্ষার জন্য যে তথ্য আহরণ বা পড়াশোনা করেছেন, তার মূল লক্ষ্য হলো পরীক্ষার খাতায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করে আসা। আর এটি যদি করতে ব্যর্থ হন, তবে সব পরিশ্রম বৃথা যাবে। কারণ, পরীক্ষক আপনার জানার চেয়ে খাতায় কীভাবে উপস্থাপন করেছেন তা দেখে নম্বর দেবেন। ছোটখাটো ভুল হয়তো আপনার স্বপ্নকে ব্যাহত করতে পারে। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করে আসা জরুরি। এ জন্য সতর্ক থাকতে হবে। অনেক তো পড়াশোনা হলো এবং ভালোই তথ্য আছে বা মাথায় নিয়েছেন। এবার সঠিকভাবে তা খাতায় দিয়ে আসতে হবে এবং খাতার অঙ্গসজ্জা ঠিকমতো করতে হবে। তবেই হবে পরিশ্রম শতভাগ সার্থক। এ ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারেন:

০১. খাতায় কালো, নীল এবং ক্ষেত্রবিশেষে পেনসিল ছাড়া আর কোনো কালির দাগ থাকবে না। অনেকে সবুজ, বেগুনি, গোলাপি রং ব্যবহার করেন, যা ঠিক নয়।

০২. খাতাটি পেয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ তথ্যাদি পূরণ করে মার্জিন করে ফেলবেন। অবশ্যই বক্স স্কেলিং নয়। কারণ, এতে লেখার জায়গাটা অনেক ছোট হয়ে আসে। ওপরে ও বাঁ পাশে এক ইঞ্চি রেখে দাগ। এই স্কেলিং করবেন নীল কালি দিয়ে।

০৩. লুজ শিটে সময় না থাকলে মার্জিন করার প্রয়োজন নেই। শুধু ওপরে ও বাঁয়ে ভাঁজ করে নিন।

০৪. লুজ শিট নিলে তার নম্বরটি প্রথমেই মূল খাতার যথাস্থানে পূরণ করে নিন। পরে মনে থাকবে না।

০৫. আপনার জীবনের সর্বোচ্চ গতিতে লিখবেন। লেখা যেদিকে যায় যাক। শুধু বোঝা গেলেই হবে। দ্রুত লিখলে লেখা খারাপ হবে এটাই স্বাভাবিক। চিন্তার কিছু নেই।

০৬. পয়েন্ট, কোটেশন ও রেফারেন্স নীল কালি দিয়ে লিখবেন এবং নীল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেবেন। এতে পরীক্ষক সহজে চোখে দেখবেন। তাঁকে দেখানোই আপনার কাজ।

০৭. সব প্রশ্নের উত্তর করে আসবেন। সময় না থাকলে কম লিখবেন। না পারলে আন্দাজে কিছু একটা লিখবেন।

০৮. চেষ্টা করবেন প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে উত্তর দিতে। এতে খাতা দেখা সহজ হয়। তাই পরীক্ষক খুশি। আর তিনি খুশি হলে নম্বর ভালো আসবে।

০৯. তবে টু দ্য পয়েন্টের উত্তরগুলো আগে দেওয়া ভালো। যেমন ব্যাকরণের উত্তর, চিঠিপত্র, ছোট প্রশ্ন, টীকা। তারপর বর্ণনামূলক লেখা ভালো।

১০. অসম্পূর্ণ উত্তরের ক্ষেত্রে বাংলার বেলায় অ. পৃ. দ্র. এবং ইংরেজির বেলায় To be continued লেখা উত্তম।

১১. নতুন প্রশ্ন নতুন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা ভালো। তবে গুচ্ছ প্রশ্নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

১২. বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়ে চিত্রের প্রয়োজন নেই। এখানে তথ্যের দরকার। এটিই দিন।

১৩. চিঠিপত্র লেখার সময় বাঁ পাশের পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা উত্তম এবং দুই পৃষ্ঠায় শেষ করে দেবেন।

১৪. মার্জিনের বাইরে কোনো লেখা হবে না। প্রশ্নের নম্বর ও কত নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখছেন তাও লেখা যাবে না। এমনকি একটা ফুলস্টপও হবে না। বোঝা গেল নিশ্চয়ই।

১৫. অনাবশ্যকভাবে পৃষ্ঠা ভরবেন না। পৃষ্ঠা গুনে নম্বর হয় না। যা চেয়েছে ও যা জানেন, তা সময়ের সঙ্গে মিল রেখে লিখুন।

১৬. যথাসম্ভব কাটাকাটি করবেন না। এতে খাতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুন্দর জিনিসের দাম সর্বত্রই আছে। তার মানে এই নয়, লেখা বাদ দিয়ে নকশা করবেন। বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

১৭. টীকা লেখার সময় প্রথমে হালকা ভূমিকার মতো থাকবে এবং শেষে একটা সমাপনী থাকবে। মাঝখানে যা জানতে চেয়েছে তা অল্প করে লিখে দেবেন।

১৮. যেসব প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে শব্দ নির্ধারিত থাকবে, তা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। যেমন ইংরেজি রচনা। এ জন্য পরীক্ষার হলে গুনতে বসবেন না। বাসায় এক পৃষ্ঠা দ্রুত লিখে দেখবেন কত শব্দ হয়। সেই সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত সংখ্যাকে ভাগ দিলে পৃষ্ঠা পেয়ে যাবেন। তবে সামান্য বেশি হলে তেমন সমস্যা নেই। যথাসম্ভব কাটাকাটি করবেন না। এতে খাতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুন্দর জিনিসের দাম সর্বত্রই আছে।

১৯. ৫ নম্বরের একটা প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা হতে পারে। এর বেশি অনেক ক্ষেত্রেই সময় পাবেন না।

২০. এক কথায় যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা যত সংক্ষেপে লেখা যায়। এখানে প্যাঁচালেই বিপদ।

২১. ইংরেজি ও বাংলা রচনা শেষে লেখাই উত্তম। কারণ, তা সর্বাধিক নম্বর বহন করে।

২২. শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে যদি নম্বর না থেকে প্যাসেজ থাকে, তবে পুরোটা তুলতে হবে। আর শূন্যস্থান এর নিচে নীল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে, যাতে পরীক্ষকের সহজে চোখে পড়ে।

২৩. লেখার সময় বানান ভুল হচ্ছে কি না মাথায় রাখবেন। যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাবেন। সিনিয়র স্যাররা এতে খুব বিরক্ত হন।

২৪. যেকোনো চিত্র পেনসিল দিয়ে আঁকবেন। ফ্রিহ্যান্ডে আঁকাই উত্তম।

২৫. বর্ণনামূলক প্রশ্নে পারলে ছক দিয়ে তথ্য উপস্থাপন করবেন। ছকটা তৈরি করবেন নীল কালিতে আর লিখবেন কালো কালিতে। এতে পরীক্ষক সহজে বুঝতে পারবেন।

২৬. জেলজাতীয় কালির কলম ব্যবহার না করাই উত্তম। এতে অন্য পৃষ্ঠাও নষ্ট হয়ে যায়।

২৭. ভুলক্রমে যদি কোনো পৃষ্ঠা রেখে পরবর্তী পৃষ্ঠায় লিখে ফেলেন, তবে ফাঁকা পৃষ্ঠায় একটা দাগ টেনে দেবেন।

২৮. প্রতিটি নম্বরের জন্য কত সময় পান, তা আগেই হিসাব করে রাখবেন এবং সেই পরিমাণ সময় তাতে ব্যয় করবেন। যদি বরাদ্দকৃত সময় কিছু বেঁচে যায়, তবে তা পরবর্তী কোনো প্রশ্নে ব্যবহার করতে পারেন।

২৯. সাধারণ গণিতে উত্তর শেষ হলে একটু রিভিশন দেবেন। অনেকেরই প- াস, মাইনাস বা ছোটখাটো ভুল করার অভ্যাস আছে।

☞ একটা কথা মনে রাখবেন, এমন কোনো কাজ খাতায় করে আসবেন না বা এমন কিছু লিখবেন না বা এমন প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করবেন না, যাতে পরীক্ষকের মাথা গরম হয় বা তিনি বিরক্ত হন। কারণ, তিনি খেপে গেলে আপনাকে বিদায় নিতে হতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন এবং পড়াশোনা করুন। আগামী জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া লিখিত পরীক্ষায় আপনি সফল হোন। সবার জন্য শুভকামনা।

ধন্যবাদ সবাইকে।

শাহ মোহাম্মদ সজীব
লেখক: প্রশাসন ক্যাডার (দ্বিতীয় স্থান), ৩৪তম বিসিএস

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? *[৪০তম বিসিএস]* — ০১.খ

ক. বিভক্তি খ. কারক গ. প্রত্যয় ঘ. অনুসর্গ

০২. দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক – বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? *[৪০তম বিসিএস]* — ০২.ক

ক. তৃতীয়া বিভক্তি খ. প্রথমা বিভক্তি
গ. দ্বিতীয়া বিভক্তি ঘ. শূন্য বিভক্তি

০৩. কোনটি অপাদান *[৩৯তম বিসিএস]* — ০৩.খ

ক. জিজ্ঞাসিব জনে জনে খ. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
গ. বনে বাঘ আছে ঘ. গৃহহীনে গৃহ দাও

০৪. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা'–এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৫তম বিসিএস]* — ০৪.ক

ক. কর্মকারকে শূন্য খ. সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে শূন্য ঘ. কর্তৃকারকে শূন্য

০৫. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।'– এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৪তম বিসিএস]* — ০৫.ঘ

ক. কর্তৃকারকে সপ্তমী খ. কর্মকারকে সপ্তমী
গ. অপাদান কারকে তৃতীয়া ঘ. অধিকরণ কারকে সপ্তমী

০৬. অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ আছে কোন বাক্যটিতে? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]* — ০৬.ঘ

ক. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
খ. কাজের পরিচয় ফলে বুঝা যায়
গ. ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই
ঘ. আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস

০৭. নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? *[১২তম বিসিএস (পুলিশ)]* — ০৭.ক

ক. ঘোড়াকে চাবুক মার খ. ডাক্তার ডাক
গ. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে ঘ. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'তিনি বাড়ী নেই'- কোন কারক? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী - পিএসসি)- ২০১৯]* — ০১.ক

ক. অধিকরণে শূন্য খ. অধিকরণে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. কর্মে শূন্য

০২. 'বাবাকে বড্ড ভয় পাই"- এখানে 'বাবাকে' শব্দটি কোন কারক ও বিভক্তি? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-২০১৯]* — ০২.খ

ক. কর্মে ২য়া খ. অপাদানে ২য়া
গ. কর্মে ৪র্থী ঘ. অপাদানে ৫মী

০৩. 'ছেলেরা মাঠে বল খেলে'- এখানে করণ কারক প্রকাশ করে কোনটি? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-২০১৯]* — ০৩.গ

ক. ছেলেরা খ. মাঠে গ. বল ঘ. খেলে

০৪. 'নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যটিতে 'রাস্তা' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (জুনিয়র অফিসার)-২০১৯]* — ০৪.ক

ক. করণে শূন্য খ. কর্মে শূন্য
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. কর্তার শূন্য

০৫. 'গগনে উঠল রবি লোহিত বরণ' চিহ্নিত শব্দের কারক ও বিভক্তি কী? *[জীবন বীমা কর্পোরেশন- ২০১৮]* — ০৫.ক

ক. অধিকরণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী
গ. কর্তৃকারকে ৭মী ঘ. করণে ৭মী

০৬. 'গাছ হতে ফলটি পড়ল'—কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮]* — ০৬.C

A. অপাদানে ৬ষ্ঠী B. করণে ৯মী
C. অপাদানে ৫মী D. কর্মে ২য়া

০৭. 'টাকায় টাকা আনে'—এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮]* — ০৭.B

A. অপাদানে ৭মী B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. করণকারকে ৭মী D. কর্মকারকে ৭মী

০৮. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে'—এই বাক্যে 'বুলবুলিতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]* — ০৮.D

A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অধিকরণে সপ্তমী D. কর্তায় সপ্তমী

০৯. বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। এখানে বাঘে-মহিষে কোন ধরনের কর্তা? *[ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৭]* — ০৯.C

A. প্রযোজ্য B. প্রযোজক
C. ব্যতিহার D. মুখ্য

১০. কারক কত প্রকার? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭]* — ১০.C

A. চার প্রকার B. পাঁচ প্রকার
C. ছয় প্রকার D. সাত প্রকার

১১. 'গাড়ি স্টেশন ছাড়ে' এখানে 'স্টেশন' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা(NSI)-এর সহকারী পরিচালক ২০১৭]* — ১১.C

A. কর্তাকারকে শূন্য B. কর্মকারকে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

১২. 'তিলে তৈল হয়'- 'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়) ২০১৭]* — ১২.B

A. কর্মকারকে ৭মী B. অপাদান কারকে ৭মী
C. করণ কারকে ৭মী D. অধিকরণ কারকে ৭মী

১৩. সামীপ্য অর্থে কোন অধিকরণ হয়? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৩.C

A. অভিব্যাপক B. আধারাধিকরণ
C. ঐকদেশিক D. কালাধিকরণ

১৪. 'আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?'- 'রাঘবে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৪.D

A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

১৫. প্রাতিপদিক কী? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়-২) ২০১৭]* — ১৫.C

A. সাধিত শব্দ B. বিভক্তিযুক্ত শব্দ
C. বিভক্তিহীন নাম শব্দ D. প্রত্যয়যুক্ত শব্দ

১৬. উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ-এখানে 'উদ্যম বিহনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* — ১৬.B

A. কর্তৃকারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. কর্মে ৭মী

১৭. বাবা বাড়ি নেই-বাক্যটিতে 'বাড়ি' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[পোস্ট মাষ্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-এর কার্যালয়ের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬]* — ১৭.C

A. কর্মে শূন্য B. কর্তৃকারকে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. অপাদানে শূন্য

লেখক ও কবি পরিচিতি

মোট গদ্য রচনা ১২টি আর মোট পদ্যও আছে ১২টি। আবার উপন্যাস ও নাটক ১টি করে। এই ২৬টির মোট লেখক ও কবি ২৪ জন। এই ২৪ জন লেখক ও কবির জন্ম, মৃত্যু, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রবন্ধ, পুরস্কার ইত্যাদি মনে রাখা যথেষ্ট কষ্টকর। সত্য কথাটি কি জান .... এই ২৪ জন লেখক ও কবি থেকে C ইউনিটে মাত্র ১টি আর B/D ইউনিটে ১ থেকে সর্বোচ্চ ২টি প্রশ্ন (২৪ জন কবি ও লেখক থেকে ১টি বাংলায় আর সাধারণ জ্ঞানে যে কোনো কবি ও লেখক থেকে সর্বোচ্চ ২টি) আসতে পারে বা আসে। তবে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের বাহির থেকে প্রশ্ন তেমন একটা আসে না। একজন লেখক বা কবি সম্পর্কে শতশত তথ্য জানা তোমার প্রয়োজন নেই। তাই অন্য কোন বই অনুসরণ না করে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে সব তথ্য আছে তা-ই শেখার চেষ্টা করবে। তবে পিতা-মাতার নাম পরিহার করার চেষ্টা করবে। তবে অনেকে বা অনেক শিক্ষক বা অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন লেখকের কাব্য বা উপন্যাস গ্রন্থ কবিতা বা ছন্দ আকারে মুখস্থ করানোর চেষ্টায় থাকে এবং শিক্ষার্থীরা তা করে। কারণ ঝুঁকি তো নেয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের ৫৬ টি কাব্যগ্রন্থ মুখস্থ করে তোমার হয়তো শেখা হবে কিন্তু পরীক্ষায় তো খুব বেশি আসবে না। এক এক জন লেখক বা কবির সর্বোচ্চ ৩/৪টি গ্রন্থের নাম জানা থাকলেই যথেষ্ট। এখানে চিত্র সহকারে উপন্যাস, নাটক, কাব্য ও প্রবন্ধগুলো উপস্থাপিত আছে। আশা করি চিত্রের সাথে মিলিয়ে ভালো করে পড়ে নিবে। বিগত বছরের প্রশ্নগুলো যথাসম্ভব মুখস্থ করে নিবে। সর্বোপরি আল্লাহ ভরসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপাধি	যিনি দিয়েছেন
বিশ্বকবি	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
'স্যার' (নাইটহুড)	ব্রিটিশ সরকার
কবিগুরু	ক্ষিতিমোহন সেন
জীবনশিল্পী	অন্নদাশঙ্কর রায়
গুরুদেব	মহাত্মা গান্ধী
ভারতের মহাকবি	চীনা কবি চি. সি. লিজন
কবি সার্বভৌম	সংস্কৃত কলেজ
পরম গুরু	পুরীর রাজা
ভারত ভাস্কর	ত্রিপুরার রাজা
বাংলা ছোট গল্পের জনক	

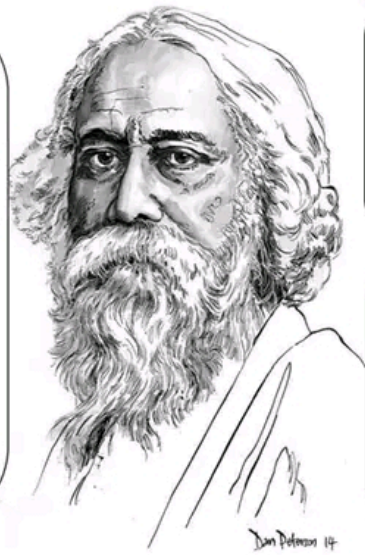

একাধারে ছিলেন

কবি	ঔপন্যাসিক	নাট্যকার
গল্পকার	প্রাবন্ধিক	শিক্ষাবিদ
দার্শনিক	ভাষাবিদ	গীতিকার
সুরকার	গায়ক	অভিনেতা
চিত্রশিল্পী		

ছদ্মনাম

ভানুসিংহ ঠাকুর (ভণিতা)	অকপটচন্দ্র ভাস্কর
আন্নাকালী পাকড়াশী	দিকশূন্য ভট্টাচার্য
নবীনকিশোর শমণিঃ	ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মাঃ
বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীমতী কনিষ্ঠা
শ্রীমতী মধ্যমা	নবীন কিশোর শমন
ভূতনাথ বাবু	

- জন্ম: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)।
- জন্মস্থান: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।
- মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রি. (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।
- মৃত্যুস্থান: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।
- পিতা: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ব্রাহ্ম ধর্মগুরু)।
- মাতা: সারদা দেবী।
- তিনি বাবা-মার ১৪তম সন্তান, অষ্টম পুত্র, তার মোট ১৫ ভাই-বোন ছিল।
- ঠাকুর পরিবারের আসল পদবী: কুশারী।
- তার চৈনিক নাম: চু তেন তান।
- রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস - খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ (খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি)।
- ১৯১৩ সালে ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি.লিট' প্রদান করে।
- ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি.লিট' প্রদান করে।
- ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি.লিট' প্রদান করে।
- তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন - ১৯০৫ সালে।
- তিনি প্রথম এশীয় এবং ভারতীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন - ১৯১৩ সালে।
- ১৯১৫ সালে তৎকালীন ভারত সরকার তাকে 'স্যার বা নাইট' উপাধি প্রদান করে। ১৯১৯ সালে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।
- হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি 'রাখি' উৎসবের প্রচলন করেন।
- রবীন্দ্রযুগ বলা হয় - ১৯০১ - ১৯৪০ সময়কালকে।
- রবীন্দ্রনাথ বাংলায় টি. এস. ইলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ বার ঢাকা আসেন। প্রথমবার ১৮৯৮ সালে এবং দ্বিতীয় বার ১৯২৬ সালে।
- বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যার হাত ধরে বাংলা গীতিকবিতার পুনর্বিকাশ ঘটে তিনি হলেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ক উক্তি হলো - 'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।'

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট ১৩টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে:

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)	রাজর্ষি (১৮৮৭)
চোখের বালি (১৯০৩)	নৌকাডুবি (১৯০৬)
গোরা (১৯১০)	ঘরে বাইরে (১৯১৬)
চতুরঙ্গ (১৯১৬)	যোগাযোগ (১৯২৯)
শেষের কবিতা (১৯২৯)	চার অধ্যায় (১৯৩৪)

☞ **বৌ-ঠাকুরাণীর হাট** (১৮৮৩): এটি তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।

☞ **রাজর্ষি** (১৮৮৭): এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তীতে এ উপন্যাস এর উপর ভিত্তি করে রচিত হয় তার বিখ্যাত নাটক "বিসর্জন"।

☞ **দুই বোন** (১৯৩৩): এই উপন্যাসটিতে ত্রিভুজ প্রেমের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

☞ **চোখের বালি** (১৯০৩): এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক উপন্যাস। উপজীব্য বিষয় - বাঙালি সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র, বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা।

☞ **গোরা** (১৯১০): এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

☞ **ঘরে বাইরে** (১৯১৬): এটি চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য - বৃটিশ ভারতের রাজনীতি।

☞ **শেষের কবিতা** (১৯২৯): এটি রোমান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাস/ কাব্যোপন্যাস। এ উপন্যাসের বিখ্যাত প্রবাদ বা উক্তি হলো - "ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্ট্যাইলটা হলো মুখশ্রী।" উপন্যাসটি শেষ হয়েছে - 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' - এ কবিতা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট ৫৬টি। এর মধ্যে

কবি-কাহিনি (১৮৭৮)	বনফুল (১৮৮০)
কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)	মানসী (১৮৯০)
চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২)	সোনার তরী (১৮৯৪)
চিত্রা (১৮৯৬)	কণিকা (১৮৯৯)
ক্ষণিকা (১৯০০)	খেয়া (১৯০৬)
গীতাঞ্জলি (১৯১০)	বলাকা (১৯১৬)
পূরবী (১৯২৫)	সঞ্চয়িতা (১৯৩১)
পুনশ্চ (১৯৩২)	সেঁজুতি (১৯৩৮)
নবজাতক (১৯৪০)	জন্মদিনে (১৯৪১)

গীতাঞ্জলি (১৯১০)

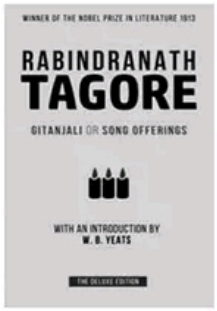

☞ এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

☞ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে।

☞ ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ 'Song offerings' নামে প্রকাশিত হয়।

☞ 'Song offerings' কাব্যগ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর, বুধবার সাহিত্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

☞ 'Song offerings' এর ভূমিকা লেখেন W. B. Yeates।

☞ রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতাঞ্জলি'র ১৫৭টি গান / কবিতা থেকে ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে (Song Offerings) মাত্র ৫৩টি স্থান দিয়েছেন। বাকি ৫০টি বেছে নিয়েছেন গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, কল্পনা, চৈতালি, উৎসর্গ, স্মরণ ও অচলায়তন থেকে। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে তিনি মোট ৯টি গ্রন্থের কবিতা বা গানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

'গীত' সম্পর্কিত নামের ভিন্নতা

গীতাঞ্জলি (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতালি (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতবিতান (গানের সংকলন)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতিগুচ্ছ (কাব্যগ্রন্থ)	সুকান্ত ভট্টাচার্য
গীতিমাল্য (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-কাহিনি (১৮৭৮)

☞ এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

☞ ১৮৭৮ সালেই কবিতাগুলো নিয়ে 'কবি-কাহিনি' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে গ্রন্থকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আরম্ভ হয়।

বনফুল (১৮৮০)

☞ এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। (দ্বিতীয়তম গ্রন্থ)

☞ ১৫ বছর বয়সে কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

সোনার তরী (১৮৯৪)

☞ কাব্যটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

☞ কাব্যটি কবি বাংলাদেশের শিলাইদহে রচনা করেন।

☞ এতে বর্ষাকালীন সময়ের সামাজিক জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

☞ এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা - সোনার তরী, যেতে নাহি দিব, নিরুদ্দেশ যাত্রা, হিং টিং ছট, বৈষ্ণব কবিতা ইত্যাদি।

☞ 'সোনারতরী' কবিতায় 'সোনার' শব্দটি তিনবার এবং 'তরী' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রভাতসংগীত (১৮৮৩)

☞ এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা - নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

☞ কবিতাটির উপলব্ধি ছিল: ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়।

স্মরণ

☞ কাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর স্ত্রী 'মৃণালিনী দেবী'র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লিখিত।

খেয়া (১৯০৬)

☞ গ্রন্থটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয়।

শেষ লেখা (১৯৪১)

☞ এটি কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ বা শেষ গ্রন্থ।

☞ এ কাব্যের নামকরণ তিনি করে যেতে পারেননি।

☞ গ্রন্থটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

নাটক

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম নাটক - 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)।
- যে উপাখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' রচনা করেছিলেন - 'রামায়ণ'।
- রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন - 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের নাটক - 'চিত্রাঙ্গদা'।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্য হলো - 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)।
- রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন - 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে।
- রবীন্দ্রনাথ এর 'বিসর্জন' নাটকটি রচিত - অমিত্রাক্ষর ছন্দে।
- 'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন - সন্ন্যাসীর ভূমিকায়।
- রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন - 'ফাল্গুনী' নাটকে।

চিত্র: রবীন্দ্রনাথের নিজেই অভিনয় করা একটি নাটকের দৃশ্য

ডাকঘর (১৯১২)

- এটি রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক।

বসন্ত (১৯২৩)

- রবীন্দ্রনাথ নাটকটি উৎসর্গ করেন কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দেশ্যে। উৎসর্গ পত্রে তিনি কাজী নজরুলকে কবি বলে অভিহিত করেন। নজরুলকে নাটকটি উৎসর্গ করার কারণ - বাংলার জীবনে নজরুলও বসন্ত তথা যৌবন এনেছিলেন।
- নাটকের বিষয়বস্তু - বসন্তের আগমন ও বিদায়।

তাসের দেশ (১৯৩৩)

- নাটকটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয়।

রক্তকরবী (১৯২৬)

- এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাংকেতিক নাটক।

কালের যাত্রা

- নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

প্রহসন

গোড়ায় গলদ	বৈকুণ্ঠের খাতা	মায়ার খেলা
হাস্যকৌতুক	চিরকুমার সভা (এটি কৌতুকমূলক নাটক)	

ছোটগল্প

- বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার হলেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জনক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- চলিত ভাষায় রচিত প্রথম গল্প - 'পয়লা নম্বর'।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প - 'ভিখারিণী' (১৮৭৪)। শেষ গল্প - 'মুসলমানীর গল্প'।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প - 'দেনা-পাওনা'।
- রবীন্দ্রনাথের সর্বমোট ছোটগল্পের সংখ্যা - ১১৯টি।
- ত্রিশ বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা শুরু করেন।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংগ্রহের নাম - 'ছোটগল্প' (১৮৯৩)।
- রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলনের নাম - গল্পগুচ্ছ ও গল্পসল্প।

সমাপ্তি

- 'মৃন্ময়ী' হলেন এই গল্পের নায়িকা।
- উল্লেখযোগ্য উক্তি হলো - 'শিশু রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।'

নষ্টনীড়

- এ গল্পের চরিত্র - চারু, অমল।

একরাত্রি

- এ গল্পের নায়িকা হলেন - সুরবালা।

শেষকথা

- এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপর্বে আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত বুদ্ধিদীপ্ত ছোটগল্প।

ল্যাবরেটরী

- এটি রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচিত ছোটগল্প।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - মোহিনী, নন্দ কিশোর।

শাস্তি

- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - দুখিরাম, রাধা, ছিদাম, চন্দরা।

সামাজিক গল্প

ভিখারিণী

- এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত ছোটগল্প।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - কমলদেবী, অমরসিংহ।

হৈমন্তী

- হৈমন্তী গল্পে যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে।
- প্রথম প্রকাশ- মাসিক পত্র 'সবুজপত্র' (১৯১৪)।
- **চরিত্রসমূহ:**
  প্রধান চরিত্র - হৈমন্তী (শিশির)।
  গৌরীশংকর - হৈমন্তীর বাবা (অপুর শ্বশুর)।
  অপু - হৈমন্তীর বর/জামাই (বর্ণনাকারী চরিত্র)।
  নারানী - অপুর ছোট বোন; হৈমন্তীর প্রকৃত ভক্ত।
  বনমালী - গৌরীশংকরের বন্ধু, হৈমন্তী ও অপুর বিয়ের ঘটক।

দেনা-পাওনা

- এটি রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সার্থক ছোটগল্প।

কাবুলীওয়ালা

- এই গল্পে মুসলমান চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - রহমত, খুকী।
- এ গল্পের বিখ্যাত উক্তি - 'কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।'

পোস্টমাস্টার

- এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলো - রতন।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - রাইচরণ।

ছুটি

☞ গল্পটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো - ফটিক।

☞ মূলভাব: এই গল্পের মূলভাব হলো, বয়ঃসন্ধিকাল বা ১৩-১৪ বছর বয়সের সংবেদনশীলতা/ স্পর্শকাতরতা।

☞ এ গল্পের বিখ্যাত উক্তি - 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?'

দিদি

☞ উল্লেখযোগ্য চরিত্র - শশীমুখী।

মেঘ ও রৌদ্র

☞ উল্লেখযোগ্য চরিত্র - শশিভূষণ।

অতি প্রাকৃত গল্প

জীবিত ও মৃত

☞ প্রধান চরিত্র - কাদম্বিনী।

☞ গল্পটির বিখ্যাত উক্তি - 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'

মধ্যবর্তিনী

☞ উল্লেখযোগ্য চরিত্র - হরসুন্দরী, শৈলবালা।

রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলন

তিন সঙ্গী সে গল্পসল্প

গল্পগুচ্ছ (এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত মোট ৭০টি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের গল্পের সংকলন গ্রন্থ।)

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ

ভ্রমণকাহিনি

☞ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১); এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভ্রমণকাহিনি।

☞ অন্যান্য ভ্রমণকাহিনি:

জাপান-যাত্রী জাভা-যাত্রীর পত্র পারস্যে
পথের সঞ্চয় রাশিয়ার চিঠি

আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধ

☞ জীবনস্মৃতি (১৯১২)
এখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

☞ অন্যান্য আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধ:

ছেলে বেলা (১৯৪০) আত্মপরিচয় (১৯৪৩) চরিত্রপূজা (১৯০৭)

ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ

☞ শব্দতত্ত্ব (১৯০৯)

☞ বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

কালান্তর

☞ কালান্তর রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন।

সভ্যতার সংকট (১৯৪১)

☞ এটি রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ।

☞ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা জন্মদিনের অভিভাষণ।

☞ এ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।"

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ

☞ বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)
জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ।

☞ পঞ্চভূত (রম্যমূলক প্রবন্ধ)

☞ মালিনী (কাব্যনাট্য)।

অন্যান্য প্রবন্ধ

☞ স্বদেশ (১৯০৮)
এটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংকলন।

☞ শিক্ষা (১৯০৮)

☞ ছন্দ (১৯৩৬)

সম্পাদিত পত্রিকা

সাধনা (১৮৯৪) ভাণ্ডার (১৯০৫) ভারতী (১৮৯৮)
তত্ত্ববোধিনী (১৯১১) বঙ্গদর্শন (১৯০১)

ছিন্নপত্র

☞ ছিন্নপত্র হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পত্র সাহিত্য।

☞ অধিকাংশ পত্র লিখেছেন- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে (প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী)।

☞ **রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ:**

গ্রন্থের নাম	প্রকাশ	গ্রন্থের ধরন	যাকে উৎসর্গ করেন
বসন্ত	১৯২৩	গীতিনাট্য	কাজী নজরুল ইসলামকে
পূরবী	১৯২৫	কাব্যগ্রন্থ	আর্জেন্টিনার কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে
খেয়া	১৯০৬	কাব্যগ্রন্থ	বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে
আকাশ প্রদীপ	১৯৩৯	কাব্যগ্রন্থ	সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে
কালের যাত্রা	১৯৩২	নাটক	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে
তাসের ঘর	১৯৩৩	নাটক	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে
বৌঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩	উপন্যাস	জ্যেষ্ঠ ভগ্নি সৌদামিনী দেবীকে

কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবি ও জাতীয় কবি

- বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী কবি'।
- আধুনিক বাংলা গানের জগতে নজরুল পরিচিত - 'বুলবুল' নামে।
- ২০০৪ সালের বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান – তৃতীয়।

উপাধি

বিদ্রোহী কবি
বাংলাদেশের জাতীয় কবি

ছদ্মনাম

ধূমকেতু | কহনল মিশ্র | রূপকার
বুলবুল

ডাক নাম

দুখু মিয়া | নূরু | নজর আলী
তারা ক্ষেপা | হৈ হৈ কাজী | ব্যাঙ্গাচি

নজরুল একাধারে ছিলেন

কবি	ঔপন্যাসিক	গীতিকার
সুরকার	নাট্যকার	সম্পাদক

- **জন্ম:** ২৫ মে, ১৮৯৯ খ্রি. (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- **পিতা:** কাজী ফকির আহমদ। তিনি ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম।
- **মাতা:** জাহেদা খাতুন।
- **পিতামহ:** কাজী আমিনউল্লাহ।
- নজরুল ছিলেন মা-বাবার ষষ্ঠ সন্তান।

- **মৃত্যু:** ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রি. (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ৭৭ বছর বয়সে)।
- **সমাধি:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ।
- **মৃত্যুস্থান:** ঢাকা, বাংলাদেশ।
- **মৃত্যুর কারণ:** পিক্স ডিজিজ নামক মস্তিষ্ক রোগ (১৯৪২)।
- বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন ৪৩ বছর বয়সে।

নজরুল তার একটি গানে লিখেছেন, "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই / যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই":- কবির এই ইচ্ছার বিষয়টি বিবেচনা করে কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী তার সমাধি রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয় - দুই দিনের এবং ভারতের আইনসভায় কবির সম্মানে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

- তিনি মোট ঢাকায় আসেন ১৩ বার।
- প্রথম আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে।
- নজরুলকে ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আনা হয় - ২৪ মে, ১৯৭২ সালে।
- নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয় - ১৯৭২ সালের ২৩ মে।
  সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনও দেওয়া হয়নি।
- নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬।
- জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব: ব্রিটিশ ভারতীয় (১৮৯৯-১৯৪৭), ভারতীয় (১৯৪৭-৭২)। বাংলাদেশী (১৯৭২-৭৬)।

ছবি: ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের সরকারি আদেশের প্রতিলিপি

সম্পাদিত পত্রিকা

- কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯১০ সালের ১২ জুলাই 'নবযুগ' সান্ধ্য পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

- ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট তিনি 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটি সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হত (অর্ধসাপ্তাহিক)।
  পত্রিকার প্রথম পাতার শীর্ষে বাণী লেখা থাকত:
  'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
  আয় চলে আয়রে ধূমকেতু আঁধারে বাঁধ
  অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।'
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ করে উক্ত বাণী লিখেছিলেন
- এ পত্রিকায় সম্পাদকের পরিবর্তে নজরুলের নাম ছাপা হত 'সারথি' হিসেবে।
- ধূমকেতুর ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তার কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশের পর উক্ত সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়।

- লাঙ্গল (১৯২৫) এর প্রধান পরিচালক ছিলেন - নজরুল।
- এক সময় পত্রিকায় নজরুলের নাম ছাপা হত – 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে।

পুরস্কার, পদক ও উপাধি

পুরস্কার:

☞ স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)।

উপাধি:

☞ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬৯ সালে ডি-লিট ডিগ্রি লাভ।

☞ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট ডিগ্রি লাভ।

পদক:

☞ একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক।

☞ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক: ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক।

☞ 'পদ্মভূষণ পদক' : ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক।

উৎসর্গকৃত

গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে
সঞ্চিতা	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অগ্নিবীণা	কাব্যগ্রন্থ	ব্রিটিশবিরোধী বাঙালি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
বাঁধনহারা	উপন্যাস	সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার

☞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলের বন্দী অবস্থায় উৎসর্গ করেন।

বাজেয়াপ্তকারী

গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	বাজেয়াপ্তকারী
বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	ব্রিটিশ সরকার
ভাঙ্গার গান	কাব্যগ্রন্থ	ব্রিটিশ সরকার
প্রলয় শিখা	কাব্যগ্রন্থ	৬ মাসের জেল
চন্দ্রবিন্দু	সংগীতগ্রন্থ	৬ মাসের জেল
যুগবাণী	প্রবন্ধগ্রন্থ	ব্রিটিশ সরকার
আনন্দময়ীর আগমনে	কবিতা	১ বছরের কারাদণ্ড
বিদ্রোহীর কৈফিয়ত	কবিতা	ব্রিটিশ সরকার

:: নজরুলের যা কিছু প্রথম ::

০১. প্রথম গল্প - বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী (১৯১৯)
০২. প্রথম কবিতা - মুক্তি (১৯১৯)
০৩. প্রথম গ্রন্থ: ব্যথার দান (১৯২২) উৎসর্গ - নার্গিসকে। যদি ও তাতে তার নাম লেখা হয়নি। উৎসর্গ লিপিতে লেখা হয় - (মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করেনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।)
০৪. প্রথম নাটক - ঝিলিমিলি (১৯৩০)
০৫. প্রথম ছোটদের নাটক - পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩)
০৬. প্রথম কাব্যানুবাদ - রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০)
০৭. প্রথম রেকর্ডকৃত নজরুল সঙ্গীত - জাতের নামে বজ্জাতি সব (১৯২৫)
০৮. প্রথম রেকর্ডকৃত ইসলামী সঙ্গীত - ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
০৯. প্রথম সৃষ্ট রাগ - বেণুকা
১০. প্রথম পত্রিকায় কাজ - নবযুগ (১৯২০)
১১. প্রথম চলচ্চিত্র কাহিনী - বিদ্যাপতি (১৯৩৮)
১২. প্রথম ভাষণ - বুলবুল সোসাইটি, চট্টগ্রাম (১৯২৯)
১৩. প্রথম সংবর্ধনা - কবির কারা মুক্তির পর (মেদিনীপুর) (১৯২৩)
১৪. প্রথম উপন্যাস -বাঁধনহারা (১৯২৭)
১৫. প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ - অগ্নিবীণা (১৯২২)
১৬. প্রথম প্রবন্ধ - তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯)
১৭. প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ - যুগবাণী (১৯২২)

সাহিত্যকর্ম

☞ বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী (১৯১৯) কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা (গল্প)। এটি 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি গল্প।

কাব্যগ্রন্থ

অগ্নিবীণা

☞ প্রকাশিত হয় – অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে।
☞ এটি নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
☞ এ কাব্যের প্রথম কবিতা - প্রলয়োল্লাস।
☞ 'বিদ্রোহী' এ কাব্যের দ্বিতীয় ও প্রধান কবিতা, যা ১৯২২ সালের সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
☞ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে লিখিত।

সঞ্চিতা (১৯২৮)

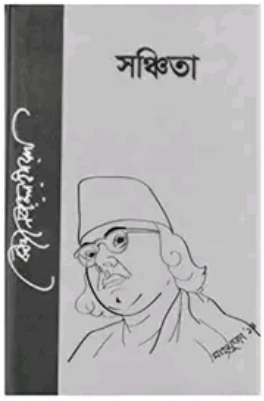

☞ প্রকাশকাল - ১৯২৮ খ্রি.
☞ সঞ্চিতা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সংকলন।
☞ কবি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুর দুঃশাসনে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের জয়গান গেয়েছেন সঞ্চিতার সকল লেখায়।
☞ এই গ্রন্থে ৭৯ কবিতা ও ১৭টি গান আছে।
☞ কবি নজরুল গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
☞ গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে: "বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু"।
☞ এর মধ্যে - 'বিদ্রোহী', 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'জীবন-বন্দনা' 'খুঁকি ও কাঠবেড়ালী', 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি প্রধান।
☞ জীবিতবস্থায় নজরুল এগুলোকেই তার শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি বলে অনুমোদন করে গেছেন।

দোলন-চাঁপা (১৯২৩)	বিষের বাঁশি (১৯২৪)
ভাঙ্গার গান (১৯২৪)	ছায়ানট (১৯২৪)
পুবের হাওয়া (১৯২৫)	চিত্তনামা (১৯২৫)
সাম্যবাদী (১৯২৫)	সর্বহারা (১৯২৬)
সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৮)	জিঞ্জির (১৯২৮)
সন্ধ্যা (১৯২৯)	চক্রবাক (১৯২৯)
প্রলয় শিখা (১৯৩০)	চিত্তনামা (১৯২৫)

- **মরু ভাস্কর:** গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী নিয়ে রচিত।
- **কিশোর কাব্য:** ১. ঝিঙেফুল ২. সাতভাই চম্পা
- **ঝিঙেফুল (১৯২৬):** কাজী নজরুল ইসলামের ছোটদের জন্য রচিত কবিতার বই। বইটি কবি উৎসর্গ করেন 'বীর বাদলকে'।
- **সাতভাই চম্পা (১৯৩১):** এটি একটি শিশুতোষ কাব্য।
- **নতুন চাঁদ (১৯৪৫):** এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ।
- **ঝড় (১৯৬০):** এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ।
- **ইসলামী কবিতা (১৯৮২):** নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা।

উপন্যাস

বাঁধনহারা (১৯২৭)

- বাঁধন হারা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি পত্রোপন্যাস।
- এটি নজরুল রচিত প্রথম উপন্যাস।
  করাচিতে থাকাকালীন তিনি 'বাঁধনহারা' উপন্যাস রচনা শুরু করেন।

মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩১)

- এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।
- ময়মনসিংহের ত্রিশাল অঞ্চলের ক্ষুধা-পীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

কুহেলিকা (১৯৩১)

- এ উপন্যাসটি সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে রচিত।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি সশস্ত্র বিপ্লবের উপর লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস (প্রথমটি শরৎচন্দ্রের পথের দাবী)।

ছোটগল্প

ব্যথার দান (১৯২২)

- এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ।
- মোট ৬টি গল্প এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- গল্পগুলো হলো - ব্যথার দান, হেনা, অতৃপ্ত কামনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি।

রিক্তের বেদন (১৯২৪)

- এটি নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ।
- মোট ৮টি গল্প এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি এই গ্রন্থের অন্তর্গত একটি গল্প। এটি কবির প্রথম প্রকাশিত লেখা।

শিউলিমালা (১৯৩১)

- এ গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত গল্প - পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা।

নাটক

ঝিলিমিলি (১৯৩০)

- এটি নজরুলের প্রথম নাটক।
- তিনটি ছোট নাটকের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
- নাটক তিনটি হলো - ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী।

- **অন্যান্য নাটক:**
  পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩) আলেয়া (১৯৩১) ঝড় (১৯৬০)
  মধুমালা (১৯৬০) পিলে পটকা

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের নাম	তথ্য
ধূপছায়া	১৯৩১ সালে নির্মিত নজরুল পরিচালিত চলচ্চিত্র। প্রথম বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকার কাজী নজরুল ইসলাম।
নজরুল	এটি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত একটি চলচ্চিত্র। নজরুল চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন ফিলিপ স্পারেল।
ধ্রুব	চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৩৪ সালে। তিনি পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। তিনি এই চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

যুগবাণী (১৯২২)

- এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ।
- প্রকাশের পরপরই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।
- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়।
- **অন্যান্য প্রবন্ধ:**
  রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩) দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)
  রুদ্র মঙ্গল

অনুবাদ

দিওয়ানে হাফিজ (১৯৩০) কাব্যে আমপারা (১৯৩৩)
মক্তব সাহিত্য (১৯৩৫) রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম

সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ

বুলবুল সন্ধ্যা চোখের চাতক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- সাহিত্য সম্রাট, বাংলার স্কট।
- প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের জনক।
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্যরীতির জনক।
- প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক।
- **ছদ্মনাম:** কমলাকান্ত, রামচন্দ্র।

উপাধি

সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, বাংলার স্কট, সি.আই.ই. ও রায়বাহাদুর (১৮৯১ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক)।

- হিন্দু ধর্মানুরাগিদের কাছ থেকে 'ঋষি' উপাধি লাভ করেন।
- তিনি ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক।
- সামাজিক সমস্যার আলোকে রচিত তাঁর উপন্যাস - বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল।
- বঙ্কিমচন্দ্র রচিত মনস্তত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস - রজনী।
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস - রাজসিংহ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস - আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী।
- বঙ্কিমচন্দ্র যে গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন - সাম্য (প্রবন্ধ)।
- বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন - 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস।

জন্ম: ২৬ জুন, ১৮৩৮ খ্রি. ১৩ আষাঢ়, ১২৪৫।
জন্মস্থান: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে।
আদিনিবাস: হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে।
তাঁর বাবা হলেন - যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
তাঁর ভাই হলেন - বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
তিনি ছিলেন মা - বাবার তৃতীয় সন্তান।
দাম্পত্যসঙ্গী: রাজলক্ষ্মীদেবী।
মৃত্যু: ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তার বহুমূত্র রোগ বেশ বেড়ে যায়। এই রোগেই অবশেষে তার মৃত্যু হয়, এপ্রিল ৮, ১৮৯৪ (বাংলা ২৬ চৈত্র ১৩০০ সাল)।

শিক্ষাজীবন

- পাঁচ বছর বয়সে কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়।
- ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এ বছরেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন।
- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জনকারী।
- যে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

সাহিত্যকর্ম: উপন্যাস

বঙ্কিমের বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি + ইংরেজি ভাষায় ১টি = ১৫টি।

Rajmohon's Wife (১৮৬২)

- এটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম উপন্যাস।
- এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত।
- এটি ১৮৬৪ সালে 'Indian Field' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)

- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।
- ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।
- 'দুর্গেশনন্দিনী' শব্দের অর্থ- দুর্গ প্রধানের কন্যা।
- এর বিষয়বস্তু হলো- উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোগল ও পাঠানদের সংগ্রাম।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - বিমলা, আয়েশা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা।
- কোনো কোনো সমালোচক এই উপন্যাসে ওয়াল্টার স্কটের 'আইভানহো' উপন্যাসের ছায়া লক্ষ্য করেছেন।

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)

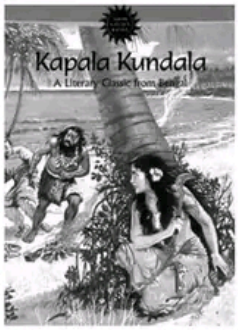

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস।
- বাংলা সাহিত্যের একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস।
- এ উপন্যাসের নায়ক চরিত্র নবকুমার।
- এই উপন্যাসের আরো দুটি চরিত্র হলো - মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা।
- এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দেন - গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

বিখ্যাত উক্তি

- 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' নায়িকা কপালকুণ্ডলা নায়ক নবকুমারকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তিটি করেছিল। এখানে পথিক হলো নবকুমার। এটি সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ।

অন্যান্য সংলাপ

- তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
- প্রদীপ নিভিয়া গেল!
- 'অপার সমুদ্রে চলাচল অনেকটা ঈশ্বর সাপেক্ষ, ফলে তা পণ্ডিতের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, নাবিক তো নিতান্তই মূর্খ।' (কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার)।
- আমি অবিশ্বাসী নহি। (কপালকুণ্ডলা)

মৃণালিনী (১৮৬৯)

- এটি বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস।
- এই উপন্যাসেই প্রথম স্বদেশপ্রেমকে বিষয়বস্তু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।
- এটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর বন্ধু তথা বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - মৃণালিনী, হেমচন্দ্র, পশুপতি, মনোরমা।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)

- এটি সামাজিক উপন্যাস।
- এর বিষয়বস্তু হলো - সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু সমাজের দুটি প্রধান সমস্যা বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা।
- এই উপন্যাসের নায়িকা বিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্যার ছায়া অবলম্বনে রচিত।
- ১৮৮৪ সালে মিরিয়ম এস. নাইট 'The Poison Tree' নামে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

রজনী (১৮৭৭)

- এটি সামাজিক উপন্যাস।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো - প্রধান নাম ভূমিকায় রজনীই মুখ্য বিষয়। এছাড়া শচীন্দ্রনাথ, লবঙ্গলতা, অমরনাথ রামসদয় মিত্র, হীরালাল, গোপাল বসু, চাঁপা, রাজচন্দ্র দাস প্রমুখ।
- এটি ইংরেজ ঔপন্যাসিক এ. বুলার লিটন রচিত 'The last days of pompeii' অবলম্বনে রচিত।

কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

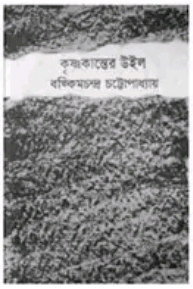

- এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।
- রোহিণী, ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - গোবিন্দলাল, রোহিণী, ভ্রমর।
- বঙ্কিম রচনায় শ্রেষ্ঠ বিধবা চরিত্র রোহিণী।
- উপন্যাসের নায়িকা রোহিণী স্বীয় ব্যর্থ জীবনের হাহাকারের জন্য আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)

- উপন্যাসটি ১৮৭৫ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- এটি একটি রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস
- এ উপন্যাসের প্রধান কাহিনি হলো প্রতাপ সিংহ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এবং সেই প্রেমের করুণ পরিণতি।
- উপন্যাসটি ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম-এর পটভূমিকায় রচিত।
- আরো চরিত্র: চন্দ্রশেখর, মীর কাসিম, দলনী বেগম।

ইন্দিরা (১৮৭৩)

- এটি ১৮৭৩ সালে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ছোটগল্প আকারে প্রকাশিত হয়।

রাজসিংহ (১৮৮২)

- এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।
- এটি নায়িকা প্রধান উপন্যাস।
- প্রধান চরিত্র জেবুন্নেসা।
- বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র রাজসিংহকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন।
- এ উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি হলো "কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না।"

যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)

- প্রাচীন পটভূমিকায় একটি প্রেমকাহিনিমূলক উপন্যাস।
- বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছেন উপকথা।

রাধারানী (১৮৭৫)

- ত্রয়ী সম্পর্কিত তথ্য মিল – অমিল

ত্রয়ী উপন্যাস	১. আনন্দমঠ ২. দেবী চৌধুরাণী ৩. সীতারাম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	১. ধাত্রীদেবতা ২. গণদেবতা ৩. পঞ্চগ্রাম	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রয়ী মহাকাব্য	১. রৈবতক ২. কুরুক্ষেত্র ৩. প্রভাস	নবীনচন্দ্র সেন

প্রবন্ধ

কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)

- এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রম্যরচনা।
- এটি ডিকুইনসির 'Confession of an English opium Eater' অবলম্বনে রচিত।
- এই গ্রন্থে আফিঙখোর ব্রাহ্মণ কমলাকান্তের জবানিতে লেখক তথ্য ও যুক্তিবিনির্ভর সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।
- গ্রন্থটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করা হয়।
- এ গ্রন্থে 'বিড়াল' নামে ব্যঙ্গধর্মী লেখা আছে।

- **সাম্য** (১৮৭৯): এই গ্রন্থটি তিনি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।
- **লোকরহস্য** (১৮৭৪): এটি ব্যঙ্গাত্মক ও সরস জাতীয় রচনা।
- **বিজ্ঞানরহস্য:** এটি তার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।
- **কৃষ্ণচরিত্র** (১৮৮৬): এটি তার শাস্ত্র বা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ।
- **ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন** (১৮৮৮): প্রথমে এর নাম ছিল অনুশীলন। পরে লেখক নিজেই এর নাম বদল করেছেন। এটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ।
- **বিবিধ সমালোচনা** (১৮৭৬): এটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ
মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ
বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত
বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা

তিনি ছিলেন একজন

বাঙালি চিন্তাবিদ	প্রাবন্ধিক
ঔপন্যাসিক	সাহিত্যিক
সমাজ সংস্কারক	সমাজকর্মী

- তার লেখার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করা।
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি নারী শিক্ষার জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল (১৯১১, কলকাতা) প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদী।
- তিনি কলকাতায় গমন করেন - ১৯১০ সালে।

- তিনি মিসেস আর এস হোসেন নামে লিখতেন।
- তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায়।
- তার নামানুসারে ঢাবি, একটি হলের নামকরণ করা হয় রোকেয়া ছাত্রীনিবাস।
- তাঁর লেখাগুলো প্রকাশিত হত - নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী পত্রিকায়।
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলার 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' জরিপে ষষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

জন্ম: ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রি.। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রাম।
মৃত্যু: ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রি. (কলকাতায়)
প্রকৃত নাম: রোকেয়া খাতুন।
বৈবাহিকসূত্রে নাম: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
পিতার নাম: জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের।
স্বামীর নাম: সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: স্বশিক্ষিত।

চিত্র: স্বামীর সাথে বেগম রোকেয়া

- বেগম রোকেয়ার জন্ম-মৃত্যু একই তারিখ ৯ ডিসেম্বর।
- আর প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর 'রোকেয়া দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।
- বিশিষ্ট নারীদের অনন্য অর্জনের জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করে।

চিত্র: বেগম রোকেয়ার সমাধি, পাণিহাটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রঙ্গন, সোদপুর, কলকাতা।

সাহিত্যকর্ম

- ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামক একটি গল্প লিখে বাংলা সাহিত্য জগতে বেগম রোকেয়া তাঁর পথচলা শুরু করেন। এটি কলকাতার 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ গ্রন্থ

মতিচুর

- এটি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- প্রথম খণ্ড (১৯০৪) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২)।

অর্ধাঙ্গী

- মূল উপজীব্য - নারী জাগরণের পক্ষে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত।
- এ প্রবন্ধে কালী, সীতা ও শীতলা দেবীর নাম উল্লেখ আছে।

জাগো গো ভগিনী

- প্রবন্ধটির মূল উপজীব্য হলো - নারী শিক্ষা।

অবরোধবাসিনী (১৯৩১)

- বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিবেচিত।
- উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারে পর্দার নামে অবরোধের অমানবিক ঘটনার মোট ৪৭ ঘটনাকে অনুগল্প আকারে লেখে বইটি তৈরি করা হয়েছে। ঘটনাগুলো সব বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া।
- এই লেখাগুলো কলকাতার 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার মহিলা পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- এ বইয়ের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া গল্পাকারে পর্দা প্রথার দরুন নারীদের দুর্ভোগ সবার কাছে উপস্থাপন করেছেন। তাই এটি একটি পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক রচনা।

- প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:
  চাষার দুক্ষু, এন্ডিশিল্প, লুকানো রতন ইত্যাদি।

- তাঁর কিছু ব্যঙ্গধর্মী রচনা হলো:
  পরী-ঢিবি, তিনকুড়ে, বিয়েপাগলা বুড়ো ইত্যাদি।

উপন্যাস

পদ্মরাগ (১৯২৪)

☞ উপন্যাসটি রোকেয়ার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিমকে উৎসর্গ করা হয়।

Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন)

☞ সুলতানার স্বপ্ন বেগম রোকেয়া রচিত একটি উপন্যাসিকা।

☞ এটি মাদ্রাজের 'The Indian Ladies Magazine' থেকে (১৯০৮ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বাংলায় অনূদিত হয়।

☞ সুলতানার স্বপ্ন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী নারীবাদী কল্পকাহিনীর একটি আদিতম উদাহরণ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

☞ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

☞ তিনি ছিলেন মূলত ঔপন্যাসিক।

☞ বিভূতিভূষণের উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে - প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের জীবন।

☞ তিনি তার রচনায় অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ধারণ করেছেন - প্রকৃতি ও মানব জীবনকে।

☞ শরৎচন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

☞ তিনি ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

☞ তার বিখ্যাত গল্প - পুঁইমাচা।

চরিত্র - ক্ষেন্তি

☞ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস - 'পথের পাঁচালী'।

☞ 'অপু ও দুর্গা' অনবদ্য চরিত্রের স্রষ্টা - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

☞ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে - একটি শিল্প চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়।

☞ 'পথের পাঁচালী' অনূদিত হয়েছে - ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।

☞ পথের পাঁচালীর দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয় - 'অপরাজিত' উপন্যাসকে।

☞ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শেষ উপন্যাস - ইছামতী। এটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে।

☞ তার 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে - ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি।*

☞ 'দেবযান' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে - প্রেততত্ত্ব ও পারলৌকিক তত্ত্বের ভিত্তিতে।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

পথের পাঁচালী (১৯২৯)

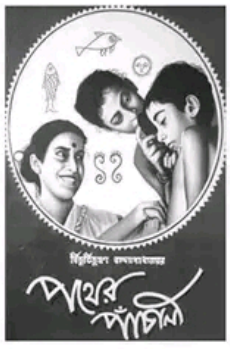

☞ এটি তাঁর রচিত প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা।

☞ এ উপন্যাসে একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

☞ এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

☞ উপন্যাসে বিভূতিভূষণের অনবদ্য দুটি চরিত্র হলো - অপু ও দুর্গা।

☞ বাংলার গ্রামে দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা নিয়েই বিখ্যাত এই উপন্যাস।

☞ এই উপন্যাসের ছোটদের জন্য সংস্করনটির নাম 'আম আঁটির ভেঁপু'।

☞ এ উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা:
১. বল্লালী - বালাই
২. আম আটির ভেঁপু
৩. অক্রুর সংবাদ

☞ অপু চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণের অপরাজিত (১৯৩১) উপন্যাস রচিত হয়।

☞ এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়।

☞ বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসটি অবলম্বনে পথের পাঁচালী (চলচ্চিত্র) নির্মান করেন যা পৃথিবী-বিখ্যাত হয়।

অপরাজিত (১৯৩১)

- এটি পথের পাঁচালী উপন্যাসের পরের অংশ।
- এখানে অপুর বড়বেলার কথা বলা হয়েছে।
- এ উপন্যাস নিয়ে নির্মিত সিনেমার নাম 'অপুর পাঁচালী'।

অশনিসংকেত

- উপন্যাসটি দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা।
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন - ঋত্বিক ঘটক *(প্রেক্ষাপট ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ)*।

ইছামতী (১৯৪৯)

- এটি তার শেষ উপন্যাস।
- এ উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান।
- 'ইছামতী' উপন্যাসের উপজীব্য - ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা।

আরণ্যক (১৯৩৯)

- আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক।
- 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে - অরণ্যচারী মানুষের জীবন।

- **ভ্রমণ কাহিনি:** অভিযাত্রিক (১৯৪০)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও লেখক ছিলেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখনীতে মুক্তবুদ্ধি, মননশীলতা, মানবতার ছাপ পাওয়া যায়। তার লেখায় প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি ১৯০৩ সালে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সহকারী শিক্ষক: ইউসুফ হাই স্কুল, কুমিল্লা; প্রভাষক: ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা এবং অধ্যাপক: বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ। তিনি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সহযোগী। এছাড়াও তিনি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রবন্ধ গ্রন্থ

- সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮)। *তাঁর গ্রন্থ 'সংস্কৃতির কথা' বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য এক বিশিষ্ট সংযোজন।*

অনুবাদ গ্রন্থ

- 'সভ্যতা' (১৯৬৫) - *(ক্লাইভ বেলের 'সিভিলাইজেশন' গ্রন্থের অনুবাদ)*
- 'সুখ' (১৯৬৮) - *(বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' গ্রন্থের অনুবাদ)*

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

- "রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ।"
- "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।"

আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)

আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম ডা. এ. টি. মোয়াজ্জম এবং মাতার নাম সৈয়দা খাতুন পেশাজীবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। ২০১৮ সালের ১৯ জুন বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। আনিসুজ্জামান ২০২০ সালের ১৪ মে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম			
গবেষণা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য	মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র	স্বরূপের সন্ধানে
	আঠারো শতকের চিঠি	পুরনো বাংলা গদ্য	বাঙালি নারী
অন্যান্য সাহিত্য কর্ম	সাহিত্যে ও সমাজে	বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য	বিপুলা পৃথিবী
	ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য	সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক	কাল নিরবধি
	চেনা মানুষের মুখ	আমার একাত্তর	
বিশেষ কৃতিত্ব	উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন।		
পদক ও পুরস্কার	সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য তিনি 'একুশে পদক', বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কারসহ কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।		

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক।
- জন্মপত্রিকায় তার নাম রাখা হয়েছিল - অধরচন্দ্র।
- তার পিতার দেওয়া নাম / আসল নাম ছিল - প্রবোধকুমার বন্দোপাধ্যায়।
- আর ডাকনাম মানিক।
- প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে তার নাম - মানিক বন্দোপাধ্যায়।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মূহুর্তে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্যজগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।
- তার রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি।
- ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে।
- জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশত ছোটগল্প।
- কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে বি. এস. সি অধ্যয়নকালে "অতসী মামী" নামে একটি গল্প রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন।

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ১৯ মে বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তার পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে।
- ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

জননী (১৯৩৫)

- এটি তার প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
- এটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।
- এর উপজীব্য বিষয় - নারীর জননী জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- শ্যামা নামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূর জননী সত্ত্বার বহুবিধ আত্মপ্রকাশ এই উপন্যাসের উপজীব্য।

জননী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, যদিও রচনাকালের হিসেবে দ্বিতীয়। যে-উপন্যাসটি তিনি সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন - দিবারাত্রির কাব্য, গ্রন্থাকারে সেটি বেরোয় পরে।

জননী তথ্যের মিল-অমিলের

জননী (উপন্যাস)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী (উপন্যাস)
শওকত ওসমান

জননী (উপন্যাস)
হুমায়ূন আহমেদ

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)

- এটি তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।
- চরিত্র: শশী, কুসুম।
- এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র - গ্রামের ডাক্তার শশী।

- পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে পুতুল বলতে সেই মানুষগুলোকেই বোঝানো হয়েছে, যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না; পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়।

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)

- এটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস।
- উপজীব্য বিষয় - পদ্মা তীরবর্তী জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ।
- উপন্যাসটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।
- উপন্যাসটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের পটভূমি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের বিক্রমপুর-ফরিদপুর অঞ্চল। এই উপন্যাসের দেবীগঞ্জ ও আমিনবাড়ি পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম। উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পদ্মার মাঝি ও জেলেদের বিশ্বস্ত জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। এর ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ংকরী স্বভাবের কারণে একে বলা হয় 'কীর্তিনাশা' বা রাক্ষুসী পদ্মা। এ নদীর তীরের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। শহর থেকে দূরে এ নদী এলাকার কয়েকটি গ্রামের দীন-দরিদ্র জেলে ও মাঝিদের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। জেলেপাড়ার মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-অভাব-অভিযোগ - যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা এখানে বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য। এটুকু পেলেই তারা খুশি।

উপন্যাসের চরিত্র

কপিলা

- **কুবের:** পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। কুবের এ উপন্যাসের নায়কও।
- **কপিলা:** পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের নায়িকা কপিলা। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সে মালার বোন, সাংসারিক পরিচয়ে সে এক জনের স্ত্রী।

☞ **হোসেন মিয়া:** পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের রহস্যময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়া।

☞ উল্লেখযোগ্য চরিত্র - কুবের, হোসেন মিয়া, গণেশ, ধনঞ্জয়, কপিলা, মালা, শীতলবাবু।

☞ হোসেন মিয়ার চরিত্রটিকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অভিনব চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

☞ পদ্মানদীর মাঝি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন গৌতম ঘোষ।

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)

☞ এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র - সুপ্রিয়া, হেরম্ব, আনন্দ।

☞ **অন্যান্য উপন্যাসসমূহ:**

সহরতলী	অহিংসা	সহরবাসের ইতিকথা
চতুষ্কোণ	জীয়ন্ত	সোনার চেয়ে দামী
স্বাধীনতার স্বাদ	ইতিকথার পরের কথা	আরোগ্য
হরফ	হলুদ নদী সবুজ বন	

গল্পগ্রন্থ

অতসি মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)

☞ প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ।

☞ এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)

☞ এ গল্পের পাত্র-পাত্রী হলো - ভিখু ও পাঁচী।

☞ **অন্যান্য গল্পসমূহ**

মিহি ও মোটা কাহিনী	সরীসৃপ	সমুদ্রের স্বাদ
ভেজাল	হলুদ পোড়া	আজকাল পরশুর গল্প
মাটির মাশুল	ছোট বড়	ছোট বকুলপুরের যাত্রী
শ্রেষ্ঠ গল্প	উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ	ফেরিওয়ালা

☞ **নাটক:** ভিটেমাটি

বিখ্যাত উক্তি

☞ "গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোট লোক" উক্তিটি যে উপন্যাসের - পদ্মানদীর মাঝি।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার **পিতার নাম** শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তিনি ম্যাট্রিক (এসএসসি) পাশ করেন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে। আই.এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ এবং বি.এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীর ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

আমার দেখা নয়াচীন (২০২০)

☞ 'আমার দেখা নয়াচীন' আদতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা একটি ডায়েরির পুস্তকি রূপ।

☞ তাঁর বয়স যখন ৩২, তখন যান চীনে। পরে সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে ফেলেন।

☞ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি বইটি প্রকাশ করেছে।

☞ ভূমিকা লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

☞ প্রকাশনার তারিখ - ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২০।

কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)

☞ বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশ।

☞ ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সালের কারাস্মৃতি এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

☞ এটি মূলত বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি ডায়েরির গ্রন্থরূপ।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)

☞ শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী সংকলন।

☞ ২০১২ সালের জুনে এ বইটি প্রকাশিত হয়।

☞ এ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চিনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্পেনীয়, অসমীয়া ও রুশ ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

☞ **কৃতিত্ব:** স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির জনক। তার অনন্য কৃতিত্ব রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ১৯৭১ সালের ৭-ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ।

☞ **পুরস্কার ও সম্মাননা:** ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তিনি ছাত্র-জনতার সংবর্ধনা সমাবেশে 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

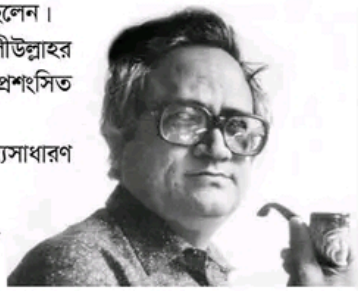

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক।
- তিনি একজন স্বল্পপ্রজ লেখক ছিলেন।
- বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পরেই তিনি সর্বাধিক প্রশংসিত বাংলাদেশী লেখক।
- তাকে সমাজবাস্তবতার অনন্যসাধারণ রূপকার বলা হয়েছে।
- তার গল্প ও উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে - অনাহার, অভাব ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ।
- কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক।
- তার ডাক নাম - মঞ্জু।

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত উপন্যাস - চিলেকোঠার সেপাই।
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭)।
- 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের উপজীব্য - ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন।
- 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে - বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বরূপ।
- চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা যে ধরনের সাহিত্য কর্ম - মহাকাব্যোচিত উপন্যাস।
- খোয়াবনামার বিষয়বস্তু হলো - শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্য।
- খোয়াবনামায় প্রকাশ পেয়েছে - বাঙালির তথা মানবজীবনের সংগ্রাম ও এগিয়ে যাওয়া।
- 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় - ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

- প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ - 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬)।
- 'ফেরারী' গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত - অন্যঘরে অন্যস্বর।

- তাঁর গল্পের অন্যতম প্রধান দিক হলো - এন্টি রোমান্টিকতা।
- 'জাল স্বপ্ন: স্বপ্নের জাল' গল্পের প্রেক্ষাপট হলো - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
- 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের দারিদ্র জনগাষ্ঠীর দুর্গতির চিত্র ধরা পড়েছে।

- আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস - বগুড়া।
- ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭)

- এটি তার প্রথম উপন্যাস।
- উপন্যাসটি ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- এ উপন্যাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - ওসমান, আনোয়ার, খিজির।

খোয়াবনামা (১৯৯৬)

- গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ - এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান এ উপন্যাসে নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - ফণিবোস, তমিজ, ফুলজান, হুরমতু।

ছোটগল্প গ্রন্থ

অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬)

- এটি একটি ছোটগল্পের সংকলন।
- গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল।
- ব্যক্তি মানুষের জীবনের নানা দিক এ গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

- এতে মোট ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো হলো

০১. নিরুদ্দেশ যাত্রা	০২. উৎসব
০৩. প্রতিশোধ	০৪. যোগাযোগ
০৫. ফেরারী	০৬. অন্য ঘরে অন্য স্বর

- **অন্যান্য গল্প:**

প্রেমের গপ্পো	রেইনকোট	জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল
ফোঁড়া	কান্না	নিরুদ্দেশ যাত্রা
যুগলবন্দি	ফেরারী	অপঘাত
পায়ের নিচে জল	দুধভাতে উৎপাত	মিলির হাতে স্টেনগান

- **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প**

রেইনকোট	মিলির হাতে স্টেনগান
জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল	

প্রবন্ধ সংকলন

- সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (২২টি প্রবন্ধ, ১৯৯৮)

মুহম্মদ জাফর ইকবাল (১৯৫২ - বর্তমান)

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। **পৈতৃক নিবাস:** নেত্রকোনা জেলা । **পিতার নাম:** শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। **মাতার নাম:** আয়েশা আখতার খাতুন।

শিক্ষাজীবন: এস,এস,সি (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ), জিলা স্কুল, বগুড়া। এইচএসসি (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), ঢাকা কলেজ। স্নাতক সম্মান (পদার্থবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। স্নাতকোত্তর (তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে)। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশা: রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়াশিংটন,যুক্তরাষ্ট্র। অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

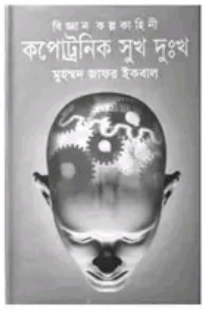

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম			
সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব	কপোট্রনিক সুখ দুঃখ *বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনার মাধ্যমে এ ধারার সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব।*		
উপন্যাস	দীপু নাম্বার টু	আমি তপু	
	আমার বন্ধু রাশেদ		
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী	প্রজেক্ট নেবুলা	টুকুনজিল	
	রবো নগরী	মহাকাশে মহাত্রাস	
	নিঃসঙ্গ গ্রহচারী	ফোবিয়ানের যাত্রী	একজন অতিমানবী
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৪)		

গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০ - ১৮৯৩ খ্রি.)

গী দ্য মোপাসাঁ ১৮৫০ সালের ৫-ই আগস্ট ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে জন্মগ্রহন করেন। তার পূর্ণ নাম: Henri-Renri-Albert-Guy de Maupassant তার পিতার নাম: গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ এবং মাতার নাম: লরা লি পয়টিভিন। শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ। তার সাহিত্য-অভিভাবক: পারিবারিক বন্ধু ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার। তিনি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯০৯ - ১৯৭১)

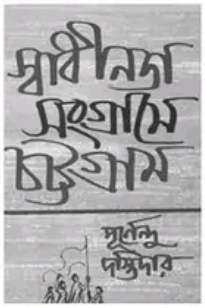

পূর্ণেন্দু দস্তিদার ২০ জুন , ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম চন্দ্রকুমার দস্তিদার এবং মাতার নাম: কুমুদিনী দস্তিদার। পেশায় তিনি ছিলেন একজন আইনজীবী, লেখক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ৯ মে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	
অনুবাদ	শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।
প্রকাশিত গ্রন্থ	'কবিয়াল রমেশ শীল', স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', বীরকন্যা প্রীতিলতা'।
বিশেষ কৃতিত্ব	মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবের লেখক মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যকার মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক রচয়িতা মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম (প্রবর্তক) অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রহসন রচয়িতা মাইকেল।
- তিনিই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সংমিশ্রণে সার্থক মহাকাব্য রচনা করেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল।
- তিনিই প্রথম পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতে সাহিত্যরস সৃষ্টি করে শিল্প সৃজনশীলতার পরিচয় দেন।
- তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক সনেট রচনা করেন।
- তিনিই সর্বপ্রথম নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
- লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য পোশাক তথা প্যান্ট, টাই-কোট পরিধান করেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবের কবি

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক

ছদ্মনাম:টিমোথি পেনপয়েম

বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক

বাংলা সাহিত্যের সার্থক মহাকবি

উপাধি: মাইকেল দত্তকুলোদ্ভব কবি

By a Native-এ নামে নীল দর্পণ নাটক অনুবাদ করেন

- জন্ম: ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রি.।
- জন্মস্থান: যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে।
- পিতার নাম: মহামতি মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত।
- মাতার নাম: জাহ্নবী দেবী।
- মাইকেল যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন - বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু।
- মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। তার বয়স তখন ১৯ বছর।

ছবি:মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, যশোর, বাংলাদেশ

- শিক্ষা জীবন:
  ১৮৩৩ সালে কলকাতার লালবাজার গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন।
  ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।
  ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজের "মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাস" এ ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে চাকরি লাভ করেন।
  ১৮৬২ সালে বিলেত গমন করে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করেন।
  ১৮৬৩ সালে ব্যারিস্টার পড়া বাদ দিয়ে প্যারিসে যান এবং ভার্সাই নগরে বসবাস শুরু করেন।
- তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন - ২৪ বছর বয়সে।
- মধুসূদন রেবেকা মেকটাভিসকে বিয়ে করেন - ৩১ জুলাই, ১৮৪৮ সালে।
- মৃত্যু: ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বেলা ২ টায়।
- মৃত্যুস্থান: কলকাতার আলিপুর হসপিটালে মারা যান।

মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"।
- এটি কবির একমাত্র মহাকাব্য। এর কাহিনী নেওয়া হয়েছে 'রামায়ণ থেকে'।
- প্রকাশ - ১৮৬১ খ্রি.।
- মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন দত্তের প্রবল দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।
- কাব্যের সর্গসংখ্যা (পর্ব) ৯টি।
- কাব্যটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
- মেঘনাদের অন্য নাম - ইন্দ্রজিত, অরিন্দম।
- কাব্যের বিষয়বস্তু - রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ পুত্র মেঘনাদের বধ।
- কাব্যে বীররসের প্রাধান্য রয়েছে এবং শেষে করুণ রসে পরিণত হয়েছে।

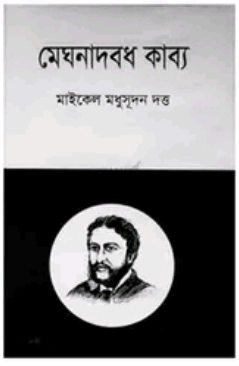

- কাব্যে কাহিনী আছে - ৩ দিন ও ২ রাতের।
- কাব্যের নায়ক রাবণ আর খল চরিত্র রামচন্দ্র। অন্যান্য চরিত্র - মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি।
- মেঘনাদবধ কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন - রাজনারায়ন বসু।
- 'মেঘনাদবধ' কাব্যে-
  যুদ্ধের সময় পশ্চিম দুয়ারে রক্ষক হিসেবে ছিলেন-দাশরথি।
  'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' - এখানে - 'ভিখারী রাঘব' বলতে রামকে বুঝানো হয়েছে।
  অরিন্দম বলতে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বুঝানো হয়েছে।

::কাব্যগ্রন্থ::

তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০ খ্রি.)

- বাংলা ভাষায় রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- কাব্যে সর্গ সংখ্যা - ৪টি।
- একটি কাহিনি কাব্য।
- তিলোত্তমাকে ঘিরে সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এ কাব্যের প্রতিপাদ্য।
- পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হলেও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায়, যা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

- মাইকেল তাঁর এ কাব্যটি কবি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
- কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - তিলোত্তমা, সুন্দ-উপসুন্দ, বিশ্বকর্মা, ইন্দ্র, ইন্দ্রানী।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬ খ্রি.)

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন। এটি কবিরও প্রথম সনেট কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যে মোট ১০২টি সনেট আছে। তিনি ইটালীয় কবি পেত্রার্ক অনুসরণে এসব সনেট রচনা করেন। তার সবগুলো সনেট অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত (তার কোন সনেটই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়)। মাইকেল তার অধিকাংশ সনেট রচনা করেন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে।

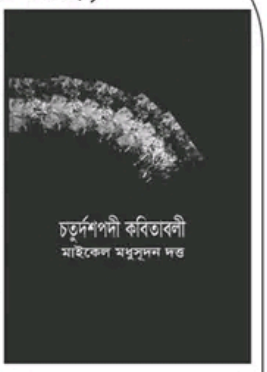

সনেটের দুটি অংশ

- প্রথম আট লাইন হচ্ছে অষ্টক - এখানে ভাবের উদয় ঘটে।
- শেষ ছয় লাইন হচ্ছে ষষ্টক - এখানে ভাবের পরিণতি ঘটে।
- মাইকেলের সনেটে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

বীরাঙ্গনা (১৮৬২ খ্রি.)

- বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম পত্রকাব্য। যা পত্র আকারে লেখা হয় তাই হচ্ছে পত্রকাব্য।
- ১১টি পূর্ণপত্রে ১১জন নারীর বর্ণনা রয়েছে বীরাঙ্গনা কাব্যটিতে।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে এ কাব্যে।
- মাইকেল তাঁর এ কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন।

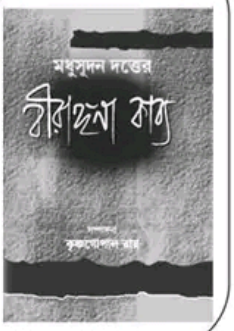

হেক্টরবধ

- মাইকেল রচনাটি ১৮৬৭ সালে শুরু করেন কিন্তু ১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অসমাপ্ত অবস্থাতেই এটি প্রকাশিত হয়।
- এটি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ। গ্রিক ভাষায় হোমারের রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদের এটিই মাইকেলের প্রথম প্রচেষ্টা।

- উপজীব্য হলো - হোমারের 'ইলিয়াড' নামক কাব্যের উপাখ্যানভাগ।
- হেক্টরবধ গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১ খ্রি.)

- রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গীতিকাব্য বা কাহিনি।
- এটি Ode (ওড) জাতীয় বা গীতিকবিতা।
- রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলির আধুনিক পরিণতি।

The Captive Ladie: (১৮৪৯ খ্রি.)

- এটি মাইকেলের ইংরেজিতে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- এটি তার রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।
- এখানে Captive শব্দটিকে 'বন্দী' হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

মধুসূদনের প্রথম রচনা

- মাইকেলের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ - Captive Ladie (১৮৪৯)।
- তার বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ - শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।
- মাইকেলের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থ - তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)।
- মাইকেলের প্রথম সনেট - বঙ্গভাষা।

সম্পাদিত পত্রিকা

- তাঁর সম্পাদিত (মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত) পত্রিকা সংখ্যা ৪টি। যথা:

১. Madras Spectator ২. Hindo Patriot ৩. Athenaeum ৪. Hindu Chronicle

প্রহসন

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ

- প্রহসনটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।
- প্রথমে এই প্রহসনের নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'।
- বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চায়নের জন্য মাইকেল এই প্রহসনটি রচনা করেন।
- এ প্রহসনের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে - পঞ্চানন, ভক্তপ্রসাদ, গদাধর, পুটি, ফতেমা, বাচস্পতি।

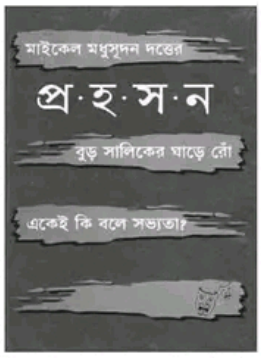

একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০ খ্রি.)

- বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মাইকেল প্রহসনটি রচনা করেন।
- এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচেছ - কালীনাথ, নবকুমার, নিতম্বিনী, তামশাহ, প্রসন্নময়ী, বাবাজী, পয়োধরী।
- এই প্রহসনে একদল যুব সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নাটক

শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯ খ্রি.)

- একটি পৌরাণিক নাটক
- আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক।
- প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক।
- প্রথম সার্থক নাটক।
- এটিই নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী থেকে গৃহীত।
- পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকুল্যে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।
- নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - শর্মিষ্ঠা, পূর্ণিমা, যজাতি, দেবযানী, মাধব্য, রাজমন্ত্রী।
- এ নাটকটি মহাকবি কালিদাসকে উৎসর্গ করা হয়।

পদ্মাবতী (১৮৬০ খ্রি.)

- পদ্মাবতী নাটকে মধুসূদন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
- একটি পৌরাণিক নাটক।
- মূল গ্রিক উপাখ্যানটি বিয়োগান্তক হলেও, মাইকেল এই নাটকটিকে ইংরেজি ট্রাজেডি-কমেডির ধাঁচে করেছেন মিলনাত্মক।
- প্রথম সার্থক কমেডি নাটক।
- নাটকের চরিত্রগুলোতে তিনি গ্রিক চরিত্র ধাঁচ থেকে ভারতীয় চরিত্রগুলোকে সমান্তরালে রূপ দিয়ে স্বাতন্ত্র্যিকতার পরিচয় দিয়েছেন।
- গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত গল্প 'Apple of Discord' অবলম্বনে হিন্দু পৌরাণিক ধাঁচে পদ্মাবতী নাটকটি রচিত।

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১ খ্রি.)

- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।
- নাটকটির কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
- নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণকুমারীর নিজের জীবন বিসর্জন।
- নাটকটি ১৮৬০ সালে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।
- নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো: কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, বিলাসবতী, ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, মানসিংহ, ধনদাস প্রমুখ।

কৃষ্ণকুমারী রূপে গুণে অনন্য। তার একটি চিত্রপট দেখে জগৎসিংহ তাকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ধনদাসের মাধ্যমে ভীমসিংহের কাছে রাজা জগৎসিংহ কৃষ্ণার বিবাহের পয়গাম পাঠান। ধনদাস এই নাটকে একটি হীন চরিত্র যে টাকার জন্য সব করতে পারে। নাটকের মদনিকা চরিত্র হল বিলাসবতীর সখী। ধনদাস হল জগৎসিংহের নারী সংগ্রাহক।

'কৃষ্ণ' সম্পর্কিত নামের ভিন্নতা

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণপক্ষ (গল্পগ্রন্থ)	আবদুল গাফফার চৌধুরী
কৃষ্ণপক্ষ (উপন্যাস)	হুমায়ূন আহমেদ
কন্যাকুমারী (উপন্যাস)	আবদুর রাজ্জাক

মায়াকানন (১৮৭৪ খ্রি.)

- নাটকটি ১৮৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হলেও এটি প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর ১৮৭৪ সালে।
- শেষ জীবনে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি মায়াকানন নাটকটি রচনায় হাত দেন। কিন্তু নাটকটি রচনা শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। পরে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকটির বাকি অংশ রচনা করেন।
- এটি মাইকেলের রচিত সর্বশেষ নাটক এবং নিষ্করুণ শোকাবহ তথা ট্রাজেডি নাটক।

জীবনানন্দ দাশ

- জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে "চিত্ররূপময়" কবিতা বলেছিলেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বুদ্ধদেব বসু তাকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- অন্নদাশঙ্কর রায় তাকে 'শুদ্ধতম কবি' অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন।
- কবির রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম - ঝরা পালক।
- জীবননান্দ দাশের সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া উপন্যাস - কল্যাণী।
- তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেন - বিদেশি গবেষক 'ক্লিনটন বি সিলি'।
- চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' কবিতাটি লেখেন।
- 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।
- তাঁর যে যে ভাষায় দক্ষতা ছিল - হিন্দি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও সিরিয়াক ইত্যাদি।
- গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ জীবনানন্দের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি' অভিধায় খ্যাত হয়েছেন।

উপাধি

রূপসী বাংলার কবি	ধূসরতার কবি
নির্জনতার কবি	তিমির হননের কবি
প্রকৃতির কবি	পরাবাস্তববাদি কবি

বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠের কবি
ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সচেতনতার কবি

ছদ্মনাম

শ্রীং	কালপুরুষ

পারিবারিক পদবী - কালপুরুষ

- জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুম কুমারী দাশ।
- কুসুমকুমারী দাশও একজন স্বভাব কবি ছিলেন।
- জীবনানন্দ দাশের আদি বাড়ী ছিল - বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে।
- ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।
- তিনি প্রধানত আধুনিক জীবন চেতনার কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- তিনি ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যান।
- জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল।
- ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২১টি উপন্যাস এবং ১২৬টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তার জীবন কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে।

চিত্র: মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়া দিল্লীর রাজঘাটে তোলা হয়েছিল এই চিত্রটি। কবি তখন দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে কবিপত্নী, কন্যা, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

কাব্যগ্রন্থ

- ঝরা পালক (১৯২৮): এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- রূপসী বাংলা (১৯৫৭): মূল উপজীব্য: স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা।
- অন্যান্য কাব্য:

ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)	বনলতা সেন (১৯৪২)
মহাপৃথিবী (১৯৪৪)	জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৪৫)
সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)	বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)

কবিতা

বনলতা সেন (১৯৪২)

- কবি বুদ্ধদেব বসু তার 'কবিতা' পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশ করেন।
- এ কবিতাটি ১৯৪২ সালে এলান এডগার পো রচিত 'টু হেলেন' কবিতা অবলম্বনে রচিত।

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
.....
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
.....
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
এখানে নীড় শব্দটি 'নান্দনিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
.....
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন

আবার আসিব ফিরে

- আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে - এই বাংলায়।

সেই দিন এই মাঠ

- সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

- বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।

আকাশনীলা

- সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি।
  বোলনাকো কথা ওই যুবকের সাথে *(সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থ)*

হায় চিল

- হায় চিল, সোনালি ডানার চিল...
  .....
  আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
  বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! *(মহাপৃথিবী)*

তোমরা যেখানে সাধ

- তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও - আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।
- **অন্যান্য কবিতা:**

বাংলার তীরে	এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে
মৃত্যুর আগে	বাংলার মুখ (রূপসী বাংলা কাব্যের অন্তর্গত)

উপন্যাস

মাল্যবান (১৯৭৩) সতীর্থ (১৯৭৪)
জলপাইহাটি জীবনপ্রণালী

প্রবন্ধ গ্রন্থ

☞ **কবিতার কথা** (১৯৫৬)
প্রবন্ধটি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল।
এই প্রবন্ধের বিখ্যাত উক্তি হলো - সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।

☞ **কেন লিখি**

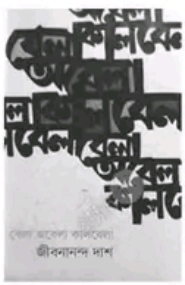

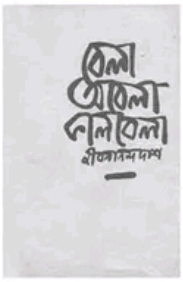

সুফিয়া কামাল

☞ শখ ছিল তাঁর পাইলট হওয়ার। পাইলট হতে পারেন নি, হয়েছেন কবি। পাইলট না হতে পারলেও বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্লেনে উঠেছেন - তিনি সুফিয়া কামাল।

☞ তিনি আধুনিক বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম একজন কবি, একজন লেখিকা, ধর্মান্ধতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা। বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা কবি, লেখিকা, নারীবাদী ও আধুনিক বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

☞ সুফিয়া কামালকে বলা হয় - জননী সাহসিকা।
☞ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হলেন - সুফিয়া কামাল।
☞ প্রথম কবিতা বাসন্তি প্রকাশিত হয় - সওগাত পত্রিকায় (১৯২৬)।
☞ তিনি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন - ১৯৬৯ সালে।
☞ তার প্রথম কবিতা - বাসন্তী; ১৯২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
☞ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা - বেগম।

☞ তিনি ছিলেন রবীন্দ্র কাব্য ধারার একজন অন্যতম গীতিকবি।
☞ ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হিসেবে একুশে পদক লাভ করেন।

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

☞ আশ্চর্য এমন দিন! মৃত্যুতে করে না কেহ শোক
এমন আশ্চর্য এই দিনে

☞ জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।
জন্মেছি এই দেশে

☞ ঘুম থেকে জেগে বৈশাখী ঝড়ে কুড়ায়েছি ঝড়া আম।
পল্লী জননী

☞ এইতো হেমন্ত দিন, দিল নব ফসল সম্ভার, অঙ্গনে অঙ্গনে ভরি, এই রূপ আমার বাংলার। *রূপসী বাংলা*

☞ হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়।
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়? *তাহারেই পড়ে মনে*

☞ কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হস্তে। *তাহারেই পড়ে মনে*

☞ বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
তাহারেই পড়ে মনে

☞ সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ শে জুন, বরিশালের শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।
☞ সুফিয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল বারী গৃহত্যাগ করেন। নিরুদ্দেশ পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের স্নেহ-পরিচর্যায় লালিত-পালিত হতে থাকেন।
☞ তার ১ম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন (১৯২২-১৯৩২)। তার দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দিন আহমেদ।
☞ ১৯১৮ সালে সুফিয়া মায়ের সঙ্গে কলকাতা যান। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এর সঙ্গে। কিছুদিন পরে তিনি শায়েস্তাবাদ ফিরে আসেন বটে, কিন্তু তাঁর শিশুমনে রোকেয়া-দর্শনের সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে; রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব তাঁকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করতে থাকে। তার পৈত্রিক নিবাস -কুমিল্লা।
☞ কবি সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০ শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুফিয়া কামাল তার স্বামী কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে (১৯৩৯)

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)

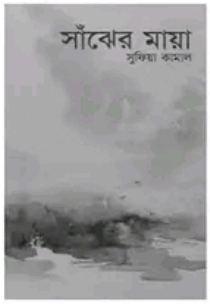

- এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেন - কাজী নজরুল ইসলাম।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা: সাঁঝের মায়া, তাহারেই পড়ে মনে।

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

মায়া কাজল	মন ও জীবন	প্রশান্তি ও প্রার্থনা
অভিযাত্রিক	উদাত্ত পৃথিবী	*(কবিতা: জাগো তবে অরণ্য কন্যারা।)*

ভ্রমণকাহিনি

- সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)

গল্পগ্রন্থ

- কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭): তার প্রথম গ্রন্থ।

শিশুতোষ গ্রন্থ

- ইতল বিতল (১৯৬৫)
- নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)

আত্মজীবনী

- একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)
- স্মৃতিকথা একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)

পুরস্কার

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২)	একুশে পদক (১৯৭৬)
বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)	স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭)
নাসিরউদ্দিন স্বর্ণ পদক	সংগ্রামী নারী পুরস্কার

আহসান হাবীব

- আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।
- কবি যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার।
- কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ - রাত্রিশেষ (১৯৪৭)।
- 'ছায়াহরিণ' কাব্যটি প্রকাশিত হয় - ঢাকা হতে।
- 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা হলো - আমি কোন আগন্তুক নই।
- কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২)।
- তিনি মূলত সাংবাদিক ও কবি হিসেবে সারাদেশে খ্যাতি লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

রাত্রিশেষ (১৯৪৭)	ছায়াহরিণ (১৯৬২)
সারাদুপুর (১৯৬৪)	আশায় বসতি (১৯৭৪)
মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬)	দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০)
প্রেমের কবিতা (১৯৮১)	বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)

উপন্যাস

অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২)	জাফরানি রং পায়রা
রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)	

কবিতা

মেলা	জোনাকিরা	ধন্যবাদ
মেঘনা পাড়ের ছেলে	সেই অস্ত্র	

'মেঘনা পাড়ের ছেলে' কবিতার পঙ্‌ক্তি

'পাহাড় সমান ঢেউয়ের বুকে নৌকা আমার ভাসে,
মেঘ-মুকুলের পাহাড় থেকে ঝড়ের ঝাপটা আসে।'

শিশুতোষ গ্রন্থ

- বৃষ্টিপড়ে টাপুর-টুপুর (১৯৭৭)

পুরস্কার

- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১)
- একুশে পুরস্কার (১৯৭৮)

সুকান্ত ভট্টাচার্য

- বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি।
- তাঁর কবিতায় গণমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে।
- অনাচার ও বৈষম্যের প্রতিবাদ তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু।
- বাংলা সাহিত্যে তিনি 'কিশোর কবি' হিসেবে পরিচিত।
- সুকান্তের বাল্যবন্ধু ছিলেন কবি অরুনাচল বসু। সুকান্ত সমগ্রতে লেখা সুকান্তের চিঠিগুলির বেশিরভাগই অরুনাচল বসুকে লেখা।
- ১৯৪৩ সালে তার সম্পাদিত সাহিত্য সংকলন - 'আকাল' (কবিতা সংগ্রহ) প্রকাশিত হয়। এটি তার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ।
- তাকে 'Flower and Fire of Renaissance' বলা হয়।
- কবির মৃত্যুর কতমাস পর ছাড়পত্র প্রকাশিত হয় - তিন মাস পর।
- তিনি যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় - যক্ষ্মা রোগে।
- তাঁকে বলা হয় - নজরুল পরবর্তী তরুণ বিদ্রোহী কবি।
- তিনি ছিলেন - মার্কসবাদী ভাবধারার কবি।

- সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালে কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস - গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়।

- ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে মাত্র মাত্র ২০ বছর ৯ মাস বয়সে (২১ বছর বয়সে) যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন মাত্র ২১ বছরের আর লেখালেখি করেন মাত্র ৬/৭ বছর। সামান্য এই সময়ে নিজেকে মানুষের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তার রচনা পরিসরের দিক থেকে স্বল্প অথচ তা ব্যাপ্তির দিক থেকে সুদূরপ্রসারী।

কাব্যগ্রন্থ

ছাড়পত্র (১৯৪৮)

- এই গ্রন্থের কবিতাগুলো রচিত হয় ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে।
- মাত্র একুশ বছর বয়সে সুকান্ত মারা যাবার কিছুদিন পর এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
- এ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা: ছাড়পত্র, আঠারো বছর বয়স, রানার, হে মহাজীবন।

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ট হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম;
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।
.....
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
.....
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

রানার

কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে

হে মহাজীবন

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

পূর্বাভাস

- কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা - দুর্মর, উদ্যোগ প্রভৃতি।

দুর্মর

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ঃ
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

- অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

ঘুম নেই	পূর্বাভাস	হরতাল
গীতিগুচ্ছ	অভিযান	মিঠেকড়া
সুবর্ণগ্রাম		

সংকলন

আকাল (১৯৪৩)

- সংকলনটি পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা।
- এটি তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ।

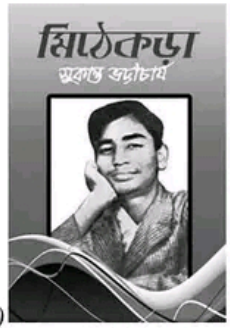

কবিতা

- আঠারো বছর বয়স
  কবিতাটি ছাড়পত্র কাব্যের অন্তর্গত।
  এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

- ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
  পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
  (হে মহাজীবন)
- বন্ধু তোমার ছাড় উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিও,
  বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। *(উদ্যোগ)*

শামসুর রাহমান

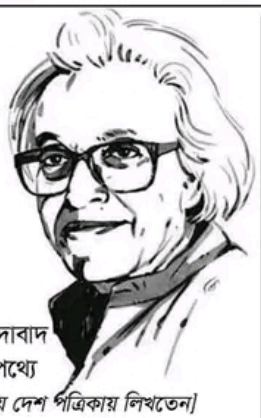

☞ শামসুর রাহমান বাংলাদেশ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি।
☞ তিনি একজন নাগরিক কবি ছিলেন।
☞ মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি লিখতেন 'মজলুম আদিব' *(বিপন্ন লেখক)* ছদ্মনামে।
☞ তাকে বলা হয় - সার্বক্ষণিক কবি।
☞ শামসুর রাহমানের ডাক নাম - বাচ্চু।

ছদ্মনাম

জনান্তিক	মৈনাক	সিন্দাবাদ
চক্ষুষ্মন	লিপিকার	নেপথ্যে

মজলুম আদিব *[বিপন্ন লেখক, মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পত্রিকায় লিখতেন]*

☞ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ - বন্দী শিবির থেকে।
☞ শামসুর রাহমানের মোট কাব্যগ্রন্থ - ৬৫টি।
☞ প্রথম কবিতা - উনিশ শ উনপঞ্চাশ।
☞ তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)।
☞ তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন - 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্য রচনা করে।
☞ তার 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থের মূল বিষয় - স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা।
☞ শামসুর রাহমানের 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যে চিত্রিত হয়েছে - শৈশব-বাল্য-যৌবন-বাৎসল্য প্রভৃতি।
☞ বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দি হলে তিনি যে কবিতাটি লেখেন - টলেমেকাস।
☞ তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম - অক্টোপাস।

☞ 'উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে - ২৩টি।
☞ 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে - ৫২টি।
☞ 'স্মৃতিঝলমল সুনীল মাটির কাছে আমার অনেক ঋণ আছে' - এ গানটির রচিয়তা শামসুর রাহমান।

☞ নাগরিক কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন।
☞ তার পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে।

☞ ১৯৪৯ সালে 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।
☞ তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এর সহ - সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন - ১৯৫৭ সালে।
☞ তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরে 'দৈনিক বাংলা) পত্রিকায় যোগদান করেন - ১৯৬৪ সালে।
☞ প্রথমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন - রেডিও পাকিস্তান অনুষ্ঠানে প্রযোজক হিসেবে।
☞ তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

বন্দী শিবির থেকে *(মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)*

☞ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা - বন্দী শিবির থেকে, স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা প্রভৃতি।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা।
.....
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।

এক ফোঁটা কেমন অনল

☞ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা - একটি ফটোগ্রাফ।

একটি ফটোগ্রাফ

এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর-তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।

নিজ বাসভূমে

☞ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা - আসাদের শার্ট, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় প্রভৃতি।

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

☞ **অন্যান্য কাব্যগ্রন্থঃ**

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে	নিরালোকে দিব্যরথ
রৌদ্র করোটিতে	বিধ্বস্ত নীলিমা
বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে (দ্যাখে)	উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ
দুঃসময়ের মুখোমুখি	নিজ বাসভূমি
বন্দী শিবির থেকে	ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা
না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন	এক ফোঁটা কেমন অনল

কবিতা

বারবার ফিরে আসে	স্বাধীনতা তুমি *(মুক্তিযুদ্ধ)*
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়	গেরিলা *(মুক্তিযুদ্ধ)*
বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো	একজন শহীদের মা বলছেন
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	পণ্ডশ্রম
কখনো আমার মাকে	একটি ফটোগ্রাফ

আসাদের শার্ট *(১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান)*
তোমাকে পাবার জন্যে, হে স্বাধীনতা *(মুক্তিযুদ্ধ)*
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা *(ভাষা আন্দোলন)*

উপন্যাস

অক্টোপাস নিয়ত মন্তাজ এলো সে অবেলায়
অদ্ভুত আঁধার এক

আত্মস্মৃতি

স্মৃতিশহর কালের ধুলোয় লেখা

শিশুতোষ

এলাটিং বেলাটিং ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো
গোলাপ ফুটে খুকির হাতে

অনুবাদ নাটক

☞ হ্যামলেট (উইলিয়াম শেক্সপিয়ার) ১৯৯৫

প্রবন্ধ

☞ আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬) ☞ শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ (২০০১)
☞ কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২)

পুরস্কার

☞ আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩)
☞ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯)
☞ একুশে পদক (১৯৭৭) ☞ স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

☞ সারারাত নূর হোসেনের চোখে এক ফোটা ঘুমও শিশিরের মতো জমে নি।
☞ গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়। (আসাদের শার্ট)
☞ ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার
আমি / গোলাপ নেবো। (ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা)
☞ তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়?
(তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা)
☞ মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ,
মনে চিন্তার নাইকো লেশ। (মেষতন্ত্র)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪ –২০০১)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর – ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান) সহ এমএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা; সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী (১৯৮২); যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯৮৪)। ১৯ শে মার্চ, ২০০১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম		
কাব্যগ্রন্থ	সাত নরীর হার (প্রথম কাব্য)	কখনো রং কখনো সুর
	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	কমলের চোখ
কবিতা	মাগো ওরা বলে	
	কোনো এক মাকে *(কুমড়ো ফুলে নুয়ে পড়ছে লতাটা)*	
উপন্যাস	আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল–	
পুরস্কার	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯)	

সৈয়দ শামসুল হক

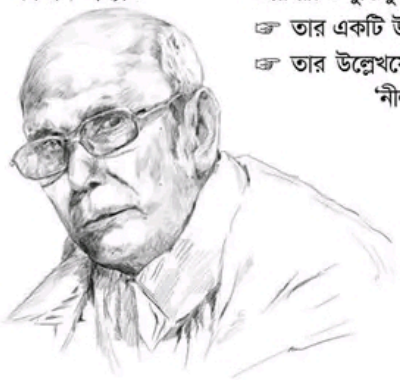

☞ সৈয়দ শামসুল হক বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশী সাহিত্যিক।

☞ কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

☞ তার লেখকজীবন প্রায় ৬২ বছর ব্যাপী বিস্তৃত।

☞ সৈয়দ শামসুল হক মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে এ পুরস্কার লাভ করেছেন।

☞ তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম - 'এক মহিলার ছবি'।

☞ 'যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান' পঙক্তিটি করেছেন সৈয়দ শামসুল হক।

☞ তার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক - 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'।

☞ তার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস - 'খেলারাম খেলে যা'।

☞ তার উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'নিষিদ্ধ লোবান' ও 'নীলদংশন'।

☞ আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত - 'পরানের গহীন ভিতর' (কাব্যগ্রন্থ)।

☞ তার 'খেলারাম খেলে যা' উপন্যাসকে বলা হয় - 'পিন-আপ-নভেল'।

☞ সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

☞ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

একদা এক রাজ্যে ১৯৬১

☞ এটি তার প্রথম প্রকাশিত কাব্য।

পরানের গহীন ভিতর ১৯৮০

☞ আঞ্চলিক ভাষা রীতিতে রচিত।

☞ কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে।

☞ আমার পরিচয় (কবিতা)

☞ নুরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায় (কবিতা)

উপন্যাস

দেয়ালের দেশ ১৯৫৬

☞ এটি তার প্রথম উপন্যাস। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়।

নিষিদ্ধ লোবান ১৯৯০

☞ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ।

☞ এ উপন্যাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

☞ 'গেরিলা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

খেলারাম খেলে যা ১৯৯১

☞ এই উপন্যাসকে বলা হয় " পিন আপ নভেল"।

☞ তিনি উপন্যাসের ভূমিকায় এই উপন্যাসকে 'এদেশের সবচেয়ে ভুল বোঝা উপন্যাস' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

☞ **অন্যান্য উপন্যাস:**
সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)
নীল দংশন (১৯৮১)

কাব্যনাট্য

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ১৯৭৬

☞ এই কাব্যনাটকের মূল উপজীব্য হলো - মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

☞ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সময়কালে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে।

☞ 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের পদধ্বনি।

নূরলদীনের সারা জীবন ১৯৮২

☞ 'জাগো বাহে কুণ্ঠে সবাই' এ অবিস্মরণীয় আহবান উচ্চারণ করে নূরলদিনের সারাজীবন নাটকের - কদম আলী চরিত্র।

☞ **অন্যান্য কাব্যনাট্য:**
গণনায়ক ১৯৭৬ ঈর্ষা এখানে এখন

ছোটগল্প

তাস শীত বিকেল
আনন্দের মৃত্যু রক্তগোলাপ

☞ **পঙ্‌ক্তি** (কবিতা)
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্র কণ্ঠ থেকে। *(আমার পরিচয়)*

পুরস্কার প্রাপ্তি

☞ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৮২, ১৯৮৩); চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা।

☞ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬)

☞ আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯)

☞ একুশে পদক (১৯৮৪)

☞ আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩)

আল মাহমুদ

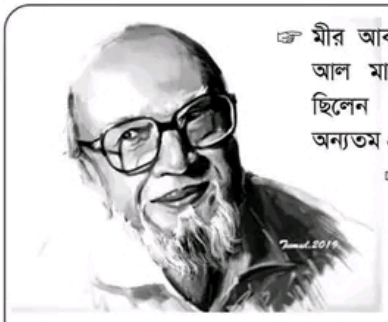

☞ মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ যিনি আল মাহমুদ নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি।

☞ তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্প লেখক, শিশু সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন।

☞ আল মাহমুদের প্রকৃত নাম - মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।

☞ তাঁর কবিতার বিশেষত্ব হলো - বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

☞ প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - ডাহুকী।

☞ প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - লোক লোকান্তর (১৯৬৩)।

☞ প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প - পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)।

☞ তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ - সোনালী কাবিন (১৯৭৩)।

☞ সোনালী কাবিনে যে ধরনের চিত্রফুটে উঠেছে - বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহ ভেসে উঠেছে।

☞ 'সোনালী কাবিনে' যতটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - চৌদ্দটি।

☞ তার রচিত বিখ্যাত কবিতা - নোলক।

☞ আল মাহমুদের স্মৃতিবিজড়িত নদী - তিতাস।

☞ তার প্রথম পর্যায়ের রচনার উপাদান - গ্রামবাংলার মানুষের জীবনধারা।

☞ তার দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় ছায়াপাত করে - শহুরে জীবন।

☞ ১৯৬৮ সালে 'লোক-লোকান্তর' ও 'কালের কলস' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

☞ আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস - উপমহাদেশ।

☞ 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে' এটি যার কথা - আল মাহমুদের।

☞ আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামের মোল্যা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

☞ তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন।

☞ তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' ও 'দৈনিক কর্ণফুলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

☞ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালকের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

☞ তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

সোনালী কাবিন ১৯৭৩

☞ 'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদের সনেট জাতীয় কাব্য।

☞ এতে মোট ১৪টি সনেট রয়েছে।

☞ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা - সোনালী কাবিন, নোলক প্রভৃতি।

☞ আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন। *(সোনালী কাবিন)*

☞ **অন্যান্য কাব্যনাট্য:**

লোক লোকান্তর ১৯৬৩	কালের কলস ১৯৬৬
বখতিয়ারের ঘোড়া ১৯৮৪	পাখির কাছে, ফুলের কাছে ১৯৮০
প্রেমের কবিতা ২০০২	মায়াবী পর্দা দুলে উঠো ১৯৭৬

উপন্যাস

ডাহুকী ১৯৯২	কবি ও কোলাহল ১৯৯৩
কাবিলের বানে ২০০১	আগুনের মেয়ে ১৯৯৫
উপমহাদেশ ১৯৯৩ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)	

গল্প

পানকৌড়ির রক্ত ১৯৭৫	সৌরভের কাছে পরাজিত ১৯৮৩
গন্ধবণিক ১৯৮৬	ময়ূরীর মুখ ১৯৯৪

প্রবন্ধ

কবির আত্মবিশ্বাস	দিনযাপন (১৯৯০)
কবিতার বহুদূর (১৯৯৭)	নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)

পুরস্কার

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮)	লেখকসংঘ পুরস্কার (১৯৮০)
ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬)	একুশে পদক (১৯৮৭)
নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)	

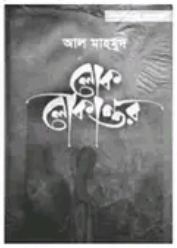

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী।
- তিনি অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক এবং বাংলা উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির প্রথম প্রয়োগ করেন।
- তিনি মূলত কথা সাহিত্যিক এবং নাট্যকার।
- সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ - 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নামক গল্প।
- তার ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাস - দি আগলি এশিয়ান।
- তার বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৮) - এর মূল বিষয় গ্রামবাংলার মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং ধর্মীয় ভণ্ডামির চিত্র।
- লালসালুর ফরাসি অনুবাদের নাম - 'Larbre sansc racines'।
- লালসালুর ইংরেজি অনুবাদের নাম 'Tree Without Roots'।
- 'লালসালু' উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক - জমিলা।
- লালসালু উপন্যাসকে অভিহিত করা হয় - 'বহুমাত্রিক ও কালোত্তীর্ণ' উপন্যাস হিসেবে।
- তার 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাস দুটি মূলত - মনোসমীক্ষামূলক উপন্যাস।
- 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র - কাদের, স্কুলশিক্ষক আরেফ আলী।
- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে নদী হয়ে উঠেছে - সমষ্টির জীবনবাদী চেতনার প্রতীক।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বেশিরভাগ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে - গ্রামবাংলার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বাস্তব চিত্র।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে - সমাজ জীবনের অন্ধকার দিক।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর প্যারিসে মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

লালসালু

- 'লালসালু' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস।
- এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।
- লালসালু উপন্যাসকে অভিহিত করা হয় - 'বহুমাত্রিক ও কালোত্তীর্ণ' উপন্যাস হিসেবে।
- লালসালু বাংলা সাহিত্যের একটি ধ্রুপদী সৃষ্টি।
- লালসালু হচ্ছে - লাল রঙের কাপড়।
- এ উপন্যাসের উপজীব্য হলো - গ্রামবাংলার মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র।
- 'লালসালু' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের নাম 'Tree Without Roots'।
- লালসালুর ফরাসি অনুবাদের নাম - 'Larbre sansc racines'।
- ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্ত্রী অ্যান মেরি।

চিত্র: মজিদ

- এই উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র - মজিদ।
- এই উপন্যাসটির প্রধান নারী চরিত্র - জমিলা।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র - মজিদ, জমিলা, রহিমা, খালেক ব্যাপারী, আক্কাস।
- কবি আহসান হাবীব লালসালুকে বলেছিলেন তৎকালীন 'বাঙালি মুসলিম রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস'।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই উপন্যাসের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান।
- তানভীর মোকাম্মেল - এর পরিচালনায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্ররূপ লাভ করে ২০০১ সালে।
- উল্লেখযোগ্য উক্তি - "ঠগ-পীরের পানি পরায় কী কোন কাম হয়" - উক্তিটি করেন আক্কাস।

চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)

- এটি একটি মনসমীক্ষামূলক উপন্যাস।
- অন্যতম চরিত্র - স্কুল শিক্ষক আরেফ আলী, কাদের প্রমুখ।

কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

- এটি একটি অস্তিত্ববাদী উপন্যাস।
- চরিত্র: মোস্তফা, খোদেজা।
- এ উপন্যাসে জীবনবাদী চেতনার প্রতীক হচ্ছে - নদী।

ছোটগল্প

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)

- এ গল্পের জন্য আদমজি পুরস্কার পান।
- 'একটি তুলসি গাছের কাহিনি' গল্পটি এই গ্রন্থে আছে।
- অন্যান্য গল্প:
  নয়নচারা গল্প সমগ্র

নাটক

বহিপীর (১৯৬০)

- এই নাটকে একটি সমাজ জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)

- উজানে মৃত্যু নাটকটি গ্রামকেন্দ্রিক।
- গ্রামবাংলার নিম্ন পেশাজীবীদের করুণ জীবনচিত্র তির্যকভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে।
- এটি একাঙ্ক নাটক।

- অন্যান্য গল্প:
  তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬) সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

সিকান্দার আবু জাফর

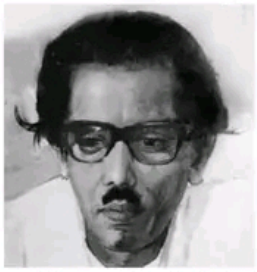

- তাঁর পূর্ণ নাম সৈয়দ আল হাশেমী আবু জাফর মুহম্মদ বখ্‌ত সিকান্দার।
- তিনি ভারত বিভাগোত্তর কালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা সমকাল সম্পাদনার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।
- তার একটি বিখ্যাত কবিতা হলো: *জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই।*
- সিকান্দার আবু জাফর স্মরণীয় হয়ে আছেন - মাসিক সমকাল পত্রিকা সম্পাদনা করে।
- তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন - ১৯৬৬ সালে।
- তার রচিত রূপক নাটক - শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮)।
- তার রচিত জীবনী নাটক - মহাকবি আলাওল (১৯৬৫) ও ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)।
- সিকানদার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ১৯শে মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫) বৈরীদৃষ্টিতে (১৯৬৫)
কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮) বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)

নাটক

শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮) সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)
মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)

উপন্যাস

মাটি আর অশ্রু (১৯৪২) পূরবী (১৯৪৪)
নতুন সকাল (১৯৪৫)

কিশোর উপন্যাস

জয়ের পথে (১৯৪২) নবী কাহিনী (১৯৫১)

গল্পগ্রন্থ

মতি আর অশ্রু (১৯৪১)

অনুবাদ

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম (১৯৬৬) সেন্টলুইয়ের সেতু (১৯৬১)
বারনাড মালামুডে যাদুর কলস (১৯৫৯) সিংয়ের নাটক (১৯৭১)

- **গান:** মালব কৌশিক (১৯৬৫)
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬)

দিলওয়ার (১৯৩৭ – ২০১৩)

কবি দিলওয়ার খান পহেলা জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট শহর সংলগ্ন সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান এবং তার মাতার নাম রহিমুন্নেসা। পেশায় তিনি প্রথমে শিক্ষকতা, পরে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'দৈনিক সংবাদ' এবং ১৯৭৩–৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক । মূলত সার্বক্ষণিক কবি-লেখক ও ছড়াকার হিসেবে কাজ করেন। তার উপাধি গণমানুষের কবি। তিনি ১০ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	**প্রথম কাব্যগ্রন্থ:** জিজ্ঞাসা (১৯৫৩)	ঐকতান	উদ্ভিন্ন উল্লাস	স্বনিষ্ঠ সনেট
	রক্তে আমার অনাদি অস্থি	সপৃথিবী রইবো সজীব	দুই মেরু দুই ডানা	অনতীত পঙ্‌ক্তিমালা
ছড়াগ্রন্থ	দিলওয়ারের শতছড়া			
	ছড়ায় অ আ ক খ			
প্রবন্ধগ্রন্থ	বাংলাদেশ জন্ম না নিলে।			
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক।			

বইটি থেকে এলোমেলো কিছু পেইজ

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অরি বা শত্রুকে দমন করে যে, এখানে মেঘনাদকে বোঝাচ্ছে

মনের দুঃখে (মেঘনাদ অগ্নিদেবের পূজা করার সময় লক্ষণ তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাই সে ক্রুদ্ধ,ব্যথিত)

''এতক্ষণে'' – অরিন্দম কহিলা বিষাদে,

রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

মেঘনাদের প্রার্থনার সময় রাম লক্ষণকে জানিয়েছে তা মেঘনাদ বুঝেছে।

''জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল

প্রবেশ করল

পিতৃব্য/চাচা/পিতার ভাই

রাক্ষসদেরপুরী বা নগরে

রক্ষঃপুরে! হায়, তাত উচিত কি তব

রাবণের মাতার নাম

এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!

রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ/রাবণ

ভাই

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ

হিন্দুদের শিব বা মহাদেবের মতো যার হাত ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট অগ্র,শূল।

রাবণের মধ্যম ভাই

কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!

দেবরাজ ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে মেঘনাদ

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?

চোরকে

পুরাণে উল্লিখিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

রাজা রাবণের বাড়িতে যেন আজ চণ্ডাল এসে ঢুকেছে।

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি

তিরস্কার করি

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

রামের অনুজ বা ছোট ভাই লক্ষণকে

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে

যমালয়ে/ মৃত্যুপুরীতে

মোচন করব

লক্ষ্মনের রাক্ষসপুরীতে ঢুকে পড়াকে মেঘনাদ লঙ্কার কলঙ্ক বিবেচনা করেছে।

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে!''

যুদ্ধ দ্বারা

উত্তর দিল

উত্তরিলা বিভীষণ, ''বৃথা এ সাধনা,

বিভীষণ নিজেকে রামের দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ধীসম্পন্ন, জ্ঞানী

ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

কাতরস্বরে উত্তর দিল

অনুরোধ?'' উত্তরিলা কাতরে রাবণি;–

রাবনের পুত্র/ মেঘনাদ

ইচ্ছে করছে

পিতৃব্য, আপনার কথা শুনে মরতে ইচ্ছে করছে।

''হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

মরতে

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

মেঘনাদ বিনয় করে নিজেকে দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

স্থাপন করেছে ← স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; → আকাশের, কপালে
চাঁদকে ← → সৃষ্টিকর্তা
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি → আকাশের চাঁদ কখনো ভূতলে/ ধূলায় গড়াগড়ি খায়না, তাই উচ্চবংশের বিভীষণকে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মানায় না।
রাক্ষসকুলের বীর ←
ধুলায়? হে রক্ষোরথী, ভুলিলে কেমনে

হে রাক্ষসবংশের বীর, কে আপনি তা কী করে ভুলে গেলেন? ← কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে? → উচ্চ বংশে, জন্ম
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে → স্বচ্ছ পানির পুকুর

রাজহাঁস সব সময় পদ্মফুল শোভিত স্বচ্ছ পুকুরে খেলা করে। শেওলা ভরা বদ্ধ জলাশয়ে সে কখনো যায় না। বিভীষণের অধঃপতনকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। ←
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ– কাননে → পদ্মফুলের বাগানে, খেলা
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, → কর্দমাক্ত পানিতে, শেওলা ভরা বদ্ধ জলাশয়
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী, → কেশরযুক্ত, পশুরাজ সিংহ

কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ কখনো শিয়ালকে বন্ধু করে নেয় না। বিভীষণ এখানে সিংহ এবং লক্ষ্মণ - রাম শিয়ালতুল্য ←
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, → আমি অজ্ঞ দাস তোমার। তুমিতো বিজ্ঞ। তোমার কিছু অজানা নেই।
অজানা ← অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।

ক্ষুদ্রমনা মানুষ ←
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে → শক্তিমান, লক্ষ্মণ নিতান্তই ক্ষুদ্রমনা বীর, না হলে সে কি অস্ত্রহীনকে যুদ্ধে আহ্বান জানায়?
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্মোধে সংগ্রামে?

মহাবীর ←
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা? → বলো বীর, এটা বীরের প্রথা?

লঙ্কাপুরীতে এমন কোনো শিশু নেই যে একথা শুনে না হাসবে। ←
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া → পথ ছেড়ে দাও। এখনি ফিরে আসবো। দেখবো, কোন দৈব ক্ষমতাবলে সুমিত্রার সন্তান লক্ষ্মণ আমাকে বাধা দেয়।
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
রুখে দেয় ← বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি! → সুমিত্রার সন্তান, লক্ষ্মণ

দেব–দৈত্য–নর–রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, → দেবতা, দৈত্যের, নরের যুদ্ধে আমার পরাক্রম বা ক্ষমতা তুমি দেখেছ। কী দেখে এরকম একজন দুর্বল মানুষকে দেখে তোমার এ দাস ভয় পাবে।
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?

মেঘনাদের যজ্ঞা বা পূজার স্থান। এখানে অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদ নিহত হয়। ← নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল → নির্ভীকচিত্তে প্রবেশ করল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। → এ দাসকে আজ্ঞা করো, নরাধমকে শাস্তি দেই।
দম্ভ করে ←

হে পিতৃব্য তোমার জন্মভূমিতে এক বনবাসী ঢুকে পড়েছে। ←
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন – কাননে → হে বিধানকর্তা, স্বর্গীয় উদ্যানে এক দুরাচার দৈত্য ভ্রমণ করছে।
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে → ফুটন্ত পদ্মফুলে এক কীট ঢুকে পড়েছে। বলো পিতৃব্য, তোমার ভ্রাতৃপুত্র হয়ে এ অপমান আমি কী করে সইবো?
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে?
হেন অপমান আমি,–ভ্রাতৃ–পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?" → রাক্ষসকুলের মনি

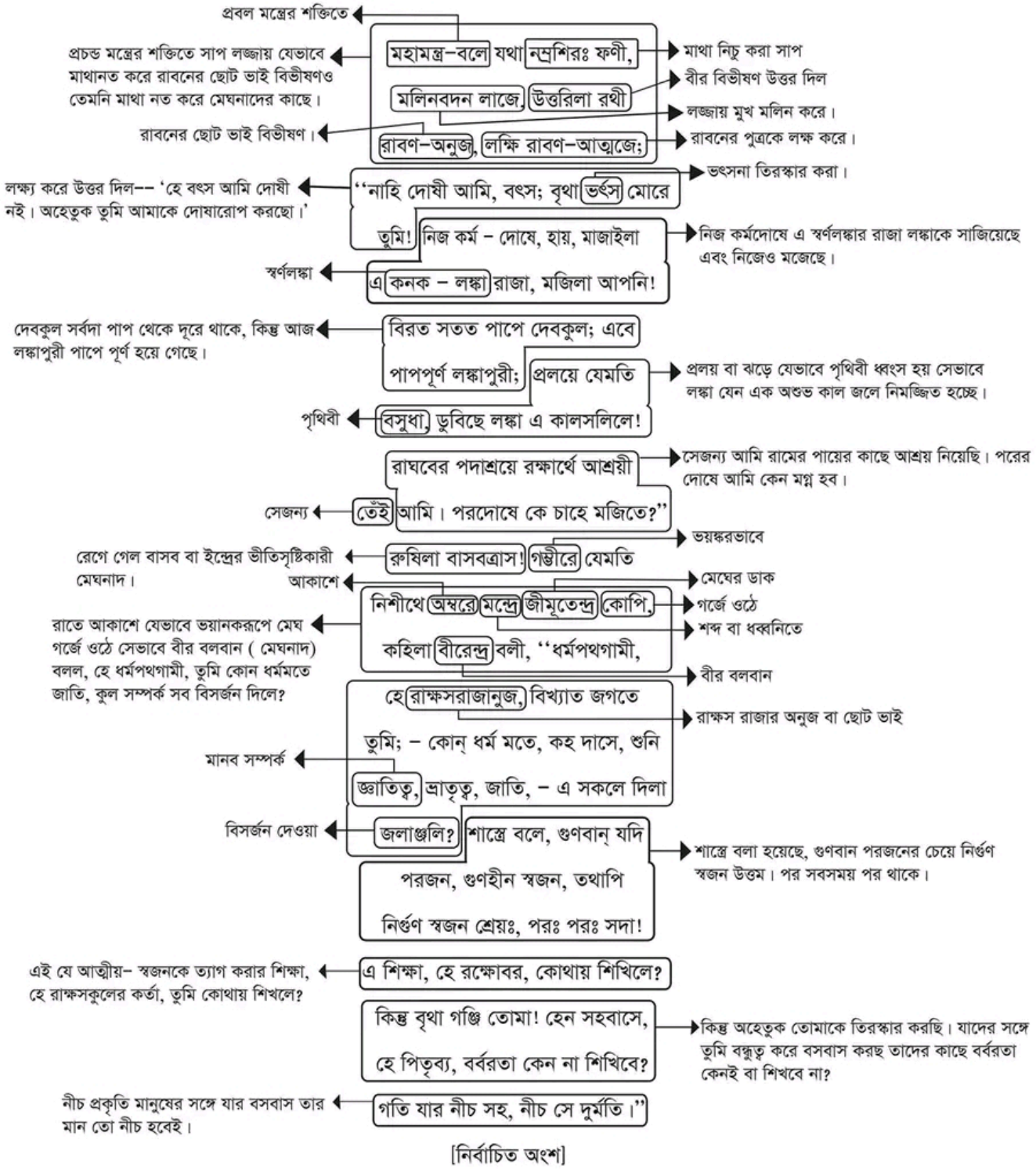
প্রবল মন্ত্রের শক্তিতে
প্রচন্ড মন্ত্রের শক্তিতে সাপ লজ্জায় যেভাবে মাথানত করে রাবনের ছোট ভাই বিভীষণও তেমনি মাথা নত করে মেঘনাদের কাছে।
মহামন্ত্র–বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মাথা নিচু করা সাপ
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
বীর বিভীষণ উত্তর দিল
লজ্জায় মুখ মলিন করে।
রাবনের ছোট ভাই বিভীষণ।
রাবণ–অনুজ, লক্ষি রাবণ–আত্মজে;
রাবনের পুত্রকে লক্ষ করে।
লক্ষ্য করে উত্তর দিল–– 'হে বৎস আমি দোষী নই। অহেতুক তুমি আমাকে দোষারোপ করছো।'
''নাহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
ভৎসনা তিরস্কার করা।
তুমি! নিজ কর্ম – দোষে, হায়, মাজাইলা
নিজ কর্মদোষে এ স্বর্ণলঙ্কার রাজা লঙ্কাকে সাজিয়েছে এবং নিজেও মজেছে।
স্বর্ণলঙ্কা
এ কনক – লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
দেবকুল সর্বদা পাপ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু আজ লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে।
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
প্রলয় বা ঝড়ে যেভাবে পৃথিবী ধ্বংস হয় সেভাবে লঙ্কা যেন এক অশুভ কাল জলে নিমজ্জিত হচ্ছে।
পৃথিবী
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
সেজন্য আমি রামের পায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। পরের দোষে আমি কেন মগ্ন হব।
সেজন্য
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?''
ভয়ঙ্করভাবে
রেগে গেল বাসব বা ইন্দ্রের ভীতিসৃষ্টিকারী মেঘনাদ।
রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
আকাশে
মেঘের ডাক
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
গর্জে ওঠে
রাতে আকাশে যেভাবে ভয়ানকরূপে মেঘ গর্জে ওঠে সেভাবে বীর বলবান (মেঘনাদ) বলল, হে ধর্মপথগামী, তুমি কোন ধর্মমতে জাতি, কুল সম্পর্ক সব বিসর্জন দিলে?
শব্দ বা ধ্বনিতে
কহিলা বীরেন্দ্র বলী, ''ধর্মপথগামী,
বীর বলবান
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
রাক্ষস রাজার অনুজ বা ছোট ভাই
তুমি; – কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি
মানব সম্পর্ক
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, – এ সকলে দিলা
বিসর্জন দেওয়া
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
শাস্ত্রে বলা হয়েছে, গুণবান পরজনের চেয়ে নির্গুণ স্বজন উত্তম। পর সবসময় পর থাকে।
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এই যে আত্মীয়– স্বজনকে ত্যাগ করার শিক্ষা, হে রাক্ষসকুলের কর্তা, তুমি কোথায় শিখলে?
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
কিন্তু অহেতুক তোমাকে তিরস্কার করছি। যাদের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করে বসবাস করছ তাদের কাছে বর্বরতা কেনই বা শিখবে না?
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
নীচ প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে যার বসবাস তার মান তো নীচ হবেই।
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।''

[নির্বাচিত অংশ]

বৈচিত্র্যময় জনজীবনের প্রত্যাশিত সম্মিলন বা ঐক্য বোঝাতে কথাটি ব্যবহৃত।

ঐকতান

এক সুর। বহু সুরের সমন্বয়ে এক সুরে বাধা পৃথিবীর সুর বোঝানো হয়েছে।

বিশাল এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমি জানি

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

কবি নিজের জানার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন। জানার আগ্রহ পরিস্ফুট।

কত দেশে কত নগর, কত রাজধানী, কত নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, অজানা জীব, অপরিচিত তরু অগোচরে রয়ে গেল।

দেশে দেশে কত–না নগর রাজধানী –
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত–না অজানা জীব,কত–না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ

সমুদ্র

পাহাড়

এখানে কবি নিজ জ্ঞানের দারিদ্র্য অবলীলায় বর্ণনা করেছেন।

জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু আমার মন জুড়ে রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে

ভ্রমণবৃত্তান্ত অক্লান্তভাবে পাঠ করে কবি জ্ঞান অর্জন করেন।

অক্ষয় উৎসাহে –

অফুরন্ত আগ্রহে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে, যেখানে জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তা–ই আমি কুড়িয়ে এনে আমার কবিতা সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি।

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে আমি জ্ঞানের দারিদ্র্য ঘুচাতে চেষ্টা করি। এ জ্ঞান ভিক্ষাতুল্য।

আমি পৃথিবীর কবি, আমার বাঁশির সুরে বা কথার সাধনায় বিশ্বময় সাড়া জেগে ওঠার কথা।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক –
রয়ে গেছে ফাঁক।

আমার সুর, সংগীত বা কথার সাধনার ডাক সর্বত্র পৌঁছায়নি, কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে।

প্রকৃতির বিচিত্র ভাবনা নিয়ে নানা কবি কবিতা লিখেন। তাঁদের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য ওইটুকু। এতে আমি আনন্দ লাভ করি।

প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ –
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

জীবনের সব অনুভূতির দরজায় এসে প্রবেশের পথ পাইনি। আমার জীবনযাত্রার পদ্ধতি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল।

চাষি, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি শ্রমজীবীরাই সংসারের বা পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। তাদের ওপর ভর দিয়েই পৃথিবী টিকে আছে।

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল –
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

সম্মানবঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবী থেকে দূরে, সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবির অবস্থান। যা তাঁর দৃষ্টিতে নির্বাসনের মতো।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে

নিজের আত্মদহন থেকে উৎসারিত কথা।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে

সম্মানের শ্রীঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তিনি শ্রমজীবিদের সমাজ ও জীবনকে দেখতে পারেন নি।

জনবিচ্ছিন্নতা ও বিশ্ববোধের প্রতিবন্ধকতাকে কবি সংকীর্ণ জানালা বলেছেন।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

মাঝে মাঝে আমি ব্রাত্যজন বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কথা লিখতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তাদের অন্তরের গভীর ভাবনাগুলো তুলে আনার শক্তি আমার হয় নি।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা

জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ না ঘটলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়।

পণ্যধারা

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।

কবি নিজ সম্পর্কে সমালোচনা ও নিজের সুরের অপূর্ণতা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী

আমার কবিতা সম্পর্কে আমি জানি। তা বিচিত্র হলেও সর্ব অনুভবের ভাব ফোটাতে পারিনি।

তাঁর কবিতায় বিশ্বযোগ হয়নি।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী–লাগি কান পেতে আছি।

অংশীদার

মাটির মানুষের কথা না থাকলে সাহিত্য পরিপূর্ণতা পায় না।

যারা কৃষকের জীবনের সঙ্গী বা অংশীদার হয়ে আত্মীয়তা অর্জন করেছে, আমি সেই কবির কবিতার জন্য অপেক্ষা করছি।

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।

হে অখ্যাত জনের কবিরা, নির্বাক (শ্রমজীবী) মানুষের কবিরা, তোমরা এসো।

মনের ← মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার –
কবির হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। ← প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

শ্রমজীবী মানুষকে অবজ্ঞা করায় বর্তমান সাহিত্য ভুবন আনন্দহীন ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা, তোমরা তাদের মনের বেদনা উদঘাটন করে সাহিত্যের মরুভূমিকে রসে পূর্ণ করে দাও।

অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদবারি

তোমাদের অন্তরে যে (রসের) উৎস রয়েছে তা তোমরা উন্মুক্ত বা উজার করে দাও।

উন্মুক্ত

সাহিত্যের ঐকতানসভায় গ্রাম থেকে আসা একতারা হাতের শিল্পী বা উপেক্ষিত মানুষেরাও যেন স্থান পায়।

সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়–

সাহিত্য জীবনের সর্বপ্রান্ত স্পর্শ করলে সাহিত্যসভায় ঐকতান বা এক সুর সৃষ্টি হয়।

উন্মুক্ত ← মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছের থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

দুঃখকষ্ট সহ্য করা নির্বাক মানুষ যারা, যারা প্রতিবাদের ভাষা জানে না বলে মাথা নিচু করে থাকে, যারা আমাদের খুব কাছের হয়েও দূর করে রেখেছি, হে জ্ঞানী, গুণীগণ তাদের কথা যেন তোমাদের নিকট থেকে শুনি।

আমজনতার কবি

[সংক্ষিপ্ত]

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদী।

কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান- → আমি সমতার গান গাই বা কথা বলি।

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা – ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।

← যে হৃদয় বা অন্তরে হিন্দু মুসলিম – বৌদ্ধ খ্রিষ্টানের বাধা ব্যবধান দূর হতে পারে।

→ এখানে হৃদয়ধর্ম বা অন্তর ধর্মকে বড় ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে।

গাহি সাম্যের গান!

← পারস্য বা ইরানের

← তুমি যে ধর্মের মানুষ বা যে মতবাদে বিশ্বাসী হওনা কেন

কে তুমি? – পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?

→ জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়।

→ পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী

→ বাংলা আদিম মানবগোষ্ঠী

← চীনা দার্শনিক

কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক – চেলা? বলে যাও, বল আরও!

→ হিব্রু সম্প্রদায়

← নাস্তিক দার্শনিক

বন্ধু, যা খুশি হও, → শিষ্য

← যেই ধর্মগ্রন্থই তুমি পাঠ করো না কেন, যদি তোমার অন্তরে মানবতাবোধ বা সমতার দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তবে ধর্মগ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করতে তুমি ব্যর্থ হবে। তাই ধর্ম গ্রন্থ পাঠ মগজে শূল হানার মতো পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

পেটে–পিঠে, কাঁধে–মগজে যা–খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান–পুরাণ–বেদ–বেদান্ত–বাইবেল–ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা–গ্রন্থ–সাহেব পড়ে যাও যত সখ,–
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?

← পারস্যের অগ্নি– উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।

→ ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট অস্ত্র

দোকানে কেন এ দর –কষাকষি? – পথে ফোটে তাজা ফুল! → ধর্ম নিয়ে কেন এতো বিতর্ক? তাজা ফুল পেতে পথ খুঁজতে হবে মানবমুক্তির।

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

→ পৃথিবীর সকল গ্রন্থের পুঞ্জীভূত জ্ঞান মানবহৃদয় থেকে উৎসারিত। তাই তোমার হৃদয়ই শাস্ত্রের উৎস।

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,

← মানবহৃদয়কে সকল দেবতার সবচেয়ে বড় উপাসনালয় বলা হয়েছে।

তোমার হৃদয় বিশ্ব – দেউল সকলের দেবতার

কেন খুঁজে ফের দেবতা – ঠাকুর মৃত – পুথি- কঙ্কালে? → জ্ঞানহীন মানুষ পুরোনো পুঁথি - কেতাবে বিধাতাকে খুঁজে গলদঘর্ম হয়।

হাসিছেন তিনি অমৃত – হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

→ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় বিধাতার অবস্থান

← হৃদয়ে বিধাতা আছে তা মিথ্যা নয়।

বন্ধু, বলিনি ঝুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট → কবি আপন সত্তা তথা হৃদয়ের ঐশ্বর্যে বিশ্বাসী। এই ঐশ্বর্যের কাছে সকল রাজমুকুট তুচ্ছ।

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,

← উড়িষ্যায় অবস্থিত নীলগিরি পর্বত সুন্দর স্থান।

→ হিন্দুধর্মের পবিত্র স্থান।

বুদ্ধ– গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা – ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,

← মহৎ, বিবেকবান হৃদয়ের অধিকারী মানুষেরা নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত রাখেন। হৃদয়ের জোরে তাঁরা বিশ্বজয়ী হন। তাই হৃদয়ই সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান।

এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। → মহামনীষীরা হৃদয়বোধ থেকেই সত্যকে চিনেছিলেন।

এই রণ – ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা –গীতা,

← রাসূল (স:)

→ বাঁশির কিশোর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিঃসৃত বাণীই 'গীতা' গ্রন্থে রূপ পেয়েছে।

এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।

← মানব হৃদয়ের উচ্চভূমিতে মেঘের রাখাল থেক নবি পর্যন্ত সকল যুগাবতার এক হয়ে গেছে।

এই হৃদয়ের ধ্যান–গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি → শাক্য বংশের জন্ম যার। বুদ্ধদেব।

ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা – বেদনার ডাক শুনি। → বুদ্ধদেব হৃদয় থেকে মানুষের বেদনার ডাক শুনেই রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

← হযরত মুহম্মদ (স) এই হৃদয় থেকেই কোরানের সমতার বানী উচ্চারণ করেছেন।

এই কন্দরে আরব – দুলাল শুনিতেন আহ্বান,

→ মহানবী

← পর্বতের গুহা। এখানে হৃদয়ের গভীরস্থান বোঝাচ্ছে।

এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম–গান!

মিথ্যা শুনিনি ভাই,

→ মানুষের হৃদয়ের শুদ্ধতা ও পবিত্রতার ওপর ধর্ম কর্ম সবকিছু নির্ভরশীল বলে হৃদয়ই সবচেয়ে ধর্মকেন্দ্র, হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দিরকাবা নেই।

← বুদ্ধদেব হৃদয় থেকে মানুষের বেদনার ডাক শুনেই রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির – কাবা নাই।

এই পৃথিবীতে একটি স্থান আছে
জীবনানন্দ দাশ

কবির দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলা সবচেয়ে সুন্দর। তবে এখানে সবাই সহানুভূতি দ্বারা সিক্ত বলে বিষণ্নতা ও কারুণ্যও আছে।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে – সবচেয়ে সুন্দর করুণ ; → বিষণ্ন বাংলাদেশ

সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল; → এরকম ঘাসে আবৃত মাঠ আর এই নামে গাছ রয়েছে যেখানে বাংলাকে বোঝাচ্ছেন।

এখানে নাটার রঙের মতো সূর্য ভোরের মেঘে উদিত হয়।

সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ → গোলাকার ক্ষুদ্র লাল ফল

সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে – সেখানে বরুণ → বারুণীর স্বামী
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল; → বরুণ ও বারুণী নদীনালার স্রোতোধারায় জল নিশ্চিত করে বাংলার প্রাণেশ্বর্য ও সৌন্দর্য ধরে রাখে।

হিন্দু ধর্মে জলের দেবী

শঙ্খচিলের পাখার চঞ্চলতা বুনো হাওয়ায় কম্পিত বন্য পান পাতার সঙ্গে তুলনীয়।

সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,

ধান খোসার আবরণে থাকে সুগন্ধী চাল আর প্রকৃতির আবরণে থাকে লক্ষ্মীপেঁচা।

সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ → প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীকরূপ

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর

গুবরে পোকা

সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;

সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের' পর – → হেমন্তের সোনালি ধান, হলুদ সরষে ফুলকে রূপসী বাংলার শাড়ি রং হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

শঙ্খমালা বাস্তবের কোনো নারী নয়, রূপসী বাংলাকে তিনি হলুদ শাড়ি পরিহিতা অপরূপা নারী হিসেবে কল্পনা করেছেন।

শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে

→ টানাটানা চোখবিশিষ্ট ভাগ্যের দেবীদুর্গা

তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো – বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই – সে – জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর। → দেবী দুর্গার বরেই বাংলা/ শঙ্খমালা অপরূপা।

তাহারেই পড়ে মনে
সুফিয়া কামাল

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়, → পৃথিবীতে
হে কবি, পৃথিবীতে ফাল্গুন বা বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
তুমি তোমার প্রশংসা গানের সাহায্যে কি বসন্তকে বরণ করে নেবে না। বরিয়া → বরণ করে

কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি –
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
→ কবি বসন্তের আগমন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তাই বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন।

বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"
বসন্তে বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে চতুর্দিক সুরভিত হয়। কবি এ সম্পর্কে উন্মনা বলে কবিভক্তকে জিজ্ঞাসা করেছেন। সমীর → বাতাস

"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
→ বসন্ত এসেছে অথচ কবি ফুলের অলংকারে কবিতাকে নবসাজে সজ্জিত করেননি। ভক্তের তাই জিজ্ঞাসা

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া –
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
দূর সমুদ্র বেয়ে বসন্তের নৌকা কি এসেছে? বসন্তের কি কোনো আগমনী গান বেজেছে? অলখের → অলক্ষ্য, যতদূর দেখা যায় না। পাথার → সমুদ্র। বাহিয়া → বেয়ে

ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।"
→ বসন্ত কি আমাকে ডেকেছে? আমি শুনিও নি, সন্ধানও রাখিনি।

কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত – বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি – এ মোর মিনতি।"
ভক্ত বলেছে, ওগো কবি তুমি গান – কবিতা রচনা করো না, তোমার কণ্ঠে বসন্তের গান শুনব, এটা আমার প্রার্থনা। গীতি → গান। মিনতি → অনুরোধ, প্রার্থনা

কহিল সে মৃদু মধু–স্বরে –
"নাই হলো, না হোক এবারে–
আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।"
→ কবি মধুর স্বরে বললেন, আমি না হয় এবার গান না ই গাইলাম তাকে কী? বসন্ত তো আসতে ভুলেনি, ফাল্গুন স্মরন করে সে তো যথাসময়েই এসেছে।

কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।" বৃথাই → অবজ্ঞা/ অবহেলা অর্থে

কহিল সে পরম হেলায় –
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
কীভাবে অবজ্ঞা বা অবহেলা হলো। ফাল্গুন মাসে গাছে কি ফুল ফোটেনি? ঋতুরাজ বসন্ত কি ফুলের অভ্যর্থনা লাভ করেনি? শাখে → শাখায়। পুষ্পারতি → ফুলের অভ্যর্থনা। লভেনি → লাভ করেনি। ঋতুর রাজন → ঋতুর রাজা, বসন্ত।

মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?"
কবি বলতে চান তাঁর জন্যেতো কোনো কিছুই অপেক্ষা করে নেই। ফুল ফোটা, সুবাস ছড়ানো, পূজা নিবেদন সবইতো অব্যাহত আছে। মাধবী কুঁড়ির → বাসন্তীলতা ফুলের কুঁড়ি। অর্ঘ্য বিরচন → অঞ্জলি প্রদান, পূজা নিবেদন

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
বিমুখতা → নারাজ, অপছন্দ, অপ্রসন্ন
→ কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে কবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।

কহিল সে কাছে সরে আসি –
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"
কুহেলি → কুয়াশা। উত্তরী তলে → চাদরের তলে ঢাকা। মাঘের সন্ন্যাসী → কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী হিসেবে কল্পনা করেছেন। রিক্ত হস্তে → খালি হাতে

সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।

অব্যর্থ

কবি ভালোবাসা আর শান্তির অস্ত্র দিয়ে সকল মরণাস্ত্রকে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। অস্ত্র ব্যবহারের আগের ভালোবাসার জগৎকে তিনি ফিরে পেতে চান।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত

ভালোবাসা অস্ত্র

তিনি সেই অস্ত্র ফিরে পেতে চেয়েছেন যে অস্ত্রের কাছে মারনাস্ত্র নত হয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র হলো শান্তির সুবাস ছড়ানো ভালোবাসা।

ঈষৎ নত

মারনাস্ত্র

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

সবুজ অরণ্যময় প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশে নীড়ের পাখিরা যেভাবে ঘুমায় সেরকম শান্তিময় পৃথিবী তাঁর প্রত্যাশিত।

স্রোতময়/ঢেউযুক্ত

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।

অস্ত্রমুক্ত বিশ্বে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না। কৃষকের দুঃখজ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না।

কবি চান সমৃদ্ধ ফসলের মাঠ, নিরাপদ গৃহস্থ ঘর। অস্ত্রবাজ কর্তৃক ফসলের মাঠে আগুন, আর্ত গৃহস্থালি তাঁর কাম্য নয়।

সেই অস্ত্র আমাকের ফিরিয়ে দাও

যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না

কবির প্রত্যাশা মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে।

কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপনাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন

মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু – বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ

মুহূর্তের পারমাণবিক বোমার আঘাতে লক্ষ, লক্ষ মানুষকে মৃত, পঙ্গু – বিকৃত করে দেয়। বংশপরম্পরায়ও পঙ্গুরা আমাদের চেতনায় আর্তনাদ করে।

কবির চেতনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল।

সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।

গ্রিসের শিল্পকলা ও স্থাপত্য নন্দিত ট্রয় নগরী যুদ্ধের হিংসা বিদ্বেষে বারবার ধ্বংস হয়েছে।

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী

যে অস্ত্রের বিনাশ বা ধ্বংস নেই

যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন

যে ভালোবাসার অস্ত্র ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার দূর করে এবং অহংকারী মনোভাবকে পরাজিত করে, যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে সংরক্ষণ করে সেই অস্ত্র তাঁর প্রত্যাশিত।

নিজের জাতি সম্পর্কে অহংকারী মনোভাব।

যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র – ভালবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

সমবেত বা একত্র

যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে একত্র করে। সেই ভালোবাসা নামক অস্ত্র পৃথিবীতে ব্যপ্ত বা ছড়িয়ে দিতে বলেছেন কবি।

আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ইতিবাচক দিক → আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ → এ বয়সে বড়দের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে জীবনে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে তরুণদের পড়তে হয়।

তরুণরা স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই নিয়ে থাকে। ← স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,

আঠারো বছর বয়সেই অহরহ

বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি। → দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা, উদ্যোগ এ বয়সী তরুণদের মধ্যে দেখা যায়।

এ বয়সের মানুষেরা নির্ভীক। ← আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়

পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা, → সকল বাধা– বন্ধনকে তুচ্ছ মনে করে এগিয়ে যায়।

এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয় – → এ বয়সের তরুণরা কখনো মাথা নোয়ায় না। অনমনীয় থাকে

এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয় বলে শৈশব কৈশোরের কান্না এ বয়সে থাকে না। এ বয়সের মানুষ অধিকার আদায় করে নেয়। ← আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য → মানবজাতির কল্যাণে এ বয়সের তরুণেরা রক্তমূল্য দিতে জানে। জীবনের ঝুঁকি নেয়াকে পবিত্র কাজ মনে করে।

এ বয়সের মানুষ গতিমান। ← বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,

এ বয়সের তরুণেরা মানবমুক্তির জন্য প্রাণ দেয়া–নেয়াকে স্বাভাবিক মনে করে। ← প্রাণ দেওয়া – নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য

ইতিবাচক দিক → সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে। → নবজীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুনেরা সংগ্রাম করার শপথ নেয় এবং সেই কোলাহলে আত্মাকে সমর্পন করে।

এ বয়স অনেক সময় ভয়েরও কারণ হয়। চারদিকের অন্যায়, অত্যাচার দেখে তরুণরা যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ← আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,

এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর → এ বয়সে অনুভূতি তীব্র হয় এবং মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

ভালো – মন্দ নানা মন্ত্রণা এ বয়সেই তরুণদের কানে আসে এবং তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ← এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার → আঠারো বছর বয়স থেমে থাকার নয়। সর্বত্র গতি সঞ্চয় করে তরুণরা।
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,

দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার → এ বয়সে তরুণরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
ক্ষত – বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

এ বয়সে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়সের কালো অধ্যায়ে পরিণত হয়। ← অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো, এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে

এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো → এ বয়সের সঙ্গে তাই বেদনার সম্পর্ক বিদ্যমান।

তারপরও এই বয়স সর্বদাই জয়লাভ করে। ← তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি, → কবি এ বয়সের ইতিবাচক দিককে বড় করে দেখছেন।

এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে, → জাতীয় জীবনের দুর্যোগে এ বয়স অগ্রভাগে রাখে তরুণদের।
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী

এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ছুটে চলাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য। ← এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয় পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে

এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়–

ইতিবাচক অর্থে এ বয়সের ব্যবহার হওয়া চাই। ← এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে। → মানুষের বয়স যতই হোকনা কেন, সবার জীবনে যেন আঠারো বছর বয়সের মতো প্রেরণা আসে।

প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে বলে এ বয়সের তরুণেরা দুর্বার গতির প্রতীক। তাই কবি প্রার্থনা করেন এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

প্রতি বছরের মতো ১৯৬৯ – এও শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে। কবির মনে হয় যেন ১৯৫২ – এর ভাষা শহিদদের রক্তের বুদবুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। রক্তের রং আর কৃষ্ণচূড়ার রং একই হওয়ায় একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মেলাতে চান।

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো–বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়–ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।

ভাষার জন্য যাঁরা লাল রক্ত দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগের মহিমা মূর্ত হয়ে ওঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার রঙে। ফেব্রুয়ারিতেই কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে।

এ–রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,

লাল রঙের বিপরীত যে রং তা অশুভ–সন্ত্রাস, খুনের রং।

যে–রং লাগে না ভালো চোখে, যে–রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল–সন্ধ্যায়–
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ–ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

পাকিস্তানি বাহিনীর অশুভ পদচারণা বোঝাতে।

আমি আর আমার মতেই বহু লোক
রাত্রি – দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।

মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।

পদ্মবাগান, মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ব্যবহৃত।

যেহেতু ৬৯–এও মানবিক বাগান আবার তছনছ হচ্ছে তাই সালাম–বরকতের প্রতিবাদী সত্তা তরুণদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।

সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়কালকে বোঝাতে কথাগুলো উচ্চারিত। কারণ –বায়ান্নর আন্দোলনের পথই উনসত্তরে এসে আরো বিস্তৃত হয়।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা

ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদী স্মৃতি স্মরণ করা হচ্ছে।

আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে

বাঙালির বেঁচে থাকার ও দাবিদাওয়ার স্বাভাবিক পরিবেশের অভাবের কথা ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,

সবুজ পূর্ব বাংলাকে বোঝাচ্ছে।

প্রাণ ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। তেমনি বাংলা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এখানে 'ফুল' বলতে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।

শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

জনশ্রুতি; যা জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

হাতের মুঠোয়

তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

রক্তজবা লাল বলে পিঠের ক্ষতের সঙ্গে তুলনীয়।

তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।

মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো ক্রীতদাসের ওপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন

হিংস্র মাংসাশী প্রাণী

অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন

পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন

পূর্বপুরুষের মুখে সৃষ্টি, স্রষ্টা, অতীত ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির কথা শোনা।

তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

পূর্বপুরুষরা যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শোনাতেন তাই কবির দৃষ্টিতে শব্দবন্ধ 'কবিতা'।

ইতিবাচক সকল শব্দই সত্যের কথা বলে, এই সত্যই কবিতা।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা।

কবিতা যেন কবির জমিতে যত্নে ফলানো ফসল।

কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা

এই চিত্রকল্পের সঙ্গে কবিতাকে অভেদ কল্পনা করা হচ্ছে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।

সত্য থেকে বিচ্যুত থাকলে, আত্মার প্রশান্তি থাকবেনা, অশান্তি প্রবল হবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

দিগন্তের বিশালতা ও সৌন্দর্যকে নিজের ভেতর অনুভব করতে না পারা।

সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

নিজেদের উৎস ও ভূমি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

কবিতা না শুনতে জানলে মানুষ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়, আত্মার মুক্তি ঘটে না।

আমি উচ্চারিত সত্যের মতো

স্বপ্নের কথা বলছি।

মুক্তির প্রত্যাশা, মুক্ত জীবনের প্রত্যাশা এখানে ব্যক্ত।

উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।

মানুষের মুক্ত জীবনের সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি.

কবি মায়ের কথার মাধ্যমে প্রকৃতি ও স্বদেশের রূপ তুলে ধরেছেন।

তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
← মানুষের জীবনে গতি থাকলে সমাজ গতিশীল ও চিরস্থায়ী হয়।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না। → আত্মশক্তি অর্জন করতে পারেনা।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না। → জীবনের সত্য উপলব্ধি করে কল্পবিলাসী হতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।
← কবিতা শোনার ক্ষমতা না থাকলে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনার মানসিকতা থাকেনা।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি → কবিতায় 'কিংবদন্তি' শব্দটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক।

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি → পূর্বজনদের স্নেহ ভালোবাসা স্মরণ।
← আপনজনের জন্য উৎকণ্ঠা

গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি → স্বজন হারানোর বেদনা, মৃত্যুকে কাছে থেকে দেখা, মানবিকতাবোধ।
← সম্ভাবনার বিনষ্ট লক্ষ করা

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় → শুধু ভালোবাসায় গন্ডীবদ্ধ থাকলে মাকে হারাতে হয়। মাকে রক্ষা করতেই ভালোবাসা ত্যাগ করতে হয়।
← দেশমাতৃকার রক্ষার জন্য ভালোবাসা তুচ্ছ করে যুদ্ধে যেতে হয়।

যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না। → সত্যদর্শন ও আত্মদর্শন করলে এবং দৃঢ় সংকল্প থাকে প্রিয়জনের জন্য জীবন বিসর্জন সম্ভব।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না। → সর্বশক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মুক্তির অনিবার্যতা হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
← পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে।

তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে। → পরিশ্রম করলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

যে মৎস্য লালন করে

প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে। ← শস্যের সম্ভার ও নদীর পুরস্কার আমাদের জানিয়ে দেয় বাংলার প্রকৃতির ধনপ্রাচুর্য ও পিতৃপুরুষের সমৃদ্ধি।

যে গাভীর পরিচর্যা করে → প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে।

জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।

যে লৌহখন্ডকে প্রজ্বলিত করে → যুদ্ধের সংকেত, কঠোর পরিশ্রম, সৃষ্টির উন্মাদনা।

ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।

দীর্ঘদেহ পুত্রগণ → বাংলামায়ের বলিষ্ঠ সন্তান

আমি তোমাদের বলছি।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি

বোনের মুত্যুর কথা বলছি

ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।

সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা → সত্য, অবশ্যম্ভাবী, সুন্দর প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই কবিতা।

সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা → কবিতা স্নিগ্ধা, সুরেলা ও নান্দনিক।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা ← কবিতা সত্যের সন্ধান দেয়। আত্মাকে মুক্তির পথ দেখায়।

রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা। → কবিতায় প্রতিবাদ ও মুক্তির কথা থাকে।
← রক্তঝরা প্রতিরোধই হলো স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত।

আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো

আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা কলতে পারবো।

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের রূপ বা আঙ্গিক
ছোটগল্প

রচয়িতা

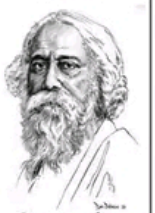

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎস গ্রন্থ

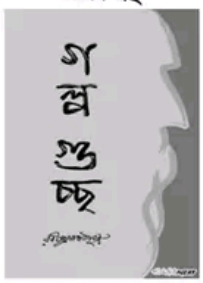

গল্পগুচ্ছ
এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথের গল্প সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

প্রথম প্রকাশিত

'সবুজপত্র' পত্রিকায়
প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪খ্রি.) কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় চরিত্র
কল্যাণী, অনুপম

মূলবাণী/ মর্মবাণী/ উপজীব্য বিষয়
- ☞ যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ।
- ☞ 'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খলনের অকপট কথামালা।

উপকরণ - তামাক, গুড়, গুড়ি, হুঁকা।
ব্যক্তি - গণেশ, অন্নপূর্ণা, গজানন, সরস্বতী, লক্ষ্মী
স্থান - কলিকাতা, কানপুর, কোন্নগর, হাবড়া।
ফুল - শিমুল, বকুল, পদ্ম, রজনীগন্ধা।
রং - কালো, লাল, সবুজ।
প্রাণি - ভ্রমর, প্রজাপতি, হস্তী, সাপ, রাজহাঁস।
ঋতু - বসন্ত।

অপরিচিতা গল্পের - কথক
বিয়ের সময় বয়স ছিল - ২৩ বছর
অনুপমের বর্তমান বয়স - ২৭ বছর।

কল্যাণীর বাবা
শম্ভুনাথ পেশায় একজন - ডাক্তার।
শম্ভুনাথ বাবুর বন্ধু পেশায় ছিলেন- উকিল।

কল্যাণী
গতি - সহজ।
দীপ্তি - নির্মল।
সৌন্দর্যের শুচিতা - অপূর্ব।
বিয়ের সময় বয়স ছিল - ১৫ বছর।
কল্যাণীর বর্তমান বয়স - ১৯ বছর।

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ, পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি ঘটেছে।
০২. 'অপরিচিতা' গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানিতে বর্ণিত।
০৩. এই গল্পে একদিকে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতা এবং অন্যদিকে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে।
০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন - যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা।
০৫. 'অপরিচিতা' গল্পটি সার্থক - ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অর্থব্যক্তিতে।
০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে নারী কাহিনীর দিক বর্ণিত হয়েছে তা হল - বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
০৭. "এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে" – বলতে বোঝানো হয়েছে - আত্ম সমালোচনা।
০৮. রসনচৌকি বলতে বোঝানো হয়েছে - শানাই, ঢোল ও কাঁসি – এই তিন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।

০৯. এ গল্পে সন্ধান না পাওয়া যাওয়ার কথা বলা হয়েছে - অভ্রের ঝাড়ের
১০. বিয়ের ভূমিকা অংশটা সমাধা হইয়া গেল - নির্বিঘ্নে।
১১. "অপরিচিতা" গল্পে 'বর্বর কোলাহল' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে - সঙ্গীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত হওয়ার।
১২. শম্ভুনাথের আনা গহনাগুলোর মধ্যে সেকরা হাতে নিয়েছিল - মকর মুখো (কুমিরের মুখাকৃতি যুক্ত)) মোটা একটি বালা।
১৩. মামা গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন - নোট বইয়ে।
১৪. বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একসঙ্গে বাজল না - ব্যান্ড, রসনচৌকি ও কন্সর্ট।
১৫. মাকে তীর্থে নিয়ে যাবার ভার পড়েছিল - অনুপমের উপর।
১৬. অনুপম মাকে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছিল - রেলগাড়িতে করে।
১৭. রেলগাড়িতে ঘুমানোর সময় অনুপমের মাথার মধ্যে বাড়িতেছিল - নানাপ্রকার স্বপ্নের ঝুমঝুমি।
১৮. অনুপমের কাছে সবই যখন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল তখন তার কাছে চিরপরিচিত ছিল - আকাশের তারাগুলো।
১৯. অনুপমের স্বপ্নে রেলগাড়ির ভিতরে আলোর নিচে টানা - সবুজ পর্দা।
২০. রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয় - একচক্ষু লণ্ঠন।
২১. প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাড়িয়ে একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়ে দিল - গার্ড।
২২. লেখক স্বপ্নালোকের উলট পালট আসবাব বলিয়া আখ্যায়িত করেছে - রেলের ভিতরের মানুষগুলোকে।
২৩. রেলগাড়িতে অনুপম বসেছিল - জানালার পাশে।
২৪. অনুপমের রাতে ভাল ঘুম হল না - মেয়েটির নেমে যাওয়ার ভয়ে।
২৫. প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিল - আর্দালির দল (আসবাবপত্র লইয়া)।
২৬. অনুপমরা ট্রেন থেকে নামার পর গাড়ি আসল - ২-৩ মিনিট পর।
২৭. চলতি গাড়িতে অনুপমদের বিছানাপত্র উঠাইল - মেয়েটি।
২৮. গাড়িতে উঠার সময় স্টেশনে পড়িয়া রহিল - ক্যামেরা।
২৯. গাড়িতে ছোট মেয়েরা কল্যাণীর কাছে বায়না করিল - একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার।
৩০. পরের স্টেশনে মেয়েটি (কল্যাণী) কিনল - খানিকটা চানা-মুঠ।
৩১. অনুপম 'কুলি কুলি' করে ডাক ছাড়িতে লাগিল - স্টেশন মাস্টারের কথা শুনে।
৩২. মেয়েটি অগ্নিবর্ষণ করিল - অনুপমের প্রতি।
৩৩. বেঞ্চের শিয়র থেকে টিকিট খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিল - কল্যাণী।
৩৪. মেয়েটির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সূচনা - "না আমরা গাড়ি ছাড়ব না"– রেলওয়ে কর্মচারীকে একথা বলার মধ্য দিয়ে।
৩৫. ইতিমধ্যে গাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে - ইউনিফর্ম পরা সাহেব (আর্দালি সাহেব)।
৩৬. ইউনিফর্ম পরা সাহেব প্রথমে ইশারা দিয়েছিল - আর্দালিকে (গাড়িতে আসবাব উঠাইবার জন্য)।
৩৭. মেয়েটির ভাব দেখিয়া ইউনিফর্ম পরা সাহেব আড়াল করিয়া লইয়া কথা বলিল - স্টেশন মাস্টারের সাথে।
৩৮. মেয়েটির এমন প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব দেখিয়া অনুপম লজ্জায় - প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল।
৩৯. গাড়িটি সর্বশেষ আসিয়া থামিল - কানপুরে।
৪০. গাড়ি স্টেশনে থামিলে গাড়ি থেকে মেয়েটির জিনিসপত্র নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল - এক হিন্দুস্থানি চাকর।
৪১. অনুপম হাত জোড় করিয়াছিল - শম্ভুনাথ বাবুর কাছে।
৪২. সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেলের খোলে তৈরি - বাঁধা হুঁকা।
৪৩. চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেয়াকে বলে - উমেদারি।

কল্যাণী

'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র কল্যাণী। অপরিচিতা মূলত এখানে কল্যাণী। সে শম্ভুনাথ সেনের একমাত্র কন্যা। কল্যাণী শিক্ষিত, সহজ-সরল, প্রাণচঞ্চল চিত্তের অধিকারী। সে অমানবিক যৌতুকপ্রথার শিকার। যৌতুকের কারণেই তার বিয়ে ভেঙে যায়। কল্যাণীর স্বতন্ত্র ভাবনা, দর্শন ও আচরণে সমাজে গেঁড়ে বসা ঘৃণিত যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্যাণী অন্যায়ের সাথে আপসহীন এক মানবীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী গল্পে আমরা তাকে দৃঢ়চেতা, পরোপকারী, শিক্ষিকা, প্রতিবাদী, ত্যাগী ও দেশমাতৃকার সেবিকারূপে দেখতে পাই।

☞ বিয়ের সময় তার বয়স ছিলস - পনেরো। তার বর্তমান বয়স উনিশ।
☞ বিয়ের জন্য ঠিক হওয়া পাত্রীর নাম - কল্যাণী।
☞ 'অপরিচিতা' গল্পে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চরিত্র - কল্যাণী।
☞ "কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না"– পণ করেছে - কল্যাণী।
☞ অনুপমের কল্পনায় কল্যাণী চুল বাঁধতে ভুলে যায় - সন্ধ্যায়।
☞ অনুপমের কল্পনায় কল্যাণীর অবস্থা - অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো বিমর্ষ।
☞ "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে' উক্তিটি - কল্যাণীর
☞ কল্যাণীর কণ্ঠস্বরকে অনুপম তুলনা করেছে - বাংলা গানের সঙ্গে।
☞ মায়ের সঙ্গে তীর্থযাত্রার সময় ট্রেনে যে অপরিচিত নারীকণ্ঠের 'এই গাড়িতে জায়গা আছে' শুনে অনুপম মুগ্ধ ও আপ্লুত হয় সে কণ্ঠ কল্যাণীর।
☞ অনুপমের চিরজীবনের গানের ধুঁয়া - কল্যাণীর 'জায়গা আছে' কথাটি।
☞ অনুপম কল্যাণীর কাছে পেয়েছে - জায়গা।
☞ "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।" - কল্যাণী এ কথা ইংরেজিতে বলে স্টেশন মাস্টারকে।
☞ "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না" – উক্তিটি - সেকেন্ড ক্লাসের কামরা হতে কল্যাণীর (অনুপমের মায়ের প্রতি)।
☞ কানপুরে নামার সময় অপরিচিতার নাম-পরিচয় জেনে অনুপম ও অনুপমের মা চমকে উঠলেন।
☞ কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে - বিবাহ ভাঙ্গার পর।
☞ "তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে" – এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে - কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে/ কল্যাণীর দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার কথা।

অনুপম

'অপরিচিতা' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র অনুপম। সে এ গল্পের কথক। বয়স ২৭ বছর; এমএ পাস। বিয়ে ঠিক হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। গল্পের শুরুতে আমরা তাকে গুণহীন, ব্যক্তিত্বহীন ভূমিকায় দেখি যে কিনা শিক্ষিত যুবক হয়েও পরিবারতন্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ। নিজের বিয়ের ক্ষেত্রেও তার মতামত গুরুত্ব পায়নি। বিয়ের দিন মামার অন্যায় কাজকে সে চোখ বুজে মেনে নিয়েছে। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারেনি। বিয়ের আসরে সে মামার অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দেয়। মা আর মামা দুজন অনুপমের অভিভাবক।

বিয়ের আসরে হবু স্ত্রীর গা থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করার মতো ঘৃণ্য বিষয়েও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। এমনকি তার মামার অপমানের কারণে ও তার ব্যক্তিত্বহীনতায় কনের বাবা শম্ভুনাথ তাকে বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ক্রমে তার মাঝে চেতনার বিকাশ ঘটে। গল্পের শেষ দিকে আমরা তাকে ক্রমে ইতিবাচক হয়ে উঠতে দেখি।

- নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপম ব্যবহার করেছে - 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি।
- অনুপমের হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ পেয়েছে - তরুমর্মের।
- 'অপরিচিতা' গল্পে 'বকুলবনের নবপল্লবরাশি' দ্বারা বোঝানো হয়েছে - অনুপমের মনের অবস্থা।
- অনুপম যখন বিবাহ বাড়িতে গিয়ে উঠিল তখন নিজেকে কল্পনা করিয়াছিল - গহনার দোকানের সঙ্গে।
- অনুপমের বিবাহ যাত্রার পাথেয় ছিল - মত্ত হস্তী।
- অনুপমের মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গিয়াছিল - কল্যাণী বিবাহ করিবে না কথাটি শুনিয়া।
- "দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি।" - এ ভাবনা অনুপমের।
- "এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা" – অনুপম কথাটি জানাইল - ঘাড় নাড়ার ইঙ্গিতে।
- অনুপমের পিতা প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল - ওকালতি করে।
- আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।- উক্তিটি অনুপমের
- ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।- উক্তিটি অনুপমের
- মার হাতেই আমি মানুষ।- উক্তিটি অনুপমের
- আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।- উক্তিটি অনুপমের
- কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র।- উক্তিটি অনুপমের
- আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।- উক্তিটি অনুপমের
- আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পশুশরের কোনো বিরোধ নাই। - উক্তিটি অনুপমের
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য।- উক্তিটি অনুপমের
- রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা।- উক্তিটি অনুপমের
- অনুপমের মতে মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, তার চেহারা হচ্ছে - কণ্ঠস্বর।
- ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।- উক্তিটি অনুপমের
- সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে সেই-যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল।- উক্তিটি অনুপমের
- তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।- উক্তিটি অনুপমের
- কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা জায়গা আছে।- উক্তিটি অনুপমের
- ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।- উক্তিটি অনুপমের

অনুপমের মামা

অনুপমের চেয়ে তার মামা ছয় বছরের বড়। অনুপমের সংসারকে তিনি ফল্গুর বালুর মতো নিজের অন্তরে শুষে নিয়েছেন। ওকালতি পেশায় নিয়োজিত বাবার মৃত্যুর পর তার আসল অভিভাবক হয়ে ওঠে মামা। পুরো গল্পে আমরা তাঁকে অর্থলোভী, স্বার্থপর, হীন মানসিকতাসম্পন্ন চতুর হিসেবে দেখতে পাই। অনুপম-কল্যাণীর বিয়ে ভাঙার জন্য অনুপমের মামাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

- অনুপমের আসল অভিভাবক - তার মামা।
- অনুপমের মামার অস্থিমজ্জায় জড়িত ছিল - টাকার প্রতি আসক্তি।
- পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট ছিল - তার মামা।
- অপুর মামার মতে, কলিকাতার বাহিরের পৃথিবীটা অন্তর্ভুক্ত আছে - আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের।
- অনুপমের মামা মনে মনে খুশি হইলেন কারণ - বেহাইয়ের কোনো তেজ নাই।
- বিবাহ বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না - অনুপমের মামা।
- লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না - অনুপমের মামা।

শম্ভুনাথ সেন

কল্যাণীর বাবা। তিনি পরোপকারী, সুপুরুষ, সত্যবাদী, ঋষিতুল্য মানুষ। তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে মাত্র। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হয়েও গল্পে একজন দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অনুপমের মামার অভদ্র আচরণেও শম্ভুনাথ সেনকে কোনো বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় না। বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপমের মামার বাড়াবাড়ি দেখে অপমানিত হয়ে নিজের মেয়ের লগ্নভ্রষ্টের লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। এই ঘটনায় আমরা তাঁর সাহসী ও দৃঢ়চেতা মানসিকতার পরিচয় পাই।

অনুপমের মামা ছিলেন যৌতুকলোভী। তিনি গয়না পরীক্ষার জন্য সেকরা সাথে নিয়ে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলেন। শম্ভুনাথ বাবুর দেওয়া সব গয়না খাঁটি বলে প্রমাণিত হয় এবং পাত্রপক্ষের দেওয়া এয়ারিং ভেজাল প্রমাণিত হয়।

- শম্ভুনাথ বাবু পেশায় একজন - ডাক্তার।
- শম্ভুনাথ বাবুর বন্ধু পেশায় ছিলেন - উকিল।
- শম্ভুনাথ বাবু পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন - বংশ মর্যাদা রক্ষার্থে।
- লক্ষ্মীর ঘটটি একেবার উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না কোথাও শম্ভুনাথের – কারণ - কল্যাণী তার একমাত্র মেয়ে (অনুপমের মামার চিন্তা এটা)।
- "বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ" – বলা হয়েছে - শম্ভুনাথ বাবু সম্পর্কে (একথা ভেবেছিলেন - অনুপমের মামা)।
- "লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই" – শম্ভুনাথ বাবুর প্রসঙ্গে।
- "সেই কথা তবে ঠিক?" শম্ভুনাথবাবু কথাটি বলেছে - অনুপমের দিকে চাহিয়া।
- "আমার মেয়ের গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না" - এ কথা বলেছিলেন কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন।
- "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।" - উক্তিটি শম্ভুনাথের
- শম্ভুনাথবাবু একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া মেলিয়া ধরিলেন - তক্তপোশের উপরে।
- শম্ভুনাথ বাবুর আনা গহনাগুলো - পিতামহীদের আমলের।
- গহনাগুলোতে অভাব ছিল - হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজের।

হরিশ

অনুপমের বিয়ের জন্য পাত্রী ঠিক করে তার বন্ধু- হরিশ। সে কাজ করে কানপুরে। আসর জমানোতে তার তুলনা নাই। অনুপম হরিশের কাছ থেকেই প্রথম কল্যাণীর কথা জানতে পারে। সে-ই কল্যাণীর কথা বলে অনুপমকে উতলা করে তোলে। তার যেকোনো বিষয় রসাত্মকভাবে উপস্থাপনের গুণ ছিল, আর এ কারণে সে আসর জমাতেও ছিল বেশ পটু।

বিনুদা

বিয়েতে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে যায় অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনু। তাঁর রুচি ও দক্ষতার ওপর অনুপমের ষোলো আনা নির্ভরতা ছিল। তার মুখে কল্যাণীর প্রশংসা শুনে অনুপমের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সে একটি এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করে আসে।

- কল্যাণীকে আশীর্বাদ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল - অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদাদাকে।
- অনুপম ষোল আনা নির্ভর করে - বিনুদাদার রুচি ও দক্ষতার উপর।
- বিনুদাদার ভাষা - অত্যন্ত আঁট।
- যেখানে সবাই বলে 'চমৎকার' বিনুদাদা সেখানে বলেন - চলনসই।
- মেয়ের সম্পর্কে বিনুদাদার কথা শুনে অনুপম তার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছে - পঞ্চশরের।
- "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!" - উক্তিটি বিনুদার

অনুপমের মা

একজন সন্তানবৎসল নারী; গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন কিন্তু স্বামীর ওকালতির টাকায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ কারণে তিনি তার সন্তান অনুপমকে অতিরিক্ত আদরে বড়ো করেছেন। এছাড়া তার মাঝে ধনসম্পত্তির অহংকার দেখা যায়। নিজেরা যে ধনী সে কথা নিজেও যেমন ভোলেন না, তেমনি তার সন্তানকেও ভুলতে দেন না।

- অনুপম মানুষ হয়েছে - মার হাতে।

গুরুত্বপূর্ণ উক্তি/ লাইন / পঙক্তি

- মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর।
- এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।
- স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।
- "এ আর দেখিব কী" – উক্তিটি - সেকরার।
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য।
- কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশার জায়গা আছে?
- মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল।
- একে তো বরের হাট মহার্দ, তাহার পরে ধনুক - ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন - কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।
- বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল।
- "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"
- সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা"।
- তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।

মাকাল ফল

'মাকাল ফল' প্রচলিত একটি বাগধারা যার অর্থ - অন্তঃসারশূন্য। যে ফল বাইরে দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত; একেবারেই খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে মাকাল ফল বলতে গুণহীনকে বোঝায়। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে মাকাল ফল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, অনুপমের ছিল সুন্দর চেহারা কিন্তু সেই অনুপাতে তেমন কোনো গুণ ছিল না। সে কারণে পণ্ডিতমশায় ছেলেবেলায় তাকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করতেন।

- 'মাকাল ফল' অর্থ - দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল।
- পণ্ডিতমশায় বিদ্রুপ করার জন্য অনুপমের চেহারার তুলনা করতেন - শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে।

দক্ষযজ্ঞ

প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এ গল্পে দক্ষযজ্ঞ অর্থে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝানো হয়েছে।

- দক্ষযজ্ঞ বলতে বোঝায় - প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।
- দক্ষযজ্ঞে পতি নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন - সতী

ফল্গু

ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির উপরের অংশে বালির আবরণ কিন্তু নিচে পানির ধারা বয়ে যায়। এ গল্পে অনুপমের মামা অনুপমের বাবার মৃত্যুর পর তাদের সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাকে ফল্গু নদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এ উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

- ফল্গু নদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত হয়।
- অপুর মামার মতে কলিকাতার বাহিরের পৃথিবীটা অন্তর্ভূক্ত আছে - আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের।
- স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে পাঠানো হতো - আন্দামান দ্বীপে।

লিখিত পরীক্ষা

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

পাঠ পরিচিতি

০১. 'অপরিচিতা' গল্পের লেখকের নাম কী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০২. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায়।

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম 'গল্পসপ্তক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

লেখক পরিচিতি

০৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা কে?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় কত বছর বয়সে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় ষোলো বছর বয়সে।

০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন স্থানে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

০৭. 'রক্তকরবী' কী ধরনের রচনা?
উত্তর: 'রক্তকরবী' একটি নাট্যগ্রন্থ।

০৮. 'গল্পসপ্তক' কীসের সংকলন?
উত্তর: 'গল্পসপ্তক' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প সংকলন।

০৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকরকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করে কত সালে?
উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করে ১৯৩৬ সালে।

অনুপম

১০. 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম কী?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম অনুপম।

১১. অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে কে বিদ্রুপ করতেন?
উত্তর: অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিত মশায় বিদ্রুপ করতেন।

১২. অনুপমের মা কেমন ঘরের মেয়ে ছিলেন?
উত্তর: অনুপমের মা গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন।

১৩. কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে?
উত্তর: অনুপমকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে।

১৪. অনুপমকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিল কে?
উত্তর: পণ্ডিত মশায় অনুপমকে মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিলেন।

১৫. অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল?
উত্তর: অনুপমের বাবার পেশা ছিল ওকলাতি বা আইন ব্যবসায়।

১৬. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?
উত্তর: অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম বিনু।

১৭. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল?
উত্তর: বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

১৮. কোন বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল?
উত্তর: বসন্তের বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল।

১৯. অনুপমের পিতা প্রথম অবকাশ পান কবে?
উত্তর: অনুপমের পিতা প্রথম অবকাশ পান মৃত্যুর পরে।

২০. কার নিষেধ অমান্য করে অনুপম কানপুরে যায়?
উত্তর: মায়ের নিষেধ অমান্য করে অনুপম কানপুরে যায়।

২১. অনুপমের অন্তরে কোন কথাটি চিরজীবনের গানের ধুয়া হয়ে রইল?
উত্তর: 'অনুপমের অন্তরে জায়গা আছে'-এই কথাটি চিরজীবনের গানের ধুয়া হয়ে রইল।

কল্যাণী

২২. 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল।

২৩. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো?
উত্তর: কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বিনুদাদাকে পাঠানো হলো।

২৪. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে?
উত্তর: বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে।

২৫. কল্যাণীর সাথে কয়টি মেয়ে ছিল?
উত্তর: কল্যাণীর সাথে দু-তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল।

২৬. বিয়ে উপলক্ষে কনেপক্ষকে কোথায় আসতে হয়েছিল?
উত্তর: বিয়ে উপলক্ষে কনেপক্ষকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল।

২৭. কল্যাণীকে কার ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল?
উত্তর: কল্যাণীকে অনুপমের ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল।

২৮. কে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে?
উত্তর: কল্যাণী বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে।

অনুপমের মামা

২৯. অপরিচিতা গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে ছয় বছরের বড়।

৩০. কোন কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'?
উত্তর: গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বিস্তর লোকের আদর-আপ্যায়ন করে তাদের বিদায় দিতে কনেপক্ষকে যে নাকাল হতে হবে সে কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'।

৩১. পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট কে?
উত্তর: পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট তার মামা।

৩২. 'অপরিচিতা' গল্পে টাকার প্রতি আসক্তি কার অস্থিমজ্জায় জড়িত?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে টাকার প্রতি আসক্তি অনুপমের মামার অস্থিমজ্জায় জড়িত।

৩৩. মেয়ের বয়স পনেরো শুনে কার মন ভার হলো?
উত্তর: মেয়ের বয়স পনেরো শুনে মামার মন ভার হলো।

৩৪. অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর: অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কারো কাছে ঠকবেন না।

শম্ভুনাথ সেন

৩৫. কল্যাণীর বাবার নাম কী?
উত্তর: কল্যাণীর বাবার নাম শম্ভুনাথ সেন।

৩৬. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা ছিল ডাক্তারি।

৩৭. শম্ভুনাথ বাবুর স্মিতহাস্য বন্ধুটি পেশায় কী ছিলেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ বাবুর স্মিতহাস্য বন্ধুটি পেশায় উকিল ছিলেন।

৩৮. 'অপরিচিতা' গল্পে কে চুপচাপ স্বভাবের?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ বাবু চুপচাপ স্বভাবের।

৩৯. 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত কার চেহারা চোখে পড়ার মতো?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত শম্ভুনাথ বাবুর চেহারা চোখে পড়ার মতো।

৪০. অনুপমকে কে আশীর্বাদ করেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ সেন।

৪১. শম্ভুনাথ বাবু কখন অনুপমকে প্রথম দেখেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ বাবু বিবাহের তিন দিন আগে অনুপমকে প্রথম দেখেন।

৪২. 'অপরিচিতা' গল্পে এককালে কার বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে এককালে শম্ভুনাথ সেনের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।

৪৩. ঠাট্টার সম্পর্ককে কে স্থায়ী করতে চাননি?
উত্তর: ঠাট্টার সম্পর্ককে শম্ভুনাথ সেন স্থায়ী করতে চাননি।

৪৪. পুরাণের প্রজাপতি দেবতা কে?
উত্তর: পুরাণের প্রজাপতি দেবতা হলেন জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।

৪৫. 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে।

৪৬. গজাননের ছোটো ভাই কে?
উত্তর: গজাননের ছোটো ভাই কার্তিক।

৪৭. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!' কার উক্তি?
উত্তর: বিনুদাদার।

৪৮. গল্পকথকের মতে, হরিশ মানুষ হিসেবে কেমন?
উত্তর: গল্প কথকের মতে, হরিশ মানুষ হিসেবে রসিক।

৪৯. অনুপমের বিয়ের সম্বন্ধ কে এনেছিল?
উত্তর: অনুপমের বিয়ের সম্বন্ধ হরিশ এনেছিল।

৫০. ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদীর নাম কী?
উত্তর: ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদীর নাম ফল্গু।

শব্দার্থ ও টীকা

৫১. এয়ারিং কী?
উত্তর: এয়ারিং হচ্ছে কানের দুল।

৫২. 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ হলো - নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

৫৩. 'স্বয়ংবরা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: স্বয়ংবরা শব্দের অর্থ যে মেয়ে নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করে।

৫৪. 'অভ্র' কী?
উত্তর: 'অভ্র' এক ধরনের খনিজ ধাতু (ইংরেজি Mica)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন? *(বের্ড বই; পৃষ্ঠা ৩৪)*
উত্তর: শম্ভুনাথ সেকরার হাতে অনুপমদের পক্ষ থেকে কল্যাণীকে দেওয়া একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

০২. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *(বের্ড বই; পৃষ্ঠা ৩৪)*
উত্তর: বিয়ের দিনে অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ সেন কল্যাণীর সাথে তার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার মতো অভাবনীয় কাণ্ডে অনেকটা হতবিহ্বল হয়ে অনুপম একথা বলেছে।
অনুপমের বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে তার লোভী মামা কল্যাণীর বাবার কথায় আস্থা না রেখে বিয়ের আগেই সমস্ত গয়না সেকরা দিয়ে পরখ করাতে চান। আর এ সময় অনুপম কোনো প্রতিবাদ না করায় শম্ভুনাথ অপমানিত বোধ করেন এবং কন্যাদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এরকম ঘটনা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে শম্ভুনাথ সেন কর্তৃক অনুপমের অপমানের দিকটিকে বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির উল্লেখ করা হয়েছে।
উত্তরের সারবস্তু: উক্তিটি দ্বারা শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুপমের অপমানের দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

০৩. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'-উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাকে অনুপমের মামা ঠাট্টা মনে করলে শম্ভুনাথ সেন উক্তিটি করেছিলেন। অনুপমের মামা বিয়ের আগেই কনের গায়ের গয়নাগুলো আসল না নকল তা সেকরা দিয়ে যাচাই করতে চান। এ কারণে কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন। গয়না যাচাইয়ের ব্যাপারে পাত্রের নির্লিপ্ততা দেখে তিনি এমন ব্যক্তিত্বহীন ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পাত্রপক্ষকে যথাযথ আপ্যায়নের পর গাড়ি ডেকে বিদায় দিতে চাইলে অনুপমের মামা এ বিষয়টিকে ঠাট্টা মনে করেন। এর জবাবে শম্ভুনাথ সেন বলেন যে, ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছে তার নেই।
উত্তরের সারবস্তু: অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাকে অনুপমের মামা ঠাট্টা মনে করলে শম্ভুনাথ সেন উক্তিটি করেছিলেন।

০৪. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ব্যঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গার দুই পুত্র অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দেবী দুর্গার কোলে দেব সেনাপতি কার্তিকেয় অপূর্ব শোভা পায়। বড় হয়েও অনুপম কার্তিকের মতো মায়ের কাছাকাছি থেকে মাতৃআজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে। তাই পরিণত বয়সেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্য গল্পের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় ও ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলে থাকা শিশুমাত্র। এজন্যই ব্যঙ্গ করে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
উত্তরের সারবস্তু: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ব্যঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৯-২০

০১. ছেলেবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে বিদ্রুপ করার সময় পণ্ডিতমশায় কোন দুটি ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? *[ঢাবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বকুল ও ডুমুর খ. পলাশ ও আমড়া
গ. পারুল ও লটকন ঘ. শিমুল ও মাকাল
০১.ঘ

০২. 'গাড়ি লোহার --- তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে --- শুনিতে শুনিতে চলিলাম।' শূন্যস্থানে কী হবে? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. চাকায়, ঘর্ঘর খ. ছন্দে, কবিতা
গ. শব্দে, কণ্ঠস্বর ঘ. মৃদঙ্গে, গান
০২. ঘ

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে একজোড়া এয়ারিং সম্বন্ধে সেকরার মন্তব্য - *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ইহা নিশ্চিত নিখাত খ. পিতামহীদের আমলের গহনা
গ. ইহা বিলাতি মাল ঘ. হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম গহনা
০৩. গ

০৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অচলায়তন খ. রাজা-রানী
গ. মুক্তধারা ঘ. রক্তকরবী
০৪. খ

০৫. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ- *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর খ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
গ. শান্তিনিকেতন ঘ. খুলনার দক্ষিণডিহি
০৫. খ

০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়েবাড়ি যাত্রাকালে নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়নি? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. শখের কর্নট খ. ব্যান্ড
গ. বাঁশি ঘ. বেহালা
০৬. ঘ

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের বাবার পেশা কী ছিল? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ওকালতি খ. জমিদারি
গ. ডাক্তারি ঘ. তেজারতি
০৭. ক

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পের নাম- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. মুসলমানীর গল্প খ. মুসলমানের গল্প
গ. মুসলমানির গল্প ঘ. মুসলিমের গল্প
০৮. ক

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম সম্পর্কে নিচের কোন বর্ণনাটি ঠিক নয়? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. তামাক খায় না
খ. অন্তঃপুরের শাসনে চালিত হতে প্রস্তুত
গ. নিজস্ব মতামত দিতে অক্ষম ঘ. বিবাহ আসরে আহার করেছে
০৯. ঘ

১০. 'অপরিচিতা' গল্পে হরিশের কোন গুণের বর্ণনা আছে? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. আসর জমানো খ. ভাষাটা অত্যন্ত আঁট
গ. ঘটকালি ঘ. বিদ্যা অর্জন
১০. ক

১১. 'আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি। কোন রচনার অংশ? *[চবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নেকলেস খ. চাষার দুক্ষু
গ. অপরিচিতা ঘ. আমার পথ
১১. গ

১২. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল? *[চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. হরিশ খ. বিনু
গ. অনুপম ঘ শম্ভুনাথ
১২. গ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি? *[চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. কালান্তর খ. প্রবন্ধ সংগ্রহ
গ. পান্থজনের সখা ঘ. একদা
১৩. ক

১৪. 'পূর্ণিমার স্বামীকে আশীর্বাদ করতে ওর বড় কাকা রামদাস চন্দননগরে গিয়েছিলো।' 'অপরিচিতা' গল্পে রামদাসের অনুরূপ চরিত্র হলো- *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিনুদাদা ও হরিশ
খ. হরিশ ও অনুপমের পিসতুতো ভাই
গ. অনুপম ও হরিশ
ঘ. বিনুদাদা; অনুপমের পিসতুতো ভাই
১৪. ঘ

১৫. 'বিনুদার ভাষাটা অত্যন্ত ---।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. প্রাণবন্ত খ. জটিল
গ. আঁট ঘ. আঁটসাট
১৫. গ

১৬. কোন্নগরের অবস্থান কোথায়? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিহারের কাছে খ. কলকাতার নিকটে
গ. হুগলিতে ঘ. বাঁকুড়ায়
১৬. খ

১৭. 'অপরিচিতা' গল্পটি কার জবানীতে লেখা? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অনুপমের খ. শম্ভুনাথের
গ. হরিশের ঘ. বিনুদাদার
১৭. ক

১৮. 'রসনচৌকি' হলো- *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. সানাই, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
খ. সানাই, ঢোল ও বাঁশির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
গ. তবলা, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
ঘ. হারমোনিয়াম, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
১৮. ক

১৯. 'অপরিচিতা' গল্পে 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাই' বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে? *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক নিন্দার্থে খ. ব্যঙ্গার্থে
গ. প্রসংশার্থে ঘ. আনন্দার্থে
ঙ. অবজ্ঞার্থে
১৯. খ

২০. 'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থের রচয়িতা- *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঙ.কাজী নজরুল ইসলাম
২০. গ

২১. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? *[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বলাকা খ. বসন্ত
গ. মালঞ্চ ঘ. শেষলেখা
২১. গ

২২. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ছেলেবেলায় অনুপম পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্রুপের পাত্র হয়েছিলেন কেন? *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ২০১৯-২০২০]*
ক. শরীর কালো ছিল বলে খ. বোকা ছিল বলে
গ. সুন্দর চেহারার জন্য ঘ. পড়া বলতে না পারায়
২২. গ

বিগত সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৩. কল্যাণীকে গল্পকথক কোন ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন? *[ঢা.বি-ঘ ২০১৮-১৯]*
A. শিউলি B. চন্দ্রমল্লিকা
C. রজনীগন্ধা D. গোলাপ
২৩.C

২৪. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল? *[ঢা.বি-গ ২০১৮-১৯]*
A. চাকুরি B. ইঞ্জিনিয়ারিং
C. ওকালতি D. শিক্ষকতা
২৪. C

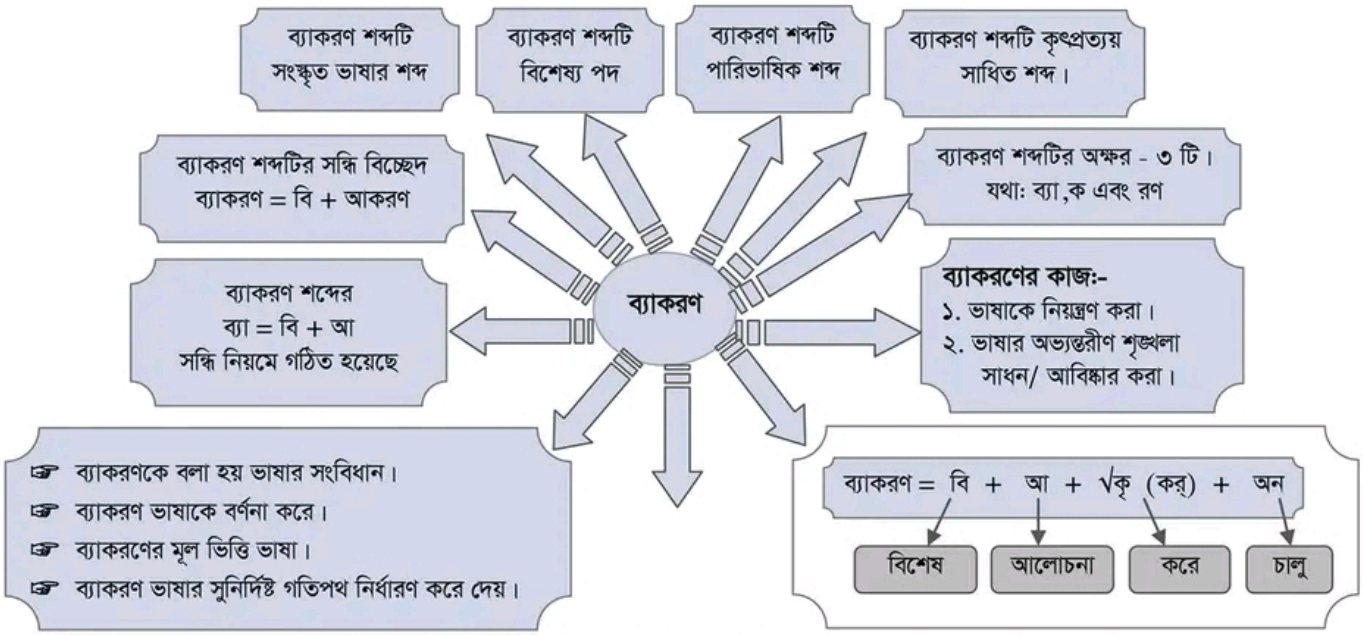

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ: ব্যাকরণ শব্দের দুই ধরনের অর্থ আছে। যথা-
০১. **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ (যদি বলা হয় কিসের বিশেষভাবে বিশ্লেষণ? তবে উত্তর হবে– ভাষার)
০২. **ব্যবহারগত বা সঠিক বা প্রকৃত অর্থ** – ভাষা প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি আলোচনা ও ব্যাখ্যা।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

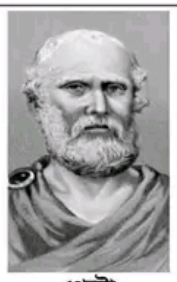

প্লেটো
ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি গ্রিস, আর এটি শুরু হয় প্লেটোর ব্যাকরণ চর্চার মধ্য দিয়ে।

ভাষার মতো বাংলা ব্যাকরণও একদিনে তৈরি হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালে ব্যাকরণবিদ পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণকে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে বাংলা অনুবাদ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ব্যাকরণের আদলে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা হয়। এরপর ইংরেজি গ্রামার অনুসারে বাংলা ব্যাকরণকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাকরণের সব নিয়মই একদিনে ব্যাকরণ বইতে উপস্থাপন করা হয়নি। ধাপে ধাপে তা উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮২০ সালে সন্ধি যুক্ত হয়, ১৮৫০ সালে তা বিস্তর ব্যবহার হয়। এরপর সমাস, লিঙ্গ/চিহ্ন, প্রত্যয়, ণত্ব ও ষত্ববিধান সংযুক্ত হয়। ১৯৬০ সালের দিকে ছন্দ, অলংকার যুক্ত হয়। ২০১৪ সালে রস যুক্ত হয়।

পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, যাস্ক প্রমুখ মনীষী ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ চর্চার অগ্রপথিক।

পতঞ্জলি
তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ

পাণিনি ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ। তাকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ বলা হয়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তার ব্যাকরণের ধারাগুলো ছিল – ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকটায়নী, হেমচন্দ্রীয় প্রভৃতি।

কাশ্মীরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মকীর্তি কর্তৃক ১৬৬৩ সালে প্রতিলিপিকৃত পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে বার্চ গাছের ছালে লিখিত পাণ্ডুলিপি।

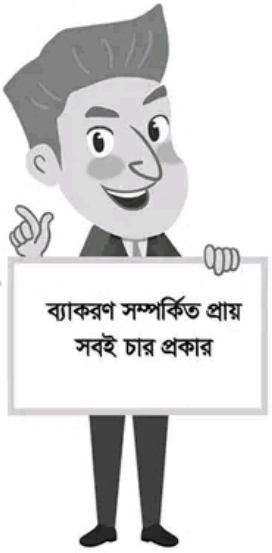

ব্যাকরণের মৌলিক অংশ - ৪টি

১. ধ্বনি (Sound) ২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence) ৪. অর্থ (meaning)

ভাষার মৌলিক অংশও এই - ৪টি

কিন্তু ভাষার মৌলিক রূপ - ২টি

১. লৈখিক ২. মৌখিক

➤ **প্রত্যেক ভাষারই / ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় / মৌলিক আলোচ্য বিষয় / ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় থাকে - ৪টি।**

- **ধ্বনিতত্ত্ব:** ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর থাকলে তা কোন চিন্তা ছাড়াই তা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  - ☞ ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী
  - ☞ ধ্বনির উচ্চারণের স্থান
  - ☞ ধ্বনির চিহ্ন
  - ☞ বর্ণবিন্যাস
  - ☞ ধ্বনি সংযোগ
  - ☞ ধ্বনি পরিবর্তন
  - ☞ অক্ষর বিন্যাস
  - ☞ বর্ণমালা ও লিপি
  - ☞ বাংলা উচ্চারণের নিয়ম
  - ☞ বাংলা বানানের নিয়ম

এছাড়া মুখস্থ করতে হবে মাত্র ২ টি:

১. সন্ধি → সন্ধি শব্দের অর্থ ধ্বনির মিলন। সন্ধিতে যেহেতু ধ্বনির মিলন হয়; তাই 'সন্ধি' ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয়।

২. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান → ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানে কেবল দুটি বর্ণ 'ণ এবং ষ' নিয়েই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়; তাই 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান' ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয়।

- **বাক্যতত্ত্ব** :- মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত শব্দ সহযোগী সৃষ্ট অর্থবোধক বাক্য প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য।

সহজ কথায়: বাক্য যুক্ত থাকলেই তা বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মুখস্থ করতে হবে মাত্র ৬টি:

১. বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন → 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'-এটি একটি প্রবাদ এবং একই সাথে বাক্য। তাই 'প্রবাদ প্রবচন' বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। আর বাগধারাগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়; তাই বাগধারাও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

২. এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন → 'বাক্য সংকোচন' শব্দটিতে বাক্য যুক্ত আছে; আর আমরা বাক্যেরই 'এক কথায় প্রকাশ প্রকাশ' করে থাকি। তাই এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

৩. যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন → 'যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন' আমরা বাক্যেই ব্যবহার করি। তাই 'যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন' বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

❑ **স্বরসঙ্গতি:-** স্বর অর্থ স্বরধ্বনি। আর সঙ্গতি অর্থ মিল। তাহলে, স্বরসঙ্গতি হল স্বরবর্ণের মিল। তাই এখানে কোন ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যাপার আসবে না।

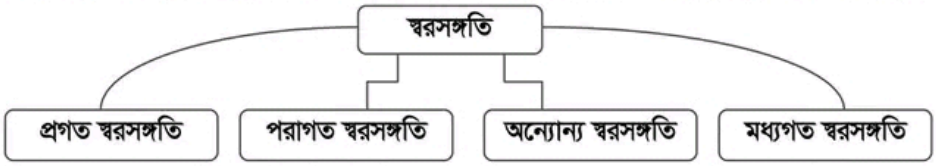

☞ **প্রগত স্বরসঙ্গতি:** আদিস্বরের কারণে অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে বলা হবে প্রগত। মনে রাখবেন → এখানে পরিবর্তন হবে না আদিস্বর আর পরিবর্তন হবে অন্ত্যস্বর।

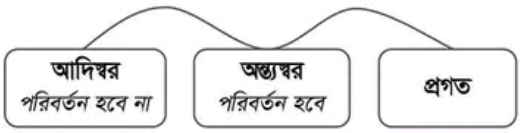

✓ **এবার ছকের সাথে মিল রেখে চটপট নিচের লাইনগুলো পড়ে নিন।**

যেমন: মুলা > মুলো। অর্থাৎ 'মুলা' শব্দের আদিস্বর 'উ' এবং অন্তস্বর 'আ' মুলো শব্দের অন্ত্যস্বর 'আ' পরিবর্তন হয়ে 'মুলো' শব্দের = অন্ত্যস্বরে 'ও' হয়েছে। এখানে, আদিস্বর পরিবর্তন হয় নাই; অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হয়েছে তাই প্রগত।

শিকা > শিকে	তুলা > তুলো
মিথ্যা > মিথ্যে	মিঠা > মিঠে
ফিতা > ফিতে	বিলাত > বিলেত
ছিলাম > ছিলেম	জুতা > জুতো
বুড়া > বুড়ো	রূপা > রূপো
পূজা > পুজো	কুমড়া > কুমড়ো
ফুটা > ফুটো	ফুলা > ফুলো
উনান > উনুন	কুড়াল > কুড়ুল
মৌজা > মৌজো	নৌকা > নৌকো
বিকাকিনা > বিকিকিনি	

☞ **পরাগত স্বরসঙ্গতি:** অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তন হলে তাকে বলা হবে পরাগত। মনে রাখবে → এখানে, পরিবর্তন হবে আদিস্বর আর পরিবর্তন হবে না অন্ত্যস্বর।

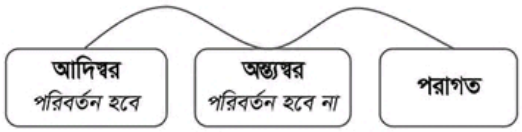

যেমন: দেশি > দিশি। অর্থাৎ দেশি' শব্দের আদিস্বর 'এ' এবং অন্ত্যস্বর ই 'দিশি' শব্দের আদিস্বর 'ই' এবং অন্ত্যস্বর ই। 'দেশি' শব্দের আদিস্বর 'এ' পরিবর্তন হয়ে 'দেশি' শব্দের আদিস্বর 'ই' হয়েছে। এখানে আদিস্বর পরিবর্তন হয়েছে। অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হয় নাই তাই পরাগত।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো পরাগত ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

বুনা > বোনা	খুদা > খোদা
বুঝা > বোঝা	ভুলা > ভোলা
শুনা > শোনা	ফুলা > ফোলা
শিখা > শেখা	শিখে > শেখে
লিখা > লেখা	লিখে > লেখে
মিলা > মেলা	ফিরা > ফেরা

☞ **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি:** এখানে আদিস্বরের, কারণে অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হবে আবার একই সাথে অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তন হবে। অর্থ্যাৎ পরিবর্তন হবে আদিস্বর আবার পরিবর্তন হবে অন্ত্যস্বর।

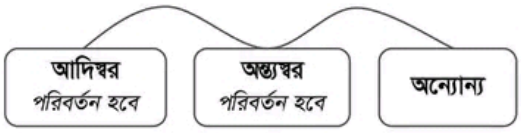

যেমন: মোজা > মুজো। অর্থাৎ 'মোজা' শব্দের আদিস্বর ও এবং অন্ত্যস্বর আ 'মুজো' শব্দের আদিস্বর উ এবং অন্ত্যস্বর ও। এখানে, দেখ - মোজা এবং মুজো শব্দের প্রত্যেকটি স্বরই পরস্পর পরিবর্তন হয়েছে তাই অন্যোন্য।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো অন্যোন্য ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

ধোঁকা > ধুঁকো পোষ্য > পুষ্যি

☞ **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি:** আদিস্বরের কারণে মধ্যস্বর আবার একই সাথে অন্ত্যস্বরের কারণে মধ্যস্বর পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ পরিবর্তন হবে মধ্যস্বর। আর পরিবর্তন হবে না আদিস্বর এবং অন্ত্যস্বর।

যেমন: বিলাতি > বিলিতি। অর্থাৎ বিলাতি শব্দের আদিস্বর ই, মধ্যস্বর আ, অন্ত্যস্বর ই এবং বিলিতি শব্দের আদিস্বর ই, মধ্যস্বর ই, অন্ত্যস্বর ই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে – আদিস্বর এবং অন্ত্যস্বর কোনটাই পরিবর্তন হয় নাই; হয়েছে মধ্যস্বর তাই এটা মধ্যগত।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো 'মধ্যগত' ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।

☞ **চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি:**

গিলা > গেলা	মিলামিশা > মেলামেশা
মিঠা > মিঠে	ইচ্ছা > ইচ্ছে

✓ পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর আ-কার হয় না, ও-কার হয়। যেমন-

মুড়া > মুড়ো	চুলা > চুলো

✓ **বিশেষ নিয়মে-** উড়ুনি > উড়নি এখনি > এখুনি হয়।

❑ সমীভবন বা সমীকরণ

শব্দমধ্যস্থ পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প- বিস্তর সমতা লাভ করে এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। প্রকৃত পক্ষে সমীভবন স্বরসঙ্গতির মতোই ব্যঞ্জনসঙ্গতি। সেজন্য সমীভবনকে ব্যঞ্জনসঙ্গতিও বলা হয়। মনে রাখবে এখানকার প্রত্যেকটি পরিবর্তন সন্ধির নিয়মে হয়।

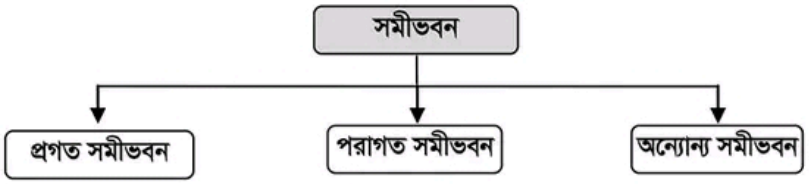

১ম অংশের শেষ বর্ণ	শেষ অংশের ১ম বর্ণ	সমীভবন
✖	✔	প্রগত
✔	✖	পরাগত
✔	✔	অন্যোন্য

☞ **প্রগত সমীভবন:** প্রথম অংশের শেষ বর্ণের কারণে দ্বিতীয় অংশের প্রথম বর্ণের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধ্বনির (প্রথম অংশের শেষধ্বনি) প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি (দ্বিতীয় অংশের প্রথম ধ্বনি) পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে বলা হয় প্রগত সমীভবন।

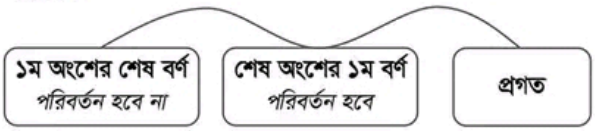

যেমন: পক্ব > পক্ক (পক্+ব > পক্+ক) অর্থাৎ 'পক্ব' শব্দটি ভাঙলে হয় পক্+ব। এর ১ম অংশের শেষ ধ্বনি 'ক' আর ২য় অংশের ১ম ধ্বনি ব। 'পক্ক' শব্দটি ভাঙলে হয় পক্+ক। এর ১ম অংশের শেষ ধ্বনি 'ক্' আর ২য় অংশের ১ম ধ্বনি 'ক'। 'পক্ক' শব্দের ২য় অংশের ১ম ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে 'পক্ক' শব্দে 'ক' হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী 'ক' এর প্রভাবে 'ব' পরিবর্তিত হয়ে ক হয়েছে। আর তা-ই প্রগত।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো 'প্রগত' ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

চক্র > চক্ক	পদ্ম > পদ্দ
লগ্ন > লগ্গ	স্বর্ণ > সন্ন
চন্দন > চন্নন	গলদা > গল্লা
রাজ্য > রাজ্জ	

☞ **পরাগত সমীভবন:** দ্বিতীয় অংশের ১ম বর্ণের কারণে প্রথম অংশের শেষ বর্ণের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনির (দ্বিতীয় অংশের প্রথম ধ্বনি) পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন।

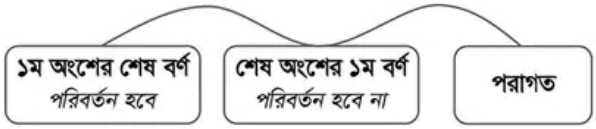

যেমন: তৎ + জন্য > তজ্জন্য। অর্থাৎ তৎ + জন্য > তজ + জন্য অর্থাৎ তৎজন্য শব্দটি ভাঙলে হয় - তৎ + জন্য। এর ১ম অংশের শেষ ধ্বনি 'ৎ' আর ২য় অংশের ১ম ধ্বনি জ। তজ্জন্য শব্দটি ভাঙলে হয়– তজ + জন্য। এর ১ম অংশের শেষ ধ্বনি জ আর ২য় অংশের ১ম ধ্বনি জ। 'তৎজন্য' শব্দের ১ম অংশের শেষ ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে তজ্জন্য শব্দে জ হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি 'জ' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ৎ' → 'জ' হয়েছে। আর তাই– পরাগত।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো 'পরাগত' ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

উৎ + মুখ > উন্মুখ	তৎ + হিত > তদহিত বা তদ্ধিত
কর্ম > কম্ম	কর্তা > কত্তা
যতদূর > যদ্দুর	সর্প > সপ্প
করতাল > কত্তাল	ধর্ম > ধম্ম
ডাকঘর > ডাগ্ঘর	বিপদ + জনক > বিপজ্জনক

☞ **অন্যোন্য সমীভবন:** প্রথম অংশের শেষবর্ণের কারণে দ্বিতীয় অংশের প্রথম বর্ণের এবং একই সাথে দ্বিতীয় অংশের প্রথম বর্ণের কারণে প্রথম অংশের শেষবর্ণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধ্বনি এবং পরবর্তী ধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তন হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন: উৎসন্ন > উচ্ছন্ন (উৎ + সন্ন > উচ + ছন্ন) অর্থাৎ, উৎসন্ন শব্দটি ভাঙ্গলে হয় উৎ + সন্ন। আর এর ১ম অংশের শেষ ধ্বনি ৎ এবং ২য় অংশের প্রথম ধ্বনি স। উচ্ছন্ন শব্দটি ভাঙ্গলে হয়– উচ+ছন্ন। আর এর ১ম অংশের শেষধ্বনি চ এবং ২য় অংশের ১ম ধ্বনি ছ। এখানে, দেখ– উৎসন্ন এবং উচ্ছন্ন শব্দের ১ম অংশের শেষ ধ্বনি ৎ এবং ২য় অংশের ১ম ধ্বনি স উভয়ের পরিবর্তন হয়ে যথাক্রমে চ এবং ছ হয়েছে। অর্থাৎ উভয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। আর তাই এই পরিবর্তনকে অন্যোন্য সমীভবন বলা হয়।

✓ **নিচের উদাহরণগুলো 'অন্যোন্য' ছকের সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করে নিন।**

সত্য > সচ্চ	বিদ্যা > বিজ্জা
চিকিৎসা > চিকিচ্ছা	কুৎসিত > কুচ্ছিত

☞ **সন্ধি:**
সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণকালে সম্পূর্ণ বা আংশিক মিলিত হয় অথবা একটি লোপ পায় কিংবা একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, এরূপ পরিবর্তন, লোপ বা মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন: বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; গৈ + অক = গায়ক; নে + অন = নয়ন।

☞ **সন্ধির উদ্দেশ্য:**
১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা।
২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

☞ **সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন পদ্ধতি:**
সন্ধির কাজ হচ্ছে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে নতুন শব্দ গঠন করা। যেমন: নরাধম। এখানে 'নর' এবং 'অধম'-এ দুটি পদের মিলন হয়েছে। 'নর'-এর অন্ত্যস্বর 'অ' আর 'অধম'-এর আদ্যস্বর 'অ' উভয়ে মিলে আ-কার হয়েছে। আর এই 'আ'-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন শব্দ 'নরাধম' সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে, অ বা আ-কারের পর ই-কার থাকলে 'অ' বা 'আ'-এর স্থানে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন: শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা। এমনিভাবে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি নতুন শব্দ গঠন করে।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা:
☞ সন্ধি ভাষার শ্রুতিমধুরতা আনে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
☞ সন্ধির ফলে ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়।
☞ সন্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা হয়। ফলে ভাষা নির্মাণে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।
☞ সন্ধির মাধ্যমে শব্দের আকার সংকুচিত হয়।
☞ সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতি মধুর হয়।
☞ সন্ধির মাধ্যমে উচ্চারণ সহজ হয়।
☞ দীর্ঘ শব্দকে ছোট করে।
☞ শব্দের শৃঙ্খলা আনার জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।
☞ ধ্বনি পরিবর্তনের সময় সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি সন্ধি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

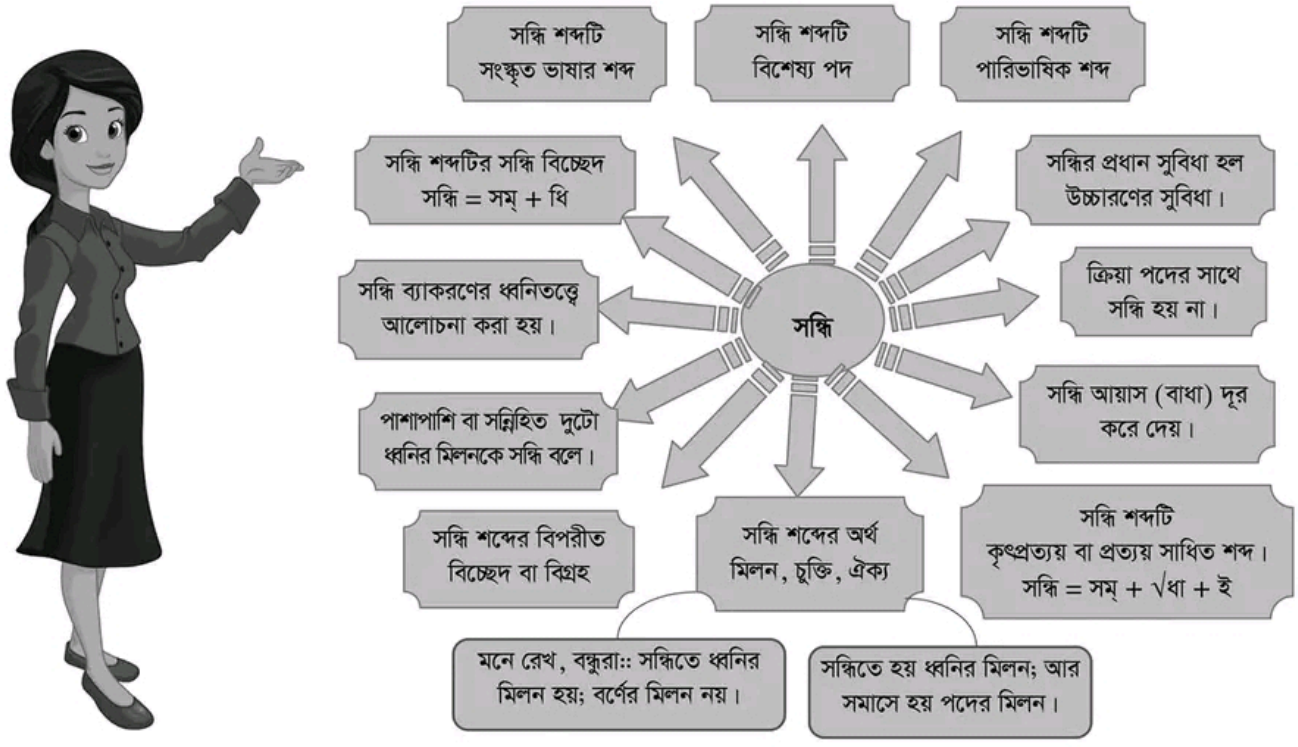

যেভাবে বইয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং স্যারেরা পড়ায়

আলাদা দুটি শব্দের প্রথম অংশের শেষ ধ্বনি এবং শেষ অংশের প্রথম ধ্বনির মিলন করতে সন্ধি বিচ্ছেদগুলোর শব্দগুলোকে বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে একত্রিত করে সন্ধি করা হয় এবং সব বইয়ে সেইভাবে সূত্র প্রয়োগ করা আছে।

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র

সূত্র:

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

পরীক্ষায় যেভাবে আসে

পরীক্ষায় আসে তার ঠিক উল্টো। একটি শব্দ দিয়ে বলবে যে শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
পরীক্ষায় যেভাবে আসে বা আসবে সেভাবেই আমাদের পড়া উচিত। আর অভিযাত্রী বইয়ে ঠিক সেভাবেই সন্ধি উপস্থাপন করা হয়েছে।

রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র

:::পরীক্ষায় আসে সূত্রের ঠিক উল্টো:::

ঈ = ই/ঈ + ই/ঈ

➢ **সন্ধির প্রকারভেদ:**

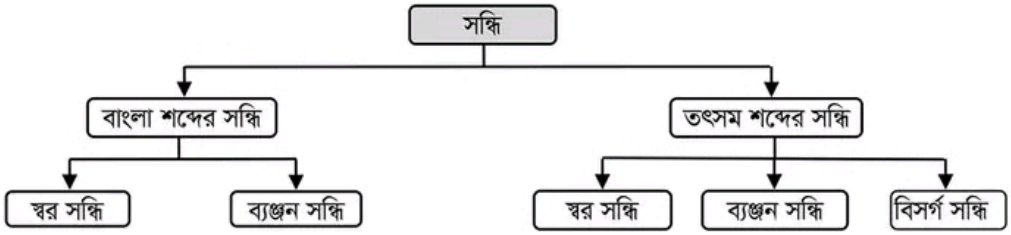

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

যে সন্ধিগুলো কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যথা:- ১. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ২. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি। *এই তিন ধরনের সন্ধি সমূহ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

■ **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :-** *আশা করি ৭টি শিখলেই চলবে*

- কুলটা = কুল + অটা
- অন্যান্য = অন্য + অন্য
- প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ়
- স্বৈর = স্ব + ঈর
- গবাক্ষ = গো + অক্ষ
- মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
- শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন

এখানে **গবাক্ষ** শব্দের অর্থ জানালা, **মার্তণ্ড** শব্দের অর্থ সূর্য, **ওদন** শব্দের অর্থ অন্ন বা ভাত আর **শুদ্ধোদন** হচ্ছে বুদ্ধদেবের পিতা।

→ **মনে রাখবে যে ভাবে:** *কুলটা মেয়েটি অন্যান্য প্রৌঢ়দের সাথে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তাই গবাক্ষের পাশে বসে মার্তণ্ডের শুদ্ধোদনের সাথে প্রেম করছে।*

এগুলো ছাড়া আরও কিছু নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি আছে, অবশ্যই মুখস্থ করবে।

- স্বৈরিণী = স্ব + ঈরিণী
- প্রেষণ = প্র + এষণ
- বিম্বোষ্ঠ = বিম্ব + ওষ্ঠ
- রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ
- গবেন্দ্র = গো + ইন্দ্র
- গবেশ্বর = গো + ঈশ্বর

■ **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি:-** *আশা করি ১২টি শিখলেই চলবে*

- বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
- বনস্পতি = বন + পতি
- পরস্পর = পর + পর
- তস্কর = তৎ + কর
- গোষ্পদ = গো + পদ
- একাদশ = এক + দশ
- ষোড়শ = ষট্ + দশ
- মনীষা = মনস্ + ঈষা
- আশ্চর্য = আ + চর্য
- হরিশ্চন্দ্র = হরি + চন্দ্র
- পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
- দ্যুলোক = দিব্ + লোক

→ **মনে রাখবে যে ভাবে :-**

বৃহস্পতি আর বনস্পতি দুই ভাই। তারা পরস্পর তস্কর (চোর), গোষ্পদ (গরুর পা) চুরি করে। বৃহস্পতির বয়স একাদশ (১১) আর বনস্পতির বয়স ষোড়শ (১৬)। তাদের চুরি করার সময় দেখে বম্বের নায়িকা মনীষা। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। দৌড়ে গেল ছবির নায়ক হরিশ্চন্দ্র এর কাছে। দুজনে কিছু না বুঝে গেল ছবির পরিচালক পতঞ্জলির কাছে। পতঞ্জলি বলে দিল যারা গরুর পা চুরি করে তারা কখনও দ্যুলোকে (আকাশে বা স্বর্গ) থাকতে পারবে না।

শব্দ সম্ভার

☞ বাক্যের উপাদান – শব্দ।
☞ বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ – শব্দ।
☞ শব্দের উপাদান – বর্ণ।
☞ শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ – বর্ণ
☞ ধ্বনির উপকরণ বা পরিপূর্ণ অংশ – শব্দ।
☞ বর্ণের উপকরণ বা পরিপূর্ণ অংশ – শব্দ।
☞ শব্দের উপকরণ – বাক্য।
☞ নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক – শব্দ।

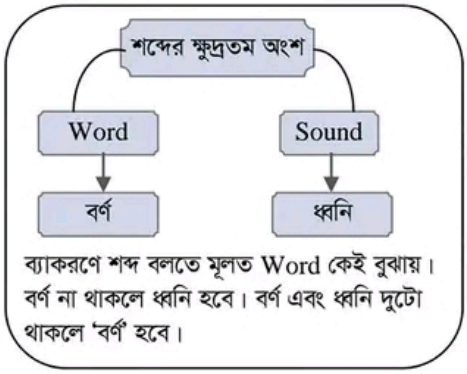

ব্যাকরণে শব্দ বলতে মূলত Word কেই বুঝায়। বর্ণ না থাকলে ধ্বনি হবে। বর্ণ এবং ধ্বনি দুটো থাকলে 'বর্ণ' হবে।

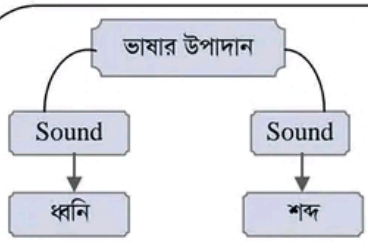

ধ্বনি না থাকলে শব্দ হবে। ধ্বনি এবং শব্দ দুটো থাকলে 'ধ্বনি' হবে।

শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ – বর্ণ।
শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম অংশ – রূপ।

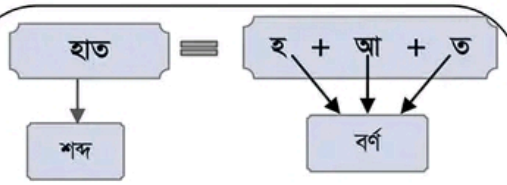

যেহেতু 'হাত' একটি শব্দ এবং 'হাত' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা হ, আ, ত পাই। এখানে 'হ, আ এবং ত' এক একটি বর্ণ।

☞ অতএব শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বর্ণ।

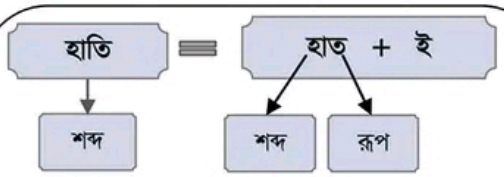

যেহেতু হাতি শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম অংশ হাত, তাই হাত একটি রূপ আবার হাত একটি শব্দ।

☞ অতএব, শব্দের অপর নাম রূপ।
☞ তাই শব্দতত্ত্বের অপর নাম রূপতত্ত্ব।

শব্দ যেখানে যেমন

বাংলাদেশ– শব্দ আমাদের– শব্দ
জন্মভূমি– শব্দ
কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এই বাক্যে বাংলাদেশ, আমাদের, জন্মভূমি প্রত্যেকটি পদ।

আলাদা আলাদা শব্দগুলোকে যখন কোন বাক্যে নেয়া হয় তখন সেই বাক্যে এই শব্দগুলোকে আর শব্দ বলা যায় না, এর নাম পরিবর্তন হয়ে পদ হয়। অতএব, বাক্যে শব্দ থাকে না থাকে পদ। পদগুলোকে বাক্য থেকে আলাদা করলে তা আবার শব্দ হয়ে যায়।

সহজ কথায়, বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে।

শব্দকে বাক্যে না নিয়েও পদ করা যায়, কেবল ঐ শব্দের সাথে একটি বিভক্তি যোগ করলে তা আবার পদ হয়।

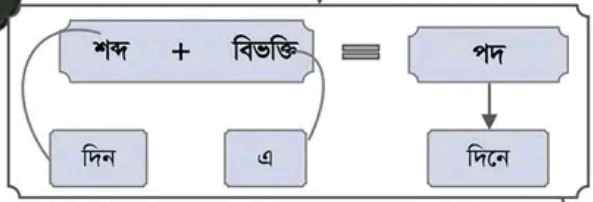

সহজ কথায়, বিভক্তি যুক্ত শব্দই পদ।

প্রশ্ন. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস (লিখিত)]*

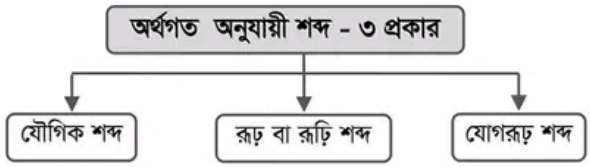

যৌগিক শব্দ

☞ **যৌগিক শব্দ :-** যে সকল শব্দের ব্যবহারগত অর্থ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই থাকে, তাকে যৌগিক শব্দ বলে।

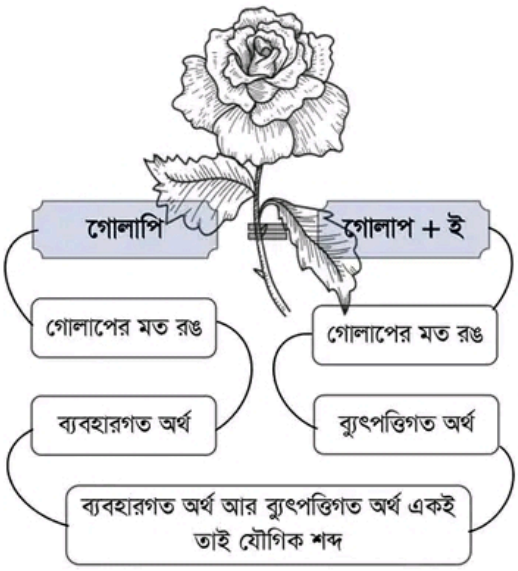

যৌগিক শব্দ	বিশ্লেষণ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারগত অর্থ
গোলাপি	গোলাপ + ই	গোলাপের মত রঙ	গোলাপের মত রঙ
দৌহিত্র	দুহিতা *(মেয়ে)* + ষ্ণ্য	কন্যার পুত্র, নাতি	কন্যার পুত্র, নাতি
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর মত ভাব	বাবুর মত ভাব
মিতালি	মিতা *(বন্ধু)* + আলি	বন্ধুর মত ভাব	বন্ধুর মত ভাব
পাগলামি	পাগল + আমি	পাগলের মত ভাব	পাগলের মত ভাব
মধুর	মধু + র	মধুর মত মিষ্টি গুণ যুক্ত	মধুর মত মিষ্টি গুণ যুক্ত
গায়ক	গৈ + ণক *(অক)*	গান করে যে	গান করে যে
কর্তব্য	কৃ + তব্য	যা করা উচিত	যা করা উচিত
চিকামারা	চিকা + মারা	দেওয়াল লিখন	দেওয়াল লিখন
চালক	চল + অক	যে চালায়	যে চালায়
পক্ষী	পক্ষ + ইন	যার পক্ষ বা ডানা আছে	যার পক্ষ বা ডানা আছে
পিতৃহীন	পিতৃ + হীন	যার পিতা নেই	যার পিতা নেই

ব্যবহারগত অর্থ হল - বাস্তবে আমরা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি। **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** মানে হল - শব্দটিকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে আমরা যে অংশ গুলো পাই সে অংশগুলোর যে অর্থ হয় সেই অর্থই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

☞ **যেভাবে মনে রাখবেন:** একদা গোলাপী পিতৃহীন মধুর গায়ক চালকের প্রেমে পড়ে পাগলামি করাটা কর্তব্য মনে করলেন। সে তার দৌহিত্রকে দিয়ে একটি পক্ষী উপহার দিতে গেলে চালক বাবুয়ানা আর চিকামারা ভাব নিয়ে প্রেম না করে মিতালি হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হরিণ এক লাফে ১৩ হাত যায়, আর বাঘ ১২ হাত। তবুও হরিণটি বাঘের শিকারে পরিণত হয়। কেন জানেন? কারণ হরিণটি ছুটবার সময় বার বার পিছনে তাকিয়ে দেখে বাঘটি পিছনে আছে কিনা, যার ফলে তার গতি কমে যায়।

কিন্তু বাঘটি অবিরাম তার সামনের লক্ষেই ছুটতে থাকে, এইতো আরেকটু গেলেই হরিণটাকে ধরে ফেলবো। যার ফলে তার গতি আরো বেড়ে যায়,
এভাবেই একটা সময় বাঘটা তার লক্ষে পৌছে হরিণটিকে শিকার করে ফেলে।
ঠিক তেমনি আপনার জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর সময় অনেক বাঁধা আসতে পারে, কিন্তু পেছন ফেরে না তাকিয়ে সামনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ সাফল্য আপনার আসবেই....♥

রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

রূঢ় = √রুহ্ + ত
রূঢ়ি = √রুহ্ + তি

রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :- যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। সহজ কথায়: যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারগত অর্থ দুটো একেবারেই ভিন্ন অর্থাৎ এক নয়, তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।

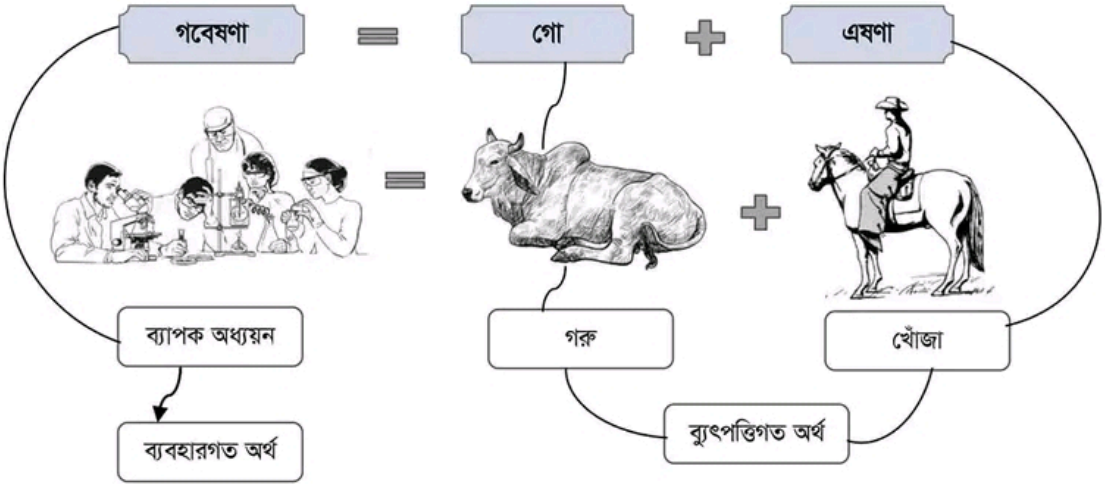

রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ	বিশ্লেষণ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারগত অর্থ
গবেষণা	গো + এষণা	গরু খোঁজা	ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
প্রবীণ	প্র + বীণ	প্রকৃষ্ট রূপে বীণ বাজাতে পারেন যিনি	বয়স্ক ব্যক্তি
শ্বশুর	শ্ব (খাওয়া) + শুর (দ্রুত)	দ্রুত খায় যিনি	স্বামী বা স্ত্রীর বাবা
হরিণ	হৃ + ইন	হৃদয় হরণকারী	পশু বিশেষ
হস্তী	হস্ত + ইন	হস্ত আছে যার	পশু বিশেষ
দুহিতা	দুহ্ + তৃ	যে দোহন করে	কন্যা
অতিথি	অত্ + ইথি	যার তিথি নেই	মেহমান
কুশল	কুশ + লা (গ্রহণ) + অ	যে কুশ আহরণ করে	নিপুণ, দক্ষ, অভিজ্ঞ
স্বতন্ত্র	স্ব + তন্ত্র	যার নিজের তন্ত্র আছে	দলভুক্ত নয়, স্বাধীন
রাখাল	রাখ + আল	যে রাখে বা রক্ষা করে	যে পশু চড়ায়
বাঁশি	বাঁশ + ই	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোন বস্তু	এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
সন্দেশ	সম্ + দেশ	কোন দেশের সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
তৈল	তিল + ষ্ণ	তেলের তৈরি কোন পদার্থ	উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থ
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গ + ইনী	অর্ধ অঙ্গের অধিকারী	স্ত্রী
শুশ্রূষা	শ্রু + সন্ + অ + আ	শোনার ইচ্ছা	রোগীর সেবা করা
মাংস	মা + অংশ	মায়ের অংশ	মাংস
পলাশ	পল (মাংস) + আশ (ভাত)	মাংস মিশ্রিত ভাত	এক ধরনের ফুল
জ্যাঠামি	জ্যাঠা + আমি	চাচার মত দেখতে	বোকামি
পাঞ্জাবি	পাঞ্জাব + ই	পাঞ্জাবের অধিবাসী	এক ধরনের পোশাক
গবাক্ষ	গো + অক্ষ (অক্ষি)	গরুর চোখ	জানালা
স্নাতক	স্না + অক / ণক	স্নানকারী	বি.এ ডিগ্রীধারী

☞ **যেভাবে মনে রাখবেন:** একদিন একজন প্রবীণ তার অর্ধাঙ্গিনী আর দুহিতাকে নিয়ে তার শ্বশুরের গবেষণাগারে অতিথি হয়ে আসলেন। সেখানে স্নাতক পাশ করা এক রাখাল পাঞ্জাবি পড়ে হরিণ আর হস্তীর মাংস তৈল দিয়ে রান্না করছিলেন। ঐদিন রাতে দুহিতা একটি পলাশ ফুল হাতে নিয়ে রাখালকে কুশল জানাতে আসলে রাখাল জ্যাঠামির ভাব করে গবাক্ষের পাশে বসিয়ে বাঁশির সুর শুনিয়ে দুহিতাকে শুশ্রূষা করছেন আর সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন।

উপসর্গ

☞ সত্য কথা কি উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়। ব্যাপারটা এমন নয় যে গত বছর এখান থেকে প্রশ্ন এসেছিল বলে এবারও আসবে না। কেউ যদি বলে গত বছর এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন এসেছে তাই পরের পরীক্ষায় আসবে না; এই চিন্তা পুরোই ভুল। এখান থেকে ভাল করতে হলে আগে প্রশ্নের ধরন বোঝতে হবে; তারপর পড়া শুরু করতে হবে।

☞ এখানে ৫ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে –

০১. নিচের কোনটি উপসর্গ বা উপসর্গ নয়?
অতি, অভি, অনু, অপু এই চারটির মধ্যে কোনটি উপসর্গ নয় বলতে পার? হ্যাঁ, 'অপ' উপসর্গ কিন্তু অপু কোন উপসর্গ নয়। অতএব সবগুলো উপসর্গ মুখস্থ করে মনে রাখতে হবে এবং খাতায় লিখে পড়বে যে এই এই গুলো উপসর্গ।

০২. কোনটি কোন ভাষার উপসর্গ বা কোন ভাষার উপসর্গ নয়?
বাংলা বা খাঁটি বাংলা, তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা, বিদেশির মধ্যে – আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ইত্যাদি ভাষার উপসর্গ রয়েছে। প্রশ্ন টা তো বুঝতে পেরেছ hmm... ১নং প্রশ্নের মতো একইভাবে মনে রাখতে হবে, কোন কোন উপসর্গগুলো কোন কোন ভাষার। সহজ কথা কি জান! এই প্রশ্নগুলোর সাথে সাথে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একবার চোখ বুলাবে।

০৩. নিচের কোনটি উপসর্গযুক্ত শব্দ?
আম এবং আকণ্ঠ এই দুইটি শব্দের প্রথমেই 'আ' আছে। মনে রাখবেন– অর্থ আছে এমন শব্দের আগেই উপসর্গ যুক্ত হয়। তাহলে আম শব্দের 'আ' বাদ দিলে 'ম' নিজে একটা শব্দ হয় না, কিন্তু 'আকণ্ঠ' শব্দের 'আ' বাদ দিলে 'কণ্ঠ' নিজে একটা শব্দ হয় এবং এর অর্থও আছে। তাহরে ব্যাপারটা clear হয়ে গেল। কি বলো .....?

০৪. শব্দে উপসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে?
'অজানা' শব্দে 'অ' উপসর্গটি অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপভাবে ছকে যে উদাহরণগুলো আছে সে শব্দগুলোর উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত বা কী অর্থ প্রকাশ করেছে তা চিন্তা ছাড়া মুখস্থ করবেন। আর এই প্রশ্নটি ভয়ংকর, ভয়ংকর এবং ভয়ংকর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি বুঝতে পেরেছন। এই topic থেকে আর কিছু না পার অন্তত এই প্রশ্নের উত্তরটি শিখে নিবে।

০৫. একটি শব্দে বা একটি বাক্যে কয়টি উপসর্গ আছে?
সমভিব্যাহার – শব্দে সম, অভি, বি এবং আ এই চারটি উপসর্গ রয়েছে। এই প্রশ্নের জন্য অধ্যায় এর শেষে – একাধিক উপসর্গ যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত ছকটি এবং বাক্যে উপসর্গের প্রয়োগ অংশটি নিখুঁতভাবে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় থাকবে। তাহলে সমস্যা সমাধান হবে আশা করি। বেশি সমস্যা মনে হলে অবশ্যই ভাইয়াকে জানাবে।
সর্বোপরি যে কোন অধ্যায় পড়ার পূর্বে প্রথমে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে প্রশ্নের ধরন বা কোন ধরনের প্রশ্ন আসে তা জেনে নিবে।

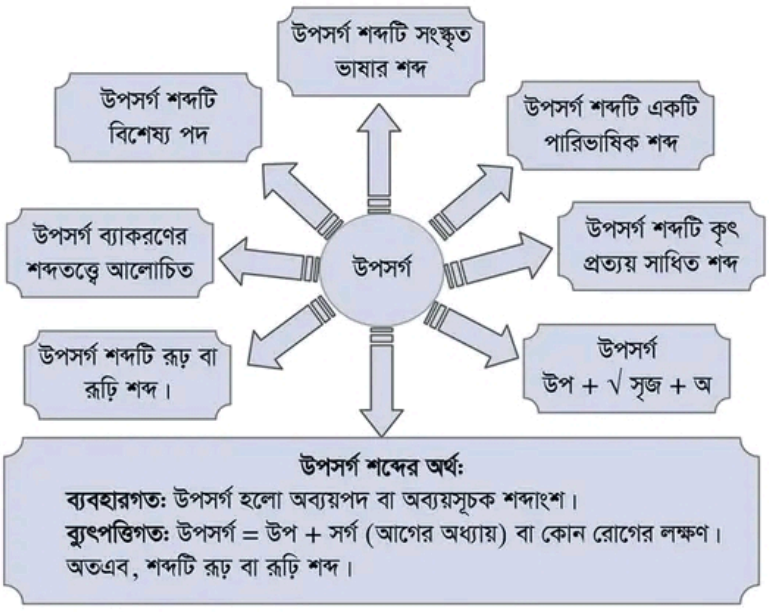

উপসর্গ শব্দের অর্থ:
ব্যবহারগত: উপসর্গ হলো অব্যয়পদ বা অব্যয়সূচক শব্দাংশ।
ব্যুৎপত্তিগত: উপসর্গ = উপ + সর্গ (আগের অধ্যায়) বা কোন রোগের লক্ষণ।
অতএব, শব্দটি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।

❑ **উপসর্গ:**

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। যে সব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের উপসর্গ বলে। যেমন -

'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' - যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

☞ ইংরেজি 'Prefix' শব্দকে বাংলায় বলে - উপসর্গ।

❑ **উপসর্গের বৈশিষ্ট্য:**

☞ উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে', অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে।

☞ উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড। এদের নিজেদের কোনো অর্থ নেই বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হলেই এরা শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে।

☞ উপসর্গ যখন শব্দ গঠন করে তখন গঠিত শব্দের মাধ্যমে মূল ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অর্থের পূর্ণতা সাধন করে।

☞ উপসর্গগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে এদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য ব্যাকরণে উপসর্গকে অব্যয় বলেও গণ্য করা হয়।

☞ 'হার'- এর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে অনেকগুলো নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে।

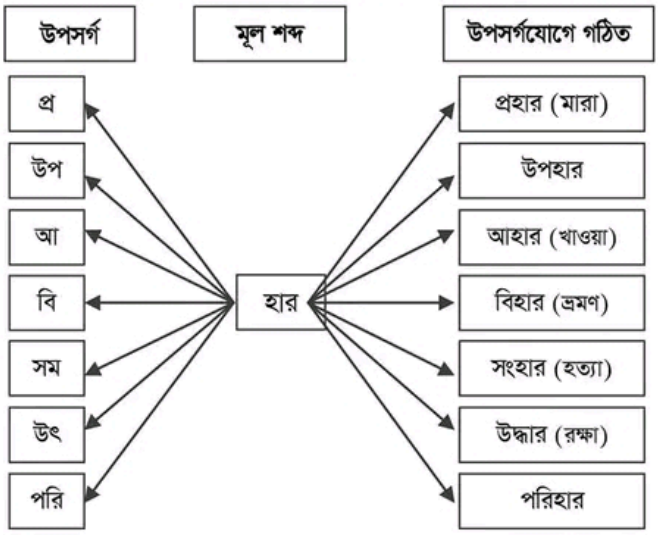

✓ **উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে পাঁচটি কাজ করে–**

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। যেমন - প্র + ভাত = প্রভাত
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন- পরি + ভ্রমণ = পরিভ্রমণ
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন - বি + দেশ = বিদেশ
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন - অ + কাজ = অকাজ
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন - অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

☞ **উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য**

উপসর্গ	প্রত্যয়
১. উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।	১. প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।
২. উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।	২. প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের পরে বসে শুধুমাত্র নতুন শব্দ তৈরিতে সাহায্য করে।
৩. যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটায় তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: 'ফল' একটা শব্দ এর আগে শব্দটি আগে 'বি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'বিফল' শব্দটি গঠিত হয়েছে।	৩. যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোন শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন - 'কৃ' ধাতুর সাথে 'তব্য' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'কর্তব্য' হয়েছে।
৪. উপসর্গ বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয় না।	৪. প্রত্যয়-সাধিত শব্দের সাথে কেবলমাত্র বিভক্তি যুক্ত হলেই তা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
মনে রাখবেন: উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের নিজেদের কোন অর্থ নাই।	

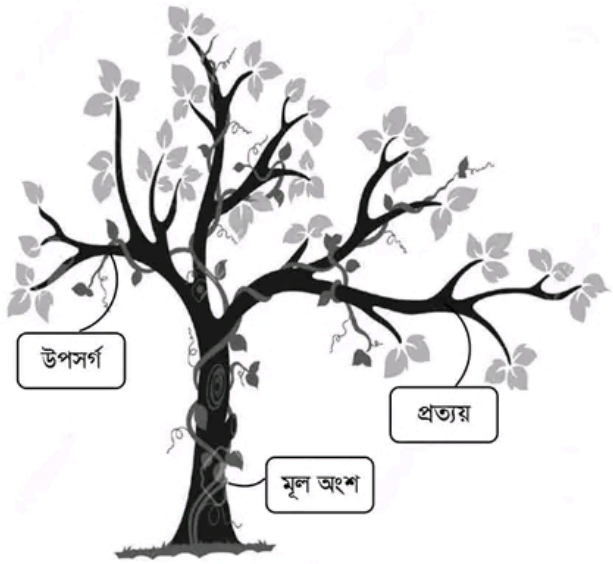

প্র + চল্ + অন = প্রচলন
উপসর্গ | মূল অংশ | প্রত্যয়

অতি + মনু + ষ্ণ = অতিমানব
উপসর্গ | মূল অংশ | প্রত্যয়

সমাস

- সমাস শব্দটি পারিভাষিক শব্দ
- সমাস শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ
- সমাস ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয়
- সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে।
- সমাস শব্দটি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ
- সমাস = সম্ + √অস্ + অ
- সমাস শব্দের অর্থ = মিলন, সংক্ষেপ, সংগ্রহ, একপদীকরণ, একাধিক পদের একপদীকরণ
- সমাস শব্দের বিপরীত - বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ

সমাস শব্দের অর্থ মিলন, সন্ধি শব্দের অর্থও মিলন। তবে মনে রাখবেন, সন্ধিতে হয় ধ্বনির মিলন আর সমাসে হয় পদের মিলন।

সমাস শব্দের অর্থ যেহেতু মিলন তাই এর বিপরীত হবে বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ, একইভাবে আমরা আগে পড়েছি সন্ধি শব্দের অর্থ যেহেতু মিলন তাই এর বিপরীতও বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ হবে।

সমাস

পরস্পর অর্থসঙ্গতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন:
দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।

সমাসের উদ্দেশ্য: বাক্যে পদের / শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করা।

➢ **সমাসের বৈশিষ্ট্য:**
১। সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন ঘটে।
২। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।

➢ **সমাসের উপাদান:** সমাসের এই পাঁচটি অংশকে একত্রে বলা হয় প্রতীতি।

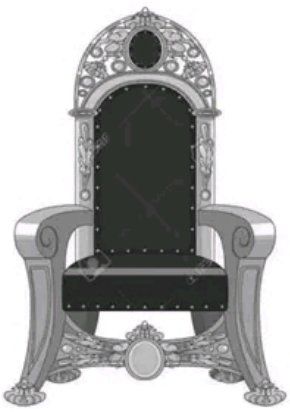

২. ব্যাসবাক্য/ বিগ্রহ বাক্য/ সমাস বাক্য → সিংহ চিহ্নিত আসন → ৩. সিংহ ও আসন প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে সমস্যমান পদ।

১. সমস্তপদ/ সমাসযুক্ত পদ/ সমাসনিষ্পন্ন পদ/ সমাসবদ্ধ পদ → সিংহাসন → ৪. সিংহ - পূর্বপদ; ৫. আসন - পরপদ বা উত্তরপদ বা অন্ত্যপদ

দ্বিগু সমাস

☞ দ্বিগু শব্দের প্রথমে 'দ্বি' আছে। 'দ্বি' অর্থ দুই; যা একটি সংখ্যা। অতএব এই সমাসে পূর্বপদ হবে অবশ্যই কোন না কোন সংখ্যা। বন্ধুরা পূর্বপদ যদি কোন সংখ্যা হয় এবং পরপদের ততবার মিলিত হয়েছে বুঝায় তবে তা কোন চিন্তা ছাড়াই দ্বিগু সমাস হবে।

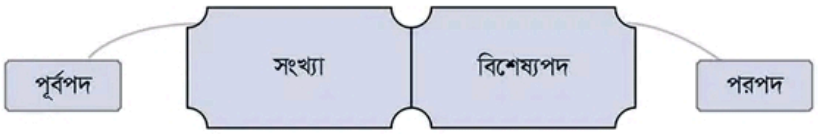

পূর্বপদ হবে সংখ্যাবাচক শব্দ আর পরপদ হবে বিশেষ্যপদ। সংখ্যায় যত দেয়া থাকবে বিশেষ্য পদটি ঠিক ততবার মিলিত হবে বা ততবারের সমষ্টি বোঝাবে।

চারটি রাস্তার মোড়কে বোঝানো হয়েছে

চারটি রাস্তা আলাদা করে নয়

চৌ (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা

➢ **দ্বিগু সমাস:** দ্বিগু শব্দের অর্থ সমাহার বা সমষ্টি। সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় এবং পরপদ প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

☞ দ্বিগু সমাসের প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয় এবং পরপদটি হবে বিশেষ্য। সমস্তপদটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় এবং সমস্তপদটি একটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌ(চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। এখানে পরপদ 'কাল' এবং সমস্তপদ 'ত্রিকাল' দুটোই বিশেষ্য আবার পরপদ 'রাস্তা' এবং সমস্তপদ 'চৌরাস্তা' দুটোই বিশেষ্যপদ।

→ **নিচে আরও কিছু দ্বিগু সমাসের উদাহরণ দেয়া হল:**

দু' আনার সমাহার = দু'আনি
তে (তিন) মাথার সমাহার = তেমাথা
ত্রি (তিন) ফলার সমাহার = ত্রিফলা
ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী
ত্রি (তিন) রত্নের সমাহার = ত্রিরত্ন
ত্রি (তিন) লোকের সমাহার = ত্রিলোক
ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন
চৌ (চার) চিরের সমাহার = চৌচির
চতুঃ (চার) পদের সমাহার = চতুষ্পদী
চৌ (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
চৌ (চার) কাঠের সমাহার = চৌকাঠ
পাঁচ সেরের সমাহার = পসুরি
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
চতুর্দশ পদের সমাহার = চতুর্দশপদী
দশ চক্রের সমাহার = দশচক্র
শত বর্ষের সমাহার = শতবার্ষিকী
নব (নয়) রত্নের সমাহার = নবরত্ন

ব্যাসবাক্যে থাকলে	সমস্ত পদে হবে
আনা	আনি
পদ	পদী
সের	সুরি
অব্দ	অব্দী
বর্ষ	বার্ষিকী
বট	বটী
নদী	নদ

পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী

→ **নিপাতনে সিদ্ধ দ্বিগু সমাস আছে ২টি:**

পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ

উপমান, উপমিত এবং রূপক কর্মধারয় সমাস

উপমান কর্মধারয়

ভ্রমর কালো

ভ্রমর দেখতে কালো রঙেরই হয়। তাই 'ভ্রমর' এর সাথে 'কালো'র সম্পর্ক সত্য। আবার পূর্বপদ 'ভ্রমর' বিশেষ্যপদ আর পরপদ 'কালো' যেহেতু ভ্রমর এর রঙ বা অবস্থা বুঝায় তাই 'কালো' বিশেষণপদ। সহজ কথায় পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক সত্য হলে উপমান কর্মধারয় সমাস হবে।

উপমিত কর্মধারয়

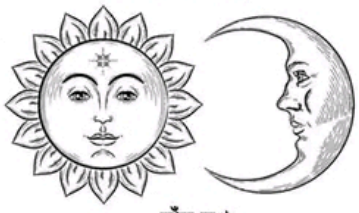

চাঁদ মুখ

মুখ দেখতে কখনোই চাঁদের মত হয় না। তাই মুখ এর সাথে চাঁদে'র সম্পর্ক মিথ্যা। আবার পূর্বপদ 'চাঁদ' এবং পরপদ 'মুখ' দুটোই বিশেষ্যপদ। সহজ কথায় পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক মিথ্যা হলেই উপমিত কর্মধারয় সমাস হবে।

এখানে চাঁদের সৌন্দর্যের সাথে মুখের সৌন্দর্যের তুলনা করা হয়। মুখের সাথে চাঁদের সৌন্দর্য নয়।

রূপক কর্মধারয়

জীবন প্রদীপ

মানুষের জীবন প্রদীপের মতই। প্রদীপ জলন্ত অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে, মানুষও বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রদীপের মতো নিভে অর্থাৎ মারা যেতে পারে। এটিই হল পূর্বপদের সাথে পরপদের অভিন্ন সম্পর্ক। 'জীবন' অদৃশ্যমান আর 'প্রদীপ' দৃশ্যমান। সহজ কথায় পূর্বপদ অদৃশ্যমান আর পরপদ দৃশ্যমান হলেই রূপক কর্মধারয় সমাস হবে।

উপমান

N + A

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদ বিশেষণ হবে।

তুষার শুভ্র
N A

তুষার শীতল
N A

মেঘ কালো
N A

ভ্রমর কালো
N A

ভ্রমর কৃষ্ণ
N A

অরুণ রাঙা
N A

কাজল কালো
N A

বক ধার্মিক
N A

গজ মূর্খ
N A

উপমানে পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক সত্য হবে। তুষার দেখতে শুভ্র-ই হয়; এবং তা সত্য। একইভাবে সকল উদাহরণগুলো সত্য

উপমিত-তে পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক মিথ্যা হবে। পুরুষ কখনো সিংহ হয় না; এবং তা মিথ্যা। একইভাবে সকল উদাহরণগুলোর সম্পর্ক মিথ্যা

N = Noun
A = Adjective

উপমিত

N + N

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদও বিশেষ্য।

পুরুষ সিংহ
N N

চাঁদ মুখ
N N

বাহু লতা
N N

অধর পল্লব
N N

ফুল কুমারী
N N

কর পল্লব
N N

কর কমল
N N

চরণ পদ্ম
N N

নয়ন পদ্ম
N N

রূপক-এ পূর্বপদ অদৃশ্যমান এবং পরপদ দৃশ্যমান হবে। মন পূর্বপদটি অদৃশ্যমান এবং মাঝি পরপদটি দৃশ্যমান। একইভাবে সকল উদাহরণগুলোর পূর্বপদটি অদৃশ্যমান এবং পরপদটি দৃশ্যমান হবে।

রূপক

N + N

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদও বিশেষ্য।

মন মাঝি
N N

জীবন প্রদীপ
N N

প্রাণ পাখি
N N

জ্ঞান বৃক্ষ
N N

বিষাদ সিন্ধু
N N

সুখ সাগর
N N

জীবন তরী
N N

দেশ মাতৃকা
N N

বিদ্যা ধন
N N

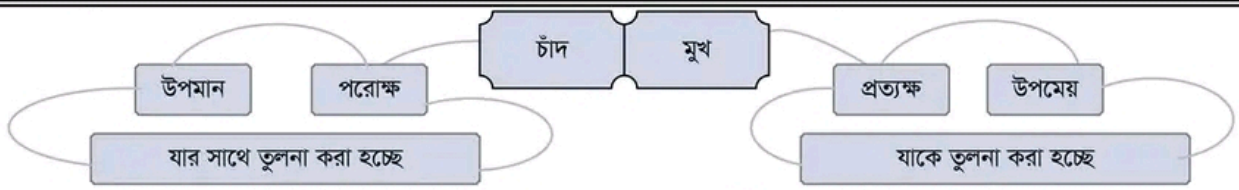

চাঁদমুখ শব্দে মুখ প্রত্যক্ষ আর চাঁদ পরোক্ষ। এখানে চাঁদের সাথে মুখের তুলনা করা হচ্ছে। যাকে তুলনা করা হচ্ছে সেই প্রত্যক্ষ এবং উপমেয় যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে সেই পরোক্ষ এবং উপমান

উপমান কর্মধারয় সমাস

উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা থাকলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়-এর একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

ব্যাসবাক্য: পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'ন্যায়' শব্দটি বসবে। সহজ কথায় সম্পর্ক সত্য হলে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে কেবল 'ন্যায়' বসবে।

তুষারের ন্যায় শীতল	= তুষারশীতল
কাজলের ন্যায় কালো	= কাজলকালো
অরুণের ন্যায় রাঙা	= অরুণরাঙা
বকের ন্যায় ধার্মিক	= বকধার্মিক
কুসুমের ন্যায় কোমল	= কুসুমকোমল
গজের ন্যায় মূর্খ	= গজমূর্খ
বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	= বিড়ালতপস্বী
ঘনের ন্যায় শ্যাম	= ঘনশ্যাম
শশকের ন্যায় ব্যস্ত	= শশব্যস্ত
মিশির ন্যায় কালো	= মিশকালো
গো-র ন্যায় বেচারি	= গো-বেচারি

এরূপ:

কচুকাটা	অগ্নিশর্মা	গোবেচারা
দুগ্ধধবল	ধনুকবাঁকা	নিমতেতো
প্রস্তরকঠিন	হস্তিমূর্খ	বরফসাদা
বজ্রকঠিন	বজ্রকঠোর	লৌহকঠিন
শিশির স্নিগ্ধ	সিঁদুররাঙা	

- ☞ শশক অর্থ খরগোশ। শশব্যস্ত অর্থ অতি ব্যস্ত। শশক বা খরগোশ সবসময়ই ব্যস্ত থাকে।
- ☞ গজ অর্থ হাতি আর গজমূর্খ অর্থ হাতির ন্যায় মুর্খ।
- ☞ গো অর্থ গরু আর বেচারা অর্থ নিরীহ লোক। আর গো-বেচারি বা বেচারা অর্থ গরুর ন্যায় নিরীহ লোক।
- ☞ ঘন অর্থ মেঘ আর শ্যাম অর্থ কালো রঙ; মেঘের কালো রঙই হল ঘনশ্যাম বা মেঘকালো।
- ☞ বিড়ালতপস্বী ও বকধার্মিক অর্থ ভণ্ড বা প্রতারক।
- ☞ মিশকালো অর্থ মিশমিশে বা ঘোর কালো বা অনেক বেশি কালো রঙ।
- ☞ কচুকাটা অর্থ নির্মমভাবে ধ্বংস করা।

উপমিত কর্মধারয় সমাস

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

ব্যাসবাক্য: এখানে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে যেটি পরোক্ষ তার পরই 'ন্যায়' বসবে। সহজ কথায় সম্পর্ক মিথ্যা হলে পরোক্ষের পরে 'ন্যায়' বসবে। উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য দুইভাবে হয়।

'চাঁদমুখ' = চাঁদের ন্যায় মুখ বা মুখ চাঁদের ন্যায়। দুটো ব্যাসবাক্যে পরোক্ষ চাঁদের পরেই 'ন্যায়' বসছে।

নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণেই দুটি ব্যাসবাক্য হবে:

চাঁদের ন্যায় মুখ	= চাঁদমুখ
মুখ চাঁদের ন্যায়	
সিংহের ন্যায় পুরুষ	= পুরুষ সিংহ
পুরুষ সিংহের ন্যায়	
কমলের ন্যায় কর	= করকমল
কর কমলের ন্যায়	
ফুলের ন্যায় কুমারী	= ফুলকুমারী
কুমারী ফুলের ন্যায়	
পল্লবের ন্যায় কর	= করপল্লব
কর পল্লবের ন্যায়	
লতার ন্যায় বাহু	= বাহুলতা
বাহু লতার ন্যায়	
চন্দ্রের ন্যায় মুখ	= মুখচন্দ্র
মুখ চন্দ্রের ন্যায়	
পল্লবের ন্যায় অধর	= অধরপল্লব
অধর পল্লবের ন্যায়	

এরূপ:

চরণকমল	চরণপদ্ম	চাঁদবদন
নয়নপদ্ম	মুখপদ্ম	সোনামুখ
হাঁড়িমুখ		

- ☞ কর অর্থ হাত, পল্লব অর্থ গাছের পাতা, কমল অর্থ পদ্ম, অধর অর্থ ঠোঁট।
- ☞ 'করকমল' অর্থ পদ্মের ন্যায় হাত।
- ☞ 'করপল্লব' অর্থ পাতার ন্যায় হাত।
- ☞ 'অধরপল্লব' অর্থ পাতার ন্যায় ঠোঁট।

রূপক কর্মধারয় সমাস

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে যা বাস্তবে অদৃশ্যমান এবং উপমান পদ পরে বসে যা বাস্তবে দৃশ্যমান। সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়।

ব্যাসবাক্য: পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'রূপ' শব্দটি বসবে। সহজ কথায় পূর্বপদ অদৃশ্যমান আর পরপদ দৃশ্যমান হলে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'রূপ' বসবে।

জীবন রূপ প্রদীপ	= জীবন প্রদীপ
বিষাদ রূপ সিন্ধু	= বিষাদসিন্ধু
মন রূপ মাঝি	= মনমাঝি
প্রাণ রূপ পাখি	= প্রাণপাখি
বিদ্যা রূপ সাগর	= বিদ্যাসাগর
মোহ রূপ নিদ্রা	= মোহনিদ্রা
শোক রূপ অনল	= শোকানল
প্রেম রূপ ডোর	= প্রেমডোর
ভব রূপ নদী	= ভবনদী
সুখ রূপ সাগর	= সুখসাগর
দিল রূপ দরিয়া	= দিলদরিয়া

এরূপ:

কালসর্প	কথামৃত	কালচক্র
কালস্রোত	ক্রোধানল	জীবনতরী
জ্ঞানালোক	দেহপিঞ্জর	জ্ঞানবৃক্ষ
দেশমাতৃকা	প্রাণবায়ু	বচনামৃত
বিদ্যাধন	বিদ্যারত্ন	ভক্তিসুধা
ভবসিন্ধু	মনবিহঙ্গ	শোকসিন্ধু
সংসারসমুদ্র	হৃদয়পদ্ম	হৃদয়পিঞ্জর

- ☞ পিঞ্জর অর্থ খাঁচা।
- ☞ ক্রোধ অর্থ রাগ আর অনল অর্থ আগুন। ক্রোধানল অর্থ ক্রোধের তেজ বা দাহ বা আগুন; প্রচণ্ড ক্রোধ।
- ☞ দিল অর্থ মন আর দরিয়া অর্থ সাগর।
- ☞ শোক অর্থ মানসিক আঘাত আর সিন্ধু অর্থ সাগর।
- ☞ কালসর্প অর্থ বিষধর সাপ।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? *[৩৯তম বিসিএস]* — ০১.গ
ক. দোতলা খ. আশীবিষ
গ. কানাকানি ঘ. অজানা

০২. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? *[৩৭তম বিসিএস]* — ০২.গ
ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব খ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. একশেষ দ্বন্দ্ব

০৩. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩৮তম বিসিএস]* — ০৩.ক
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি

০৪. 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? *[৩৭তম বিসিএস]* — ০৪.গ
ক. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ. বিস্ময়ে আপন্ন
গ. বিস্ময়কে আপন্ন ঘ. বিস্ময়ে যে আপন্ন

০৫. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস]* — ০৫.খ
ক. জনশ্রুতি খ. অনমনীয়
গ. খাসমহল ঘ. তপোবন

০৬. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩৫তম বিসিএস]* — ০৬.খ
ক. দ্বিগু খ. কর্মধারয়
গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি

০৭. সমাস ভাষাকে কি করে? *[২৯তম বিসিএস; ১১তম বিসিএস]* — ০৭.ক
ক. সংক্ষেপ করে খ. বিস্তৃত করে
গ. অর্থপূর্ণ করে ঘ. অর্থের রূপান্তর ঘটায়

০৮. 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? *[২৬তম বিসিএস]* — ০৮.ক,খ
ক. সমাস খ. সন্ধি
গ. প্রত্যয় ঘ. উপসর্গ

০৯. 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? *[৩২তম বিসিএস]* — ০৯.ক
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস

১০. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? *[২০তম বিসিএস]* — ১০.খ
ক. সিংহাসন খ. ভাই-বোন
গ. কানাকানি ঘ. গাছপাকা

১১. জ্যোৎস্নারাত কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? *[৩০তম বিসিএস]* — ১১.ক
ক. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. উপমান কর্মধারয়

১২. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়– *[২৭তম বিসিএস]* — ১২.গ
ক. উপমিত খ. উপমান গ. উপমেয় ঘ. রূপক

১৩. 'চাঁদমুখ'– এর ব্যাসবাক্য হলো– *[২৫তম বিসিএস]* — ১৩.খ
ক. চাঁদ মুখের ন্যায় খ. চাঁদের মত মুখ
গ. চাঁদ মুখ যার ঘ. চাঁদরূপ মুখ

১৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-এর দৃষ্টান্ত– *[১৩তম বিসিএস ২০১০]* — ১৪.গ
ক. ঘর থেকে ছাড়া – ঘড়ছাড়া
খ. অরুণের মতো রাঙা – অরুণরাঙা
গ. হাসি মাখা মুখ – হাসিমুখ
ঘ. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী – ক্ষণস্থায়ী

১৫. 'লাঠালাঠি'– এটি কোন সমাস? *[২৬তম বিসিএস; ১৭তম বিসিএস]* — ১৫.খ
ক. প্রাদি সমাস খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস

১৬. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে? *[২৫তম বিসিএস]* — ১৬.ঘ
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. রূপক সমাস
গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস

১৭. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? *[৩১তম বিসিএস]* — ১৭.ঘ
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয়
গ. সুপসুপা ঘ. অব্যয়ীভাব

১৮. যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়– *[২৩তম বিসিএস]* — ১৮.ঘ
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস
গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. নিত্য সমাস

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'মুখচন্দ্র' কোন সমাস? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০১.ক
ক. উপমিত কর্মধারয় খ. উপমান কর্মধারয়
গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

০২. 'তুষারধবল' সমাসবদ্ধ পদটি কোন সমাসের উদাহরণ? *[বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০]* — ০২.ঘ
ক. রূপক কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয়
গ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ. উপমান কর্মধারয়

০৩. 'সাহিত্য বিশারদ' কোন সমাসের উদাহরণ? *[দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০]* — ০৩.ঘ
ক. দ্বিতীয় তৎপুরুষ খ. পঞ্চমী তৎপুরুষ
গ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঘ. সপ্তমী তৎপুরুষ

০৪. 'পোকা-মাকড়' কোন সমাসযোগে গঠিত শব্দ? *[এনএসআই (NSI) এর ওয়াচার কনস্টেবল:২০১৯]* — ০৪.ক
ক. দ্বন্দ্ব খ. দ্বিগু
গ. কর্মধারয় ঘ. অব্যয়ীভাব

০৫. 'দেবদত্ত' কোন সমাস? *[পিএসসি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা:২০১৯]* — ০৫. ক
ক. চতুর্থী তৎপুরুষ খ. প্রাদি তৎপুরুষ
গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. তৃতীয় তৎপুরুষ

০৬. 'নিরুৎসাহ'- শব্দের সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর:২০১৯]* — ০৬.খ
ক. নাই উৎসাহ খ. উৎসাহের অভাব
গ. উৎসাহ নাই যার ঘ. নঞ উৎসাহ
ঙ. কোনটিই নয়।

০৭. 'দুঃখকে প্রাপ্ত' এটি কোন সমাস? *[পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)- ২০১৯]* — ০৭.গ
ক. দ্বিগু খ. বহুব্রীহি গ. তৎপুরুষ ঘ. কর্মধারয়

০৮. 'গোঁফ খেজুরে' কোন সমাস? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পরীক্ষা গ্রহণকারী - পিএসসি)- ২০১৯]* — ০৮.ক
ক. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি খ. ব্যতিহার বুহুব্রীহি
গ. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি ঘ. দ্বিগু

০৯. 'ফুলকুমারী' সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? *[ডাক বিভাগ (২৩.০৩.২০১৯)]* — ০৯.খ
ক. ফুলের ন্যায় কুমারী খ. কুমারী ফুলের ন্যায়
গ. ফুল রূপ কুমারী ঘ. কুমারী ফুল

১০. 'দলছাড়া' কোন সমাসের উদাহরণ? *[জীবন বীমা কর্পোরেশন- ২০১৮]* — ১০.গ
ক. ৩য়া তৎপুরুষ খ. ৪র্থী তৎপুরুষ
গ. ৫মী তৎপুরুষ ঘ. ৭মী তৎপুরুষ

১১. 'রথদেখা' কোন সমাস? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সহকারী ম্যানেজার)- ২০১৯]* — ১১.ঘ
ক. নিত্য খ. দ্বন্দ্ব
গ. সহার্থক বহুব্রীহি ঘ. তৎপুরুষ

১২. 'জীবন বীমা' কোন সমাস? *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (জুনিয়র অফিসার)-২০১৯]* — ১২.খ
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয়
গ. দ্বন্দ্ব ঘ. অব্যয়ীভাব

১৩. বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কি? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-২০১৯]* — ১৩.খ
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয়
গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি

১৪. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? *[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]* — ১৪.D
A. বহুব্রীহি B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. দ্বন্দ্ব

কারক

একটি ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্কই কারক। তাই বলা যায়, পদের সাথে পদের সম্পর্কই কারক। বাংলা ব্যাকরণের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো - কারক। এখান থেকে প্রতি বছর প্রায় সকল নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। তাই এই অধ্যায়টি গুরুত্ব বাড়িয়ে পড়বেন।

একটি বাক্য দিয়ে তার একটি পদের নিচে Underline করে বলবে যে ঐ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? এই প্রশ্ন ছাড়া কারক বা বিভক্তি কত প্রকার বা কোন কারক কত প্রকার বা কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় সাধারণত আসবে না। তাই এখানে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই অনুশীলন করবেন।

শিক্ষার্থীরা এমনকি শিক্ষকরাও কর্তৃকারক থেকে পড়া শুরু করে অধিকরণ পর্যন্ত পড়তে পড়তে একই সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই অধিকরণ দিয়েই শুরু করলাম। যেন গুরুত্বপূর্ণগুলো সহজেই ধারণ করতে পারেন। আপনাদের পরীক্ষার জন্য "অধিকরণ, অপাদান এবং করণ কারক" গুরুত্বপূর্ণ। অভিযাত্রী, শিক্ষক ছাড়া আপনাকে এই কারক শিখাতে সক্ষম। একবার পড়ুন, প্রমাণ নিজেই নিজেকে দিয়ে দিবেন।

☞ কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। কারক শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

☞ কারক = √কৃ + ণক, অর্থাৎ যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব, কারক শব্দটি প্রত্যয় (কৃৎ প্রত্যয়) সাধিত শব্দ বা প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

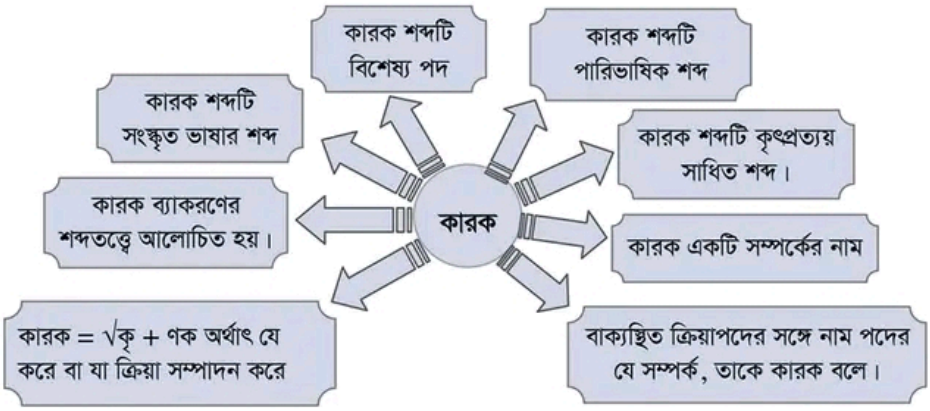

➢ **এইবার একটি গল্প দিয়ে আমরা কারক শিখব। মনোযোগ সহকারে পড়বেন।** রাফি পঞ্চগড়ে থাকে। সে কখনো ঢাকা আসে নি; এমনকি ঢাকায় তার কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, পরিচিত বা অপরিচিত কেউ নাই। কিন্তু রাফি বাসায় বসে TV-তে ছিঃনেমা আর ছিঃরিয়াল দেখে। দেখতে দেখতে এটা উপলব্ধি হল যে ঢাকায় যেসব মেয়েরা বসবাস করে তারা সবাই খুবই সুন্দর হয়। যেই কথা সেই কাজ। রাফি সিদ্ধান্ত নিল ঢাকায় বসবাস করে এমন কোন মেয়েকে সে বিয়ে করবে। অতপর বাস বা ট্রেনে ঢাকা পৌছাল। স্টেশনে তো অনেক মেয়েই থাকে। সে যদি কোন মেয়ের হাত ধরে বলে– আমি পঞ্চগড় থেকে এসেছি বিয়ে করতে। পঞ্চগড়ে আমার ৪টা বাড়ি, ৩টা গাড়ি আর ২টা নারী আছে; চল আমরা বিয়ে করি। মেয়ে কি বিয়েতে রাজি হবে? না; হবে না। এখন রাফি যদি বিয়েই করতে চায় তাহলে তাকে একটা মাধ্যম খুঁজতে হবে। যে মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজ করে দেয় ঘটক। অতএব, রাফির সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছেলেটির সাথে মেয়েটির যে সম্পর্ক হল- তা হল– স্বামী-স্ত্রী। মনে রাখবে এই 'স্বামী-স্ত্রী' হল একটা সম্পর্কের নাম আর ব্যাকরণের ভাষায় এই সম্পর্কের নামই কারক। আর যে সম্পর্ক তৈরি করে দিল অর্থাৎ ঘটক। ব্যাকরণের ভাষায় তাকে বলা হবে বিভক্তি।

অধিকরণ কারক

✓ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল বা সময় এবং স্থানকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ব্যবহৃত হয়।

✓ **নিচের ৩টি বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হয়:**

❑ **১. স্থান (আধার) বোঝালে:-** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন স্থানকে নির্দেশ করে বা বোঝায় তবে সেই স্থানসূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক। মনে রেখ, স্থান হতে হবে এমন নয়, শব্দটি দিয়ে স্থান বুঝালেই হবে।

➢ এবার নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণ দেখ; যা স্থানকেই বোঝাচ্ছে। যেমন - **মাথায়** চুল আছে। **চুলে** পুষ্টি আছে। **পুষ্টিতে** ভিটামিন থাকে। এখানে প্রথম বাক্যে **মাথা**, ২য় বাক্যে **চুল** এবং তৃতীয় বাক্যে **পুষ্টি** এখানে স্থান বোঝাচ্ছে। তাই তা অধিকরণ কারক এবং ৭মী বিভক্তি 'য়, এ, তে' রয়েছে।

এ **বাড়িতে** কেউ নেই। – অধিকরণে ৭মী
পুকুরে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
বনে বাঘ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে। – অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে। – অধিকরণে ৭মী
নদীতে পানি আছে। – অধিকরণে ৭মী
পানিতে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
মাছে আমিষ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আমি **ঢাকা** যাব। – অধিকরণে শূন্য
এ **দেহে** প্রাণ নেই। – অধিকরণে ৭মী
এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। – অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল **গোঁফে** তেল। – অধিকরণে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে। – অধিকরণে ৭মী
ট্রেন **ঢাকা** পৌছল। – অধিকরণে শূন্য
পাইলটে কালি ধরে বেশি। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**। – অধিকরণে ৭মী
মনেতে আগুন জ্বলে **চোখে** কেন জ্বলে না – অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী। – অধিকরণে ৭মী
আমরা রোজ **স্কুলে** যাই। – অধিকরণে ৭মী
কাজে মন দাও।– অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে।– অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না। – অধিকরণে ৭মী
গোলাপে গন্ধ আছে। – অধিকরণে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ। – অধিকরণে ৭মী

গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
জলে কুমির থাকে। – অধিকরণে ৭মী
থানায় এজহার দাও। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল **গাছে** থাকে না। – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
সরোবরে পদ্ম ফোটে। – অধিকরণে ৭মী
ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। – অধিকরণে ৭মী
রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা। – অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস। – অধিকরণে ৭মী
নয়নে নয়ন রাখ। – অধিকরণে ৭মী
মন বসে না **পড়ার টেবিলে**। – অধিকরণে ৭মী
আহারে রুচি নেই। – অধিকরণে ৭মী
মিম **বিপদে** পড়েছে। – অধিকরণে ৭মী
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদে** এল বান। – অধিকরণে ৭মী

✓ **কোন স্থান থেকে কোন কিছু দেখা গেলে। যেহেতু স্থান বোঝায় তাই তা অধিকরণ:**
ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী

অপাদান কারক

✓ অপাদান শব্দের অর্থ উৎপন্ন বা বিচ্যুত। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে।

❑ ১. যার কাছ থেকে কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হওয়া বোঝায় সেই হবে অপাদান। আর যা হবে তা হল কর্মকারক।

আম থেকে **জুস** হয়। এখানে, আম থেকে তৈরি হয়েছে তাই আম অপাদান এবং জুস যা তৈরি হয়েছে তা-হল কর্ম।

✓ এছাড়া- নিচের উদাহরণগুলো দেখুন-

দুধ থেকে দই হয়। – অপাদানে ৫মী
শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী
খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয়। – অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শুনেছি। অপাদানে ৭মী
অর্থাৎ লোকমুখ থেকে কথা গুলো তৈরি হয়েছে। তাই অপাদানে ৭মী

ধান থেকে চাল হয়। – অপাদানে ৫মী
চাল থেকে ভাত হয়। – অপাদানে ৫মী
ভাত থেকে ঝাও হয়। – অপাদানে ৫মী
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি। – অপাদানে ৭মী
জলে বাষ্প হয়। – অপাদানে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি, চিড়ে, খই। – অপাদানে ৭মী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী, করণে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী

❑ ২. যার কাছ থেকে কোন কিছু বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হয় সেই হবে অপাদান আর যা হবে তা হচ্ছে কর্ম আবার নিজে বিচ্যুত হলে কর্তা হবে।

একজন সৈনিক মাথায় শিরস্ত্রাণ পড়ে ঘোড়ার উপরে বসে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় সে ঘোড়াসহ **পাহাড়** থেকে পড়ে গেল। তারপর পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিজেই **ঘোড়া** থেকে পড়ে গেল। এবার হেঁটে যাওয়ার সময় তার **মাথা** থেকে শিরস্ত্রাণ পড়ে গেল। সেই দুঃখে **শরীর** থেকে পোশাক খুলে **নদীর পার** থেকে পানিতে ঝাঁপ দিল। বাক্যে পাহাড়, ঘোড়া, মাথা, শরীর, নদীর পার - অপাদান কারক।

✓ **নিচের উদাহরণ গুলো মিলিয়ে নিন।**

গাছ থেকে পাতা পড়ে। – অপাদানে ৫মী
মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন। – অপাদানে শূন্য
সাদামেঘে বৃষ্টি হয় না। – অপাদানে ৭মী

চোখ দিয়ে পানি পড়ে। – অপাদানে ৩য়া
পরীক্ষা আসিলে **চোখে** জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী

মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এখানে মেঘ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাই মেঘ অপাদান আর যে বিচ্যুত হল - বৃষ্টি তা হবে কর্তৃ কারক।

❑ **৩. আমরা অধিকরণ কারকে শিখলাম.... কোন শব্দ দিয়ে যদি স্থানকে নির্দেশ করে তবে সেই স্থান সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই স্থান থেকে যদি কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় তবে ঐ স্থানটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখুন–**

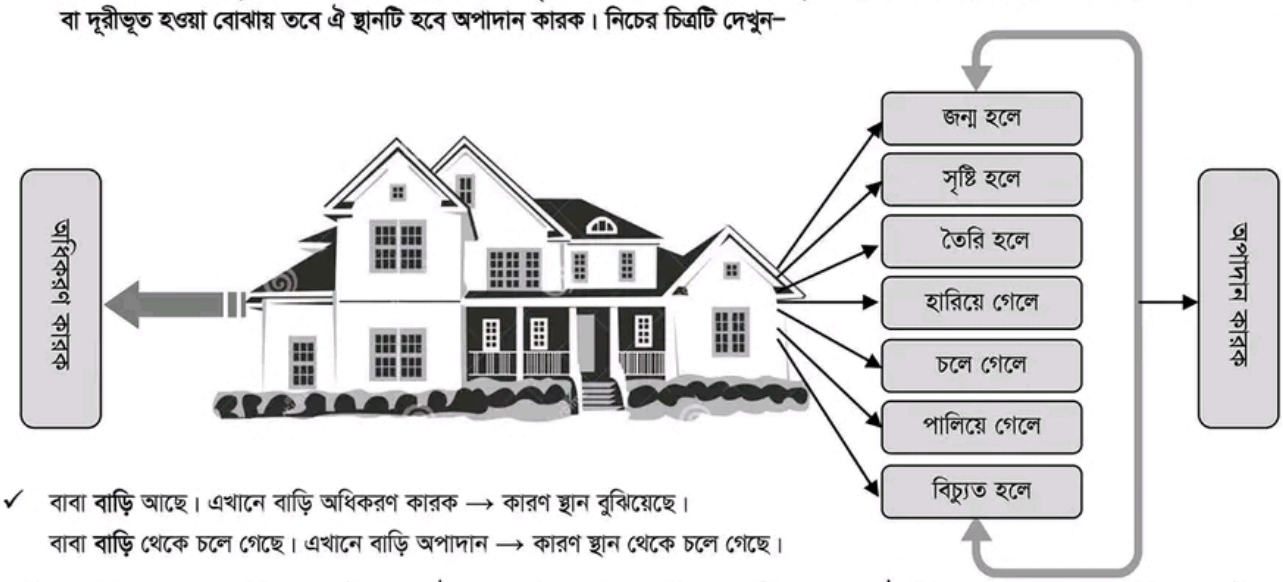

✓ বাবা **বাড়ি** আছে। এখানে বাড়ি অধিকরণ কারক ⟶ কারণ স্থান বুঝিয়েছে।
বাবা **বাড়ি** থেকে চলে গেছে। এখানে বাড়ি অপাদান ⟶ কারণ স্থান থেকে চলে গেছে।

স্টেশনে ট্রেন আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
স্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলে গেছে। ⟶ অপাদানে শূন্য
তিলে তৈল আছে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল হয়। ⟶ অপাদানে ৭মী
চোখে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
চোখে পানি পড়ে। ⟶ অপাদনে ৭মী

ছাদে বৃষ্টি পড়ে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে। ⟶ অপাদানে ৭মী
এর অর্থ হচ্ছে ছাদ থেকে পানি পড়ে। কিন্তু ঘরে পানি পড়ে। তা অধিকরণ; কারণ ঘর এখানে স্থান বুঝিয়েছে যার উপর পানি পড়ে।

জমিতে ফসল ফলে। ⟶ অধিকরণে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই। ⟶ অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না। ⟶ অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর। ⟶ অপাদানে ৭মী

❑ **৪. যাকে ভয় পাওয়া হয় বা কেউ দেখে ভীত হয়⟶ এই যাকে ভয় পাওয়া হয় সেই হল অপাদান আর ভয় হবে কর্ম। মনে রাখবেন যাকে ভয় পেলে সেই অপাদান হবে, ভয় অপাদান নয়।**

বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী
বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী
ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া
বাঘকে ভয় পায় না কে? – অপাদানে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে?** – অপাদানে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী

বাঘ দেখলে স্বভাবতই আমাদের ভয় হয়। মনে করুন, আপনি বাঘ বা কোন কিছু দেখে ভয় পেলেন, সেখানে যাকে ভয় পেলেন অর্থাৎ বাঘই হবে অপাদান। আপনি হবে কর্তা আর ভয় হবে কর্ম; ভয় অপাদান নয়।

❑ **৫. আমরা সাধারণত কোন কিছুর ভাল, মন্দ, দোষ বা গুণ ইত্যাদি এক জনের সাথে আরেকজনের তুলনা করে থাকি। মনে রাখবেন, যার সাথে তুলনা করবেন সে-ই হবে অপাদান কারক। যাকে তুলনা করা হবে সে কী কারক হবে তা জানার প্রয়োজন নাই।**

রাইসার চেয়ে মাইশা বেশি সুন্দরী
মাইশা রাইসার চেয়ে বেশি সুন্দরী

রাইসার চেয়ে মাইশা অর্থাৎ রাইসার সাথে তুলনা হচ্ছে– তাই রাইসা অপাদান কারক। আর যাকে তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ মাইশা কিন্তু অপাদান হবে না, এই বাক্যে মাইশা কর্তৃ কারক হবে।

করণ কারক

❑ করণ শব্দের অর্থ – "উপকরণ, যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কীসের সাহায্যে বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটি-ই করণ কারক।
উদাহরণ: সাকিব **ব্যাট** দিয়ে ক্রিকেট খেলে (এখানে ব্যাট করণ কারক)

☞ যন্ত্র হলেই হবে না, বাক্যে যন্ত্রটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে হবে – এরূপ বোঝাবে।

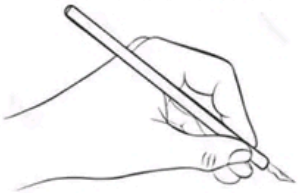

নীলার হাতে **কলম** আছে। 'কলম' লেখার যন্ত্র হলেও বাক্যে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। তাই এই বাক্যে 'কলম' কর্ম কারক।

নীলা **কলম দিয়ে** লেখে। এই বাক্যে কলম লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

এ **কলমে** ভাল লেখা হয়। এই বাক্যে কলম ভালো লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

কলমের খোঁচা দিও না। এই বাক্যে 'কলম' খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যে 'কলম' করণ কারক।

☞ **নিচের উদাহরণগুলো যন্ত্র বোঝায়:**

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	নীলা কলম দিয়ে লেখে। এ কলমে ভাল লেখা হয়।	লেখার যন্ত্র– কলম	করণে ৩য়া করণে ৭মী
২	কলমের খোঁচা দিও না।	খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র – কলম	করণে ৬ষ্ঠী
৩	ঘোড়াকে চাবুক মার।	মারার যন্ত্র – চাবুক	করণে শূন্য
৪	লাঙ্গলে ভাল চাষ হয়। কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হয়।	চাষের যন্ত্র – লাঙ্গল	করণে ৭মী করণে ৩য়া করণে ৩য়া
৫	হাতের কাজ দেখাও।	কাজটি করার যন্ত্র – হাত	করণে ৬ষ্ঠী
৬	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।	চিহ্ন দেওয়ার যন্ত্র – পা	করণে ৬ষ্ঠী
৭	তোমার গায়ে নখের আঁচড়ও লাগবে না।	আঁচড় দেওয়ার যন্ত্র – নখ	করণে ৬ষ্ঠী
৮	তিনি চোখে দেখেন না।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৭মী
৯	নৌকায় নদী পার হলাম।	নদী পার হওয়ার যন্ত্র – নৌকা	করণে ৭মী
১০	কোদালে মাটি কাটব।	মাটির কাটার যন্ত্র – কোদাল	করণে ৭মী
১১	একবার চোখের দেখা দেখব বলে।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৬ষ্ঠী
১২	আমরা কানে শুনি। সে কানে শুনে না। সে কানে খাটো	শুনার যন্ত্র – কান	করণে ৭মী করণে ৭মী করণে ৭মী
১৩	এ যে লেজে খেলায়।	খেলায় যন্ত্র – লেজ	করণে ৭মী
১৪	শিক্ষক ছেলেটিকে বেত মারলেন।	মারার যন্ত্র – বেত	করণে শূন্য
১৫	জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।	সাগর পার হওয়ার যন্ত্র বা উপায় –জাহাজ	করণে ৭মী
১৬	আগুনে সেক দাও।	সেক দেওয়ার যন্ত্র বা উপায় – আগুন	করণে ৭মী
১৭	পাখিকে তীর মার।	পাখি মারার যন্ত্র – তীর	করণে শূন্য
১৮	দড়িতে বাঁধ।	অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বাঁধ। এখানে, বাঁধার যন্ত্র – দড়ি	করণে ৭মী

বাক্য প্রকরণ

Dear... এই অধ্যায়ের যা আছে তার সব-ই পরীক্ষার জন্য ভয়ংকর মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে MCQ পরীক্ষায় সব সময়ই আসে, তবে লিখিত পরীক্ষায় বাক্য রূপান্তর থাকার সম্ভাবনা বেশি। তাই আলাদাভাবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। MCQ পরীক্ষার জন্য বাক্য রূপান্তরের অংশটি কেবল বাক্য নির্ণয় হিসেবেই পড়বেন। যখন আপনি বাক্য নির্ণয় শিখতে পারবেন তখন অনায়াসেই বাক্য রূপান্তর আয়ত্তে চলে আসবে। আবারও বলছি... লিখিত পরীক্ষায় বাক্য রূপান্তর থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সকল প্রশ্নোত্তর ভালভাবে বুঝবেন এবং পড়বেন। সহজ কথায় এই অধ্যায়ে যা যা দিয়েছি তার সবই ভাল করে পড়ে নিবেন। শুভ কামনা রইল....।

➡ **বাক্য:** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন- আমার বাবা গতকাল এসেছেন।

- ✓ ভাষার মূল উপাদান – ধ্বনি
- ✓ ভাষার মূল উপকরণ – বাক্য
- ✓ শব্দের মূল উপকরণ – বাক্য
- ✓ বাক্যের মূল উপাদান – শব্দ
- ✓ বাক্যের মূল উপকরণ – নাই

✓ **একটি আদর্শ বাক্যের বা সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়।**

এই তিনটি গুণের একটি না থাকলে তা বাক্য হবে; কিন্তু সার্থক বাক্য হবে না।

আকাঙ্ক্ষা

আকাঙ্ক্ষা শব্দের অর্থ ইচ্ছা। বাক্যের কিছু অংশ শোনার পর বাকি অংশ শোনার যে ইচ্ছা তাই হলো আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি তোমাকে.....। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)*
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি তোমাকে চিনি না। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)*

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি আজ রাতে.....। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)*
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি আজ রাতে অনেক লেখাপড়া করব। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)*

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে.....। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)*
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। *(আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)*

আসত্তি

আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য বা নিকটে। বাক্যের পদগুলো সুশৃঙ্খলভাবে বসবে। অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশে বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস-ই আসত্তি।

আসত্তিহীন বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর ঘোরে চারদিকে। *(বাক্যে পদগুলো সমন্বয়হীন)*
আসত্তি সম্পন্ন বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। *(বাক্যে পদগুলো সুশৃঙ্খল)*

আসত্তিহীন বাক্য: উচিত থাকা মাঝেই সবার দেশপ্রেম। *(বাক্যে পদগুলো সমন্বয়হীন)*
আসত্তি সম্পন্ন বাক্য: সবার মাঝেই দেশপ্রেম থাকা উচিত। *(বাক্যে পদগুলো সুশৃঙ্খল)*

যোগ্যতা

বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন-

যোগ্যতাহীন বাক্য: গরু মাংস খায়। *(বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে।)*
যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: গরু ঘাস খায়। *(বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।)*

যোগ্যতাহীন বাক্য: বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে। *(বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে।)*
যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। *(বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।)*

৩৫তম বিসিএস

☞ যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। (সরল)
– কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।

☞ সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনও। (জটিল)
– যদিও সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনও।

☞ পনেরো মিনিট পর তিনি এলেন। (যৌগিক)
– তিনি পনেরো মিনিট দেরি করলেন তারপর এলেন।

☞ পুকুরপাড়ে এখন কেউ নেই। (অস্তিবাচক)
– পুকুরপাড় এখন জনশূন্য/নির্জন।

☞ কোথাও কি তিনি আছেন? (নেতিবাচক)
– তিনি কোথাও নেই।

☞ গোলাপটি অত্যন্ত সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)
–কী সুন্দর গোলাপ!

৩৪তম বিসিএস

প্রশ্ন আসে নি

৩৩তম বিসিএস

☞ শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিলেন এবং বিদায় করলেন। (সরল বাক্য)
– শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

☞ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)
– বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।

☞ বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরণীয়। (জটিল বাক্য)
– যিনি বিদ্বান লোক, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।

☞ সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক। (যৌগিক বাক্য)
– সে কৃপণ এবং একইরকম চালাক।

☞ সে এমএ পাস করেছে বটে কিন্তু জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। (জটিল বাক্য)
– যদিও সে এমএ পাস করেছে, তথাপি সে জ্ঞানলাভ করতে পারেনি।

☞ যখন বৃষ্টি থামল, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম। (যৌগিক বাক্য)
– বৃষ্টি থামল তারপর আমরা স্কুলে রওনা হলাম।

৩২তম বিসিএস

☞ ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল বাক্য)
– যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

☞ মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে। (যৌগিক বাক্য)
– মিথ্যা বলেছ সুতরাং তোমার পাপ হবে।

☞ যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল বাক্য)
– পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

☞ সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। (প্রশ্নাত্মক বাক্য)
– অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায় না কে?

☞ আরও কথা আছে। (নেতিবাচক বাক্য)
– কথা শেষ হয়নি।

☞ তাঁর আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)
– তাঁর আদর্শ স্মরণযোগ্য।

৩১তম বিসিএস

☞ আগে পরীক্ষা দাও, পরে চিন্তা কোরো। (সরল বাক্য)
– পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা করো।

☞ এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
– এখনই যাও, নতুবা তার দেখা পাবে না।

☞ পিতা তো আছেন, তবু পুত্রকে খোঁজ কেন? (জটিল বাক্য)
– পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন?

☞ যদি পানিতে না নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
– পানিতে নাম, নতুবা সাঁতার শিখতে পারবে না।

☞ যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি। (সরল বাক্য)
– কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।

☞ সে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করেছে। (জটিল বাক্য)
– তার পিতা যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।

৩০তম বিসিএস

☞ না গেলে দেখতে পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
– যাও, নতুবা দেখতে পাবে না।

☞ আপনি যদি চান তবে আমি আগামীকাল আসতে পারি। (সরল বাক্য)
– আপনি চাইলে আমি আগামীকাল আসতে পারি।

☞ সৎপথে চল, দেখবে জীবনে উন্নতি হবে। (সরল বাক্য)
– সৎপথে চললে জীবনে উন্নতি হবে।

☞ তিনি আর এ পথ মাড়ান না। (জটিল বাক্য)
– এটি সেই পথ, যে পথ তিনি আর মাড়ান না।

☞ যদি বারণ কর তবে গান গাব না। (সরল বাক্য)
– বারণ করলে গান গাইব না।

☞ সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। (না-বাচক বাক্য)
– সূর্য পূর্বদিকে অস্ত যায় না/সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় না।

২৯তম বিসিএস

☞ যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। (যৌগিক বাক্য)
– সে নিরপরাধ সুতরাং সে মুক্তি পাবে।

☞ পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অসম্ভব কিছু নেই। (সরল বাক্য)
– পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

☞ তারা একটি জীর্ণ কুটিরে বাস করে। (জটিল বাক্য)
– তারা যে কুটিরে বাস করে, সেটি জীর্ণ।

☞ জ্ঞানীদের পথ অনুসরণ কর, দেশের কল্যাণ হবে। (সরল বাক্য)
– জ্ঞানীদের পথ অনুসরণে দেশের কল্যাণ হবে।

☞ তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন? (যৌগিক বাক্য)
– তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?

☞ তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই (জটিল বাক্য)
– আমার এমন কিছু নেই যে, তোমাকে দেব।

শুদ্ধিকরণ

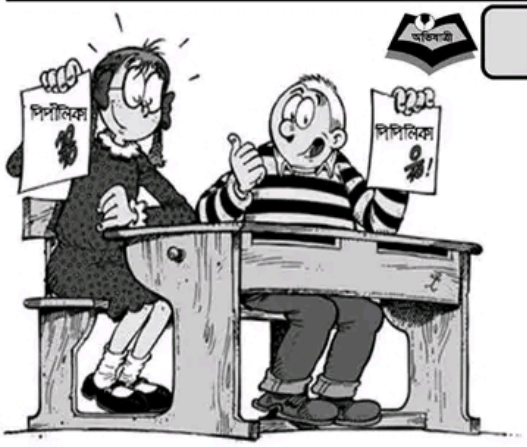

অপ্রয়োজনীয় শব্দ শিখে বা সকল শুদ্ধ বানান জেনে কোন লাভ নেই। বানানগুলো এখন যতই শিখবে কোন এক নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই তার সব ভুলে যাবে এটা নিশ্চিত। অতএব পরীক্ষায় যা আসবে কেবল তা শেখাই জরুরী। শুদ্ধিকরণে সূত্রের উপর গুরুত্ব নয়, শুদ্ধ শব্দটি জানা জরুরী। কারণ পরীক্ষায় শব্দ বা বাক্যের শুদ্ধিকরণ আসবে; কোন সূত্র নয়।

০১. যেভাবে পড়বেন এই গ্রুপগুলো

☞ পিপীলিকা শব্দের 'প প ল কা' নিয়ে আমাদের কারোর কোন সমস্যা নেই। শুধু সমস্যা হল 'ি ী ি' এই তিনটি নিয়ে। আপনার হাতের আঙ্গুলের কোন একটি অংশ কেটে গেলে কি পুরো হাতে ঔষধ লাগান? অবশ্যই না। যেখানে কেটেছে সেখানেই লাগান। অতএব একটি শব্দের পুরো অংশ আপনার সমস্যা নয়, কেবল যেখানে সমস্যা সেটিই আপনি মুখস্থ রাখবেন। পিপীলিকা শব্দের 'ি ী ি' এই তিনটি সমস্যা। ি = ১ এবং ী = ২ ধরলে দাড়ায় ১২১। অতএব পিপীলিকা শব্দের '১২১' মনে রাখলে হবে। আশা করি বাকি গ্রুপগুলো বুঝতে পারবেন।

গ্রুপ ১২১

মুমূর্ষু	পিপীলিকা	বিভীষিকা
নির্মীলিত	নিপীড়িত	

গ্রুপ ১২

মুহূর্ত	শুশ্রূষা	নিরীক্ষণ
নিরীহ	নিশীথ	দুরূহ
মধুসূদন	অনুকূল	বিকেন্দ্রীকরণ

গ্রুপ ২২

সমীচীন	মহীয়সী	গরীয়সী
ভাগীরথী	হরীতকী	পটীয়সী
উদীচী	প্রতীচী	মনীষী
বিভূতিভূষণ		

::জীবী::

শ্রমজীবী	ক্ষীণজীবী	বুদ্ধিজীবী
কৃষিজীবী	আইনজীবী	চাকরিজীবী
পেশাজীবী		

গ্রুপ ২১

কনীনিকা	মরীচিকা	শারীরিক
দধীচি	বাল্মীকি	বীণাপাণি
জীবিকা	জীবিত	নূপুর
প্রতীতি	বীচি	বীথি
অতীন্দ্রিয়		

গ্রুপ ১২১২

নিশীথিনী	কিরীটিনী

গ্রুপ ১১১১

মুহুর্মুহু	অপিনিহিতি

গ্রুপ ১১

বিকিরণ	মিথস্ক্রিয়া	অতিথি
কাহিনি	তিতিক্ষা	শুচিস্মিতা

বাচ্যজনিত ভুল

☞ বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য। বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার। কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। যে বাক্যে কর্তার অর্থ প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন: সেলিম গান গায়। অপরদিকে যে বাক্যের কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন: সেলিম কর্তৃক গান গাওয়া হয়। কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও করা ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন: কর্তৃবাচ্য: আমাকে অপমান করেছে। কর্মবাচ্য: আমি অপমানিত হয়েছি। আবার কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন: আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে। এরূপ কিছু উদাহরণ:

☞ বিশেষ্য + ইত = বিশেষণ
বিশেষ্য পদের সাথে 'ইত' যুক্ত হলে শব্দটি বিশেষণ হয়। মনে রাখবে, শব্দের শেষে 'ইত' থাকলেই তা বিশেষণ।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আশ্চর্য	আশ্চর্যান্বিত	উদয়	উদিত	অবসান	অবসিত	অবধান	অবহিত
অপমান	অপমানিত	সন্তোষ	সন্তুষ্ট	ঘৃণা	ঘৃণ্য, ঘৃণিত	অধ্যয়ন	অধীত
বিস্ময়	বিস্মিত	গ্রহণ	গৃহীত	প্রতিপালন	প্রতিপালিত	আদর	আদৃত
খণ্ডন	খণ্ডিত	চমৎকার	চমৎকৃত	ক্রোধ	ক্রোধান্বিত		

কর্তা + বিশেষ্য + করা ক্রিয়ারূপ

ক্রিয়া যদি করা, করে, করেছে, করছে, করেছিল, করবে এরূপ হয় তবে এই ক্রিয়াগুলোর আগে বিশেষ্য পদ হবে। সহজ কথায় এই ক্রিয়াগুলোর আগের শব্দটির সাথে 'ইত' যুক্ত থাকবে না।

অশুদ্ধ: তোমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।
শুদ্ধ: তোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।
শুদ্ধ: সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
অশুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।
শুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
অশুদ্ধ: আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি।

অশুদ্ধ: মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।
শুদ্ধ: মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
অশুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: একথা অবশেষে প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: একথা অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: সত্য প্রমাণ হোক।
শুদ্ধ: সত্য প্রমাণিত হোক।

অশুদ্ধ: সূর্য উদয় হয়েছে।
শুদ্ধ: সূর্য উদিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।
শুদ্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।

কর্তা + বিশেষণ + হওয়া ক্রিয়ারূপ

ক্রিয়া যদি হওয়া, হয়ে, হয়েছে, হচ্ছে, হয়েছিল, হবে, হলাম, হয়েছি, হইয়াছেন, হচ্ছি, হন এরূপ হয় তবে এই ক্রিয়াগুলোর আগে বিশেষণ পদ হবে। সহজ কথায় এই ক্রিয়াগুলোর আগের শব্দটির সাথে 'ইত' যুক্ত থাকবে।

অশুদ্ধ: আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।
অশুদ্ধ: একথা শুনে আমি বিস্ময় হয়েছি।
শুদ্ধ: একথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি।
অশুদ্ধ: যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।
শুদ্ধ: যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
অশুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
শুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
অশুদ্ধ: সে তাকে দেখে চমৎকার হয়েছে।
শুদ্ধ: সে তাকে দেখে চমৎকৃত হয়েছে।
অশুদ্ধ: আমরা প্রতিপালন হচ্ছি।
শুদ্ধ: আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি।
অশুদ্ধ: পিতা তোমার প্রতি ক্রোধ হইয়াছেন।
শুদ্ধ: পিতা তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।
অশুদ্ধ: তোমাকেই ঢাকা যাওয়া হবে।
শুদ্ধ: তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।
অশুদ্ধ: বিদ্বান সবার দ্বারা আদর হন।
শুদ্ধ: বিদ্বান সবার দ্বারা আদৃত হন।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অরি বা শত্রুকে দমন করে যে, এখানে মেঘনাদকে বোঝাচ্ছে

মনের দুঃখে (মেঘনাদ অগ্নিদেবের পূজা করার সময় লক্ষণ তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাই সে ক্রুদ্ধ,ব্যথিত)

''এতক্ষণে'' – অরিন্দম কহিলা বিষাদে,

মেঘনাদের প্রার্থনার সময় রাম লক্ষণকে জানিয়েছে তা মেঘনাদ বুঝেছে।

রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

''জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল প্রবেশ করল

পিতৃব্য/চাচা/পিতার ভাই

রাক্ষসদেরপুরী বা নগরে

রক্ষঃপুরে! হায়, তাত উচিত কি তব

রাবণের মাতার নাম

এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!

রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ/রাবণ

ভাই

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ

হিন্দুদের শিব বা মহাদেবের মতো যার হাত ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট অগ্র,শূল।

রাবণের মধ্যম ভাই

কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!

দেবরাজ ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে মেঘনাদ

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?

চোরকে

পুরাণে উল্লিখিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

রাজা রাবণের বাড়িতে যেন আজ চণ্ডাল এসে ঢুকেছে।

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি

তিরস্কার করি

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

রামের অনুজ বা ছোট ভাই লক্ষণকে

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে

যমালয়ে/ মৃত্যুপুরীতে

মোচন করব

লক্ষ্মনের রাক্ষসপুরীতে ঢুকে পড়াকে মেঘনাদ লঙ্কার কলঙ্ক বিবেচনা করেছে।

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে!''

যুদ্ধ দ্বারা

উত্তর দিল

উত্তরিলা বিভীষণ, ''বৃথা এ সাধনা,

বিভীষণ নিজেকে রামের দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ধীসম্পন্ন, জ্ঞানী

ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

কাতরস্বরে উত্তর দিল

অনুরোধ?'' উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-

রাবনের পুত্র/ মেঘনাদ

ইচ্ছে করছে

পিতৃব্য, আপনার কথা শুনে মরতে ইচ্ছে করছে।

''হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

মরতে

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

মেঘনাদ বিনয় করে নিজেকে দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

রচয়িতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উৎসগ্রন্থ

মেঘনাদ বধ
'বধো' নামক ষষ্ঠ সর্গ

মূলবাণী/ মর্মবাণী/ উপজীব্য বিষয়
মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা

রূপশ্রেণি
কবিতা (মহাকাব্যের অংশ)

ছন্দ
১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

ভাষারীতি
সাধু ভাষা, সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার

নাট্যগুণ
কবিতাটিতে চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান

বিষয়বস্তু
নৈতিকতার দ্বন্দ্ব এবং কাকা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে দেশপ্রেমিক মেঘনাদের ক্ষোভ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

০১. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটি নেয়া হয়েছে - মেঘনাদবধ – কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গ 'বধো' (বধ) থেকে।
০২. মেঘনাদবধ – কাব্যের মোট সর্গসংখ্যা - ৯টি।
০৩. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে - স্বাধীনভাবে/ বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে।
০৪. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটির ছন্দের শেষ লক্ষণ - ভাব প্রকাশের প্রবহমানতা।
০৫. এ কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে - ভালবাসা।
০৬. এ কবিতায় বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে - ঘৃণা।
০৭. এ কবিতায় জ্ঞাতিত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে - নীচতা ও বর্বরতা বলে।
০৮. ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণ তার যুদ্ধের সেনাপতি করেন - কনিষ্ঠ পুত্র মেঘনাদকে।
০৯. যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ মনস্থির করল - নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করার।
১০. শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় - রাবণের অনুজ বিভীষণের সহায়তায়।
১১. শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় - মায়াদেবীর আনুকুল্যে।
১২. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ মেঘনাদের কাছে প্রার্থনা করে - যুদ্ধের।
১৩. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণের কাছে প্রার্থনা করে - যুদ্ধসাজ গ্রহণ করতে দেয়ার জন্য।
১৪. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারে মেঘনাদ দেখতে পায় - বিভীষণকে।
১৫. রাম রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী - বিভীষণ।
১৬. শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও শ্রেয় - নির্গুণ স্বজন।
১৭. লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থানের নাম - নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।
১৮. মেঘনাদ লঙ্কাকে তুলনা করেছে - প্রফুল্ল কমলের সাথে।
১৯. মেঘনাদ লঙ্কায় লক্ষ্মণের প্রবেশকে তুলনা করেছে - প্রফুল্ল কমলে কীটবাসের সাথে।
২০. "পরদোষে কে চাহে মজিতে?" – এখানে 'পরদোষে' দ্বারা বিভীষণ বুঝিয়েছে - রাবণের দোষের কথা।
২১. লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ - পাপ দ্বারা।
২২. পিতৃব্যের ষড়যন্ত্রকে মেঘনাদ আখ্যায়িত করেছে - নীচতা ও বর্বরতা হিসেবে।
২৩. 'গঞ্জি' শব্দের অর্থ - তিরস্কার করি।
২৪. 'নন্দন কানন' শব্দের অর্থ - স্বর্গের উদ্যান।
২৫. 'মজাইলা' শব্দের অর্থ - বিপদগ্রস্ত করলে।
২৬. 'বসুধা' শব্দের অর্থ - পৃথিবী।
২৭. 'তেঁই' শব্দের অর্থ - তজ্জন্য/ সেহেতু।
২৮. 'মন্দ্র' শব্দের অর্থ - শব্দ/ ধ্বনি।
২৯. 'জীমূতেন্দ্র' শব্দের অর্থ - মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
৩০. 'বলী' শব্দের অর্থ - বলবান/ বীর।
৩১. 'জলাঞ্জলি' শব্দের অর্থ - সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
৩২. 'নীচ' শব্দের অর্থ - হীন/ নিকৃষ্ট/ইতর।
৩৩. 'দুর্মতি' শব্দের অর্থ - অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।
৩৪. 'পশিল' শব্দের অর্থ - প্রবেশ করল।
৩৫. রথ চালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে তাকে বলে - রথী।
৩৬. তাত শব্দের আক্ষরিক অর্থ - পিতা।
৩৭. কবিতায় 'তাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে - পিতৃব্য/ চাচা অর্থে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।' - চরণের অর্থ বুঝিয়ে লেখ। *[রাবি A ইউনিট; ২০১৯-২০]*

উত্তর: গুণহীন স্বজন সর্বদাই গুণবান পরজনের চেয়ে শ্রেয় - প্রশ্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সে কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বিভীষণের শ্রদ্ধাভক্তি মেঘনাদকে ভীষণ বিচলিত করে। লঙ্কার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিভীষণ; কিন্তু শাস্ত্রের সহজ ব্যাখ্যা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি ধার্মিক বলে সহোদর রাবণকে পরিত্যাগ করে দেবচরিত্র রামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। রাবণের পাপের ভাগী হতে চান না বলেই চিরচেনা লঙ্কাবাসী ও স্বজনদের পরিত্যাগ করেছেন। অথচ শাস্ত্রমতে, পরজন যতই গুণবান হোক আর স্বজন যতই গুণহীন হোক না কেন, তারপরও গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন অনেক বেশি শ্রেয়। কারণ পর কোনোদিনই আপন হয় না।

০২. "প্রফুল্ল কমলে কীটবাস" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *(বোর্ড বই থেকে)*

উত্তর: 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে গেলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করতে উদ্যত হন। মেঘনাদ এও বুঝতে পারেন যে তাঁর কাকা বিভীষণই লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশে সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি কাকাকে উদ্দেশ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন, কীটতুল্য লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে অনুপ্রবেশ প্রফুল্ল কাননে কীটের বসবাসের সঙ্গেই তুলনীয়।

উত্তরের সারবস্তু: 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

০৩. "এতক্ষণে- অরিন্দম কহিলা বিষাদে" মেঘনাদের এ অভিব্যক্তির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বিভীষণের সাহায্যেই যে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছেন এ বিষয়টি বুঝতে পেরেই মেঘনাদের এ অভিব্যক্তি। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করেন। আর যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে যায়। হঠাৎ যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে অস্ত্রসহ দেখতে পায়। দ্বারে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখেই সে বুঝতে পারে যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের প্রবেশ তার ষড়যন্ত্রেই ঘটেছে। আর এ বিষয়টি উপলব্ধির পরই মেঘনাদ আলোচ্য অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে।

০৪. 'হায় তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' কে, কেন এ উক্তিটি করেছিল?

উত্তর: শত্রু লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ উক্তিটি করেছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাই সে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়ের অজুহাত দিয়ে তারই কাকা বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ নেয় এবং তাকে হত্যা করার জন্য লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। বিভীষণের এহেন খেদের সঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

উত্তরের সারবস্তু: লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

০৫. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'-পঙক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অধমকে মর্যাদাপূর্ণ আসন দেওয়ার কারণে ধিক্কার জানানো হয়েছে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ করে দিলে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ এ উক্তি করে। 'চণ্ডাল' বলতে নিকৃষ্ট বা অধমকে বোঝানো হয়েছে, যার স্থান রাজগৃহ হতে পারে না। মেঘনাদের মতে লক্ষ্মণ সেই নিকৃষ্টজন যাকে মর্যাদার আসন দিয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে বিভীষণ। 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?' - উক্তিটির মাধ্যমে মূলত বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের সারবস্তু: উক্তিটির মাধ্যমে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার অপরাধে বিভীষণের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে মেঘনাদ বলেছে, 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'

০৬. "লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে" - দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে শত্রুসেনা লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ লঙ্কার ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ তা মোচন করতে চায়। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ নিকুম্ভলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এমন পরিস্থিতিতে স্বদেশের পরাজয়ের আশঙ্কায় দেশপ্রেমী মেঘনাদ বিচলিত হয়ে বিভীষণের কাছে যুদ্ধসাজ পরিধানের সুযোগ প্রার্থনা করে। পাশাপাশি শত্রু লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে লঙ্কার কলঙ্ক মোচন করতে চায় সে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মেঘনাদের এ অভিপ্রায়ের কথাই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের সারবস্তু: নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অনুপ্রবেশ লঙ্কার ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ তা মোচন করতে চায়।

০৭. "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে" কথাটি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস হিসেবে অভিহিত করেন। একথা শুনে মেঘনাদ বিভীষণকে তার নিজের বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বিধাতা যেমন চাঁদকে মাটি থেকে অনেক ওপরে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন, তেমনই তাদের বংশমর্যাদার অনেকের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। এমন মর্যাদা ছেড়ে বিভীষণ কীভাবে নিজেকে রাঘবদাস বলেন তা মেঘনাদের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।

উত্তরের সারবস্তু: 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।

০৮. মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে কেন?

উত্তর: নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করার কারণে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে।

কপটতার আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। এ ছাড়া লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান জানায়। যুদ্ধসাজে সজ্জিত লক্ষ্মণ অস্ত্রহীন মেঘনাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা মোটেও বীরোচিত নয়। তাই মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে।

০৯. এ গল্পে সন্ধান না পাওয়া যাওয়ার কথা বলা হয়েছে - অভ্রের ঝাড়ের
১০. বিয়ের ভূমিকা অংশটা সমাধা হইয়া গেল - নির্বিঘ্নে।
১১. "অপরিচিতা" গল্পে 'বর্বর কোলাহল' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে - সঙ্গীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত হওয়ার।
১২. শম্ভুনাথের আনা গহনাগুলোর মধ্যে সেকরা হাতে নিয়েছিল - মকর মুখো (কুমিরের মুখাকৃতি যুক্ত)) মোটা একটি বালা।
১৩. মামা গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন - নোট বইয়ে।
১৪. বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একসঙ্গে বাজল না - ব্যান্ড, রসনচৌকি ও কন্সর্ট।
১৫. মাকে তীর্থে নিয়ে যাবার ভার পড়েছিল - অনুপমের উপর।
১৬. অনুপম মাকে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছিল - রেলগাড়িতে করে।
১৭. রেলগাড়িতে ঘুমানোর সময় অনুপমের মাথার মধ্যে বাড়িতেছিল - নানাপ্রকার স্বপ্নের ঝুমঝুমি।
১৮. অনুপমের কাছে সবই যখন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল তখন তার কাছে চিরপরিচিত ছিল - আকাশের তারাগুলো।
১৯. অনুপমের স্বপ্নে রেলগাড়ির ভিতরে আলোর নিচে টানা - সবুজ পর্দা।
২০. রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয় - একচক্ষু লণ্ঠন।
২১. প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাড়িয়ে একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়ে দিল - গার্ড।
২২. লেখক স্বপ্নালোকের উলট পালট আসবাব বলিয়া আখ্যায়িত করেছে - রেলের ভিতরের মানুষগুলোকে।
২৩. রেলগাড়িতে অনুপম বসেছিল - জানালার পাশে।
২৪. অনুপমের রাতে ভাল ঘুম হল না - মেয়েটির নেমে যাওয়ার ভয়ে।
২৫. প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিল - আর্দালির দল (আসবাবপত্র লইয়া)।
২৬. অনুপমরা ট্রেন থেকে নামার পর গাড়ি আসল - ২-৩ মিনিট পর।
২৭. চলতি গাড়িতে অনুপমদের বিছানাপত্র উঠাইল - মেয়েটি।
২৮. গাড়িতে উঠার সময় স্টেশনে পড়িয়া রহিল - ক্যামেরা।
২৯. গাড়িতে ছোট মেয়েরা কল্যাণীর কাছে বায়না করিল - একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার।
৩০. পরের স্টেশনে মেয়েটি (কল্যাণী) কিনল - খানিকটা চানা-মুঠ।
৩১. অনুপম 'কুলি কুলি' করে ডাক ছাড়িতে লাগিল - স্টেশন মাস্টারের কথা শুনে।
৩২. মেয়েটি অগ্নিবর্ষণ করিল - অনুপমের প্রতি।
৩৩. বেঞ্চের শিয়র থেকে টিকিট খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিল - কল্যাণী।
৩৪. মেয়েটির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সূচনা - "না আমরা গাড়ি ছাড়ব না"– রেলওয়ে কর্মচারীকে একথা বলার মধ্য দিয়ে।
৩৫. ইতিমধ্যে গাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে - ইউনিফর্ম পরা সাহেব (আর্দালি সাহেব)।
৩৬. ইউনিফর্ম পরা সাহেব প্রথমে ইশারা দিয়েছিল - আর্দালিকে (গাড়িতে আসবাব উঠাইবার জন্য)।
৩৭. মেয়েটির ভাব দেখিয়া ইউনিফর্ম পরা সাহেব আড়াল করিয়া লইয়া কথা বলিল - স্টেশন মাস্টারের সাথে।
৩৮. মেয়েটির এমন প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব দেখিয়া অনুপম লজ্জায় - প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল।
৩৯. গাড়িটি সর্বশেষ আসিয়া থামিল - কানপুরে।
৪০. গাড়ি স্টেশনে থামিলে গাড়ি থেকে মেয়েটির জিনিসপত্র নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল - এক হিন্দুস্থানি চাকর।
৪১. অনুপম হাত জোড় করিয়াছিল - শম্ভুনাথ বাবুর কাছে।
৪২. সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেলের খোলে তৈরি - বাঁধা হুঁকা।
৪৩. চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেয়াকে বলে - উমেদারি।

কল্যাণী

'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র কল্যাণী। অপরিচিতা মূলত এখানে কল্যাণী। সে শম্ভুনাথ সেনের একমাত্র কন্যা। কল্যাণী শিক্ষিত, সহজ-সরল, প্রাণচঞ্চল চিত্তের অধিকারী। সে অমানবিক যৌতুকপ্রথার শিকার। যৌতুকের কারণেই তার বিয়ে ভেঙে যায়। কল্যাণীর স্বতন্ত্র ভাবনা, দর্শন ও আচরণে সমাজে গেঁড়ে বসা ঘৃণিত যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্যাণী অন্যায়ের সাথে আপসহীন এক মানবীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী গল্পে আমরা তাকে দৃঢ়চেতা, পরোপকারী, শিক্ষিকা, প্রতিবাদী, ত্যাগী ও দেশমাতৃকার সেবিকারূপে দেখতে পাই।

☞ বিয়ের সময় তার বয়স ছিলস - পনেরো। তার বর্তমান বয়স উনিশ।
☞ বিয়ের জন্য ঠিক হওয়া পাত্রীর নাম - কল্যাণী।
☞ 'অপরিচিতা' গল্পে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চরিত্র - কল্যাণী।
☞ "কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না"– পণ করেছে - কল্যাণী।
☞ অনুপমের কল্পনায় কল্যাণী চুল বাঁধতে ভুলে যায় - সন্ধ্যায়।
☞ অনুপমের কল্পনায় কল্যাণীর অবস্থা - অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো বিমর্ষ।
☞ "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে' উক্তিটি - কল্যাণীর
☞ কল্যাণীর কণ্ঠস্বরকে অনুপম তুলনা করেছে - বাংলা গানের সঙ্গে।
☞ মায়ের সঙ্গে তীর্থযাত্রার সময় ট্রেনে যে অপরিচিত নারীকণ্ঠের 'এই গাড়িতে জায়গা আছে' শুনে অনুপম মুগ্ধ ও আপ্লুত হয় সে কণ্ঠ কল্যাণীর।
☞ অনুপমের চিরজীবনের গানের ধুঁয়া - কল্যাণীর 'জায়গা আছে' কথাটি।
☞ অনুপম কল্যাণীর কাছে পেয়েছে - জায়গা।
☞ "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।" - কল্যাণী এ কথা ইংরেজিতে বলে স্টেশন মাস্টারকে।
☞ "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না" – উক্তিটি - সেকেন্ড ক্লাসের কামরা হতে কল্যাণীর (অনুপমের মায়ের প্রতি)।
☞ কানপুরে নামার সময় অপরিচিতার নাম-পরিচয় জেনে অনুপম ও অনুপমের মা চমকে উঠলেন।
☞ কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে - বিবাহ ভাঙ্গার পর।
☞ "তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে" – এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে - কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে/ কল্যাণীর দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার কথা।

লিখিত পরীক্ষা

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

পাঠ পরিচিতি

০১. 'অপরিচিতা' গল্পের লেখকের নাম কী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০২. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায়।

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম 'গল্পসপ্তক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

লেখক পরিচিতি

০৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা কে?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় কত বছর বয়সে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় ষোলো বছর বয়সে।

০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন স্থানে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

০৭. 'রক্তকরবী' কী ধরনের রচনা?
উত্তর: 'রক্তকরবী' একটি নাট্যগ্রন্থ।

০৮. 'গল্পসপ্তক' কীসের সংকলন?
উত্তর: 'গল্পসপ্তক' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প সংকলন।

০৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকরকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করে কত সালে?
উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করে ১৯৩৬ সালে।

অনুপম

১০. 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম কী?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম অনুপম।

১১. অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে কে বিদ্রুপ করতেন?
উত্তর: অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিত মশায় বিদ্রুপ করতেন।

১২. অনুপমের মা কেমন ঘরের মেয়ে ছিলেন?
উত্তর: অনুপমের মা গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন।

১৩. কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে?
উত্তর: অনুপমকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে।

১৪. অনুপমকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিল কে?
উত্তর: পণ্ডিত মশায় অনুপমকে মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিলেন।

১৫. অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল?
উত্তর: অনুপমের বাবার পেশা ছিল ওকলাতি বা আইন ব্যবসায়।

১৬. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?
উত্তর: অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম বিনু।

১৭. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল?
উত্তর: বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

১৮. কোন বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল?
উত্তর: বসন্তের বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল।

১৯. অনুপমের পিতা প্রথম অবকাশ পান কবে?
উত্তর: অনুপমের পিতা প্রথম অবকাশ পান মৃত্যুর পরে।

২০. কার নিষেধ অমান্য করে অনুপম কানপুরে যায়?
উত্তর: মায়ের নিষেধ অমান্য করে অনুপম কানপুরে যায়।

২১. অনুপমের অন্তরে কোন কথাটি চিরজীবনের গানের ধুয়া হয়ে রইল?
উত্তর: 'অনুপমের অন্তরে জায়গা আছে'-এই কথাটি চিরজীবনের গানের ধুয়া হয়ে রইল।

কল্যাণী

২২. 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল।

২৩. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো?
উত্তর: কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বিনুদাদাকে পাঠানো হলো।

২৪. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে?
উত্তর: বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে।

২৫. কল্যাণীর সাথে কয়টি মেয়ে ছিল?
উত্তর: কল্যাণীর সাথে দু-তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল।

২৬. বিয়ে উপলক্ষে কনেপক্ষকে কোথায় আসতে হয়েছিল?
উত্তর: বিয়ে উপলক্ষে কনেপক্ষকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল।

২৭. কল্যাণীকে কার ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল?
উত্তর: কল্যাণীকে অনুপমের ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল।

২৮. কে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে?
উত্তর: কল্যাণী বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে।

অনুপমের মামা

২৯. অপরিচিতা গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে ছয় বছরের বড়।

৩০. কোন কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'?
উত্তর: গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বিস্তর লোকের আদর-আপ্যায়ন করে তাদের বিদায় দিতে কনেপক্ষকে যে নাকাল হতে হবে সে কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'।

৩১. পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট কে?
উত্তর: পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট তার মামা।

৩২. 'অপরিচিতা' গল্পে টাকার প্রতি আসক্তি কার অস্থিমজ্জায় জড়িত?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে টাকার প্রতি আসক্তি অনুপমের মামার অস্থিমজ্জায় জড়িত।

৩৩. মেয়ের বয়স পনেরো শুনে কার মন ভার হলো?
উত্তর: মেয়ের বয়স পনেরো শুনে মামার মন ভার হলো।

৩৪. অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর: অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কারো কাছে ঠকবেন না।

গুরুত্বপূর্ণ উক্তি/ লাইন / পঙক্তি

- মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর।
- এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।
- স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।
- "এ আর দেখিব কী" – উক্তিটি - সেকরার।
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য।
- কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশার জায়গা আছে?
- মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল।
- একে তো বরের হাট মহার্দ, তাহার পরে ধনুক - ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন - কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।
- বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল।
- "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"
- সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা"।
- তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।

মাকাল ফল

'মাকাল ফল' প্রচলিত একটি বাগধারা যার অর্থ - অন্তঃসারশূন্য। যে ফল বাইরে দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত; একেবারেই খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে মাকাল ফল বলতে গুণহীনকে বোঝায়। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে মাকাল ফল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, অনুপমের ছিল সুন্দর চেহারা কিন্তু সেই অনুপাতে তেমন কোনো গুণ ছিল না। সে কারণে পণ্ডিতমশায় ছেলেবেলায় তাকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদ্রুপ করতেন।

- 'মাকাল ফল' অর্থ - দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল।
- পণ্ডিতমশায় বিদ্রুপ করার জন্য অনুপমের চেহারার তুলনা করতেন - শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে।

দক্ষযজ্ঞ

প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এ গল্পে দক্ষযজ্ঞ অর্থে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝানো হয়েছে।

- দক্ষযজ্ঞ বলতে বোঝায় - প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।
- দক্ষযজ্ঞে পতি নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন - সতী

ফল্গু

ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির উপরের অংশে বালির আবরণ কিন্তু নিচে পানির ধারা বয়ে যায়। এ গল্পে অনুপমের মামা অনুপমের বাবার মৃত্যুর পর তাদের সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাকে ফল্গু নদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এ উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

- ফল্গু নদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত হয়।
- অপুর মামার মতে কলিকাতার বাহিরের পৃথিবীটা অন্তর্ভূক্ত আছে - আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের।
- স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে পাঠানো হতো - আন্দামান দ্বীপে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৯-২০

০১. ছেলেবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে বিদ্রুপ করার সময় পণ্ডিতমশায় কোন দুটি ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? *[ঢাবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বকুল ও ডুমুর খ. পলাশ ও আমড়া
গ. পারুল ও লটকন ঘ. শিমুল ও মাকাল
০১.ঘ

০২. 'গাড়ি লোহার --- তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে --- শুনিতে শুনিতে চলিলাম।' শূন্যস্থানে কী হবে? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. চাকায়, ঘর্ঘর খ. ছন্দে, কবিতা
গ. শব্দে, কণ্ঠস্বর ঘ. মৃদঙ্গে, গান
০২. ঘ

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে একজোড়া এয়ারিং সম্বন্ধে সেকরার মন্তব্য - *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ইহা নিশ্চিত নিখাত খ. পিতামহীদের আমলের গহনা
গ. ইহা বিলাতি মাল ঘ. হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম গহনা
০৩. গ

০৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অচলায়তন খ. রাজা-রানী
গ. মুক্তধারা ঘ. রক্তকরবী
০৪. খ

০৫. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ- *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর খ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
গ. শান্তিনিকেতন ঘ. খুলনার দক্ষিণডিহি
০৫. খ

০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়েবাড়ি যাত্রাকালে নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়নি? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. শখের কর্নট খ. ব্যান্ড
গ. বাঁশি ঘ. বেহালা
০৬. ঘ

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের বাবার পেশা কী ছিল? *[জাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ওকালতি খ. জমিদারি
গ. ডাক্তারি ঘ. তেজারতি
০৭. ক

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পের নাম- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. মুসলমানীর গল্প খ. মুসলমানের গল্প
গ. মুসলমানির গল্প ঘ. মুসলিমের গল্প
০৮. ক

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম সম্পর্কে নিচের কোন বর্ণনাটি ঠিক নয়? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. তামাক খায় না
খ. অন্তঃপুরের শাসনে চালিত হতে প্রস্তুত
গ. নিজস্ব মতামত দিতে অক্ষম ঘ. বিবাহ আসরে আহার করেছে
০৯. ঘ

১০. 'অপরিচিতা' গল্পে হরিশের কোন গুণের বর্ণনা আছে? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. আসর জমানো খ. ভাষাটা অত্যন্ত আঁট
গ. ঘটকালি ঘ. বিদ্যা অর্জন
১০. ক

১১. 'আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি। কোন রচনার অংশ? *[চবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নেকলেস খ. চাষার দুক্ষু
গ. অপরিচিতা ঘ. আমার পথ
১১. গ

১২. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল? *[চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. হরিশ খ. বিনু
গ. অনুপম ঘ শম্ভুনাথ
১২. গ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি? *[চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. কালান্তর খ. প্রবন্ধ সংগ্রহ
গ. পান্থজনের সখা ঘ. একদা
১৩. ক

১৪. 'পূর্ণিমার স্বামীকে আশীর্বাদ করতে ওর বড় কাকা রামদাস চন্দননগরে গিয়েছিলো।' 'অপরিচিতা' গল্পে রামদাসের অনুরূপ চরিত্র হলো- *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিনুদাদা ও হরিশ
খ. হরিশ ও অনুপমের পিসতুতো ভাই
গ. অনুপম ও হরিশ
ঘ. বিনুদাদা; অনুপমের পিসতুতো ভাই
১৪. ঘ

১৫. 'বিনুদার ভাষাটা অত্যন্ত ---।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. প্রাণবন্ত খ. জটিল
গ. আঁট ঘ. আঁটসাট
১৫. গ

১৬. কোন্নগরের অবস্থান কোথায়? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিহারের কাছে খ. কলকাতার নিকটে
গ. হুগলিতে ঘ. বাঁকুড়ায়
১৬. খ

১৭. 'অপরিচিতা' গল্পটি কার জবানীতে লেখা? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অনুপমের খ. শম্ভুনাথের
গ. হরিশের ঘ. বিনুদাদার
১৭. ক

১৮. 'রসনচৌকি' হলো- *[ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. সানাই, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
খ. সানাই, ঢোল ও বাঁশির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
গ. তবলা, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
ঘ. হারমোনিয়াম, ঢোল ও কাঁসির সৃষ্ট ঐকতানবাদন
১৮. ক

১৯. 'অপরিচিতা' গল্পে 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাই' বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে? *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক নিন্দার্থে খ. ব্যঙ্গার্থে
গ. প্রসংশার্থে ঘ. আনন্দার্থে
ঙ. অবজ্ঞার্থে
১৯. খ

২০. 'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থের রচয়িতা- *[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঙ.কাজী নজরুল ইসলাম
২০. গ

২১. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? *[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বলাকা খ. বসন্ত
গ. মালঞ্চ ঘ. শেষলেখা
২১. গ

২২. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ছেলেবেলায় অনুপম পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্রুপের পাত্র হয়েছিলেন কেন? *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ২০১৯-২০২০]*
ক. শরীর কালো ছিল বলে খ. বোকা ছিল বলে
গ. সুন্দর চেহারার জন্য ঘ. পড়া বলতে না পারায়
২২. গ

বিগত সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২৩. কল্যাণীকে গল্পকথক কোন ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন? *[ঢা.বি-ঘ ২০১৮-১৯]*
A. শিউলি B. চন্দ্রমল্লিকা
C. রজনীগন্ধা D. গোলাপ
২৩.C

২৪. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল? *[ঢা.বি-গ ২০১৮-১৯]*
A. চাকুরি B. ইঞ্জিনিয়ারিং
C. ওকালতি D. শিক্ষকতা
২৪. C

শম্ভুনাথ সেন

কল্যাণীর বাবা। তিনি পরোপকারী, সুপুরুষ, সত্যবাদী, ঋষিতুল্য মানুষ। তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে মাত্র। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হয়েও গল্পে একজন দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অনুপমের মামার অভদ্র আচরণেও শম্ভুনাথ সেনকে কোনো বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় না। বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপমের মামার বাড়াবাড়ি দেখে অপমানিত হয়ে নিজের মেয়ের লগ্নভ্রষ্টের লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। এই ঘটনায় আমরা তাঁর সাহসী ও দৃঢ়চেতা মানসিকতার পরিচয় পাই।

অনুপমের মামা ছিলেন যৌতুকলোভী। তিনি গয়না পরীক্ষার জন্য সেকরা সাথে নিয়ে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলেন। শম্ভুনাথ বাবুর দেওয়া সব গয়না খাঁটি বলে প্রমাণিত হয় এবং পাত্রপক্ষের দেওয়া এয়ারিং ভেজাল প্রমাণিত হয়।

- শম্ভুনাথ বাবু পেশায় একজন - ডাক্তার।
- শম্ভুনাথ বাবুর বন্ধু পেশায় ছিলেন - উকিল।
- শম্ভুনাথ বাবু পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন - বংশ মর্যাদা রক্ষার্থে।
- লক্ষ্মীর ঘটটি একেবার উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না কোথাও শম্ভুনাথের – কারণ - কল্যাণী তার একমাত্র মেয়ে (অনুপমের মামার চিন্তা এটা)।
- "বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ" – বলা হয়েছে - শম্ভুনাথ বাবু সম্পর্কে (একথা ভেবেছিলেন - অনুপমের মামা)।
- "লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই" – শম্ভুনাথ বাবুর প্রসঙ্গে।
- "সেই কথা তবে ঠিক?" শম্ভুনাথবাবু কথাটি বলেছে - অনুপমের দিকে চাহিয়া।
- "আমার মেয়ের গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না" - এ কথা বলেছিলেন কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন।
- "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।" - উক্তিটি শম্ভুনাথের
- শম্ভুনাথবাবু একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া মেলিয়া ধরিলেন - তক্তপোশের উপরে।
- শম্ভুনাথ বাবুর আনা গহনাগুলো - পিতামহীদের আমলের।
- গহনাগুলোতে অভাব ছিল - হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজের।

হরিশ

অনুপমের বিয়ের জন্য পাত্রী ঠিক করে তার বন্ধু- হরিশ। সে কাজ করে কানপুরে। আসর জমানোতে তার তুলনা নাই। অনুপম হরিশের কাছ থেকেই প্রথম কল্যাণীর কথা জানতে পারে। সে-ই কল্যাণীর কথা বলে অনুপমকে উতলা করে তোলে। তার যেকোনো বিষয় রসাত্মকভাবে উপস্থাপনের গুণ ছিল, আর এ কারণে সে আসর জমাতেও ছিল বেশ পটু।

বিনুদা

বিয়েতে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে যায় অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনু। তাঁর রুচি ও দক্ষতার ওপর অনুপমের ষোলো আনা নির্ভরতা ছিল। তার মুখে কল্যাণীর প্রশংসা শুনে অনুপমের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সে একটি এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করে আসে।

- কল্যাণীকে আশীর্বাদ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল - অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদাদাকে।
- অনুপম ষোল আনা নির্ভর করে - বিনুদাদার রুচি ও দক্ষতার উপর।
- বিনুদাদার ভাষা - অত্যন্ত আঁট।
- যেখানে সবাই বলে 'চমৎকার' বিনুদাদা সেখানে বলেন - চলনসই।
- মেয়ের সম্পর্কে বিনুদাদার কথা শুনে অনুপম তার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছে - পঞ্চশরের।
- "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!" - উক্তিটি বিনুদার

অনুপমের মা

একজন সন্তানবৎসল নারী; গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন কিন্তু স্বামীর ওকালতির টাকায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ কারণে তিনি তার সন্তান অনুপমকে অতিরিক্ত আদরে বড়ো করেছেন। এছাড়া তার মাঝে ধনসম্পত্তির অহংকার দেখা যায়। নিজেরা যে ধনী সে কথা নিজেও যেমন ভোলেন না, তেমনি তার সন্তানকেও ভুলতে দেন না।

- অনুপম মানুষ হয়েছে - মার হাতে।

অনুপম

'অপরিচিতা' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র অনুপম। সে এ গল্পের কথক। বয়স ২৭ বছর; এমএ পাস। বিয়ে ঠিক হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। গল্পের শুরুতে আমরা তাকে গুণহীন, ব্যক্তিত্বহীন ভূমিকায় দেখি যে কিনা শিক্ষিত যুবক হয়েও পরিবারতন্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ। নিজের বিয়ের ক্ষেত্রেও তার মতামত গুরুত্ব পায়নি। বিয়ের দিন মামার অন্যায় কাজকে সে চোখ বুজে মেনে নিয়েছে। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারেনি। বিয়ের আসরে সে মামার অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দেয়। মা আর মামা দুজন অনুপমের অভিভাবক।

বিয়ের আসরে হবু স্ত্রীর গা থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করার মতো ঘৃণ্য বিষয়েও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। এমনকি তার মামার অপমানের কারণে ও তার ব্যক্তিত্বহীনতায় কনের বাবা শম্ভুনাথ তাকে বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ক্রমে তার মাঝে চেতনার বিকাশ ঘটে। গল্পের শেষ দিকে আমরা তাকে ক্রমে ইতিবাচক হয়ে উঠতে দেখি।

- নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপম ব্যবহার করেছে - 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি।
- অনুপমের হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ পেয়েছে - তরুমর্মের।
- 'অপরিচিতা' গল্পে 'বকুলবনের নবপল্লবরাশি' দ্বারা বোঝানো হয়েছে - অনুপমের মনের অবস্থা।
- অনুপম যখন বিবাহ বাড়িতে গিয়ে উঠিল তখন নিজেকে কল্পনা করিয়াছিল - গহনার দোকানের সঙ্গে।
- অনুপমের বিবাহ যাত্রার পাথেয় ছিল - মত্ত হস্তী।
- অনুপমের মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গিয়াছিল - কল্যাণী বিবাহ করিবে না কথাটি শুনিয়া।
- "দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি।" - এ ভাবনা অনুপমের।
- "এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা" – অনুপম কথাটি জানাইল - ঘাড় নাড়ার ইঙ্গিতে।
- অনুপমের পিতা প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল - ওকালতি করে।
- আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।- উক্তিটি অনুপমের
- ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।- উক্তিটি অনুপমের
- মার হাতেই আমি মানুষ।- উক্তিটি অনুপমের
- আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।- উক্তিটি অনুপমের
- কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র।- উক্তিটি অনুপমের
- আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।- উক্তিটি অনুপমের
- আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পশুশরের কোনো বিরোধ নাই। - উক্তিটি অনুপমের
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য।- উক্তিটি অনুপমের
- রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা।- উক্তিটি অনুপমের
- অনুপমের মতে মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, তার চেহারা হচ্ছে - কণ্ঠস্বর।
- ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।- উক্তিটি অনুপমের
- সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে সেই-যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল।- উক্তিটি অনুপমের
- তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।- উক্তিটি অনুপমের
- কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা জায়গা আছে।- উক্তিটি অনুপমের
- ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।- উক্তিটি অনুপমের

অনুপমের মামা

অনুপমের চেয়ে তার মামা ছয় বছরের বড়। অনুপমের সংসারকে তিনি ফল্গুর বালুর মতো নিজের অন্তরে শুষে নিয়েছেন। ওকালতি পেশায় নিয়োজিত বাবার মৃত্যুর পর তার আসল অভিভাবক হয়ে ওঠে মামা। পুরো গল্পে আমরা তাঁকে অর্থলোভী, স্বার্থপর, হীন মানসিকতাসম্পন্ন চতুর হিসেবে দেখতে পাই। অনুপম-কল্যাণীর বিয়ে ভাঙার জন্য অনুপমের মামাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

- অনুপমের আসল অভিভাবক - তার মামা।
- অনুপমের মামার অস্থিমজ্জায় জড়িত ছিল - টাকার প্রতি আসক্তি।
- পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট ছিল - তার মামা।
- অপুর মামার মতে, কলিকাতার বাহিরের পৃথিবীটা অন্তর্ভুক্ত আছে - আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের।
- অনুপমের মামা মনে মনে খুশি হইলেন কারণ - বেহাইয়ের কোনো তেজ নাই।
- বিবাহ বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না - অনুপমের মামা।
- লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না - অনুপমের মামা।

শম্ভুনাথ সেন

৩৫. কল্যাণীর বাবার নাম কী?
উত্তর: কল্যাণীর বাবার নাম শম্ভুনাথ সেন।

৩৬. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা ছিল ডাক্তারি।

৩৭. শম্ভুনাথ বাবুর স্মিতহাস্য বন্ধুটি পেশায় কী ছিলেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ বাবুর স্মিতহাস্য বন্ধুটি পেশায় উকিল ছিলেন।

৩৮. 'অপরিচিতা' গল্পে কে চুপচাপ স্বভাবের?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ বাবু চুপচাপ স্বভাবের।

৩৯. 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত কার চেহারা চোখে পড়ার মতো?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত শম্ভুনাথ বাবুর চেহারা চোখে পড়ার মতো।

৪০. অনুপমকে কে আশীর্বাদ করেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ সেন।

৪১. শম্ভুনাথ বাবু কখন অনুপমকে প্রথম দেখেন?
উত্তর: শম্ভুনাথ বাবু বিবাহের তিন দিন আগে অনুপমকে প্রথম দেখেন।

৪২. 'অপরিচিতা' গল্পে এককালে কার বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে এককালে শম্ভুনাথ সেনের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।

৪৩. ঠাট্টার সম্পর্ককে কে স্থায়ী করতে চাননি?
উত্তর: ঠাট্টার সম্পর্ককে শম্ভুনাথ সেন স্থায়ী করতে চাননি।

৪৪. পুরাণের প্রজাপতি দেবতা কে?
উত্তর: পুরাণের প্রজাপতি দেবতা হলেন জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।

৪৫. 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে?
উত্তর: 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে।

৪৬. গজাননের ছোটো ভাই কে?
উত্তর: গজাননের ছোটো ভাই কার্তিক।

৪৭. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!' কার উক্তি?
উত্তর: বিনুদাদার।

৪৮. গল্পকথকের মতে, হরিশ মানুষ হিসেবে কেমন?
উত্তর: গল্প কথকের মতে, হরিশ মানুষ হিসেবে রসিক।

৪৯. অনুপমের বিয়ের সম্বন্ধ কে এনেছিল?
উত্তর: অনুপমের বিয়ের সম্বন্ধ হরিশ এনেছিল।

৫০. ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদীর নাম কী?
উত্তর: ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদীর নাম ফল্গু।

শব্দার্থ ও টীকা

৫১. এয়ারিং কী?
উত্তর: এয়ারিং হচ্ছে কানের দুল।

৫২. 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ হলো - নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

৫৩. 'স্বয়ংবরা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: স্বয়ংবরা শব্দের অর্থ যে মেয়ে নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করে।

৫৪. 'অভ্র' কী?
উত্তর: 'অভ্র' এক ধরনের খনিজ ধাতু (ইংরেজি Mica)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন? *(বের্ড বই; পৃষ্ঠা ৩৪)*
উত্তর: শম্ভুনাথ সেকরার হাতে অনুপমদের পক্ষ থেকে কল্যাণীকে দেওয়া একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

০২. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *(বের্ড বই; পৃষ্ঠা ৩৪)*
উত্তর: বিয়ের দিনে অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ সেন কল্যাণীর সাথে তার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার মতো অভাবনীয় কাণ্ডে অনেকটা হতবিহ্বল হয়ে অনুপম একথা বলেছে।
অনুপমের বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে তার লোভী মামা কল্যাণীর বাবার কথায় আস্থা না রেখে বিয়ের আগেই সমস্ত গয়না সেকরা দিয়ে পরখ করাতে চান। আর এ সময় অনুপম কোনো প্রতিবাদ না করায় শম্ভুনাথ অপমানিত বোধ করেন এবং কন্যাদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এরকম ঘটনা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে শম্ভুনাথ সেন কর্তৃক অনুপমের অপমানের দিকটিকে বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির উল্লেখ করা হয়েছে।
উত্তরের সারবস্তু: উক্তিটি দ্বারা শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুপমের অপমানের দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

০৩. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'-উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাকে অনুপমের মামা ঠাট্টা মনে করলে শম্ভুনাথ সেন উক্তিটি করেছিলেন। অনুপমের মামা বিয়ের আগেই কনের গায়ের গয়নাগুলো আসল না নকল তা সেকরা দিয়ে যাচাই করতে চান। এ কারণে কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন। গয়না যাচাইয়ের ব্যাপারে পাত্রের নির্লিপ্ততা দেখে তিনি এমন ব্যক্তিত্বহীন ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পাত্রপক্ষকে যথাযথ আপ্যায়নের পর গাড়ি ডেকে বিদায় দিতে চাইলে অনুপমের মামা এ বিষয়টিকে ঠাট্টা মনে করেন। এর জবাবে শম্ভুনাথ সেন বলেন যে, ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছে তার নেই।
উত্তরের সারবস্তু: অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাকে অনুপমের মামা ঠাট্টা মনে করলে শম্ভুনাথ সেন উক্তিটি করেছিলেন।

০৪. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ব্যঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গার দুই পুত্র অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দেবী দুর্গার কোলে দেব সেনাপতি কার্তিকেয় অপূর্ব শোভা পায়। বড় হয়েও অনুপম কার্তিকের মতো মায়ের কাছাকাছি থেকে মাতৃআজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে। তাই পরিণত বয়সেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্য গল্পের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় ও ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলে থাকা শিশুমাত্র। এজন্যই ব্যঙ্গ করে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
উত্তরের সারবস্তু: প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে ব্যঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অরি বা শত্রুকে দমন করে যে, এখানে মেঘনাদকে বোঝাচ্ছে

মনের দুঃখে (মেঘনাদ অগ্নিদেবের পূজা করার সময় লক্ষণ তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাই সে ক্রুদ্ধ,ব্যথিত)

''এতক্ষণে'' – অরিন্দম কহিলা বিষাদে,

মেঘনাদের প্রার্থনার সময় রাম লক্ষণকে জানিয়েছে তা মেঘনাদ বুঝেছে।

রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

''জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল প্রবেশ করল

পিতৃব্য/চাচা/পিতার ভাই

রাক্ষসদেরপুরী বা নগরে

রক্ষঃপুরে! হায়, তাত উচিত কি তব

রাবণের মাতার নাম

এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!

রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ/রাবণ

ভাই

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ

হিন্দুদের শিব বা মহাদেবের মতো যার হাত ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট অগ্র,শূল।

রাবণের মধ্যম ভাই

কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!

দেবরাজ ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে মেঘনাদ

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?

চোরকে

পুরাণে উল্লিখিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

রাজা রাবণের বাড়িতে যেন আজ চণ্ডাল এসে ঢুকেছে।

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি

তিরস্কার করি

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

রামের অনুজ বা ছোট ভাই লক্ষণকে

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে

যমালয়ে/ মৃত্যুপুরীতে

মোচন করব

লক্ষ্মনের রাক্ষসপুরীতে ঢুকে পড়াকে মেঘনাদ লঙ্কার কলঙ্ক বিবেচনা করেছে।

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে!''

যুদ্ধ দ্বারা

উত্তর দিল

উত্তরিলা বিভীষণ, ''বৃথা এ সাধনা,

বিভীষণ নিজেকে রামের দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ধীসম্পন্ন, জ্ঞানী

ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

কাতরস্বরে উত্তর দিল

অনুরোধ?'' উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-

রাবনের পুত্র/ মেঘনাদ

ইচ্ছে করছে

পিতৃব্য, আপনার কথা শুনে মরতে ইচ্ছে করছে।

''হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

মরতে

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

মেঘনাদ বিনয় করে নিজেকে দাস হিসেবে উল্লেখ করেছে।

রচয়িতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উৎসগ্রন্থ

মেঘনাদ বধ
'বধো' নামক ষষ্ঠ সর্গ

মূলবাণী/ মর্মবাণী/ উপজীব্য বিষয়
মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা

রূপশ্রেণি
কবিতা (মহাকাব্যের অংশ)

ছন্দ
১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

ভাষারীতি
সাধু ভাষা, সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার

নাট্যগুণ
কবিতাটিতে চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান

বিষয়বস্তু
নৈতিকতার দ্বন্দ্ব এবং কাকা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে দেশপ্রেমিক মেঘনাদের ক্ষোভ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

০১. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটি নেয়া হয়েছে - মেঘনাদবধ – কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গ 'বধো' (বধ) থেকে।
০২. মেঘনাদবধ – কাব্যের মোট সর্গসংখ্যা - ৯টি।
০৩. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে - স্বাধীনভাবে/ বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে।
০৪. "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতাটির ছন্দের শেষ লক্ষণ - ভাব প্রকাশের প্রবহমানতা।
০৫. এ কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে - ভালবাসা।
০৬. এ কবিতায় বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে - ঘৃণা।
০৭. এ কবিতায় জ্ঞাতিত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে - নীচতা ও বর্বরতা বলে।
০৮. ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণ তার যুদ্ধের সেনাপতি করেন - কনিষ্ঠ পুত্র মেঘনাদকে।
০৯. যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ মনস্থির করল - নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করার।
১০. শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় - রাবণের অনুজ বিভীষণের সহায়তায়।
১১. শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় - মায়াদেবীর আনুকুল্যে।
১২. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ মেঘনাদের কাছে প্রার্থনা করে - যুদ্ধের।
১৩. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণের কাছে প্রার্থনা করে - যুদ্ধসাজ গ্রহণ করতে দেয়ার জন্য।
১৪. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারে মেঘনাদ দেখতে পায় - বিভীষণকে।
১৫. রাম রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী - বিভীষণ।
১৬. শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও শ্রেয় - নির্গুণ স্বজন।
১৭. লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থানের নাম - নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।
১৮. মেঘনাদ লঙ্কাকে তুলনা করেছে - প্রফুল্ল কমলের সাথে।
১৯. মেঘনাদ লঙ্কায় লক্ষ্মণের প্রবেশকে তুলনা করেছে - প্রফুল্ল কমলে কীটবাসের সাথে।
২০. "পরদোষে কে চাহে মজিতে?" – এখানে 'পরদোষে' দ্বারা বিভীষণ বুঝিয়েছে - রাবণের দোষের কথা।
২১. লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ - পাপ দ্বারা।
২২. পিতৃব্যের ষড়যন্ত্রকে মেঘনাদ আখ্যায়িত করেছে - নীচতা ও বর্বরতা হিসেবে।
২৩. 'গঞ্জি' শব্দের অর্থ - তিরস্কার করি।
২৪. 'নন্দন কানন' শব্দের অর্থ - স্বর্গের উদ্যান।
২৫. 'মজাইলা' শব্দের অর্থ - বিপদগ্রস্ত করলে।
২৬. 'বসুধা' শব্দের অর্থ - পৃথিবী।
২৭. 'তেঁই' শব্দের অর্থ - তজ্জন্য/ সেহেতু।
২৮. 'মন্দ্র' শব্দের অর্থ - শব্দ/ ধ্বনি।
২৯. 'জীমূতেন্দ্র' শব্দের অর্থ - মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
৩০. 'বলী' শব্দের অর্থ - বলবান/ বীর।
৩১. 'জলাঞ্জলি' শব্দের অর্থ - সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
৩২. 'নীচ' শব্দের অর্থ - হীন/ নিকৃষ্ট/ইতর।
৩৩. 'দুর্মতি' শব্দের অর্থ - অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।
৩৪. 'পশিল' শব্দের অর্থ - প্রবেশ করল।
৩৫. রথ চালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে তাকে বলে - রথী।
৩৬. তাত শব্দের আক্ষরিক অর্থ - পিতা।
৩৭. কবিতায় 'তাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে - পিতৃব্য/ চাচা অর্থে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।' - চরণের অর্থ বুঝিয়ে লেখ। *[রাবি A ইউনিট; ২০১৯-২০]*

উত্তর: গুণহীন স্বজন সর্বদাই গুণবান পরজনের চেয়ে শ্রেয় - প্রশ্নের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সে কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বিভীষণের শ্রদ্ধাভক্তি মেঘনাদকে ভীষণ বিচলিত করে। লঙ্কার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বিভীষণ; কিন্তু শাস্ত্রের সহজ ব্যাখ্যা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি ধার্মিক বলে সহোদর রাবণকে পরিত্যাগ করে দেবচরিত্র রামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। রাবণের পাপের ভাগী হতে চান না বলেই চিরচেনা লঙ্কাবাসী ও স্বজনদের পরিত্যাগ করেছেন। অথচ শাস্ত্রমতে, পরজন যতই গুণবান হোক আর স্বজন যতই গুণহীন হোক না কেন, তারপরও গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন অনেক বেশি শ্রেয়। কারণ পর কোনোদিনই আপন হয় না।

০২. "প্রফুল্ল কমলে কীটবাস" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *(বোর্ড বই থেকে)*

উত্তর: 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে গেলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করতে উদ্যত হন। মেঘনাদ এও বুঝতে পারেন যে তাঁর কাকা বিভীষণই লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশে সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি কাকাকে উদ্দেশ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন, কীটতুল্য লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে অনুপ্রবেশ প্রফুল্ল কাননে কীটের বসবাসের সঙ্গেই তুলনীয়।

উত্তরের সারবস্তু: 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

০৩. "এতক্ষণে- অরিন্দম কহিলা বিষাদে" মেঘনাদের এ অভিব্যক্তির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বিভীষণের সাহায্যেই যে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছেন এ বিষয়টি বুঝতে পেরেই মেঘনাদের এ অভিব্যক্তি। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করেন। আর যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে যায়। হঠাৎ যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে অস্ত্রসহ দেখতে পায়। দ্বারে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখেই সে বুঝতে পারে যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের প্রবেশ তার ষড়যন্ত্রেই ঘটেছে। আর এ বিষয়টি উপলব্ধির পরই মেঘনাদ আলোচ্য অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে।

০৪. 'হায় তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' কে, কেন এ উক্তিটি করেছিল?

উত্তর: শত্রু লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ উক্তিটি করেছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাই সে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়ের অজুহাত দিয়ে তারই কাকা বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ নেয় এবং তাকে হত্যা করার জন্য লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। বিভীষণের এহেন খেদের সঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

উত্তরের সারবস্তু: লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

০৫. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'-পঙক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অধমকে মর্যাদাপূর্ণ আসন দেওয়ার কারণে ধিক্কার জানানো হয়েছে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ করে দিলে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ এ উক্তি করে। 'চণ্ডাল' বলতে নিকৃষ্ট বা অধমকে বোঝানো হয়েছে, যার স্থান রাজগৃহ হতে পারে না। মেঘনাদের মতে লক্ষ্মণ সেই নিকৃষ্টজন যাকে মর্যাদার আসন দিয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে বিভীষণ। 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?' - উক্তিটির মাধ্যমে মূলত বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের সারবস্তু: উক্তিটির মাধ্যমে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার অপরাধে বিভীষণের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে মেঘনাদ বলেছে, 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'

০৬. "লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে" - দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে শত্রুসেনা লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ লঙ্কার ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ তা মোচন করতে চায়। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ নিকুম্ভলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এমন পরিস্থিতিতে স্বদেশের পরাজয়ের আশঙ্কায় দেশপ্রেমী মেঘনাদ বিচলিত হয়ে বিভীষণের কাছে যুদ্ধসাজ পরিধানের সুযোগ প্রার্থনা করে। পাশাপাশি শত্রু লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে লঙ্কার কলঙ্ক মোচন করতে চায় সে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মেঘনাদের এ অভিপ্রায়ের কথাই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের সারবস্তু: নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অনুপ্রবেশ লঙ্কার ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ তা মোচন করতে চায়।

০৭. "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে" কথাটি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস হিসেবে অভিহিত করেন। একথা শুনে মেঘনাদ বিভীষণকে তার নিজের বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বিধাতা যেমন চাঁদকে মাটি থেকে অনেক ওপরে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন, তেমনই তাদের বংশমর্যাদার অনেকের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। এমন মর্যাদা ছেড়ে বিভীষণ কীভাবে নিজেকে রাঘবদাস বলেন তা মেঘনাদের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।

উত্তরের সারবস্তু: 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।

০৮. মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে কেন?

উত্তর: নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করার কারণে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে।

কপটতার আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। এ ছাড়া লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান জানায়। যুদ্ধসাজে সজ্জিত লক্ষ্মণ অস্ত্রহীন মেঘনাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা মোটেও বীরোচিত নয়। তাই মেঘনাদ লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি নর' বলেছে।

রাবণ

রাবণ এই কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র। তিনি একইসাথে মহাবীর, পরাক্রমশালী রাজা, ধর্মজ্ঞানী এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পাশাপাশি তিনি দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিলেন। রাবণ কর্তৃক রামের পত্নীকে হরণ করার পরিপ্রেক্ষিতেই রাম-রাবণের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সংগত কারণে এ কবিতায় রাবণ চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এসেছে।

- ☞ বিভীষণ লঙ্কার পরিণতির জন্য রাবণকে দায়ী করেছে।
- ☞ বিভীষণের রক্ষঃশ্রেষ্ঠ সহোদর হলেন রাবণ।
- ☞ রামচন্দ্র স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণ করার পর তাঁর দৈব-কৌশলের কাছে বারবার অসহায় হয়ে পড়েন রাজা রাবণ।
- ☞ মেজ ভাই কুম্ভকর্ণ ও বড় ছেলে বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাজা রাবণ ছোট ছেলে মেঘনাদকে সেনাপতি নির্বাচন করেন।

রাম

রাম বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণের নায়ক। সত্যনিষ্ঠ রাম নিজ পত্নী সীতাকে উদ্ধার করতে এবং রাবণের অত্যাচার বন্ধের জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আলোচ্য কবিতায় প্রাসঙ্গিক কারণে অল্প পরিসরে রামের প্রসঙ্গটি এসেছে।

- ☞ রঘু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্র।

লিখিত পরীক্ষা

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

কবি পরিচিতি

০১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

০২. আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত কে?
উত্তর: আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

০৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়ের নাম কী?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী।

০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দের নাম কী?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দের নাম- 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'।

০৫. বাংলা সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নবরূপায়ণ কোনটি?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নবরূপায়ণ হলো - অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

০৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি - মেঘনাদবধ কাব্য।

০৭. 'মেঘনাদবধ কাব্য' কোন ধরনের মহাকাব্য?
উওর: 'মেঘনাদবধ-কাব্য' একটি পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর মহাকাব্য।

০৮. বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তন করেন কে?
উত্তর: বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পাঠ পরিচিতি

০৯. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর: 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

১০. 'মেঘনাদবধ কাব্য' কোন সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে রচিত হয়েছে?
উত্তর: 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাল্মীকির 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

১১. সংস্কৃত রামায়ণের রচয়িতা কে?
উত্তর: সংস্কৃত রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি মুনি।

১২. শূলীশম্ভুনিভ বলা হয়েছে কাকে?
উত্তর: শূলীশম্ভুনিভ বলা হয়েছে কুম্ভকর্ণকে।

মূলপাঠ

১৩. দেবকুল সর্বদা কী থেকে বিরত?
উত্তর: দেবকুল সর্বদা পাপ থেকে বিরত।

১৪. শাস্ত্রমতে গুণবান শত্রু অপেক্ষা কে শ্রেয়?
উত্তর: শাস্ত্রমতে গুণবান শত্রু অপেক্ষা গুণহীন স্বজন শ্রেয়।

মেঘনাদ

১৫. 'অরিন্দম' কে?
উত্তর: অরি বা শত্রুকে দমন করে যে তাকে বলা হয় অরিন্দম। আলোচ্য কবিতায় অরিন্দম হচ্ছে মেঘনাদ।

১৬. কাকে রাবণি বলা হয়েছে? *(বোর্ড বই থেকে)*
উত্তর: মেঘনাদকে রাবণি বলা হয়েছে।

১৭. মেঘনাদ কাকে 'তাত' বলে সম্বোধন করেছিল?
উত্তর: মেঘনাদ বিভীষণকে 'তাত' বলে সম্বোধন করেছিল।

- পিতৃব্য বিভীষণের ষড়যন্ত্রকে মেঘনাদ অত্যন্ত নীচতা ও বর্বরতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।
- বিভীষণের নিজ পক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষ অবলম্বন করাকে মেঘনাদ আখ্যায়িত করেছে - বর্বরতা বলে।
- বিভীষণ রাঘবদাস, এ কথা শুনে মেঘনাদের মরবার ইচ্ছা হয়।
- মেঘনাদের মতে, চাঁদ ভূতলে গড়াগড়ি করে না, মৃগেন্দ্রকেশরী শেয়ালকে মিত্র মনে করে না।
- মেঘনাদের মতে, পঙ্কজ কানন ছেড়ে কর্দমাক্ত জলে যায় না - রাজহাঁস।
- লঙ্কার শিশুরা হাসবে - লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদকে অস্ত্রহীন অবস্থায় যুদ্ধে আহ্বান করার কথা শুনে।
- মেঘনাদের কাছে অসহ্য ঠেকে - রাক্ষসপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের আগমন।
- পিতৃব্য বিভীষণের কাছে মেঘনাদের আবেদন - বিভীষণ যেন লক্ষ্মণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে আজ্ঞা দেয়।
- মেঘনাদের দৃষ্টিতে বিভীষণ জলাঞ্জলি দিয়েছে - জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি।
- বিভীষণ মেঘনাদকে অভিহিত করেছে - ধীমান, বৎস বলে।

মেঘনাদের উক্তি

- নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? - উক্তিটি মেঘনাদের
- পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, - উক্তিটি মেঘনাদের
- "হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!" - উক্তিটি মেঘনাদের
- আজ্ঞা কর দাসে, শান্তি নরাধমে।- উক্তিটি মেঘনাদের
- কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
  জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, - এ সকলে দিলা
  জলাঞ্জলি? - উক্তিটি মেঘনাদের
- "গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি।" - উক্তিটি মেঘনাদের
- নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পরঃ সদা!' উক্তিটি মেঘনাদের।
- 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ' -মেঘনাদ বিভীষণের প্রতি এ উক্তি করেছে।

বিভীষণ

কবিতায় বিভীষণের বিশেষ পরিচয়

সতী নিকষার পুত্র
রাবণের সহোদর
কুম্ভকর্ণের সহোদর
মেঘনাদের কাকা
মহারথী, রক্ষোরথী
ধর্মপথগামী, তাত

বিভীষণের চরিত্রের বিশেষ গুণ

স্বজাতি-বিদ্বেষ
বিশ্বাসঘাতকতা
আত্মকেন্দ্রিকতা
বিনয় ও
ধার্মিকতা

লঙ্কাপতি রাবণের অনুজ বিভীষণ। মূল রামায়ণে বিভীষণ ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও জ্ঞানী। তবে রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি দেশাত্মবোধ ও ভ্রাতৃপ্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়ে আদর্শের কথা ভেবে ন্যায়নিষ্ঠ রামের আনুগত্য স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট। কেননা, তার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের প্রাণ বিপন্ন হয়। ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে সন্তানতুল্য মেঘনাদকেই তিনি মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন। তার এমন আচরণের কারণে মেঘনাদের মৃত্যুর পাশাপাশি লঙ্কার পরাজয়ও ত্বরান্বিত হয়। আলোচ্য কবিতাটিতে তাই বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার দিকটিকে ইঙ্গিত করে তার প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে।

- বিভীষণের মতে, লঙ্কা ধ্বংস হওয়ার কারণ - রাজার কর্মদোষ, লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ হওয়া।
- বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন করার কারণ - রাবণের কুকর্ম, লঙ্কাপুরী পাপপূর্ণ হওয়া, অধর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
- লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধসাজ গ্রহণের সময় না দিয়ে আক্রমণ করে।
- অস্ত্রাগারের প্রবেশদ্বারে বিভীষণ দাঁড়িয়ে মেঘনাদকে সেখানে প্রবেশে বাধা দেয়।
- পরিবারের বীরশ্রেষ্ঠদের সম্মান ও আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে বিভীষণ দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
- 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের এ অংশে বিভীষণকে রাঘবদাস, নীচ, দুর্মতি বলা হয়েছে।
- 'বিখ্যাত জগতে তুমি' - এখানে বিভীষণকে বিখ্যাত বলা হয়েছে।

বিভীষণের উক্তি

- নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
  এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি! - উক্তিটি বিভীষণের
- পরদোষে কে চাহে মজিতে?" - উক্তিটি বিভীষণের
- 'নহি দোষী আমি,বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে' মেঘনাদের কথার প্রেক্ষিতে বিভীষণ একথাটি বলেছে - মলিন বদনে।

লক্ষ্মণ

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যিনি সর্বদা ন্যায়নিষ্ঠ, বীর এবং সর্বদা অগ্রজ রামের অনুগামী। সংগত কারণেই অপহরক রাবণের বিরুদ্ধে রামের ন্যায়সংগত যুদ্ধে তিনি ভ্রাতা রামের পক্ষাবলম্বন করেন। তবে পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে তিনি রাবণপুত্র মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য বিভীষণের সহায়তা নেন এবং কৌশলে তাকে হত্যা করেন। কবিতাটিতে এ ঘটনার অবতারণা করে লক্ষ্মণকে উপস্থাপন করা হয়েছে একজন কূটকৌশলী হন্তারক হিসেবে। যিনি প্রচলিত যুদ্ধরীতি ভঙ্গ করে বিভীষণের সহায়তায় অনৈতিকভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং অন্যায় যুদ্ধে তাকে হত্যা করেন।

- সৌমিত্রি হলো লক্ষ্মণ। মেঘনাদ লক্ষ্মণকে চণ্ডাল বলেছে।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রামানুজ হলো লক্ষ্মণ।
- মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ধিক্কার জানিয়েছে - রামানুজ, ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, তস্কর, সৌমিত্রি, দুর্বল মানব, নরাধম, বনবাসী ও দুরাচার দৈত্য বলে।
- লক্ষ্মণকে ক্ষুদ্রমতি বলা হয়েছে - গোপনে রক্ষঃপুরে প্রবেশ করেছে বলে; মেঘনাদকে অস্ত্রহীন অবস্থায় যুদ্ধে আহ্বান করেছে বলে।
- রাক্ষসপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের আগমন ঘটল - পিতৃব্য বিভীষণের স্বজাতি বিদ্বেষের কারণে, তার সহায়তায়।
- মায়াদেবীর আনুকূল্যে এবং বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে।

চরিত্রের সম্পর্ক

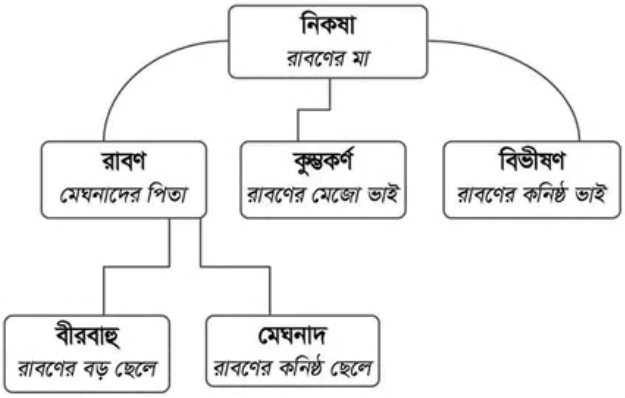

- নিকষা এর তিন ছেলে - রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। এদের মধ্যে রাবণ বড়, কুম্ভকর্ণ মেজো আর বিভীষণ কনিষ্ঠ। তাহলে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এরা তিন ভাই এবং এদের মায়ের নাম নিকষা।
- রাবণ এর দুই ছেলে মেঘনাদ ও বীরবাহু। বীরবাহু বড় আর মেঘনাদ কনিষ্ঠ ছেলে। বীরবাহু মেঘনাদের বড় ভাই। মেঘনাদ রাবণের কনিষ্ঠ সন্তান।
- বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই। কুম্ভকর্ণ রাবণের মেজো ভাই।
- মেঘনাদ বিভীষণ আর কুম্ভকর্ণের ভাতিজা।
- মেঘনাদের চাচা বিভীষণ আর কুম্ভকর্ণ। মেঘনাদের পিতা রাবণ আর মেঘনাদের দাদি বা পিতামহী - নিকষা।

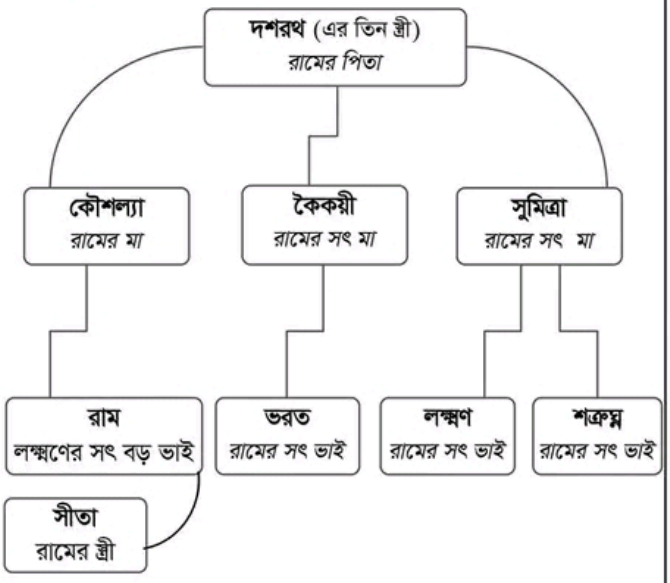

- রাজা দশরথের তিন স্ত্রী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়।
- রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা এবং রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তার তিন ছোট ভাই। তাঁর বাবার নাম দশরথ এবং মায়ের নাম কৌশল্যা।
- লক্ষ্মণের আরেক নাম সৌমিত্রি। রানি সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান লক্ষ্মণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন আপন ভাই আর রামের সৎ ভাই।

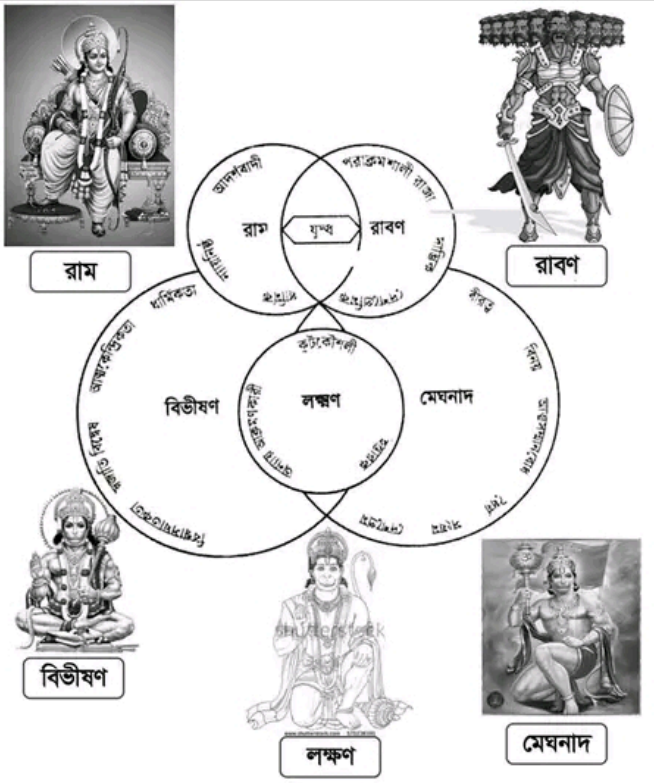

মেঘনাদ

কবিতায় মেঘনাদের বিশেষ পরিচয়

অরিন্দম
বাসববিজয়ী
বাসবত্রাস
রাবণি
বীরেন্দ্র বলী
ইন্দ্রজিৎ

মেঘনাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ

দেশপ্রেম
বিনয়
শৌর্য
বীরোচিত আচরণ
আত্মসম্মানবোধ
ধৈর্য ও সংযম

মেঘনাদ লঙ্কাপতি রাবণের বীরপুত্র। পিতার একান্ত অনুগত মেঘনাদ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো পরিস্থিতিতেই পিতার পাশে থেকেছেন। মূল মহাকাব্যে রাবণপুত্র মেঘনাদকে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রশ্নে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও এ কবিতায় তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে একজন দেশপ্রেমী ও বীরযোদ্ধা হিসেবে। ধর্মের চেয়ে স্বদেশ এবং স্বাজাত্যবোধই তার কাছে বড়। আলোচ্য কবিতায় দেশপ্রেম, বিনয়, শৌর্য, বীরোচিত আচরণ, আত্মসম্মানবোধ, ধৈর্য, সংযম প্রভৃতি মানবীয় গুণের সমন্বয়ে তার চরিত্র অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

- অরি বা শত্রুকে দমন করে যে তাকে বলা হয় অরিন্দম। আলোচ্য কবিতায় অরিন্দম হচ্ছে মেঘনাদ।
- যুদ্ধযাত্রার আগে মেঘনাদ ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করেন।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার প্রতি মেঘনাদের প্রবল আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে।